Pathfinder

ওয়েস্টার্ন

রক্ষা

গোলাম মওলা নঈম

সবা প্রকাশনী

NAEEM

Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!

Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!

Don't Remove This Page!

Scanned by
Pathfinder

Edited by
NAEEM

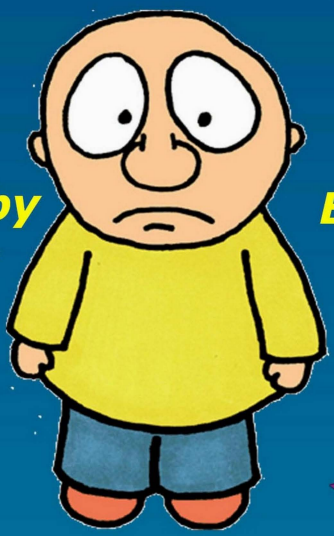

Visit Us at Banglapdf.net

If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

ওয়েস্টার্ন

রক্ষা

গোলাম মওলা নঈম

Scanned by: Kamrul Ahsan
Edited by: Aiub Talukder (Naeem)

Website
www.Banglapdf.net
www.shopneel.tk/forum

Facebook Page
www.facebook.com/Banglapdf.net

Facebook Group
www.facebook.com/groups/we.are.bookworms

সেবা প্রকাশনীর
আরও ক'টি ওয়েস্টার্ন

কাজি মাহবুব হোসেনঃ আলেয়ার পিছে, পাতকী, রক্তাক্ত খামার, জ্বলন্ত পাহাড়, মানুষ শিকার, ভাগ্যচক্র, আর কতদূর, বাঁধন, রাইডার, এপিঠ-ওপিঠ, আবার এরফান, রূপান্তর ডেথ সিটি, বুনো পশ্চিম, ল্যাসোর ফাঁস, লুটতরাজ, অপমৃত্যু, কাউবয়, গানফাইট, দাবানল, বেপরোয়া পশ্চিম, চক্রান্ত, কিং কোল্ট, মৃত্যুর মুখে এরফান, অ্যারিজোনায় এরফান, নিঠুর পশ্চিম, রক্তরাঙা ট্রেইল, রুদ্র সীমান্ত, পাহাড়ী স্লোন, খুনে মার্শাল, নিঃসঙ্গ অশ্বারোহী, ক্ষ্যাপা তিনজন, কালো দালান, ক্ষিপ্ত ঘাতক, আক্রোশ, ভয়াল শটগান, ধোঁকাবাজ, লুটপাট, অ্যাপাচি চীফ, অন্বেষা, সেই এরফান, হার্ডি স্লোন, ভূমিদস্যু। **খোন্দকার আলী আশরাফঃ** কাঁটাতারের বেড়া, লড়াই, ডাইনী। **রওশন জামিলঃ** ফেরা, ওয়ানটেড, জলদস্যু, নীলগিরি, বসতি, স্বর্ণতৃষা, কুহকিনী, রক্তের ডাক, টোপ, রত্নগিরি, প্রত্যয়, বাথান, নিষ্পত্তি, ছায়া উপত্যকা, অতন্দ্র প্রহরী, মার্সেনারী, সন্ধান, ভয়, বিধাতা, পাড়ি, ছায়াশত্রু, আতঙ্ক, বিদ্বেষ, ক্রোধ, স্বপ্ননগরী, দেনা, প্রতারক, রক্তবসনা, সুবিচার, খুনে নগরী, অশান্ত মরু। **শওকত হোসেনঃ** প্রতিপক্ষ, দখল, প্রহরী, ঘেরাও, সংঘাত, অস্থির সীমান্ত, আক্রান্ত শহর, অবরোধ, উত্তপ্ত জনপদ, বৈরী বলয়, নীল নকশা, বিপদ, অপসারণ, শত্রুশিবির, দুশমন, ত্রাহি, দুষ্টচক্র, দমন, রুদ্ররোষ, জালিয়াত, নিষিদ্ধ প্রান্তর, রক্তঋণ, হানাদার, মোকাবেলা, যাত্রা অনিশ্চিত, ফয়সালা। **প্রিম রিজভী তৌহিদঃ** শেষ মার। **আলীমুজ্জামানঃ** মরুসৈনিক। **রকিব হাসানঃ** তৃণভূমি, নির্জনবাস। **হিফজুর রহমানঃ** শিকারী। **জাহিদ হাসানঃ** স্বর্ণবিবর, সোনালী মৃত্যু। **আসাদুজ্জামানঃ** দুর্বৃত্ত। **আলীম আজিজঃ** সহযাত্রী, স্বপ্ন মরীচিকা, চিরশত্রু, শত্রুশহর। **বজলুর রহমানঃ** বাজি। **খসরু চৌধুরীঃ** ভুল।

আদনান শরীফঃ পশ্চিম যাত্রা। **এ.টি.এম. শামসুদ্দীনঃ** শেষ প্রতিপক্ষ। **তাহের শামসুদ্দীনঃ** স্যান্ডার্সের রক্ত চাই, গ্রীনফিল্ডের আউট-ল, ঈগলের বাসা, আগন্তুক, শ্যেনদৃষ্টি। **কাজী শাহনূর হোসেন ও আলীম আজিজঃ** মুক্তপুরুষ। **কাজী শাহনূর হোসেনঃ** প্রতিযোগী, স্বর্ণসন্ধানী, রূপালী, কারসাজি, শয়তানের চক্র, লোভের ফাঁদে, মৃত্যুপ্রতীক্ষা, শপথ, নির্জন প্রান্তর, জাতশত্রু।

কাজী মায়মুর হোসেনঃ শেষ পিস্তল, উৎখাত, লুটেরা, প্রত্যাবর্তন, শায়েস্তা, অদৃশ্য ঘাতক, ধাওয়া, দুর্গম যাত্রা, প্রহসন, দূরের পথ, দুর্বিপাক, বধ্যভূমি, দক্ষিণে বেনন, স্বর্ণঈগল, প্রবঞ্চক, দুর্জয় পশ্চিম, সীমান্তে সাবধান, দস্যু বেনন, সীমানা, দোষী, বিরান প্রান্তর, প্রতিজ্ঞা, কূটচাল, ক্যালিবার .৪৫, স্বপ্নের খামার, শেষ জংশন, শয়তানের আখড়া, বারুদ, তস্কর, সীমান্তে বিরোধ, নিঠুর আলাস্কা, কয়েদী, সমন-১, সমন-২, খুনে ক্যানিয়ন, মৃত্যু উপত্যকা, বন্দুকবাজ, লুণ্ঠন, উত্তপ্ত কারাগার, খলনায়ক, প্রবাসী, অধিকার, শক্তপাল্লা। **ইফতেখার আমিনঃ** প্রতিরোধ, প্রায়শ্চিত্ত, নিশি যাত্রা, দখলদার। **গোলাম মাওলা নঈমঃ** রোধ, দুঃসাহস, শোধ, মীমাংসা, সেয়ানে সেয়ানে, দুর্ভোগ, ত্রাস, পেছনে শত্রু, সামনে বিপদ, মাশুল, লালসা, হরণ, পতন, শর্ত, অপঘাত, উত্তরসুরি, খুনে শহর, তাল্লাশ, মুখোশ, চালবাজ, দম্ভ, ঘাতক, ঘায়েল, আসামী, অহঙ্কার, দূরের পাহাড়-১, দূরের পাহাড়-২, নরকে, শকুন, দাপট, বিপত্তি। **টিপু কিবরিয়াঃ** অশুভ চক্র, হুমকি। **মোহাম্মদ সাইফুল্লাহঃ** ভবঘুরে, আউট-ল, রক্তপিশাচ, প্রতিঘাত, খুনের দায়, যমদূত। **শেখ আবদুল হাকিমঃ** ভাড়াটে খুনী, পিস্তলবাজ। **মাসুদ আনোয়ারঃ** আশ্রয়, জ্বালা, জেলঘুঘু, স্বর্ণলালসা, সংঘর্ষ, লিপ্সা, অপমান। **আবু মাহ্দীঃ** পাঞ্চার, গানম্যান, অভিসন্ধি, শো-ডাউন, ঠিকানা, ট্রেইল বস্। **সুস্ময় আচার্যঃ** অপবাদ **সায়েম সোলায়মানঃ** সঙ্কট, অবরুদ্ধ শহর।

বিক্রয়ের শর্তঃ এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেওয়া বা নেওয়া, কোনওভাবে এর সিডি, রেকর্ড বা প্রতিলিপি তৈরি বা প্রচার করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোনও অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা আইনত দণ্ডনীয়।

এক

এবারের বসন্ত উদ্বেগ আর শঙ্কার মধ্যে কেটেছে মাইকেল মুরের। বাবা যে কেন ক্যালকিনের র‍্যাঞ্চে থাকতে চাইছে, মাথায় ঢুকছে না ওর; অনেক ভেবেও কূল-কিনারা করতে পারেনি। হয়তো সারা জীবন ছন্নছাড়ার মত ঘুরে-ফিরে উদ্যমহীন এবং ক্লান্ত বোধ করছে ওয়েসলি মুর, থিতু হওয়ার জন্য উন্মুখ হয়ে পড়েছে এখন, সেজন্য একটা জায়গা হলেই হলো; সেটা যেখানেই হোক···

র‍্যাঞ্চ হাউসের সামনে পৌঁছে সিঁড়ির গোড়ায় একটা লাশ আবিষ্কার করল ওরা। বেশ কিছুদিন আগেই মারা গেছে হতভাগ্য লোকটা, গোর দেওয়ার মত কেউ ছিল না বলে এখনও পড়ে আছে।

ব্যাপারটা একটুও ভাল লাগছে না ওয়েসের, কেন যেন শঙ্কা জাগছে। বিপদে জড়িয়ে পড়ছে না তো ওরা?

পুরানো হলেও এখনও শক্তপোক্ত রয়েছে বাড়িটা। যে-ই তৈরি করে থাকুক, থাকার উদ্দেশ্য নিয়ে তৈরি করেছিল। মজবুত খিলান, ভিতও দৃঢ়।

ভিতরে কেউ নেই। সম্ভবত কয়েক সপ্তাহ ধরে খালি, এমনকী মাসও হতে পারে। সবকিছু লণ্ডভণ্ড, তন্নতন্ন করে খোঁজা হয়েছে। একটা কিছু খুঁজেছে কেউ।

ভয়ঙ্কর চেহারা পেয়েছে লাশটা। পচেনি, বরং শক্ত হয়ে যাওয়া চামড়ার মত শুকিয়ে গেছে। চামড়ার নীচে শুধু হাড়, মাংস বলতে কিছু নেই। লোকটার পরনের কাপড় কয়েক জায়গায় ছেঁড়া, রক্তাক্ত।

লাশের পাশে দাঁড়িয়ে দীর্ঘক্ষণ চিমসে মুখটা পর্যবেক্ষণ করল ওয়েসলি মুর, শেষে চিন্তিত মনে বলল: 'ব্যাপারটা ঠিক মিলছে না।'

'কী মিলছে না, বাবা?' জানতে চাইল মাইক।

'খুন করার পর লাশের গা থেকে কাপড় খুলে নেয় ইন্ডিয়ানরা, অথচ ওর ক্ষেত্রে তেমন কিছুই করেনি।'

'কিন্তু লাশের পকেট খালি। যা কিছু ছিল, নিয়ে গেছে কেউ। কাপড়ের তাপ্পি বেরিয়ে আছে সবক'টা থেকে।'

'দেখেছি, বাছা। ব্যাপারটা ভেবে দেখার মত।' ঘুরে ছেলের দিকে ফিরল ওয়েস। 'দৌড়ে যাও তো, ওয়্যাগন থেকে গাঁইতি নিয়ে এসো। একে কবর দিতে হবে। এভাবে তো ফেলে রাখা যায় না।'

লাশের কাছ থেকে সরে এসে বাড়ির দিকে এগোল সে। আধ-খোলা দরজার কবাটের ফাঁক দিয়ে ভিতরে দৃষ্টি চালাল, এমন একটা ভঙ্গিতে যেন ভড়কে যাওয়ার মত ব্যাপার রয়েছে; তবে আদপে তেমন কিছু নেই।

গাঁইতি হাতে নিয়ে এসে দোরগোড়ায় দাঁড়াল মাইক, বাপের জন্য অপেক্ষায় থাকল।

ভিতরে ঢুকে পুরো কামরায় চোখ বুলাল ওয়েস। বাইরের দেয়ালের সঙ্গে জোড়া দেওয়া বিছানা, একটা টেবিল, দুটো চেয়ার...সবই ঘরে তৈরি—দক্ষ হাতের কাজ। কাজ দেখে বোঝা যায় নিজের কাজ ভালবাসত লোকটা।

নিজে এসব কাজে দক্ষ না-হলেও যথেষ্ট সমঝদার ওয়েসলি মুর, জানে কাজ দেখে নির্মাতার দক্ষতা সহজে বোঝা সম্ভব।

'জীবনে প্রচুর খেটেছি, বয়, কিন্তু এত সূক্ষ্ম কাজে হাত চলে না আমার। আসলে সবাই সবকিছু পারে না। ভারী একটা পাথর তুলতে বলো, কিংবা শাবল বা কুড়াল চালাতে বলো, আমি আছি। কিন্তু কাঠ জোড়া দিয়ে টেবিল-চেয়ার তৈরি করতে বললে আমি আর নেই। ওই জিনিস সবাই পারে না। যারা পারে, তাদের সমীহ করি আমি। তাদের তৈরি জিনিস দেখতেও ভাল লাগে।'

বাড়ির পিছনে লাশটা নিয়ে এল ওরা, বাপ-ব্যাটা মিলে কবর খুঁড়ল। ভাল করে কম্বল মুড়িয়ে মাটিতে নামিয়ে রাখল দেহটা। শেষে পিছিয়ে এসে পাশাপাশি দাঁড়াল ওরা, বাইবেল থেকে কিছু অংশ সুর

করে পড়ল ওয়েস মুর।

ব্যাপারটা বিস্মিত করল মাইককে, কারণ আজকের আগে কখনও বাপকে বাইবেল পড়তে বা উদ্ধৃত করতে শোনেনি। জানতও না যে এই বিদ্যা জানা আছে ওর বাবার।

'সকালে একটা মার্কার বসিয়ে দেব,' কবরে মাটি ফেলার সময় বিড়বিড় করল ওয়েস মুর।

'মার্কারে কী লিখবে? আমরা তো ওর পরিচয়ই জানি না।'

'সবার কাছে শুনেছি এটা গ্রেগ ক্যালকিনের জায়গা। তাই ধরে নিচ্ছি এ-লোকই ক্যালকিন।' কবরে মাটি ফেলার কাজ শেষ। গাঁইতির হাতলে ভর দিয়ে সিধে হলো ওয়েস মুর।

'এবার কী করব আমরা, বাবা? সন্ধ্যা হয়ে গেছে প্রায়। এখন নিশ্চয়ই রওনা দেবে না?'

'ঠিক করেছি এখানেই থেকে যাব। অনেক ঘুরেছি, আর না। জানোই তো, বাছা, আমি আসলে ব্যর্থ মানুষ। জীবনে তেমন কিছু করতে পারিনি। শহরের ব্যবসা গেল আগুনে, র‍্যাঞ্চে পঙ্গপাল খেয়ে ফেলল সব ফসল। পায়ের নীচে মাটি সরে গেলে যা হয়—মিসৌরি, ক্যান্সাস, টেক্সাস···কোথাও টিকতে পারলাম না। জমি-টমির ব্যাপারে আমি কম বুঝি, তাই ভাল জমিও পাইনি কখনও।

'তবে তোমার দাদা জমি চিনত। একনজর দেখে বলে দিতে পারত কোন্ জমিতে কোন্ ফসল ভাল ফলবে। সত্যি সত্যি তাই হত। ঘোড়ায় চড়ে এক চক্কর মেরে এসে ঠিক বলে দিত জমির কোন্ অংশ উর্বরা। কিন্তু এ-ব্যাপারে আমি ছিলাম একেবারে আনাড়ি। তরুণ বয়সে এমন হুজুগে আর জেদী ছিলাম যে বয়স্ক কারও কাছ থেকে শিখতে চাইনি। ভাবতাম কারও চেয়ে কীসে কম জানি আমি? তো, যা হওয়ার তাই হলো শেষে—কখনও শেখা হলো না।

'বাছা, স্বীকার না-করে উপায় নেই, জীবনে কখনোই মোটামুটি জাতের জমিও বাছাই করতে পারিনি। খরা, পঙ্গপাল বা শীতের কারণে ক্ষতি হয়েছে বটে, কিন্তু এমনিতেও ওসব জমি থেকে ভাগ্য ফিরত না আমার।

'তবে এখানকার কথা আলাদা···অন্য একজন বাছাই করেছে এটা। ক্যালকিনদের কথা অনেক শুনেছি, জমির ব্যাপারে জহুরি বলা যায় ওদের। এই বাড়ির মালিক, সম্ভবত যাকে আমরা কবর দিয়েছি, সেও অভিজ্ঞ লোক ছিল। হাতের কাজেও পটু ছিল। ধরে নিচ্ছি সফল ও বিচক্ষণ একজন মানুষ ছিল সে, নিজের জন্য সেরা এবং সম্ভাবনাময় জমি বেছে নিয়েছিল।

'তাই আমাদের যাত্রাও শেষ, এখানেই থিতু হব।'

দু'জনে মিলে বাড়ি পরিষ্কার করল ওরা। ঝাড়-পোঁছ শেষে বিষণ্ন চেহারা উধাও হয়ে গেল, ঝকঝকে হয়ে গেল জায়গাটা।

লাগোয়া শেড আর স্টেবল দুটোও মজবুত। ভিতরে দরকারী মালামাল দেয়ালের সঙ্গে ঠেস দিয়ে রাখা, মৃত্যুর আগে হতভাগ্য ক্যালকিন যেভাবে রেখেছিল, ঠিক সেভাবেই আছে।

বাড়ি থেকে বড়জোর পঞ্চাশ গজ দূরে একটা ঝর্না রয়েছে। পানি বেশ ঠাণ্ডা, পরিষ্কার ও মিষ্টি। এরচেয়ে সুপেয় পানি কখনও খায়নি মাইক।

ঝর্নাকে ঘিরে রয়েছে পাথর বসানো দেয়াল, প্রায় সাত-আট ফুট উঁচু হবে; এক প্রান্ত কেবিনের পিছনে চলে এসেছে। শুধু সামনের দিক উন্মুক্ত হওয়ায় অন্যের চোখের আড়ালে থেকে ঝর্না থেকে পানি সংগ্রহ করা সম্ভব। তবে একেবারে খোলাও নয়, ঢিবির মত খানিক উঁচু মাটি রয়েছে, তাই ঝর্নার কাছে থাকার সময় আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা নিতান্ত কম।

বাড়ির চারপাশে বেশ খানিকটা খোলা জায়গা, বার্ন আর বাড়ির সংযোগ তৈরি করেছে একটা করাল। ঘোড়া বা অন্য স্টক যা ছিল, তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে; কারণ এ-মুহূর্তে একটাও নেই। কিছুদিন আগেও যে ছিল, এমন চিহ্ন রয়েছে মাটিতে।

বাড়ির সামনে ওয়্যাগন নিয়ে এল ওরা, মালপত্র নামাতে শুরু করল।

জায়গাটা ওয়েসলি মুরের পছন্দ হলেও মাইকের আদপে ভাল লাগেনি। এখানে থাকার চিন্তা অসহ্য লাগছে ওর। কেবিন থেকে

বেরোনো মানে খোলা জায়গায় পা রাখা। ঠিক এখানেই মারা গেছে ক্যালকিন। কে বলতে পারে, ওদের পরিণতি তার মতই হবে না?

'মালিকানা নিয়ে ভেবো না, বয়,' ওকে আশ্বস্ত করল ওয়েস মুর। 'মানুষ তৈরি করে ব্যবহার করার জন্য। এ-মানুষটা একজন কারিগর ছিল। ব্যবহার বা ভোগ করার জন্য এসব তৈরি করেছে সে। ওর তৈরি জিনিস ফেলে রাখলে ওর প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ হবে না, বরং এগুলো অন্যের উপকারে এলেই ক্যালকিনের পরিশ্রম সার্থক হবে। আমার তো মনে হয় আমরা এখানে থাকলে শান্তি পাবে ওর আত্মা।'

'কিন্তু আমাদের কোন প্রতিবেশী নেই, বাবা।'

'আপাতত ধারে-কাছে লোক না-হলেও চলবে আমাদের। সবকিছু গুছিয়ে নিতে সময় লাগবে, বেগার খাটতে হবে। আমার যদি বুঝতে ভুল হয়ে না-থাকে, এলাকাটা ভাল এবং শিগ্‌গিরই অনেক লোকজন আসবে। তখন দেখবে ভাল জমি খুঁজে বেড়াচ্ছে সবাই, পারলে এখানেও ভাগ বসাবে।'

'ইন্ডিয়ানরা যদি ফিরে আসে?'

কঠিন, অধৈর্য চাহনিতে ছেলেকে দেখল ওয়েস মুর। 'বয়, আমি অতটা বোকা নই। মৃতের শরীর থেকে কাপড় খুলে নেয় ইন্ডিয়ানরা, সবার মত এটা আমিও জানি।'

'হ্যাঁ, ওর কাপড় নেয়নি ইন্ডিয়ানরা,' তর্ক করার জন্যই বলল মাইক।

'কাপড় নেয়নি বটে, তবে অন্য কিছু নিয়েছে। ক্যালকিনের পকেট দেখেছ না?'

'হ্যাঁ, তাপ্পি বের করা ছিল।'

'তো, বুঝতেই পারছ, পকেটের জিনিস হাতিয়ে নিয়েছে কেউ। হয়তো টাকা বা মূল্যবান কিছু। ইন্ডিয়ানরা এখনও টাকার ব্যবহার রপ্ত করতে পারেনি। ওরা চায় মালামাল, জিনিসপত্র, যেটা ওদের কাজে লাগবে। সবুজ নোট বা ভারী কয়েনে ওদের আগ্রহ নেই।'

'বলতে চাইছ এরা ইন্ডিয়ান ছিল না?'

'ধারে-কাছে মোকাসিনের ছাপ নয়, বরং বিস্তর বুটের ছাপ

রয়েছে। জান বাজি রেখে বলতে পারব ইন্ডিয়ানদের হাতে খুন হয়নি ক্যালকিন, বরং আমাদের মত কারও হাতে মারা পড়েছে।'

শিউরে উঠল মাইক। ক্যালকিনের খুনী যদি ইন্ডিয়ান না-হয়ে থাকে, সত্যি বিপদে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে ওদের। শুধু বিপদ নয়, ভয়াবহ বিপদ, কারণ ইন্ডিয়ানদের সম্পর্কে অনেক কিছু আগাম অনুমান করা সম্ভব, ওদের সঙ্গে পেরে ওঠাও কঠিন নয়; কিন্তু সাদা মানুষের কূটকৌশল বা নৃশংসতার মোকাবিলা করা ওদের পক্ষে কঠিনই হবে। দেখামাত্র একজন ইন্ডিয়ানকে শনাক্ত করা যায়। কিন্তু বদ মতলব নিয়ে আসা একজন সাদা মানুষকে কীভাবে চিনবে? মতলব প্রকাশ না-পাওয়া পর্যন্ত কীভাবেই বা নিশ্চিত হওয়া যাবে?

সাপার শেষে শুয়ে পড়ার আগে নিজের ভাবনা বাপকে জানাল মাইক।

স্থির দৃষ্টিতে ওর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর ওয়েস মুর বলল, 'বয়, যখনই ধারে-কাছে অচেনা কোন লোক দেখবে, যত দ্রুত সম্ভব এসে জানাবে আমাকে। বুঝেছ? প্রার্থনা করো আগে যেন তুমি ওদের দেখতে পাও। দেখার পর আর দেরি করবে না, স্রেফ উধাও হয়ে যাবে।'

রাতটা কেটে গেল।

সকাল থেকে হাড়ভাঙা খাটুনি শুরু হলো। কাজ ছাড়া অন্য কিছু ভাবার সুযোগ পেল না কেউ। মাইকের মনে হলো মৃত গ্রেগ ক্যালকিনের প্রতি কোন দায় রয়েছে ওর বাবার, কারণ সারা জীবনে তাকে এত খাটতে দেখেনি; বরং বাপকে কিছুটা আয়েশী মানুষ হিসাবে চেনে ও।

চার সেকশন জমি মাপল ওরা। উপত্যকা, তৃণভূমি, বন এবং ঝর্না মিলিয়ে চার বর্গমাইল। কর্ন আর সব্জির বীজ বুনেছে। চল্লিশ একর জুড়ে চাষ করা কর্ন খেতের এক কোণে সব্জির বাগান করেছে। ঠিক পাশেই পাহাড়ী ঢালে চেরির ঝাড়।

যত ব্যস্ততাই থাকুক, হতভাগ্য মানুষটাকে ভুলে যায়নি মাইক।

তারপর, হঠাৎ একদিন এসে উপস্থিত হলো লোকটা। একা।

দীর্ঘ সুঠামদেহী সে। রোদপোড়া সুদর্শন চেহারায় পাথুরে নির্লিপ্ততা। চোখজোড়া সতর্ক, চঞ্চল সর্বক্ষণ। বোঝা যায় আশপাশে যাই ঘটুক, এই লোকের দৃষ্টি এড়ায় না। বয়স সাতাশ-আটাশ হবে। কালো সুট পরনে, গলার ব্যান্ডানা প্রাচীন জলদস্যুদের ঢঙে ঘাড়ের উপর ঝুলিয়ে রাখা; পায়ে পালিশ করা কালো বুট, এখন অবশ্য ধুলোয় মলিন। তেজী কালো ঘোড়ায় চড়েছে। গোলাপি আর সাদা ছোপ রয়েছে ঘোড়াটার নাকে।

কেবিন থেকে বেশ দূরে থাকতে দাঁড়িয়ে পড়ল আগন্তুক, আর তখনই তাকে প্রথম দেখতে পেল মাইক। স্যাডলে স্থির বসে থেকে কপালের উপর হাত তুলে রোদ থেকে দৃষ্টি আড়াল করল সে, দেখতে পেল ওদের–প্রথমে মাইককে, তারপর ওয়েসলি মুরকে।

কর্নের খেতে নিড়ানি দিচ্ছে ওয়েস। 'বাবা?' মৃদু স্বরে তাকে ডাকল মাইক।

'ঠিক আছে, বাছা। আমিও দেখেছি ওকে।'

কাছাকাছি এক ঝোপের পাশে রয়েছে ওয়েসের রাইফেল, স্ক্যাবার্ড সহ। নিড়ানি চালাতে চালাতে সেদিকে এগিয়ে গেল ওয়েস, দেখল মাইক, একইসঙ্গে চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পেল এগিয়ে আসছে আগন্তুক। পিছনে একটা প্যাক হর্স রয়েছে, লীড করে নিয়ে আসছে লোকটা। সম্ভবত কোন ঝোপের আড়ালে ছিল এতক্ষণ, মাইকের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে।

আয়েশী ভঙ্গিতে স্যাডলে বসেছে লোকটা, সামান্য জড়তাও নেই। ধীর নিশ্চিত পদক্ষেপে হাঁটছে ঘোড়াটা। তাড়াহুড়ো বা চাঞ্চল্য নেই রাইডারের মধ্যে। এবার লোকটার স্যাডল স্ক্যাবার্ডে রাখা রাইফেল মাইকের চোখে পড়ল। হাতের কাছাকাছি রয়েছে। ইচ্ছে করলে মুহূর্তের ব্যবধানে তুলে নিতে পারবে। কোটের নীচে হোলস্টারের উপরের প্রান্ত চোখে পড়ছে।

বাড়ির একেবারে কাছে রয়েছে ওরা, চাইলে ভিতরে চলে যেতে পারে, কিন্তু তা না-করে রেখে যাওয়া রাইফেলের কাছে চলে গেল ওয়েসলি মুর। ঠায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষায় থাকল।

এগিয়ে এল আগন্তুক। 'একটা ড্রিঙ্ক পাওয়া যাবে?' মৃদু স্বরে জানতে চাইল সে। 'অনেক দূর থেকে এলাম। গলা একেবারে খটখটে হয়ে গেছে।'

নিড়ানি রেখে রাইফেল হাতে তুলে নিল ওয়েস, তারপর বাড়ির দিকে এগোল। 'এসো। ঢেলে দিতে পারব না, নিজেই নিতে হবে তোমার। অনেক লম্বা পথ পাড়ি দিয়ে এসেছ। আর রাস্তায় যা ধুলো!'

শিথিল হলো লোকটার শরীর, মনে হলো যেন সামান্য হাসবে। তবে মাইকের মনে হচ্ছে লোকটা আদপে হাসতে জানে না। 'হ্যাঁ, অনেক ধুলো খেলাম। ধুলো ছাড়া রাস্তা হয় নাকি?' চারপাশে চকিত দৃষ্টি চালাল সে। 'এটা গ্রেগ ক্যালকিনের জমি?'

'তাই তো শুনেছি।'

'তুমি ক্যালকিনদের কেউ?'

'না। খালি বাড়ি পেয়েছি আমরা। একেবারে খালি অবশ্য ছিল না, সিঁড়িতে একটা লাশ ছিল। সম্ভবত বাড়ির আসল মালিকের। ক্যালকিন। ওকে কবর দিলাম। তারপর মালপত্র নিয়ে আমরা থাকা শুরু করলাম। দেখে মনে হয়েছিল থাকার জন্য এরচেয়ে আদর্শ জায়গা আর নেই।'

ক্ষণিকের জন্য থেমে খেই ধরল ওয়েস মুর। 'জমিটা সত্যি ভাল। তবে ভাল না-হলেও এখান থেকে যেতাম না। ক্যালকিন লোকটা শুধু জমিজমাই চিনত না, বরং বাড়ি থেকে শুরু করে নানান জিনিসপত্র তৈরিতেও পাকা ছিল। সবকিছু এভাবে পড়ে থেকে নষ্ট হবে, চিন্তা করতেও খারাপ লাগছিল আমার।'

দীর্ঘক্ষণ ওয়েসের দিকে তাকিয়ে থাকল আগন্তুক, শেষে মৃদু মাথা ঝাঁকাল। 'ঠিকই বলেছ। ক্যালকিনও বোধহয় কখনও চায়নি ওর বাড়ি খালি পড়ে থাকুক।'

ঝর্না থেকে জগ দিয়ে তোলা পানি পান করল সে। মিষ্টি, ঠাণ্ডা পানি। দীর্ঘ পথ চলার পর এমন সুপেয় পানি মধুর মতই লাগার কথা।

মাত্র দেখা, এখনও পরিচয় হয়নি; কিন্তু লোকটাকে মনে ধরে গেছে ওয়েসের। নিঃসঙ্গতা বা নির্লিপ্ততার পরও এক ধরনের চাপা

উষ্ণতা রয়েছে তার মধ্যে।

'রাতটা এখানেই থেকে যাও,' প্রস্তাব করল ওয়েস। 'ধারে-কাছে কোন বসতি বা লোকালয় নেই। যা আছে, বহু দূরে, রাত নামার আগে পৌঁছতে পারবে না। তা ছাড়া, এলাকাটা পুরোপুরি বুনো।'

'আসলে...' সামান্য ইতস্তত করল লোকটা। 'বিশ্রাম পেলে খুশিই হবে ঘোড়া দুটো। ধন্যবাদ, মিস্টার। আমরা থাকছি।'

'ওর সঙ্গে হাত লাগাও তো, বাছা,' মাইককে নির্দেশ দিল ওয়েস। 'আমি বেকন ভাজছি।'

আগন্তুকের সঙ্গে স্টেবলে চলে এল মাইক। স্টেবলটা প্রথম থেকে পছন্দ ওর। ছায়ার কারণে এখানে ঠাণ্ডা থাকে সবসময়। দেয়ালগুলো চওড়া, ছাদ বেশ উঁচু। পরিসরও। একপাশে খড় বা শস্য রাখার গোলা রয়েছে। হেমন্তে খড় উঠবে। সদ্য তোলা খড়, ঘোড়া, হার্নেস বা স্যাডলের গন্ধ ভালই লাগে মাইকের।

'তোমার ঘোড়া দুটো দারুণ, মিস্টার,' বলল ও।

কালোটার ঘাড়ে আলতো হাত বুলানোর সময় উত্তরে সামান্য নড করল আগন্তুক। 'ঠিক। ভাল ঘোড়ার উপর জীবনও বাজি রাখা যায়, বয়। উপকার বা যত্ন ভোলে না ওরা। প্রয়োজনে বিশ্বস্ত বন্ধুর মত পাশে এসে দাঁড়ায়।'

ঘোড়ার পিঠ থেকে স্যাডল আর রিগ খসানো হলো। প্যাক হর্সের বোঝা বেশ ভারী। বিস্তর রসদ এবং কম্বল। তবে মাইকের সন্দেহ কম্বলের ভিতরে বাড়তি একটা রাইফেল বা শটগান রয়েছে...কিংবা দুটোই হতে পারে।

ঘোড়ার শরীর ডলে দিল আগন্তুক। শেষে বড়সড় চিরুনি দিয়ে একে একে দুটো ঘোড়ারই শরীর আঁচড়ে দিল। কাজটা সে করল নিদারুণ অভ্যস্ততা নিয়ে।

'এখানে কি অনেকদিন ধরে আছ তোমরা, সান?'

'না, বসন্তের শুরুতে এসেছি। সবকিছু পরিষ্কার করার পরই না ফসল ফলালাম।'

'পরিষ্কার করতে হয়েছে? জায়গাটা কি এলোমেলো ছিল?'

'না, স্যার। খুব এলোমেলো ছিল তা বলা যাবে না, তবে কিছুটা হলেও গুছিয়ে নিতে হয়েছে। ধুলো পড়ে ছিল সব জায়গায়। জমিতে আগাছা সাফ করেছি। কেবিনটা অবশ্য লণ্ডভণ্ড ছিল, কী যেন খুঁজছিল ওরা।'

'কারা?'

'যারা ক্যালকিনকে খুন করেছে। জিনিসপত্র এমনভাবে খুঁজে দেখেছে যে দেখে মনে হয়েছে হন্যে হয়ে একটা কিছু খুঁজছিল।' থেমে গেল মাইক, বুঝতে পারছে না ঠিক কতটা বলা উচিত। 'বাবার ধারণা ওরা ইন্ডিয়ান ছিল না।'

'তাই?'

'ক্যালকিনের গায়ে কাপড় ছিল, কিছুই খোয়া যায়নি। প্রতিটি পকেটের তাপ্পি বের করা ছিল, খুঁজে দেখেছে কেউ। পকেটে টাকা-পয়সা থেকে থাকলে হাতিয়ে নিয়েছে। বাবার ধারণা ওরা ইন্ডিয়ান হলে ওর শরীর থেকে কাপড় খুলে নিত, তারপর হয়তো বাড়ি পুড়িয়ে দিত।'

'ঠিকই বলেছে,' থামল সে, ঘোড়ার পিঠের উপর হাত দুটো স্থির। 'ঠিক পথে চিন্তা করেছে তোমার বাবা। ওর মত লোকেরই দরকার ছিল এখানে। আমার মনে হয় বেঁচে থাকলে ক্যালকিনও খুশি হত।'

স্যাডলব্যাগ আর রাইফেল হাতে র‍্যাঞ্চ হাউসের উদ্দেশে হাঁটা দিল আগন্তুক, পিছু নিয়ে বাড়ির উদ্দেশে এগোল মাইক। বাতাসে তাজা বেকনের সুবাস। পোর্চে এসে থামল সে, চারপাশে চকিত দৃষ্টি চালাল। অপেক্ষাকৃত উঁচু জমিতে হওয়ায় দূরের উপত্যকা, তৃণভূমি আর সবুজ বনের অনেকটাই চোখে পড়ছে এখান থেকে। দৃশ্যটা দারুণ। দূরে পাহাড়ের গায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে শেষ বিকালের সূর্য, পাহাড়ে সোনা গড়াচ্ছে যেন।

'হ্যাঁ, এটাই,' বিড়বিড় করল আগন্তুক। 'এমন জায়গায়ই ওর থাকার কথা ছিল।'

বাড়ির মেঝে শুধু ঝাঁটই দেওয়া হয়নি, ভেজা ন্যাকড়া দিয়ে মোছাও হয়েছে। একেবারে ঝকঝকে দেখাচ্ছে এখন। বাপ-ব্যাটা

দু'জনই খেয়াল করেছে সমীহের চোখে সবকিছু দেখছে আগন্তুক।

'নিজস্ব সম্পত্তি না-থাকলেও আমি জানি দেখ-ভাল না-করলে কোন সম্পত্তিই ভাল থাকে না,' বলল সে। 'বাড়ির ক্ষেত্রেও একই কথা খাটে। বাড়ি তৈরি করা যত কঠিন, সেটা পরিচ্ছন্ন আর ফিটফাট রাখা আরও কঠিন বটে।'

ওয়েস মুরের রান্নার হাত চমৎকার। সুস্বাদু খাবারের সঙ্গে মানানসই কফি, দারুণ হলো সাপারটা। তবে বাপের তৈরি কফি চেখে দেখার সুযোগ খুব কম হয়েছে মাইকের, কারণ তীব্র ঠাণ্ডার সকাল ছাড়া ওকে কফি খেতে দেয় না ওয়েস মুর।

কারণ একটাই: ওয়েসের মতে এখনও কফি পান করার বয়স হয়নি মাইকের।

'বেচারা ক্যালকিনের জন্য মায়া হচ্ছে,' হঠাৎ বলল আগন্তুক। 'কেউ কি ওর সম্পর্কে জানে?'

'এখানে আসার পর কয়েকবার শহরে গিয়েছিলাম। কারও সঙ্গে তেমন কোন কথা হয়নি। ল-অফিসে রিপোর্ট করেছিলাম যে ক্যালকিনের লাশ খুঁজে পেয়ে গোর দিয়েছি। কারও কথাবার্তায় মনে হয়নি ক্যালকিন বা এ-জায়গার কথা জানে কেউ।

'শহরে শেরিফ নেই, এক মার্শাল ছিল অবশ্য। তবে শহরের বাইরের ব্যাপারে মাথা ঘামায় না সে। এটা যে ক্যালকিনের জমি বা লাশটা যে তারই, এটা স্রেফ আমার অনুমান। নিশ্চিত ছিলাম না। লাশের পকেটে বা কেবিনে এমন কিছু ছিল না যা দেখে পরিচয় জানা যাবে।'

'কেবিনে আর কিছু পাওনি?'

'অনেক বই। ত্রিশ-চল্লিশটা হবে। পড়ে দেখিনি, কারণ পড়ার অভ্যাস নেই আমার। তা ছাড়া, সময় থাকলে তো পড়ব! তবে মাইক বোধহয় পড়তে ইচ্ছুক, কিন্তু সময় পায়নি। ওর মায়ের মতই পড়ুয়া হয়েছে ছেলেটা।'

সামান্য দ্বিধা করল ওয়েস, তারপর মৃদু স্বরে বলল: 'বন্ধু আর পরিবারের অমতে আমাকে বিয়ে করেছিল ও। ভাগ্য ফেরাতে পশ্চিমে

রওনা দিয়েছিলাম আমরা। কিন্তু বেচারার সাধ পূরণ হয়নি। ওয়েস্টপোর্টে কলেরার আক্রমণে মারা পড়ল।'

'ক্যালকিনের আর কোন কিছু পাওয়া গেছে?'

'ওই যে, কোণের ডেস্কে পাবে। কাগজ আর টুকিটাকি অনেক জিনিস। প্রথম যখন এসেছিলাম, সবকিছু এলোমেলো ছিল। কাগজের উপর ধুলো জমে গিয়েছিল। আর ছিল শুকনো রক্ত।'

থামল ওয়েস মুর। 'কী জানো, মিস্টার, কথাটা ছেলেকেও বলিনি আমি। ক্যালকিনের সঙ্গে বোধহয় কেউ ছিল এখানে। সম্ভবত যারা ক্যালকিনকে খুন করেছে, তাদের সঙ্গে চলে গেছে লোকটা; কিংবা এমনও হতে পারে তাকে জোর করে নিয়ে গেছে বা খুনীরা আসার আগেই এখান থেকে চলে গেছে।'

মুখ তুলে ওয়েসের দিকে তাকাল আগন্তুক। 'কোন কিছুই দেখছি তোমার নজর এড়ায় না।'

শীর্ণ কাঁধ দুলিয়ে শ্রাগ করল ওয়েস, আগন্তুকের কফির কাপ ভরে দিল আবার। 'পিছন দেয়ালের সঙ্গে বড় সিন্দুকটা দেখেছ? পর্দা দিয়ে ঘেরা। একটা বিছানা ছিল ওটার উপর। আর পাশের কামরায়ও আছে একটা।

'পর্দাটা ছেঁড়া পেয়েছি আমরা। এটাও চিন্তার বিষয়। পর্দা থাকা মানে এখানে কোন মহিলা ছিল। হয় এখান থেকে চলে গেছে সে, কিংবা তাকে কোথাও নিয়ে যাওয়া হয়েছে। স্বেচ্ছায় গিয়ে থাকলে এতদিনে ক্যালকিনকে গোর দেওয়ার জন্য ফিরে আসত মহিলা।'

'রহস্য তা হলে আরও বেড়ে গেল,' আগন্তুকের গাঢ় কালো গোঁফের নীচে স্মিত হাসি দেখা গেল। ঝকঝকে সাদা দাঁত। 'এ-নিয়ে দেখছি অনেক চিন্তা-ভাবনা করেছ তুমি।'

'হ্যাঁ। চাইলে কাজের ফাঁকেও চিন্তা-ভাবনা করা যায়। কাজের সময় হাত-পা ব্যস্ত থাকে, মন বা মাথা তো ব্যস্ত থাকে না। তাই করেছি আমি। নিজের নিরাপত্তার কথাও ভেবেছি, কারণ অন্তত দুটো কারণে মনে হচ্ছে ক্যালকিনের খুনীরা সাদা মানুষ। হয় ওর কাছ থেকে মূল্যবান কিছু নিতে এসেছিল, এবং নিয়েছেও; নয়তো অন্য কোন

কারণে এসেছিল।

'কিন্তু অন্য কারণে যদি এসে থাকে; আর সেটা ক্যালকিনের কাছে না-পেয়ে থাকলে, নির্ঘাত আবার আসবে ওরা।' আড়চোখে ছেলের দিকে তাকাল ওয়েস মুর। 'দুশ্চিন্তার ব্যাপার হচ্ছে মাইক বোধহয় এ-নিয়ে একটু বেশি ভাবছে। ওর যা বয়স, ভয় পাওয়াই স্বাভাবিক।'

'বুদ্ধি আছে তোমার ছেলের,' মন্তব্য করল আগন্তুক। 'ঠিক পথেই চিন্তা করেছে ও।'

'ওদের নিয়ে ভাবছি না,' হঠাৎ নীরবতা ভাঙল মাইক, এতক্ষণ চুপ করে শুনে যাচ্ছিল। 'মেয়েটাকে নিয়ে ভাবছি আমি!'

'মেয়েটা?' মাইকের দিকে চকিত দৃষ্টি চালাল আগন্তুক।

'ওই মেয়েটা···মহিলা যদি ফিরে আসে, বাবার সমস্ত পরিশ্রম বৃথা যাবে! যত যাই হোক, এই জায়গা তো ওই মহিলারই।'

'মহিলা ফিরে এসে দেখবে ওর বন্ধুকে ঠিকভাবে কবর দেওয়া হয়েছে, এবং জায়গাটার অযত্ন হচ্ছে না দেখে নিশ্চয়ই খুশি হবে সে। আমার তো মনে হয় তোমাদের প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করবে ও।'

'মহিলা কী করবে বলা কঠিন, কিন্তু ও ফিরে এলে হয়তো এখান থেকে চলে যেতে হবে তোমাদের। এই আশঙ্কা নিয়েই থাকতে হবে। আবার এমনও হতে পারে যে হয়তো কিছুই হারাবে না, উল্টো পেয়েও যেতে পারো।'

'শয়তানগুলো ওকে ধরতে পারেনি,' জানাল মাইক। 'মেয়েটা পালিয়ে যেতে পেরেছে।'

নিখাদ বিস্ময় নিয়ে ছেলের দিকে তাকাল ওয়েস। মাইক এসব জানল কী করে? জানলেও, সামান্য আভাস দেয়নি, স্রেফ মুখ বুজে ছিল।

কাঁটাচামচ দিয়ে মুখে খাবার তুলছিল আগন্তুক, মাঝপথে থেমে গেল হাত। ধীরে ধীরে চামচটা থালার উপর নামিয়ে রাখল সে। 'তুমি কীভাবে জানলে সেটা?' অনুত্তেজিত স্বরে জানতে চাইল সে।

'পাহাড়ের পিছনে ট্র্যাক দেখেছি। বেশ পুরানো হলেও বোঝা যাচ্ছিল। কেউ একজন চলে এসেছিল কেবিনের কাছে। দুলকি চালে

ছুটছিল ঘোড়াটা, কিন্তু হঠাৎ থেমে গিয়েছিল এক জায়গায়। এত আচমকা থেমেছে যে খুরের গভীর ছাপ পড়েছে মাটিতে। মুহূর্তের মধ্যে ঘোড়া ঘুরিয়ে নিয়ে ফিরতি পথে ছুট দিয়েছিল মেয়েটা। মেয়ে বলছি এ-কারণে যে ওর ঘোড়াটা ছোট আকারের ছিল, মাটিতে হালকা ছাপ পড়েছে।'

'অন্য কারও ট্র্যাক দেখেছ?'

'হ্যাঁ। মেয়েটার পিছু নিয়েছিল কয়েকজন, অন্তত দু'জন তো হবেই। তিন বা চারজন হওয়াও অসম্ভব নয়। তবে তেজী ছিল মেয়েটার ঘোড়া, বেশ কিছুটা পথ এগিয়ে ছিল ওদের চেয়ে।'

'এগিয়ে থাকলেও, পরে হয়তো ওকে ধরে ফেলতে সক্ষম হয়েছে লোকগুলো।'

'উঁহুঁ, পারেনি। প্রায় অসম্ভব ছিল ব্যাপারটা ইচ্ছে করে পাহাড়ের দিকে ধাওয়াকারীদের নিয়ে গিয়েছিল ও, আর পাহাড় তো ওর হাতের তালুর মত চেনা...'

'এত কিছু তুমি জানলে কীভাবে?'

সামান্য দ্বিধাও দেখা গেল না মাইকের মধ্যে, উত্তরটা যেন তৈরি ছিল। 'সরাসরি পাহাড়ের দিকে ঘোড়া ছুটিয়েছে ও, একটুও দ্বিধা করেনি বা থামেনি কোথাও। ওপাশে ছোট্ট একটা উপত্যকা আছে, সরাসরি সেখানে চলে যায় মেয়েটা, তারপর বুদ্ধি করে এক পাল গরু ছুটিয়ে দেয় ধাওয়াকারীদের দিকে।'

'গরু?' চমক হজম করতে পারছে না ওয়েস মুর। 'গরু কেন, গরুর ছাপও দেখিনি আমি!'

'ঠিকই দেখেছি আমি,' আত্মবিশ্বাসী স্বরে বলল মাইক। 'গরু লেলিয়ে দেওয়ার পর নিরস্ত হয়ে নিজেদের পথে চলে যায় ধাওয়াকারীরা। মেয়েটা তখন গরুগুলোকে ফিরতি পথে নিয়ে যায়, ফলে খুরের ছাপের নীচে পড়ে ওর সব ট্র্যাক মুছে গেছে। শেষে এমন জায়গায় চলে গেছে মেয়েটা যেখানে ট্র্যাক পড়বে না।'

'তারপরও ওর ধরা পড়ার সম্ভাবনা ছিল।'

'ছিল বটে, কিন্তু ওকে ধরতে পারেনি ওরা, স্যার। পাহাড়ের গভীর

পর্যন্ত অনুসরণ করেছিল, অথচ প্রতিবার ব্যর্থ হয়েছে। গরুর ছাপের কারণে ওর ট্র্যাক খুঁজে পায়নি।'

'ট্র্যাকগুলো কি এখনও আছে?'

'কবেই মুছে গেছে! আমরা এখানে আসার আগে হালকা বৃষ্টি হয়েছিল, তবে অতটা হয়নি যে ট্র্যাক মুছে যাবে।'

'মাইকি,' অসন্তুষ্ট শোনাল ওয়েসের কণ্ঠ, মাইক জানে খেপে না-গেলে কখনোই এই নামে ডাকে না ওর বাবা। 'আমাকে এসব আগে বলোনি কেন?'

অজান্তে গাঢ় হয়ে গেল মাইকের মুখের রঙ। 'বাবা, একে তো তুমি ব্যস্ত ছিলে, তারউপর এ-জায়গাটা ছাড়ার কোন ইচ্ছে ছিল না তোমার। আমি ভাবলাম এসব জানলে হয়তো এখান থেকে চলে যাবে। তুমি ধরেই নিয়েছিলে আমরা ছাড়া আর কেউ নেই চৌহদ্দিতে। হ্যাঁ, এখানে থাকতে আমারও ভাল লাগছে। তাই আমি চাইনি ভড়কে গিয়ে চলে যাও। ফের ওয়্যাগন নিয়ে অনির্দিষ্ট গন্তব্যের উদ্দেশে যেতে ইচ্ছে করছিল না আমার।

'আমি এখানে থাকতে চাই, বাবা। ঠিক এখানে, অন্য কোথাও নয়। গত কয়েক মাস বেগার খেটেছি, আমি তার ফল ভোগ করতে চাই। বাড়ি বলতে তো কখনও কিছু ছিল না আমাদের। এটাই হবে আমাদের বাড়ি।'

'ঠিকই বলেছ ও,' মৃদু স্বরে বলল আগন্তুক। 'কারও যদি এখানে থাকার অধিকার থেকে থাকে, তো সেই লোক হচ্ছে তোমরা। আমার তো মনে হচ্ছে এখানে থাকতে আর কোন সমস্যা হবে না তোমাদের। আইন বা কেউই তোমাদের দাবি অস্বীকার করতে পারবে না।'

'কিন্তু ক্যালকিনের নিশ্চয়ই আত্মীয় আছে?' উদ্বিগ্ন স্বরে বলল ওয়েস মুর, অনেকটা স্বগতোক্তির মত। 'আমি তো শুনেছি সারা পশ্চিমে ছড়িয়ে আছে ওরা।'

'নিশ্চিত থাকতে পারো, মিস্টার, অন্তত কোন ক্যালকিন বিরক্ত করবে না তোমাদের।'

'কিন্তু তোমার কথার কী নিশ্চয়তা?'

'নিশ্চয়তা আমি দিচ্ছি। কারণ আমিও একজন ক্যালকিন। যাকে তোমরা কবর দিয়েছ, তার ভাই। ওর স্বজনদের মধ্যে আমিই সবচেয়ে কাছের এবং বৈধ উত্তরাধিকারী।'

বেকুবের মত আগন্তুকের দিকে তাকিয়ে থাকল বাপ-ব্যাটা। চমকটা ওয়েস মুরেরই বেশি, হয়তো কম বয়সের কারণে তেমন অবাক হয়নি মাইক। অস্বাভাবিক বা অদ্ভুত হলেও, প্রথম থেকে মাইকের মন বলছিল এই লোক মৃত ক্যালকিনের আত্মীয়।

'তোমার কথা না হয় বাদ দিলাম,' সংশয়ের সুরে বলল ওয়েস মুর। 'কিন্তু তোমার ভাতিজীর কথা ভুলে গেলে তো চলবে না। অবশ্য ওর মেয়ে, বউ বা মেয়েমানুষ···যে-কোনটাই হতে পারে। আইনের দৃষ্টিতে সেই তো বৈধ্য উত্তরাধিকারী।'

'তোমরা অবশ্য সবকিছু জানো না,' মৃদু স্বরে বলল জন ক্যালকিন। 'আমার এই চাচাত ভাই বিপত্নীক ছিল। ওর কোন স্ত্রী বা সন্তান নেই। তবে তৃতীয় সম্ভাবনা, অর্থাৎ ওর যদি পছন্দের মেয়েমানুষ থেকে থাকে, মেয়েটা কে, কোথায় আছে বা এখানে কী করছিল, এ-সম্পর্কে তোমাদের মত কিছুই জানি না আমি।'

দুই

বীজ বুননের সময়ই ওয়েস মুর জানত জমি থেকে ফসল পেতে হলে অনেক খাটতে হবে; বাপ-ব্যাটা মিলে বেগার খেটেছে ওরা। কাজের ফাঁকে মাঝে মধ্যে পাহাড়ে যেত মাইক, ঘুরে বেড়ানোর পাশাপাশি শিকারও করত, কারণ তাজা মাংস খুবই পছন্দ ওর। উপত্যকায় কদাচিৎ দু'একটা হরিণ চোখে পড়ত, এ-ছাড়া শিকার বলতে কিছুই ছিল না।

সকালে বাবার পুরানো রাইফেল নিয়ে ফুটকিদার রোয়ানের পিঠে স্যাডল চাপিয়ে বেরোল মাইক। রোববার আজ। ওয়েস মুর বা জন ক্যালকিন, কাউকে কিছু না-বলে বেরিয়ে পড়েছে ও।

বিস্তীর্ণ পাহাড়সারির শুরুতে ঢেউ খেলানো নিচু পর্বত, তারপর অনুচ্চ মেসা ও ব্লাফ, একেবারে পিছনে উঁচু পাহাড়শ্রেণী। আজই প্রথম পাহাড়ের গভীরে প্রবেশ করেছে মাইক, এর আগে এতদূর আসেনি। সামনে অসংখ্য অচেনা, অনাবিষ্কৃত ট্রেইল; কখনও মানুষের পা পড়েনি। কোন একদিন পাহাড়শ্রেণীর একেবারে গভীরে প্রবেশ করবে মাইক—স্বপ্নটা এখানে আসার পর থেকে মনে লালন করছে—বিপদসঙ্কুল ট্রেইল পাড়ি দিয়ে পাহাড়ের ওপাশে চলে যাবে।

কোন একদিন…হয়তো বেশি দূরে নয় দিনটা।

কিন্তু এ-মুহূর্তে অন্য একটা আইডিয়া জেগেছে মাইকের মাথায়, শিকার করা গৌণ ব্যাপার হয়ে গেছে। ক্যালকিনের সঙ্গে থাকত যে-মেয়েটা, অবশ্য মহিলাও হতে পারে সে, পরিচয় যাই হোক—রহস্যময় খুনীদের এড়াতে পাহাড়ে হারিয়ে গিয়েছিল; এমনভাবে গিয়েছিল যাতে বোঝা যায় এলাকাটা ওর কাছে হাতের তালুর মত চেনা ছিল। কয়েকবার চেষ্টা করেছে মাইক, কিন্তু সফল হয়নি; ধাওয়াকারীদের মতই ব্যর্থ হয়েছে—মেয়েটার হদিশ দূরে থাক, ট্রেইলও খুঁজে পায়নি। ধাওয়াকারীদের ব্যর্থ হতে দেখেনি ও, তবে মোটামুটি নিশ্চিত যে আদপে সফল হয়নি তারা; অন্তত প্রথম দিন।

চেনা-জানা কোন জায়গায় যদি গিয়ে থাকে মেয়েটা, নিশ্চিত ভাবে বলা যায় আগেও সেখানে গেছে, হয়তো অনেকবার। যদি লুকিয়ে থাকার মত জায়গা থেকে থাকে, মেয়েটা নিশ্চয়ই চেনে।

মেয়েটার পরিচয় নিয়ে মাথা ব্যথা নেই মাইকের। সম্ভবত ক্যালকিনের খুনের সময় কাছাকাছি ছিল সে, কিংবা নিদেনপক্ষে কিছু জানে। গোলাগুলি শুরু হতে একটুও দেরি করেনি, ঝটপট চলে গেছে নিরাপদ জায়গায়।

এতদিনে ফেলে যাওয়া সমস্ত ট্র্যাক নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে নিশ্চয়ই, যদি না এই পথে আবার এসে থাকে মেয়েটা। বাস্তবে যাই ঘটে

থাকুক, মোদ্দা কথা হচ্ছে চেনা কোন জায়গায় গেছে সে। সে-জায়গাটা খুঁজে বের করতে ইচ্ছুক মাইক। জায়গাটা যেখানেই হোক, মাইকের ধারণা সেখানে নিরাপদেই আছে মেয়েটা।

শান্ত প্রকৃতি। ঝিরঝিরে বাতাস শরীরে স্বস্তি বুলিয়ে দিচ্ছে। পাইন সুবাসিত নির্মল বাতাস বুক ভরে টেনে নিল মাইক।

ওর ঘোড়াটা বুনো স্বভাবের, ছুটতে দারুণ ভালবাসে; দিগন্তের বাঁকে বা পাহাড়ী গোলকধাঁধায় হারিয়ে যাওয়া দুর্গম ট্রেইলের প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণ বোধ করে। ঠিক এখন, এমনভাবে পথ চলছে যেন সবকিছু ওটার খুব ভাল করে চেনা, যেন আগেও গেছে কয়েকবার। ঝিরঝিরে বাতাসে মৃদু দুলছে ঢেউ খেলানো তৃণভূমির সবুজ ঘাস। একটু দূরে ঝর্নায় বইছে ঠাণ্ডা, টলটলে পানি।

মাইকের কাছে আছে শুধু একটা রাইফেল। জীবনে কখনও পিস্তল বহন করেনি ও, থাকলে তো বহন করবে। বহুদিন ধরে স্বপ্ন দেখছে দুটো পিস্তলের মালিক হবে, কিন্তু নুন আনতে যাদের পান্তা ফুরায়, তাদের ক্ষেত্রে দুটো পিস্তলের মালিক হওয়া স্বপ্নের চেয়ে বেশি কিছু। হেনরি রাইফেলটা নিয়েই সন্তুষ্ট মাইক। জিনিসটা মন্দ নয়। রাইফেল ছাড়া একটা বাউই ছুরিও আছে ওর, ওটার ধার এত বেশি যে চাইলে শেভও করা যাবে।

ভাঁজপড়া পাহাড়ের দিকে এগিয়ে চলেছে ঘোড়াটা, তৃণভূমি পেরিয়ে ঢাল ধরে উঠছে এখন। সবুজ ঘাসে ভরা ছোট্ট এক টিলার উপর উঠে এল ওরা। সামনে বিস্তীর্ণ উপত্যকা, প্রায় কয়েকশো গজ দূরে পাহাড়ের পরবর্তী ঢাল। পিছনে শেষ ঢালটা আধ-মাইল দূরে ফেলে এসেছে ও। দৃশ্যটা সৌন্দর্যপ্রিয় যে-কোন মানুষকে মুগ্ধ করবে। সব ভুলে গিয়ে কিছুক্ষণ স্থির দাঁড়িয়ে থেকে প্রকৃতির অতুলনীয় সৌন্দর্য উপভোগ করল মাইক।

একটু পিছনে র‍্যাঞ্চের বিস্তীর্ণ তৃণভূমি, সৌন্দর্যের বিবেচনায় স্বর্গের টুকরো যেন; কিন্তু পিছন ফিরে অতটা দূরে তাকাল না মাইক—এই অপরূপ সৌন্দর্য যেন ওকে টানছে না। বয়সটা ওর অ্যাডভেঞ্চারের, মনে ফ্যান্টাসি তো থাকবেই। সামনের পাহাড়ে

কোথাও রয়েছে একটা মেয়ে, উঠতি বয়সের তরুণ বা যুবকরা হন্যে হয়ে মেয়েটার খোঁজ করবে এটাই স্বাভাবিক। মাইকের ষোলো বছরের জীবনে ওর সমবয়সী মেয়ের দেখা পেয়েছে হাতে গোনা কয়েকবার। শুধু দেখাই, কথা-বার্তা হয়নি। মেয়েদের ব্যাপারে এক ধরনের অস্বস্তি রয়েছে ওর, কেউ সামনে এলে নিজের অজান্তে ভড়কে যায়। যখনই কোন মেয়ের সামনে গেছে, ওর মনে হয়েছে মেয়েটা যেন অনেক চালাক, অথচ ও কিছুই জানে না।

এই অদ্ভুত জড়তার কারণ আজও আবিষ্কার করতে পারেনি মাইক, কিংবা এর শৃঙ্খল থেকেও নিজেকে মুক্ত করতে পারেনি।

যে-মেয়েটা র‍্যাঞ্চ থেকে পালিয়েছে, যে-কোন বয়সের হতে পারে–চোদ্দ, চল্লিশ কিংবা একশো চার…কেবল ঈশ্বর আর সে-ই জানে আসলে কোন্ বয়সী। তবে মনে মনে একটা ছবি কল্পনা করে নিয়েছে মাইক–বড়জোর সদ্য যুবতী হবে মেয়েটা, সোনালি-চুলো এবং সুন্দরী। ছোটবেলায় শোনা অসংখ্য রূপকথার এক রাজকন্যা। একটা ব্যাপারে মাইক নিশ্চিত–স্বপ্নের এ-রাজকন্যাকে যে-করে হোক খুঁজে বের করবে ও, দেখা করবে তার সঙ্গে।

গত তিন-চার বছর ধরে স্বপ্নের মাঝে সুন্দরী মেয়েদের ভালুক, মোষ বা ইন্ডিয়ানদের হাত থেকে রক্ষা করে আসছে মাইক। স্রেফ ত্রাণকর্তা হয়েই খালাস, কখনও কোন মেয়ের সঙ্গে গল্প করেনি। এমনকী স্বপ্নের মধ্যেও আড়ষ্টতা কাটাতে সক্ষম হয়নি। আসলেই ও জানে না কী করে মেয়েদের সঙ্গে কথা বলতে হয়।

সামনের পাহাড়সারির দিকে চিন্তিত দৃষ্টি চালাল মাইক। দেখে যতটা মনে হয়, আসলে পাহাড় পাড়ি দেওয়া বা পেরোনো সত্যি তারচেয়ে ঢের কঠিন। দুর্গম এবং দুরারোহ তো বটেই, কোন কোনটা রীতিমত অনতিক্রম্য। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পেরোনোর উপায় থাকে, ঠিক উপায়টা খুঁজে পেলে তেমন সমস্যা হয় না।

দীর্ঘক্ষণ ধরে সামনের পাহাড় নিরীখ করল মাইক। ওর মনে হলো ক্ষীণ একটা ট্রেইল দেখতে পেয়েছে। সম্ভবত বুনো প্রাণীদের চলাচলের পথ। পাহাড়ী ঢালে ঘাসে ছাওয়া পথ। ঝুঁকিটা নিতে মনস্থ করে ফেলল

মাইক, হাঁটুর গুঁতোয় আগে বাড়াল ঘোড়াকে। নির্দিষ্ট ট্রেইল ধরে এগোল রোয়ান।

বেশ কিছুক্ষণ এগিয়ে চলল ওরা। মাইক ভেবেছিল ক্রমে ক্ষীণ হয়ে আসবে ট্রেইল, দিশে হারিয়ে ফেলবে ঘোড়াটা, কিন্তু ওর ধারণা ভুল প্রমাণ করে এগিয়ে চলল রোয়ান। চোখে হয়তো দেখতে পাচ্ছে না, তবে মনের চোখ দিয়ে যেন দেখতে পাচ্ছে সামনে কী আছে, কিংবা ইন্দ্রিয় দিয়ে বুঝতে পারছে। ঢাল পেরিয়ে ওপাশের ঘন সবুজ তৃণভূমিতে পা রাখল। চারপাশে প্রকৃতি এত সবুজ যে চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে।

পরবর্তীতে ন্যাড়া একটা পাহাড় আর ছোট্ট ঝর্না পেরোল ওরা। ঝর্নার পানি কয়েক ফুট নীচে পাথরস্তূপের উপর আছড়ে পড়ছে। স্বচ্ছ টলটলে স্রোত কয়েক ফুট দূরে ঘন উইলোর বনে হারিয়ে গেছে।

অ্যাসপেন সারি পেরিয়ে এল মাইক। একটা এল্ক চোখে পড়েছে একবার। মাঝবয়সী এঁড়ে, মোটাসোটা; গায়ে বিস্তর চর্বি জমিয়েছে। এটাকে শিকার করতে পারলে মাংসের এক সপ্তাহের চাহিদা তো মিটতই, শীতের জন্য জার্কিও তৈরি করে রাখা যেত। রাইফেল তুলেও নামিয়ে ফেলল মাইক।

গুলির শব্দ বহুদূর থেকে শোনা যাবে। ওর উপস্থিতি প্রকাশ হয়ে পড়বে। ধারে-কাছে যেই থাক, শত্রু আর মিত্র, এদিকে ছুটে আসবে। এল্কটাকে ছেড়ে দিতে খারাপ লাগছে মাইকের, এত লোভনীয় শিকার! সবচেয়ে বড় কথা ওটাকে মারতে পারলে তাজা মাংসের চাহিদা মিটে যেত। কিন্তু কী আর করা! আনমনে শ্রাগ করল মাইক, বিষণ্ন দৃষ্টিতে পশুটাকে গাছের আড়ালে হারিয়ে যেতে দেখল।

শুধু আজই নয়, গোলাগুলি অনেকদিন করা যাবে না। আশপাশে কী বা কারা আছে, আগে দেখে নেওয়ার ইচ্ছে ওর; তারপর না হয় শিকার করা যাবে। কয়েকটা দিনের ব্যাপার, নিজেকে সান্ত্বনা দিল মাইক, সময়ের আগে নিজেদের উপস্থিতি ঘোষণা করার পরিণাম ওদের জন্য ভাল নাও হতে পারে।

অ্যাসপেন সারির কিনারে এসে ঘোড়া থামাল ও, কান পাতল।

এল্কটা সরে গেছে গাছের আড়ালে, মাইককে পাত্তা দেওয়ার গরজ অনুভব করেনি। ওটা দৃষ্টিসীমার আড়ালে হারিয়ে যেতে চোখ তুলে পাহাড়ের দিকে তাকাল মাইক। ঢালে সবুজ ঘাস আর উইলো বন, তবে গোড়ার দিকে অ্যাসপেনের ঝাড় রয়েছে। অতন্দ্র প্রহরীর মত সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে ঋজু কাঠামোগুলো। দূরে বেশিরভাগ পাহাড় হতশ্রী চেহারার, ন্যাড়া ঢালে মাঝে মধ্যে দু'একটা গাছ এবং গুচ্ছাকারে বেড়ে ওঠা কিছু ঝোপ রয়েছে। ক্ষীণ যে-ট্রেইল ধরে এসেছে মাইক, এমনও হতে পারে ওটার শাখা ধরে এগোচ্ছে এখন, এঁকেবেঁকে চলে গেছে ঢালের দিকে।

এ-ধরনের ট্রেইলের দুটো বিশেষত্ব রয়েছে—বেশিরভাগই বুনো প্রাণীদের তৈরি অস্পষ্ট পথ, আর প্রায়শই ঠিক উপর থেকে না-দেখলে চোখে পড়ে না। তবে ইন্ডিয়ান বা প্রসপেক্টরদের তৈরি ট্রেইলও রয়েছে…যদিও সংখ্যায় সেগুলো নিতান্ত কম।

জন ক্যালকিন বলেছিল যে ওর ভাইয়ের স্ত্রী বা কন্যা ছিল না। সেক্ষেত্রে, রহস্যময় ওই মেয়ে বা মহিলাটি কে?

হয়তো গ্রেগ ক্যালকিনের পছন্দের কেউ, কিংবা এমনও হতে পারে মেয়েটা আশ্রিতা ছিল, বিপদে পড়ে কেবিনে ঠাঁই নিয়েছিল।

ধীরে-সুস্থে এগোচ্ছে ঘোড়াটা। নিচু একটা ড্রতে নেমে এল, নালা পেরিয়ে ওপাশের ঢালে উঠে এল আবার। চারপাশে ঘন অ্যাসপেন ঝাড়, সামনে কী আছে ভাল করে দেখার সুযোগ নেই। হঠাৎ খোলা জায়গার কাছে আসতে সামনে দুই রাইডারকে দেখতে পেল মাইক। ট্রেইল আটকে দাঁড়িয়ে আছে তারা।

ঝটিতি লাগাম টেনে রোয়ানটাকে দাঁড় করিয়ে ফেলল মাইক। লোক দুটোকে দেখল। বেশ গাট্টাগোট্টা একজন, বুকের ছাতি এতটা চওড়া যেন হুইস্কির একটা পিপে; মুখটা মানানসই ভাবে চওড়া, রুক্ষ। কিন্তু চোখ দুটো কুঁতকুঁতে।

দ্বিতীয়জনের উপর চোখ পড়তে ভাঁজ পড়ল মাইকের কপালে। এই ব্যাটা আরও সরেস। গায়ে-গতরে প্রায় একই সাইজের, তবে একটু বেশি লম্বা, এই যা। দুই দানব!

'কোন্ চুলোয় যাচ্ছ, অ্যাঁ?' জানতে চাইল ছোটখাট লোকটা, কণ্ঠে নির্জলা কর্তৃত্ব।

'শিকার করতে বেরিয়েছি,' চট করে জবাব দিল মাইক, উত্তরটা যেন মুখে তৈরি ছিল। গলার সুরে পরোয়া নেই, বুঝিয়ে দিল দুই দানবকে তেমন আমল দিচ্ছে না। 'আমি তো জানতাম একটা এল্ককে ভড়কে দিয়েছি, এত বড় দুটো...' কথাটা শেষ করল না ও।

'এ-ট্রেইল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, বয়,' ঝটপট জানিয়ে দিল অন্যজন। 'সামনে আমাদের ক্লেইম। বুঝতেই পারছ, ওদিকে যাওয়া যাবে না। ব্যক্তিগত সম্পত্তি। তুমি বরং যে-পথে এসেছ, তার ধারে-কাছে গিয়ে শিকার করো গে।'

চওড়া হাসি ফুটল লোকটার মুখে, যেন পাথরের বুকে একটা ফাটল। 'দেখো বাছা, এভাবে ঘোরাঘুরি করলে বিপদে পড়ে যাবে। ভুল মানুষেরই হয়। তুমি হয়তো শিকার করার জন্য গুলি ছুঁড়লে, আর আমাদের মনে হলো আমাদের উদ্দেশে গুলি ছুঁড়ছ। তখন কী হবে, বুঝতে পারছ? আমরাও পাল্টা গুলি করব। সেটাই স্বাভাবিক। এরকম কিছু ঘটলে নিশ্চয়ই ভাল লাগবে না তোমার?'

লোকটা ধাপ্পা মারছে। মাইক যদ্দূর জানে ধারে-কাছে কোন মাইনিং ক্লেইম নেই। তা ছাড়া, চেহারা আর উপস্থিতিতেও তাদের মাইনার বলে মনে হচ্ছে না।

'না, স্যার, ব্যাপারটা সবার জন্যই দুঃখজনক হবে,' মৃদু স্বরে জবাব দিল মাইক। 'আমার কাছে তো বটেই, কারণ আমি চাই না কেউ ভাবুক যে তার উদ্দেশে গুলি ছুঁড়েছি, অথচ মিস্ হয়েছে। এমন ঘটনায় যে-কারও সুনাম নষ্ট হতে বাধ্য। অযথা সীসা নষ্ট করার অভ্যাস নেই আমার।'

ফাঁকা দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে থাকল দুই দানব। ভেবেছিল আনাড়ি একটা ছেলে, গায়ে-গতরে হয়তো বড়, কিন্তু অনায়াসে ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে দিতে পারবে; ওদের জানা নেই যে আদপে মাইককে ভড়কে দেওয়া সত্যি কত কঠিন।

আর কিছু না-থাকুক সাহস আছে মাইকের। একটু বেশিই আছে।

বাড়ির কথা মনে পড়ল ওর। কয়েকটা শূকর ছিল ওদের। এক রাতে বাবা বাইরে থাকায় ঘরে একা ছিল মাইক। হঠাৎ করালে গোলমাল শুনতে পেয়ে বাবার শটগান আর লণ্ঠন হাতে নিয়ে বেরিয়ে যায় ও। করালের বেড়া সরাতে দেখে ভিতরে প্রকাণ্ড একটা কুগার। জ্বলজ্বলে চোখে ওর দিকে তাকিয়ে ছিল ওটা, ব্যাঘাত ঘটায় খেপে গেছে। দরজা খোলার শব্দে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল কুগারটা, কান দুটো খাড়া আর লেজটা মাটির সঙ্গে প্রায় লেপ্টে যাচ্ছিল।

ঠাণ্ডা মাথায় কোণঠাসা কুগারের সঙ্গে লাগতে যায় না কেউ। কারণ মরিয়া অবস্থায় মানুষ কি পশু, একটুও পরোয়া করে না কুগার। পাল্টা লড়াই করে। কিন্তু কষ্টে লালন-পালন করা শূকর হারানোরও কোন ইচ্ছে ছিল না মাইকের।

লাফ দিল কুগারটা। মাইকও গুলি করল।

গুলি খেয়েও ওর উপর এসে পড়ল পশুটা। ধাক্কার চোটে পিছিয়ে গেল মাইক, চিৎ হওয়া অবস্থায় ওর উপর পড়ল কুগারটা। একটা পাথরের সঙ্গে মাথা ঠুকে গেল ওর। কিছু বোঝার আগেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলল। কয়েক ঘণ্টা ওখানেই পড়ে থাকল ও। দারুণ শীত পড়েছিল সেবার।

বেশ রাত করে বাবা যখন বাড়ি ফিরল, ততক্ষণে জ্ঞান ফিরে পেয়েছে মাইক। নিজেকে সুস্থির করেছে তো বটেই, কুগারের ছাল ছাড়িয়ে চামড়াটা বাইরের দেয়ালে ঝুলিয়ে দিয়েছে শুকানোর জন্য।

এটা আজ থেকে চার বছর আগের কথা।

'দেখো, কিড,' বলল বিশালদেহী লোকটা। 'গায়ে-গতরে বা কথাবার্তায় চালু হলেও বয়সে এখনও কাঁচা তুমি। মুখ সামলে ভেবে-চিন্তে কথা বোলো, নইলে কোন একদিন তোমাকে জবর পিটুনি দিয়ে বসবে কেউ।'

'হয়তো, কিন্তু কাজটা ওকে করতে হবে পেটে সীসার টুকরো নিয়ে। আর ওরা যদি তোমাদের মত দু'জন হয়, তা হলে দু'জনের পেটেই ভারী সীসা থাকবে।

'এটা মুক্ত এলাকা, যেখানে খুশি যেতে পারে যে-কেউ, কিংবা

বসতিও করতে পারে। বেমক্কা গুলি খাওয়ার যদি এতই ভয় থাকে তোমাদের, ঝটপট ক্লেইমে চলে যাও, ভুলেও ওখান থেকে বেরিয়ো না। আর কিছু চিনতে না-পারি, ক্লেইম চিনতে পারব। ক্লেইমের কাজে ব্যস্ত লোকজনের ত্রিসীমানায় গুলি করি না আমি, যদি না তারা আমাকে বাধ্য করে।

'মাংসের জন্য পাহাড়ে এসেছি আমি, মাংস নিয়েই ফিরব।' স্যাডলে আড়াআড়িভাবে রয়েছে মাইকের রাইফেল। দুই দানবের হোলস্টারে পিস্তল আছে, একজনের স্যাডল বুটে একটা রাইফেল দেখা যাচ্ছে। পিস্তল বের করতে বা রাইফেল তুলতে যতটা সময় লাগবে; ততক্ষণে অনায়াসে দু'জনের পেটে দুটো করে সীসা পাঠিয়ে দিতে পারবে মাইক।

এ-মুহূর্তে হেনরির কালো নলটা স্থির হয়ে আছে দু'জনের ঠিক মাঝ বরাবর। এক চুল এদিক-ওদিক করে দু'জনকেই গুলি করতে পারবে মাইক।

'বেশ, শিকার করো গে,' বলল গাট্টাগোট্টা লোকটা। 'কিন্তু পাহাড়ের এপাশে ঘোরাঘুরি কোরো না, কপালে খারাবি আছে তা হলে। তোমার হেনরির বুলেট অন্যের সীসা ঠেকাতে পারবে না।'

ঘোড়া ঘুরিয়ে ফিরে চলল দুই দানব। দু'জন চোখের আড়াল হওয়া মাত্র দ্রুত স্যাডল ছাড়ল মাইক, লাগাম হাতে গাছের ফাঁকফোকর গলে এগোল। ট্রেইল ধরে যেতে নারাজ। বলা যায় না ছোটখাট চক্কর কেটে ফিরে আসতে পারে লোক দুটো, ওর মাথায় একটা বুলেট ঢুকিয়ে দেওয়ার খায়েশ হতে পারে তাদের।

ক্ষীণ ট্রেইল ধরে অনেকটা পথ এসেছে মাইক, তবে এখন আর ততটা সম্ভাবনাময় মনে হচ্ছে না, বরং কিছুটা হলেও উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছে। আপাতত। গাছপালার ফাঁক গলে কোনাকুনি এগোল ও। সাবধানের মার নেই। চলার পথে সারাক্ষণ আড়াল ব্যবহার করছে। হুট করে এভাবে সংঘর্ষে জড়ানোর ইচ্ছে নেই ওর, তবে বাধ্য হলে পিছ-পা হতেও নারাজ।

দীর্ঘ ঢাল ধরে এগোল মাইক। অচেনা পথ। দক্ষিণে মোড় নিয়ে

পরে পশ্চিমে এগোল—তৃণভূমি আর বন সামনে রেখেছে। হঠাৎ অনুচ্চ এক মেসায় আবিষ্কার করল নিজেকে। সামান্য দ্বিধা-দ্বন্দ্বের পর ঢালু জমি ধরে নামতে শুরু করল। চারপাশে প্রকাণ্ড পন্ডেরোসার ঝাড়, সোনালি-রঙা অ্যাসপেন আর ছড়ানো-ছিটানো স্প্রুস। ঢালের গোড়ায় পা রাখতে সামনের খোলা জায়গায় একটা কেবিন দেখতে পেল মাইক।

বিস্তীর্ণ পাহাড়, তৃণভূমি, বনের সমাবেশ···দারুণ দৃশ্য। বহু দূরে স্লিপিং উতে, মেসা ভার্দের আকাশছোঁয়া শৃঙ্গ, আবাজো পর্বত এবং ইউটাহ্‌র লা স্যালস পর্বতও দিব্যি চোখে পড়ে। একসঙ্গে এত কিছু···সৌন্দর্যপ্রিয় যে-কোন লোক এখানে থাকতে পারলে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করবে।

ক্লিফের কিনারে বড়সড় কিছু গাছ কেবিনটাকে আংশিকভাবে ঢেকে রাখলেও ফিল্ডগ্লাস দিয়ে অনেক দূরের ট্রেইলেও চলমান যে-কোন রাইডারকে চোখে পড়তে বাধ্য।

নির্জলা পাথুরে স্ল্যাবের মেঝে। বেশ শক্তপোক্ত। পাথর কেটে জায়গা করেছে প্রথমে, তারপর সঠিক সাইজের কাঠ বসিয়ে তৈরি করা হয়েছে কেবিন। সবক'টা দেয়াল অন্তত দুই ফুট চওড়া। কাঠ জোড়া দেওয়ার কাজে কোন খুঁত নেই, দেখে মনে হচ্ছে এভাবেই যেন তৈরি হয়েছে। ছাদটাও একইরকম মজবুত এবং সুদৃঢ়।

দরজায় করাঘাত করল মাইক, যদিও কেউ জবাব দেবে বলে আশা করছে না। সাড়া এলও না। পাল্লার এক পাশে দড়ি ঝুলছে, ভিতরে খিড়কির সঙ্গে বাঁধা। টান দিলে দরজা খুলে যাবে।

দড়ি ধরে টান দিল মাইক। পাল্লা সরিয়ে কেবিনের ভিতরে পা রাখল।

একটা বিস্ময় অপেক্ষা করছিল ওর জন্য।

শূন্য কেবিন, অথচ মেঝে ঝকঝকে পরিষ্কার। উনুনের ছাই খুব বেশি পুরানো নয়। ঘরের প্রতিটি আসবাবপত্র পরিচ্ছন্ন, সামান্য ধুলোও জমেনি। বাতাস মোটেও গুমট নয়, বদ্ধ জায়গায় যেমন থাকে; বরং নির্মল, ঝরঝরে। উল্টো ঘুরতে পিছনের এক শেল্ফে রাখা পাত্রে ফুল

আর জুনিপারের কিছু শাখা চোখে পড়ল।

ফুলগুলো বড়জোর দু'দিনের বাসি। পাত্রে এমনকী পানিও রয়েছে।

বিছানা বা দেয়ালের আঙটায় ঝোলানো কাপড় নেই। তৈজসপত্র বলতে কেবল কফিপট—রান্না করার উপযুক্ত আর কিছু নেই।

বাইরে একটা বেঞ্চ রয়েছে। তলার ঘাস দেখে মাইকের মনে হলো মাঝে মধ্যে বেঞ্চে বসত কেউ। এখান থেকে ওদের র‍্যাঞ্চটা চোখে পড়ছে, কয়েক মাইল দূরে হলেও পরিষ্কার পাহাড়ী বাতাসের কারণে দেখা যায়।

এখান থেকে প্রায় তিন-চার মাইল দূরে দুই দানবের সঙ্গে দেখা হয়েছিল ওর। নির্দিষ্ট ট্রেইল দূরে থাক, আসলে কোন পথ ধরে আসেনি মাইক। এখন পর্যন্ত কোন ট্রেইলও চোখে পড়েনি, তবে ও নিশ্চিত একটা-না-একটা পথ আছে। এমনকী একাধিকও থাকতে পারে।

কেবিন আর খোলা জায়গার চারপাশে রেকি করল মাইক। কাজ শেষে কয়েকটা ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে গেল।

একটা মেয়ে বা মহিলা আসত এখানে, তবে প্রায়ই যে আসত তা নয়; এখানে এলে বেঞ্চে বসত। চারপাশে শুধু মেয়েটারই ট্র্যাক দেখতে পেয়েছে মাইক। অন্য কোন মানুষ দূরে থাক, এমনকী ঘোড়ার ছাপও নেই।

উচ্চতার কারণে দিব্যি বলা যায় ঘোড়া ছাড়া এত উঁচুতে আসা সম্ভব নয়। সম্ভবত কাছাকাছি কোন ঝোঁপে ঘোড়া রেখে আসে মেয়েটা। নিঃসঙ্গ, প্রায় পরিত্যক্ত জায়গা এটা; মাইকের মনে হচ্ছে একা থাকার জন্য এখানে আসত মেয়েটা, কিংবা একা থাকতে পছন্দ করে সে।

ক্যালকিনের র‍্যাঞ্চে কি এই মেয়েটাই ছিল? নাকি অন্য কেউ? দুটো মেয়ে হওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও মানতে পারছে না মাইক, বরং ওর বদ্ধমূল ধারণা দু'জনে একই মেয়ে। এখান থেকে নীচের র‍্যাঞ্চ হাউস স্পষ্ট চোখে পড়ে, মেয়েটাও নিশ্চয়ই দেখতে পেত।

এমনও হতে পারে এটাই হয়তো মেয়েটার আসল বসতি। র‍্যাঞ্চে লোক আছে দেখে কৌতূহলী হয়ে চলে গিয়েছিল, জানতে চেয়েছিল কে থাকে।

হয়তো

কেবিনটা পাকা হাতে তৈরি। যে-ই তৈরি করে থাকুক, কাজ জানত সামনে ঢালু জমি ক্রমশ নীচে নেমে গেছে, প্রায় একশো গজ দূরে, লম্বা সবুজ ঘাসের সমাহার শেষ হয়েছে বুড়ো পাইন সারির গোড়ায়। পাইন ঝাড়ের কারণে নীচ থেকে কেবিনটা চোখে পড়ার সম্ভাবনা কম, এমনকী শক্তিশালী ফিল্ডগ্লাস দিয়েও চোখে পড়বে না।

পাইন বনের পর ছোট্ট ঝর্না, তারপর একেবারে খাড়া ঢাল। ঢালে রয়েছে ঘন সবুজ বন। এতটাই ঘন যে ঘোড়ার পক্ষেও ওঠা-নামা করা প্রায় অসম্ভব; অমানুষিক পরিশ্রম করলে হয়তো কোন লোক উঠতে সক্ষম হতে পারে। আরও সামনে পাহাড়ের কোলে শেষ হয়েছে বনভূমি। সম্ভবত বনের যে-কোন দিকে রয়েছে এখানে আসার ট্রেইল।

হঠাৎ একটা সম্ভাবনা উঁকি দিল মাইকের মাথায়। বোধহয় ওই মেয়েটাই কেবিন পরিষ্কার করেছে, ফুল রেখে গেছে। জায়গাটা নিশ্চয়ই পছন্দ হয়েছিল ওর, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রেখেছে। মেয়েটির সঙ্গে দেখা হওয়ার তাড়না অনুভব করছে মাইক। জানাতে চায় সে যা করেছে দেখে ভাল লেগেছে ওর।

খোঁজাখুঁজি করতে বাড়ির এক কোণে ছোট্ট একটা ইন্ডিয়ান পাত্র পেয়ে গেল মাইক। ভাল করে ধুয়ে অর্ধেকটায় পানি ভরে রেখে দিল তাকের উপর। এবার নীচের উপত্যকায় চলে এল। কয়েক তাড়া ফুল সংগ্রহ করে ফিরে এসে পাত্রে রেখে দিল। মেয়েটা কেবিনে এলে নিশ্চয়ই দেখতে পাবে।

এবার ফিরে যাওয়ার পালা। ওর উপস্থিতি জানানোর কাজ সারা হয়ে গেছে। ঢাল ধরে নীচে নামতে শুরু করল মাইক, ট্রেইল খুঁজছে।

পেয়েও গেল। একেবারে অস্পষ্ট, তবে মাঝে মধ্যে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথমে ভাল করে নিরীখ করল। চিহ্ন যা আছে, সবই অন্তত এক সপ্তাহের পুরানো। মাটিতে ট্র্যাক দেখতে দেখতে এগিয়ে চলল ও।

যে-ঘোড়ার ছাপ অনুসরণ করছে, বড়জোর আটশো পাউন্ড হবে ওটার ওজন। তবে আকারে ছোটখাট হলেও চলাফেরায় স্বতঃস্ফূর্ত। স্বচ্ছন্দে চলেছে ট্রেইল ধরে। সওয়ার ছাড়া এবং সওয়ার থাকা অবস্থায় ওটার খুরের ছাপের গভীরতা দেখে মাইক অনুমান করল আরোহী বেশ ছোটখাট, কারণ সওয়ার থাকা অবস্থায় খুরের ছাপে তেমন পরিবর্তন হয়নি। সন্দেহ নেই এ-ঘোড়ার আরোহী কোন মেয়ে।

ঘোড়ার চলা দেখে মাইকের মনে হচ্ছে নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে গেছে মেয়েটা। একটা আইডিয়াও এসেছে ওর মাথায়। দুই দানব যেখান থেকে এসেছে, সেদিকে গেছে মেয়েটা। জায়গাটা স্পট করার পর আর দেরি করল না মাইক, ট্রেইল থেকে সরে বনে ঢুকে পড়ল, তারপর নীচের উপত্যকায় বাড়ির দিকে ঘোড়া ছোটাল।

বার্নের কাছে বাপকে ব্যস্ত দেখতে পেল মাইক। দেখল ওর ঘোড়ার খুরের শব্দে কাজ থামিয়ে মুখ তুলে তাকাল ওয়েস মুর।

'এই প্রথম মাংস ছাড়া বাড়ি ফিরে এলে, বয়, মাইক কাছে যাওয়ার পর বলল সে। 'কারণটা কী? শিকার করার মত কিছু পাওনি?'

'মওকামত গুলি করার সুযোগ পাইনি,' জানাল মাইক। 'আর এমন হবে না, বাবা। পরেরবার নির্ঘাত মাংস নিয়ে ফিরব।'

'কিন্তু মাংস ছাড়া যে চলবে না আমাদের। ভাবছি সন্ধ্যার পর আমি নিজেই উপত্যকায় যাব, দেখি কিছু পাওয়া যায় কি-না। মাঝে মধ্যে ওদিকে দু'একটা হরিণকে ঘাস খেতে দেখেছি।'

দোরগোড়ায় বেরিয়ে এল জন ক্যালকিন। পলকের জন্য দেখল মাইককে। কালো কোট থেকে ধুলো ঝেড়েছে সে, বুট পালিশ করেছে। পোর্চে দাঁড়িয়ে থাকল সে, দৃষ্টি পাহাড়ের দিকে।

ঘোড়াটাকে করালে ছেড়ে দিয়ে বালতি নিয়ে পানি আনতে গেল মাইক। কিছুক্ষণের জন্য হলেও যার যার কাজে ব্যস্ত থাকল ওরা—মাইক এবং ওর বাবা কাজে, আর জন ক্যালকিন তার নিজস্ব ভাবনায়।

সন্ধ্যার একটু আগে, কাজ শেষ করে রাইফেল হাতে বেরিয়ে গেল ওয়েস মুর। পোর্চের সঙ্গে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে জন ক্যালকিন,

ওয়েসকে চলে যেতে দেখল। 'তোমার বাবা খুব ভালমানুষ,' মাইকের উদ্দেশে বলল সে। 'সত্যি ভালমানুষ।'

'হ্যাঁ, স্যার। তবে ভাগ্যটা বরাবরই মন্দ ওর।'

'এখানে হয়তো কপাল ফিরে যাবে ওর। দেখলাম তো, ঠিক পথেই এগোচ্ছে।'

'আসলে জায়গাটা দেখেই প্রেমে পড়ে গেছে বাবা। এখানকার কোন কিছু আমরা করিনি, কিন্তু ফেলে যেতেও খারাপ লাগছিল।'

'জানি,' ফের মাইকের দিকে তাকাল জন ক্যালকিন। 'এবার বলো তো, বাছা, বাইরে গিয়ে আজ কী দেখলে?'

'কী দেখেছি? এমন কিছু...' মিথ্যে বলতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল মাইক, নিজের অজান্তে থেমে গেছে। অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে ওকে দেখছে ক্যালকিন, এত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি যে মনে হচ্ছে ওর মনের ভিতরটা অনায়াসে পড়ে ফেলতে পারছে।

এ-লোকের সঙ্গে মিথ্যে বলে লাভ হবে না,' তৎক্ষণাৎ সিদ্ধান্তে পৌঁছল মাইক। শুরু থেকে পুরোটাই খুলে বলল ও, শুধু ফুল রেখে আসার ব্যাপারটা চেপে গেল।

'তোমার ধারণা মেয়েটা আর লোক দুটো একই আউটফিটের?'

'যদ্দূর জানি আশপাশে কোন আউটফিট নেই, তাই ভেবেছি একই জায়গা থেকে এসেছে ওরা। মেয়ে বলে ওর চিন্তা-ভাবনা বা দৃষ্টিভঙ্গি দুই দানবের চেয়ে ভিন্ন।'

'কেবিনটা কেমন, বলো তো? ওখানকার কোন কিছু বেখাপ্পা লাগেনি?'

'হ্যাঁ। আমার বিশ্বাস দুটো কেবিনই ক্যালকিন তৈরি করেছে। ধাঁচও একরকম...পার্থক্য শুধু–উপরেরটা আগে করা। হয়তো প্রথমে ওখানে থাকত সে। পরে এ-জায়গাটা ভাল লেগে যাওয়ায় নীচে এসে আরেকটা বানিয়েছে।'

'হতে পারে। কিংবা দুটো বাড়ির শখ ছিল গ্রেগের। একটা উপরে, অন্যটা এখানে।' ফের মাইকের দিকে তাকাল ক্যালকিন। 'নাম কী তোমার, বয়?'

'মাইকেল মুর। মাইক ডাকে সবাই।'

'আইরিশ···কী জানো, আমাদের পূর্বপুরুষও আয়ারল্যান্ড থেকে এসেছে। তবে তোমার মত পুরো আইরিশ নই আমি। বহু বছর আগে ইংল্যান্ড ছেড়ে এসেছিল আমাদের পূর্বপুরুষ, তাদের একজন নিউ ফাউন্ডল্যান্ডে বসতি করেছিল, তারপর গ্যাসপে পেনিনসুলা হয়ে শেষে এখানে থিতু হয়েছে। সে অনেক বড় গল্প।'

'তোমার নিশ্চয়ই নামের প্রথম অংশ আছে?'

'জন। জোনাথন। শুনে অবশ্য বোঝা যায় না নামটা ইংরেজ, ওয়েল্‌শ, আইরিশ নাকি আমেরিকান। নাম পরিবর্তনের ব্যাপারে আইরিশরা বেশ সিদ্ধহস্ত। কারণও আছে।

'বহুদিন আগে একটা সময় ছিল যখন আইরিশদেরও ইংরেজ নাম গ্রহণ করতে হত। আইন করেই এটা কার্যকর করা হয়েছে। অদ্ভুত না? তুমি কারও নাম রাখবে, সেটার উপরও খবরদারি। তো, চোদ্দশো পঁয়ষট্টি থেকে ওই চার দেশে নতুন এক প্রথার প্রচলন হলো। শহর, রঙ কিংবা পেশা অনুসারে নাম রাখতে হবে। যেমন ধরো: শহরের নামে শার্টন, চেস্টার, কর্ক বা কিনসেল। আর রঙের নামে যে-কোন নামই নেওয়া যেতে পারে, যার যা পছন্দ। ব্যবসার ক্ষেত্রে কার্পেন্টার, স্মিথ, বাটলার বা কুক···

'বিপদে পড়েও কোন কোন আইরিশ নিজেদের নাম পরিবর্তন করেছে। সরকার বা রাজার রোষানলে পড়ে দেশছাড়া হয় কেউ কেউ। বিদেশ বিভুঁইয়ে নাম বদলে নতুনভাবে বাঁচার চেষ্টা করে। আমার পরিবারের কথাই ধরো, কেউ কেট্ মারা পড়েছে, তারপর আমার পিতামহ দেশ ছাড়া হয়। একসময় জলদস্যু বনে যায় সে। তবে ক্যালকিন নামটার মর্যাদা আমরা সবাই রক্ষা করার চেষ্টা করেছি। আমাদের ক্ষেত্রে নাম বদলের দরকার না-হলেও অনেক আইরিশ নাম বদলাতে বাধ্য হয়েছে।'

'কিছু কিছু আইরিশ গল্প শুনেছি আমি,' মৃদু স্বরে বলল মাইক।

'সেটাই স্বাভাবিক, মাইক। আসল কথা হলো, এখন এটাই তোমার দেশ। অতীত জানা ভাল, কিন্তু অতীত আঁকড়ে থাকলে সমস্যা। অতীত

নিয়ে অহঙ্কার করা যায়, তবে বেঁচে থাকতে হয় বর্তমান নিয়ে, কারণ যখন যে যেখানে থাকে, সেখান থেকে তার রুটি রুজি হয়।

'তবে পূর্বপুরুষ বা নিজের পুরানো দেশ সম্পর্কে জানা মন্দ নয়, স্মৃতি হাতড়ানোও লজ্জার বিষয় নয়। কেউ কেউ নিজেদের আইরিশ বলতে দ্বিধা করে, এমন লোকও দেখেছি আমি। সেজন্য বেশিদূর যেতে হবে না, পশ্চিমা শহরগুলোয় গিয়ে দেখো, আইরিশদের মত চেহারার লোক দেখলে বা নাম শুনলে কেউ তোমাকে কাজে নেবে না। হয়তো এদের অনেকে নিতান্ত গরীব অবস্থায় এখানে এসেছে, কারও কারও অতীত ছিল ধোঁয়াটে বা অস্পষ্ট। কিন্তু মানুষের পরিচয় তার কাজে, অতীত বা চেহারায় নয়। উঁচু বংশের আইরিশরাও এসেছে এই দেশে, আবার কেউ কেউ নিজেদের নামের সঙ্গে "ম্যাক" বা "ও" যোগ করে আভিজাত্য আনার চেষ্টা করেছে, যা আদপে তাদের ছিল না। আসল কথা হচ্ছে রক্ত বা ইতিহাস নয়, একজন মানুষের পরিচয় তার কাজে। বর্তমানে।'

'আয়ারল্যান্ডে খুব বিখ্যাত পরিবার ছিলে তোমরা?'

'দেখো, বাছা, আমার পূর্বপুরুষ এখানে এসেছিল তিনশো বছর আগে। এতদিনে সবকিছু পাল্টে যাওয়ার কথা। অতীত ভুলে গেলেই ভাল হত, কিন্তু এই অহঙ্কারটুকু বিসর্জন দিতে পারিনি আমরা। ওখানে আমরা কী ছিলাম, পরিবারের সবাই জানে, অথচ কেউ একটা শব্দও উচ্চারণ করেনি কখনও। শুধু নামটাই ব্যবহার করছি। এতেই সন্তুষ্ট আমরা। তিনশো বছর ধরে চলে এসেছে যখন, ওই তথ্যটা না হয় চাপাই থাকল।'

'তুমি কি এই র‍্যাঞ্চের উত্তরাধিকার নিতে এসেছ? বাবার মতে একমাত্র তোমারই বৈধ অধিকার রয়েছে।'

'না, বাছা, সেজন্য আসিনি আমি। ওর সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছে থাকলেও আসলে অন্য উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছি। র‍্যাঞ্চটা তোমার বাবার থাকবে, পরে হয়তো তোমার হবে। শর্ত একটাই—শুধু রাখা যাবে, কখনও বেচতে পারবে না। ওভাবে চুক্তিপত্র তৈরি করব···অ, আরেকটা জিনিস চাই আমি। চলে যাওয়ার আগে দেখতে চাই এখানে একটা

লিভিং কোয়ার্টার তৈরি হয়েছে। ভাবছি নিজের জন্য উপরের কেবিনটা ক্লেইম করব, ওখানে থাকতে বোধহয় ভালই লাগবে।'

মাইকের মুখের পরিবর্তন খেয়াল করল জন ক্যালকিন, বুঝতে না-পারলেও টের পেল ভিতরে ভিতরে দুশ্চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়েছে ছেলেটা। খুবই উদ্বিগ্ন। 'ব্যাপার কী, বাছা? কী নিয়ে এত ভাবছ?' জানতে চাইল সে।

'ওই মেয়েটা···মহিলার কথা ভাবছি, স্যার। আমার কাছে মনে হয়েছে জায়গাটা খুব পছন্দ ওর। একা থাকতে চাইলে প্রায়ই বোধহয় ওখানে চলে যায় ও। কিছু ফুলও দেখলাম সাজিয়ে রাখা, ও রেখে গেছে বোধহয়···'

'জায়গাটা যদি মেয়েটার এতই পছন্দ হয়ে থাকে, যখন খুশি আসতে পারবে ও; কিংবা চাইলে থাকতেও পারবে। কিন্তু বেচতে বা কাউকে দান করতে পারবে না।' আঙুল দিয়ে বুক পকেটে টোকা মারল জন ক্যালকিন। 'আমার পকেটে একটা ডীড আছে। এখানকার সব জমি ছাড়াও কয়েকটা ব্যাপারে রফা করে নেওয়া দরকার। শুধু জমিই নয়, পাহাড়ী ঢাল ছাড়িয়েও কিছুদূর পর্যন্ত জমি আমার।

'তোমার বাবা চার সেকশন ক্লেইম করেছে, এর পুরোটাই তোমাদের থাকল। আরও ত্রিশ সেকশন রয়েছে, যেটা আমার হবে। হয়তো কোন একদিন এখানে থিতু হব আমি, মাঝে মধ্যে ঘুরেও যেতে পারি। জায়গাটা সত্যি সুন্দর।'

এখানে আসার পর এই প্রথম জন ক্যালকিনকে একসঙ্গে এত কথা বলতে শুনল মাইক। পরবর্তী কয়েকদিনে আগের মতই মৃদুভাষী হয়ে গেল সে।

গুলির শব্দের প্রতিধ্বনি শুনে ভোরে ঘুম ভাঙল মাইক মুরের। ঝট-করে বিছানায় উঠে বসল ও, শঙ্কিত দৃষ্টিতে তাকাল চারপাশে। দেখল ত্রস্ত হাতে প্যান্ট পরে রাইফেল তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেল ওয়েস মুর।

গুলিটা উপত্যকায় হয়েছে। কে গুলি করেছে বা এর ফলাফল কী, দেখতে পেল না ওরা। তবে জেনে গেল যে কেবিনের ধারে-কাছে নেই

জন ক্যালকিন। তার ঘোড়াটাও নেই।

ঘণ্টা খানেক পর ফিরে এল সে। হরিণের চামড়ায় সুন্দর ভাবে মোড়া তাজা মাংস নিয়ে এসেছে। 'কিছু মাংস নিয়ে এসেছি, মুর,' বলল ক্যালকিন। 'বসে বসে খেতে ভাল লাগে?'

পরবর্তী কয়েকদিনে মাইক খেয়াল করল শুধু শিকারই করছে না সে, প্রায় ওদের সমান কাঠও কেটে আনছে। দেখে ভরঘুরে বা স্যাডলে অভ্যস্ত লোক বলে মনে হলেও কাঠ কাটায় বেশ পটু জন, অল্প সময়ে অনেক কেটে ফেলে। যেখানে দু'বার কোপ চালালে চলে, সেখানে দু'বারই চালায়, কখনও বেশি লাগে না। একেবারে জুত মত কোপ চালাতে জানে। অথচ কেবিনের ধারে-কাছে থাকে সে, খুব বেশি দূরেও যায় না কখনও। অলস সময়টা পোর্চে বসে ফিল্ডগ্লাস নিয়ে ব্যস্ত থাকে। কী দেখে কেবল সে-ই জানে।

হয়তো পাহাড় গোনে! আনমনে ভাবল মাইক।

'আমি একবার দেখতে পারি?' কৌতূহল নিবৃত্ত করতে না-পেরে একদিন দেখতে চাইল মাইক।

'নিশ্চয়ই,' ফিল্ডগ্লাস বাড়িয়ে ধরল জন ক্যালকিন। 'তবে একটু সাবধানে নাড়াচাড়া কোরো। জিনিসটা দারুণ, আমার কাছে সেরা মনে হয়। সারা দুনিয়া খুঁজলেও আরেকটা পাবে না। ইতালির এক কারিগরের তৈরি। এ-ধরনের কাজে বিশ্বজোড়া খ্যাতি ছিল লোকটার। আশ্চর্য ব্যাপার কি জানো, গ্লাসের লেন্স দুটো নিজেই তৈরি করেছে সে।'

ফিল্ডগ্লাস দেখেছে মাইক, তবে কখনও চোখে লাগায়নি। অভিজ্ঞতাটা ওর জন্য অভূতপূর্ব হলো। ভোজবাজির মত মুহূর্তে লাফ দিয়ে দৃষ্টিসীমায় উঠে এল পাহাড়সারি। এত স্পষ্ট আর ঝলমলে! গাছগুলো এত কাছে চলে এসেছে যে মাইকের মনে হচ্ছে হাত বাড়ালেই ছুঁতে পারবে। এমনকী বহু দূরে উপরের উপত্যকায় গাছের আড়ালে পড়ে যাওয়া কেবিন কিংবা দরজার কাছে রাখা বেঞ্চটা পর্যন্ত চোখে পড়ছে।

আচ্ছা, তা হলে উপরের কেবিনে নজর রাখছে ক্যালকিন? বিদ্যুচ্চমকের মত চিন্তাটা এল মাইকের মনে। বুকে তীক্ষ্ণ কাঁটার মত বিঁধল ঈর্ষার ছুরি। ক্যালকিনও কি মেয়েটাকে দেখার আশায় আছে?

তিন

বড় নির্জন এলাকা এটা। কদাচিৎ লোকের সঙ্গে দেখা হয়। মুরদের ক্ষেত্রে সেটাও প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছিল। গত কয়েক দিন অবশ্য ব্যতিক্রম। প্রথমে জন ক্যালকিন এল এখানে, তারপর দুই দানবের দেখা পেয়েছে মাইক। নির্জন জায়গায় থাকলে যা হয়, অন্য বসতি বা মানুষের যে-কোন খবরই আকর্ষণীয় মনে হয়।

জন ক্যালকিন ওদের আরও একটা উপকার করেছে। বেশ কিছু খবর পাওয়া গেল তার কাছে। ধারে-কাছে বা বাইরের দুনিয়ায় কী ঘটছে এ-সম্পর্কে কোন ধারণাই ছিল না ওদের। পাহাড়ে কয়েকজন প্রসপেক্টর কাজ করছে বটে, কিন্তু ইন্ডিয়ানদের ভয়ে ক্লেইম ছেড়ে তারা বেরোয় না বললেই চলে। শুধু নিতান্ত প্রয়োজন হলে সাপ্লাই আনতে শহরে যায়।

এখানে আসার সময় নিউ মেক্সিকোয় মুররা শুনেছিল এদিকে নাকি কোন সাদা মানুষ নেই; যারা এসেছিল হয় ইন্ডিয়ানদের আক্রোশের মুখে পড়ে সবকিছু ফেলে পালিয়েছে নয়তো আরও উত্তরে বা পশ্চিমে চলে গেছে।

ওদের মত অনেকে এসেছে, কিন্তু থাকেনি। এই মাটিতে কোন চিহ্ন ফেলে যায়নি তারা। যেন আসা বা যাওয়া দুটোই তাদের চুপিসারে হয়েছে। কে কার খবর রাখে! সবাই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। লোকালয়ের সংখ্যা এত কম যে একজনের খবর অন্যের কাছে পৌঁছে না।

কেবিন থেকে দক্ষিণের শুকনো এক ওঅশে ভাঙাচোরা একটা প্যাটারসন কোল্ট পেয়েছিল ওয়েস মুর। ধারে-কাছে কয়েকটা হাড়

আর কিছু ধাতব বোতাম ছিল। ইন্ডিয়ানদের হাতে খুন হয়েছিল কোন হতভাগা। পরবর্তীতে আসা অভিযাত্রীদের জন্য সতর্ক সঙ্কেত!

এটা ইন্ডিয়ান এলাকা। রেডস্কিনদের চোখে না-পড়লেও তারা যে আছে, এতে কোন ভুল নেই। উত্তরে ও পশ্চিমে উতে এলাকা, পশ্চিম-দক্ষিণে নাভাজো সাম্রাজ্য, আর পুবে দুর্ধর্ষ অ্যাপাচীদের আবাস। কারও আচরণ বন্ধুর মত, কারও ঠিক উল্টো—হিংস্র, নীচ এবং রক্তপিপাসু। কেউ অভিযাত্রীদের দেখে বিন্দুমাত্র প্রতিক্রিয়া দেখায় না, স্রেফ নির্বিকার মুখে দেখে যায়; এরা নিজেদের মত থাকতে চায়। অন্য কেউ থাকলে আপত্তি নেই, কিন্তু ত্যক্ত হতে অনিচ্ছুক।

'ওদের ব্যাপারে দুশ্চিন্তা নেই আমার,' কথায় কথায় একদিন বলল ওয়েস মুর। 'অচেনা সাদা মানুষ আর ইন্ডিয়ানদের মধ্যে কোন পার্থক্য দেখি না আমি। সবাই মানুষ। ওরা আছে ওদের মত, আমরা আমাদের মত। দুনিয়ার সব মানুষের রীতি-নীতি এক হবে, এমন তো কথা নেই। কখনও যদি মুখোমুখি হই, পারলে আলোচনা করে রফা করব নয়তো লড়ব, সেটা নির্ভর করবে ওদের মর্জির উপর।'

একমত হলো ক্যালকিন। 'সব ইন্ডিয়ানকে এক দৃষ্টিতে দেখলে ভুল করবে, বাছা,' মাইককে পরামর্শ দিল সে। 'লোক দেখে "ইন্ডিয়ান", "মেক্সিকান" বা "ইংরেজ" বলা কখনও কখনও বিরাট ভুল হতে পারে। প্রতিটি মানুষ আলাদা, প্রত্যেকের নিজস্ব সত্তা আছে। জাতের আগে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য। যেখানেই যাবে জাত-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ভাল-মন্দ মানুষ খুঁজে পাবে।'

জন ক্যালকিন অতিরিক্ত সাবধানী মানুষ, অযথা ঝুঁকি নেয় না, খেয়াল করেছে মাইক। সকালে ঘুম থেকে উঠে যখন প্যান্ট পরে, সঙ্গে গানবেল্টও পরে নেয়। একবার সব অস্ত্র পরখ করে। অথচ বেশিরভাগ মানুষ ঘুম থেকে উঠে পিস্তল পরার আগে মাথায় হ্যাট চাপায়। এমনকী, খেয়াল করেছে মাইক, বুট পায়ে চাপানোর আগেই পিস্তল হোলস্টারে রাখে জন।

'তুমি কি সবসময় বিপদের আশঙ্কা করো?' একদিন জানতে চাইল ও।

কঠিন চাহনিতে ওকে দেখল সে। 'বিপদ তো যে-কোন সময় আসতে পারে, তাই তৈরি থাকা কি ভাল নয়? আমার কথা বলতে পারি, কেউ যখন লড়াই করতে চায়, আমি তাকে নিরাশ করি না।

'এমনিতে আমি ঝামেলা চাই না বা আশাও করি না, কিন্তু বেঘোরে মরার ইচ্ছেও নেই আমার। আশায় থেকে জীবন চলে না। সবাইকে ভাল চোখে দেখলে ঠকতে হয়। পিস্তল পরব, বুদ্ধি খাটাব আর জিভ সামলে কথা বলব; তা হলে হয়তো কখনও ঝামেলায় পড়ব না।'

ক্যালকিনের উদ্দেশ্য এখনও জানা হয়নি ওদের, জানে না আসলে কী কারণে এখানে এসেছে সে। এটা এমন এক প্রশ্ন যেটা কাউকে জিজ্ঞেস করা যায় না। তা ছাড়া, এখানে ক্যালকিনের উপস্থিতি ওদের বাপ-ব্যাটার কাছে মোটেই অবাঞ্ছিত লাগছে না, বরং স্বস্তি পাচ্ছে। গল্প করার মত একজন লোক আছে। এটা এমন এক সময় আর এমন এক দেশ যেখানে শত মাইল গেলেও একজন মানুষের দেখা পাওয়া যায় না।

ক্যালকিন গল্প বলায় ওস্তাদ। একবার শুরু করলে অনেকক্ষণ চালিয়ে যেতে পারে। রাতে প্রায়ই পড়াশোনা করে সে। প্রাচীন সব কাহিনী পড়ে; আয়ারল্যান্ডের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, নাবিক আর ট্রোজানদের গল্প পড়তে ভালবাসে। পাহাড়ের ওপাশে এই ট্রোজানদের বাস, গ্রিকদের সঙ্গে লড়াই করে তাদের অনেকে মারা পড়েছে। সিংহ হৃদয় রিচার্ডের গল্পও জানা ক্যালকিনের, যোদ্ধা হিসাবে দুর্ধর্ষ কিন্তু রাজা হিসাবে একেবারে ব্যর্থ।

জিন অ্যাঙ্গোর গল্পও বলেছে ক্যালকিন। আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে কলম্বাসের আগেই জাহাজ নিয়ে আমেরিকায় পৌঁছেছিলেন এই নাবিক। বেন জনসন নামে বিখ্যাত এক কবি ছিলেন, ক্যানারি মদের আস্ত একটা পিপে তুলে নিতে পারতেন তিনি, তারপর পিপের ছিদ্র দিয়ে ঢলঢল করে গিলে ফেলতেন অনেকটা। গিজার খান নামে এক বিখ্যাত অভিযাত্রী ছিলেন, তিব্বত ভ্রমণের সময় দারুণ রোমাঞ্চকর সব গল্পের জন্ম দিয়েছিলেন এই মানুষটা।

দিনগুলি ভালই কাটছে মাইকের। মাত্র একজন মানুষের উপস্থিতিতে পরিবেশ বদলে গেছে। গল্প দিয়ে ওদের মাতিয়ে রেখেছে জন ক্যালকিন, বিশেষ করে মাইককে। এমনিতে কথা কম বলে সে, কিন্তু জনের সব গল্প মন্ত্রমুগ্ধের মত শোনে মাইক।

গল্প বলার সময় যতই কৌতুকপ্রিয় বা হালকা মেজাজের মনে হোক, আসলে জন ক্যালকিন পোড়খাওয়া কঠিন এবং বিপজ্জনক এক লোক, এটা বুঝতে ভুল হয়নি মাইকের।

দুই দানব বা প্রতিবেশী আউটফিটের কথা ভুলেই গিয়েছিল মাইক। সেদিন যখন ম্যাঙারে খড় গোছাতে ব্যস্ত, তখনই আগমন হলো তাদের। ওয়েস মুর তখন আঙিনায়, হার্নেসে ঘোড়া জুড়ছে।

ট্রেইল ধরে সরাসরি এল ওরা। কর্কশ চেহারার পাঁচজন কঠিন মানুষ। ঘোড়াগুলো উন্নত জাতের, এর যে-কোন একটাও কেনার সামর্থ্য নেই ওদের। সশস্ত্র সবাই।

ফটকের কাছে থামল ওরা। ল্যাসো বের করে ফাঁস তৈরি করল একজন, তারপর ছুঁড়ে মারল। অব্যর্থ নিশানায় জড়িয়ে গেল ফটকের একটা পোস্ট। এবার টেনে উপড়ে ফেলবে ওটা।

নেস্টরদের সীমানা ছাড়া করার প্রথম ধাপ এটা।

'এই যে, কী করছ তুমি?' চেঁচিয়ে উঠল ওয়েস মুর। 'যেভাবে আছে রেখে দাও ওটা!'

'উপড়ে ফেলছি যাতে চলে যাওয়ার পর তোমাদের কোন চিহ্ন না-থাকে এখানে,' জবাব দিল বিশালদেহী এক লোক, ধূসর একটা হ্যাট তার মাথায়। চওড়া লোকটার বুকের ছাতি, সারা শরীরে সবল মাংসপেশি কিলবিল করছে।

'এই জায়গা ছেড়ে যাচ্ছি না আমরা,' শান্ত স্বরে বলল ওয়েস মুর, হাতের হার্নেস ফেলে মুখোমুখি হলো তাদের। 'থাকব বলেই এখানে এসেছি।'

কয়েকদিন আগে ট্রেইলে দেখা দুই দানবও আছে দলে, দেখল মাইক। কিছুটা হলেও অসহায় বোধ করল, রাইফেল ঘরে ফেলে এসেছে। বাবারটাও ঘরে।

এমন অসহায় অবস্থায় পড়তে চায় না বলেই বোধহয় সারাক্ষণ হাতের কাছে অস্ত্র রাখে জন ক্যালকিন, আনমনে ভাবল মাইক। আজই শেষ, মনে মনে সিদ্ধান্ত নিল, এরপর থেকে নাগালের মধ্যে রাখবে অস্ত্র।

'যাবে না মানে? আলবৎ যাবে! বলল বিশালদেহী লোকটা। 'তোমার চোদ্দগুষ্ঠি যাবে! সন্ধ্যার আগেই কেটে পড়ো। তোমরা যাওয়ার পর জায়গাটা পুড়িয়ে দেব আমরা, তা হলে আর কারও এখানে থাকার খায়েশ হবে না।'

'পুড়িয়ে দেবে? এত সুন্দর বাড়ি পুড়িয়ে দেবে? কত কষ্ট করে এটা বানিয়েছে মানুষটা!'

'না-গেলে বাড়ি-সুদ্ধ পুড়িয়ে মারব তোমাদের। ডেকে এনে তোমাদের এখানে থাকতে দিয়েছি নাকি?'

'মুক্ত এলাকা এটা যার যেখানে খুশি থাকতে পারে,' এবারও শান্ত স্বরে বলল ওয়েস। 'সবার আগে আমি এসেছি বটে, কিন্তু শিগ্‌গিরই আরও লোক আসবে।'

'আর কেউ আসবে না! হয়েছে, আমার কথা শেষ। কাল থেকে এখানে তোমাদের চেহারা দেখতে চাই না।' চারপাশে চকিত দৃষ্টি চালাল লোকটা। 'তোমার বড়মুখো ছেলেটা কোথায়? ওকে পেটানোর জন্য মুখিয়ে আছে আমার এক লোক।'

গোলাঘরের ছাদ থেকে লাফিয়ে মাটিতে নামল মাইক, দরজার দিকে কয়েক পা এগোল। 'এই তো, এখানে। কে যেন পেটাবে আমাকে? বেশ, দেখা যাবে কে কাকে পেটায়। বড় আশা করে এসেছে ও, আমাকে আচ্ছা পিটুনি দেবে, কিন্তু ফেয়ার ফাইট হলে ও-ই টলতে টলতে বাড়ি ফিরে যাবে।'

'নিশ্চয়ই, ফেয়ার ফাইটই হবে।'

নিশ্চয়তা দিচ্ছে অন্য একজন। কণ্ঠের মালিক জন ক্যালকিন। সবার দৃষ্টি চলে গেল সেদিকে। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে সে। পরনে কালো প্যান্ট, সাদা শার্ট আর কালো স্ট্রিং টাই; পায়ে পালিশ করা ঝকঝকে বুট।

'তুমি শালা কোন্ চুলো থেকে এসেছ?' তিক্ত কণ্ঠে জানতে চাইল বিশালদেহী, এতটুকু উদ্বিগ্ন নয়।

'অধমের নাম হচ্ছে জন্ ক্যালকিন।'

ট্রেইলে দেখা গাট্টাগোট্টা লোকটা স্যাডল ছেড়ে মাটিতে নামল, দৃঢ় পায়ে এগিয়ে এল বাড়ির দিকে। কয়েক পা এসে দাঁড়িয়ে পড়ল সে, মাইকের অপেক্ষায় থাকল।

'তুমি ক্যালকিন না ক্ল্যাটকিন তাতে কিছু যায়-আসে না আমার,' অবজ্ঞার সুরে বলল নেতা।

'আসবে-যাবে বটে,' মৃদু স্বরে নির্দেশ দিল ক্যালকিন। 'এবার পোস্ট থেকে দড়ির বাঁধনটা খুলে নাও।'

'তুমি বললেই শুনব নাকি?' দড়িটা যার হাতে সে-ই চেঁচিয়ে উষ্মা প্রকাশ করল।

জনের হাতের নড়াচড়া দেখতে পায়নি কেউ, কিন্তু গুলির শব্দটা শুনতে ভুল হলো না কারও। আগুনের ছ্যাঁকা খাওয়ার মত গুঙিয়ে উঠে হাতের দড়ি ছেড়ে দিল লোকটা, মুখ কাগজের মত ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। সবাই দেখল, মাটিতে পড়ে আছে দড়িটা এবং ল্যাসোঅলার দুটো আঙুল নেই হয়ে গেছে।

ক্যালকিন আদপে কীসে টার্গেট করেছিল জানা নেই মাইকের, হয়তো দুই আঙুলে, কিংবা এক আঙুলে বা পুরো হাতে; তবে ফল হচ্ছে দড়িঅলার দুটো আঙুল বিয়োগ।

এক পা এক পা করে সিঁড়ির দুটো ধাপ নেমে এল ক্যালকিন। স্থির দাঁড়িয়ে থাকল, পালিশ করা বুট চকচক করছে রোদে, এবং দেহের পাশে স্থিরভাবে পড়ে আছে মুঠিতে ধরা নিরীহদর্শন পিস্তলটা। এই প্রথম স্ক্যাবার্ড বা হোলস্টার ছাড়া অন্য কোনভাবে পিস্তল দেখতে পেল মাইক।

'আবার বলছি, নামটা হচ্ছে জন ক্যালকিন,' এবারও আশ্চর্য রকম শান্ত শোনাল জনের কণ্ঠ। 'এখানে থাকত আমার ভাই। কে যেন খুন করেছে ওকে। ভাইয়ের পক্ষে আমি নিশ্চয়তা দিচ্ছি, মুররা বৈধ ভাবে আছে এখানে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে।

'আর···আমিও থাকব, অন্তত কিছুদিন। তোমাদের মধ্যে কেউ যদি আমার ভাইয়ের খুনী হয়ে থাকে, জলদি ঝুলিয়ে দাও তাকে, নইলে একজনও বাঁচতে পারবে না। লোকটাকে বা তাদের খুঁজে ঝুলিয়ে দেওয়ার জন্য দুই সপ্তাহ সময় দিচ্ছি···দুই সপ্তাহ।'

'পিস্তল হাতে হুমকি দিতে বুকে সাহস লাগে না,' তাচ্ছিল্যের সুরে বলল বিশালদেহী লোকটা। 'দিন আমাদেরও আসবে। নিশ্চিন্ত থাকো, আবার দেখা হবে।'

দুই পা এগোল জন ক্যালকিন, তারপর আরেক পা। পাহাড় থেকে ছুটে আসা পলকা বাতাস এলোমেলো করে দিল কপালে এসে পড়া ঝাঁকড়া চুল, চওড়া কাঁধ আর বাহুর মাংসপেশির উপর চেপে বসল মিহি পশমী শার্ট।

'কষ্ট করে আবার আসার কী দরকার, মি. হ্যারিগান?' আমুদে স্বরে জানতে চাইল ক্যালকিন। 'এখন তো এখানেই আছ তুমি।'

'আমার নাম জানো তুমি?'

'হ্যাঁ। শুধু নাম নয়, তোমার ব্যাপারে অনেক কিছুই জানি। দুঃখের কথা হচ্ছে, এর কোনটাই ভাল নয়। পাঁপ করে পিছনে ফেলে যাও তুমি, কিন্তু স্মৃতি কি ঝেড়ে ফেলতে পারবে? পারবে না। তোমার মত অন্য মানুষেরও এই ক্ষমতাটা আছে। কেউ কেউ মনেও রাখে।'

আরও এক পা এগোল জন, হাতে পিস্তলটা রয়েছে আগের মত। 'তুমি-আমি দু'জনই আছি, মুখোমুখি। চাইলে যে-কোন অস্ত্র পছন্দ করতে পারো।'

'অত তাড়ার কী আছে? অপেক্ষা করতে জানি আমি,' নিস্পৃহ স্বরে বলল হ্যারিগান। কঠিন, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে জনকে মাপছে সে; মনে মনে উদ্বিগ্ন—জনের ওজন বুঝতে পারছে না। তবে যা দেখতে পাচ্ছে, তাও পছন্দ করতে পারছে না।

'তুমি?' গাট্টাগোট্টার উদ্দেশে জানতে চাইল জন, ঠায় দাঁড়িয়ে আছে সে মাইককে পেটাবে বলে। 'তুমিও কি অপেক্ষায় থাকবে?'

'একটুও না! ওকে উচিত শিক্ষা দেব বলেই এসেছি!'

পাঁচজনের উপর থেকে মুহূর্তের জন্যও চোখ সরায়নি জন।

'মাইক, ওকে এখনই সামলাতে চাও নাকি অপেক্ষা করবে?'

'কোন জিনিসই ঝুলিয়ে রাখা ঠিক না,' বলে বার্ন থেকে বাইরে পা রাখল মাইক।

উন্মত্ত পশুর মত ছুটে এল লোকটা। মাথা নিচু করে রেখেছে।

মারপিটে আনাড়ি বলা যাবে না মাইককে। আয়ারল্যান্ড থেকে বোস্টনে স্থির হয় ওর বাবা। প্রতিবেশীদের মধ্যে বেশিরভাগই ছিল আইরিশ, যাদের অনেকে মারপিটে দক্ষ ছিল। এদের কাছ থেকে শিখেছে ওয়েস মুর, খনিতে কাজ করার সময়ও শ্রমিকদের কাছ থেকে শিখেছে; চট করে যে-কোন কৌশল ধরে ফেলতে পারত সে। লড়িয়ে হিসাবে ওয়েস মুর দুর্ধর্ষ না-হলেও শিক্ষক হিসাবে দক্ষ এবং পুরোমাত্রায় সফল। উঠতি বয়সে বাপের কাছ থেকে তালিম পেয়েছে মাইক। কর্নিশদের কুস্তিও শিখেছে।

বলা যায় ডায়াপার ছাড়ার পর থেকে মারামারি করতে অভ্যস্ত মাইক। তখনকার দিনে বেশিরভাগ ছেলে তাই করত।

ষোলো ওর বয়স, কিন্তু বছরের পর বছর কুঠার, লাঙল, গাঁইতি আর শাঁবল চালিয়েছে; বয়সের তুলনায় অনেক সুঠাম ও সবল হয়ে উঠেছে ওর দেহ।

ছুটে আসা লোকটাকে থামানোর একটুও চেষ্টা করল না মাইক, বরং বলা যায় আপসে ধরা দিল। উড়ে এসে ওর উপর পড়ল সে, শরীরে প্রচণ্ড ধাক্কা অনুভব করল মাইক, কিন্তু তৈরি ছিল বলে ভারসাম্য হারাল না। ঝটিতি দু'হাত নামিয়ে এনেছে ও, লোকটার মাথার পিছনে ল্যান্ড করল। হাত দুটো দিয়ে গায়ের জোরে চাপ দিল এবার।

একইসঙ্গে একটা হাঁটু তুলতে ভুল করেনি মাইক। প্রচণ্ড জোরে চালাল। ফলাফলটা হলো মারাত্মক। মুহূর্তে নাক ভেঙে গেল গাট্টাগোট্টা পালোয়ানের, গলগল করে রক্ত বেরেতে লাগল।

টলমল পায়ে পিছিয়ে গেল সে, হাঁটু ভেঙে পড়ে যাওয়ার দশা; কিন্তু নিজেকে কীভাবে যেন সামলে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। মাইক দেখল পুরো মুখ রক্তে সয়লাব হয়ে গেছে, মানচিত্র পরিবর্তিত। স্বীকার করতে হবে অসামান্য দৃঢ়তা রয়েছে লোকটার, সেজন্য সাধুবাদ জানাতে

আপত্তি নেই মাইকের। ফের ছুটে এল সে। এবার মুঠি চালাল মাইক। ভাঙা নাকে গিয়ে পড়ল ঘুসিটা।

আবারও ছুটে এল লোকটা, দু'হাতে সমানে ঘুসি চালাচ্ছে। দু'একটা এসে পড়ল মাইকের গায়ে। জোর আছে লোকটার বাহুতে, একেক ঘুসিতে টলিয়ে দিচ্ছে ওকে। পরপর দুটো এসে পড়ল বাহু আর কাঁধে, কিন্তু ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে ভারসাম্য রাখল মাইক; পাল্টা ঘুসি চালাল সর্বশক্তিতে, এবার পেটে।

স্থির দাঁড়িয়ে পড়ল লোকটা, জায়গায় জমে গেছে যেন, বাতাসের অভাবে হাঁসফাঁস করছে। দুই পা মাটিতে চেপে জুত হয়ে দাঁড়াল মাইক, তারপর কোমরের কাছ থেকে পরপর দুটো ঘুসি চালাল। গাট্টাগোট্টা দানব হেলে পড়ে যাওয়ায় মিস্ হলো একটা, কিন্তু অন্যটা কানে গিয়ে লাগল। দু'হাত কানের কাছে চলে গেল তার, যন্ত্রণায় অস্ফুট শব্দ করল, মুখ বিকৃত হয়ে গেছে। এ-সুযোগে বিরাশি শিক্কার একটা ঘুসি তার অরক্ষিত পেটে বসিয়ে দিল মাইক।

এক পা পিছিয়ে গেল সে। পরের ঘুসিতে শরীরটা আধ-পাক ঘুরিয়ে দিল মাইক, হুড়মুড় করে হাঁটু ভেঙে পড়ে গেল লোকটা।

'যথেষ্ট হয়েছে, মাইক,' বলল ক্যালকিন। 'এবার ছেড়ে দাও ওকে।'

নির্দেশমত পিছিয়ে এল মাইক, তবে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে লোকটার দিকে। সত্যি কথা হচ্ছে, ভিতরে ভিতরে ভয় পেয়েছে ও। এভাবে লোকটার সাঁড়াশি বাঁধনের মধ্যে ঢুকে পড়া ঠিক হয়নি, হয়তো ওর কান দুটো জনমের মত নষ্ট হয়ে যেতে পারত। ভিতরে ভিতরে বুনো উন্মত্ততা অনুভব করেছে ও, সেদিন ট্রেইলে দেখা হওয়ার সময়ই লোকটার উপর খেপে গিয়েছিল।

'দোস্তরা, পরিস্থিতি নিশ্চয়ই বুঝেছ এবার,' আগের মতই আয়েশী স্বরে বলল জন ক্যালকিন। 'এখানে ঝামেলা করতে চাই না আমরা, চাই না আমাদের কারণে কারও অসুবিধাও হোক। মুরদের ব্যাপারে নিশ্চয়তা দিচ্ছি আমি, ওরা ভাল লোক, কারও সাতে-পাঁচে নেই, শান্তি পূর্ণ ভাবে এখানে থাকতে চায়। র‍্যাঞ্চটা গড়ে তুলতে চায় নতুন করে।

'হ্যাঁ, আমার কথা বাদ যাবে কেন। বলেছি তো, আমি কী চাই।

এটা জানি যে তোমাদের কেউ বা তোমাদের পরিচিত কেউ খুন করেছে আমার ভাইকে। বিচারের ভার তোমাদের উপর ছেড়ে দিলাম। হয় তাকে বা তাদের ঝুলিয়ে দেবে, নইলে আমিই তোমাদের লটকে দেব। একজন একজন করে।

'এবার চুপচাপ কেটে পড়ো। এখানে যেন তোমাদের কাউকে আর না-দেখি।'

চলে গেল ওরা গাট্টাগোট্টা লোকটা পিছনে পড়ে গেছে, বারবার জামার আস্তিন দিয়ে নাক-মুখ মুছছে। পালাক্রমে দুই আস্তিন ব্যবহার করছে।

দুনিয়ার বিস্ময় নিয়ে ছেলেকে দেখছে ওয়েস মুর। 'মাইক, জানতাম না এভাবে লড়াই করতে পারো তুমি!'

বিব্রত চাহনিতে বাপের দিকে তাকাল মাইক। 'আমি নিজেও কি জানতাম? এমনি এমনি হয়ে গেল। লোকটা ছুটে এল, তারপর কী করেছি নিজেও জানি না।'

সাপারের সময় বারান্দায় এসে বসল মাইক। দূরে পাহাড়ের উপর মেঘের আনাগোনা। শূন্য দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে থাকল ও, মন জুড়ে রয়েছে রহস্যময় মেয়েটা। এদের সঙ্গে কী সম্পর্ক মেয়েটার? বাড়ি ফিরে গিয়ে ওর কোন ক্ষতি করবে না তো এরা?

'নিজেদের লোককে নিশ্চয়ই ফাঁসিতে ঝোলাবে না ওরা?' জনের উদ্দেশে জানতে চাইল ওয়েস মুর। 'তুমি কী মনে করো?'

'এখনই তা করবে না,' জনের মৃদু উত্তর।

সকৌতূহলে তাকে দেখল মাইক। মুখ দেখে কিছু বোঝা যাচ্ছে না। জনের মনের ভাবনা পড়া সত্যি কঠিন। কে জানে, হয়তো যা বলেছে মনে মনে তাই বিশ্বাস করে সে, ভাবল মাইক, কিংবা উল্টোটা।

'সত্যি সত্যি ওদের লটকে দেবে?' আবারও জানতে চাইল ওয়েস।

মিনিট কয়েক নীরবে কেটে গেল, উত্তর দিল না জন, তারপর নিচু স্বরে বলল: 'লোকজন সবে আসছে এদিকে, একেবারে নতুন এলাকা এটা। শত মাইলের মধ্যে হয়তো গুটি কয়েক লোক থাকে এখন। কিন্তু

আরও লোক আসবে। শান্তি প্রতিষ্ঠিত করতে বা সভ্যতা গড়তে আইনের বিকল্প নেই, নইলে অরাজকতা আর অশান্তিতে ছেয়ে যাবে।

'কেউ কেউ আইনকে বাধা বা নিষেধাজ্ঞা মনে করে, জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার মত; কিন্তু আসলে বেশিরভাগ সময় আইন প্রয়োগ করার প্রয়োজন পড়ে না। ব্যতিক্রম শুধু বাড়াবাড়ির ক্ষেত্রে। আইনই স্বাধীনতা আর অধিকার দেয় মানুষকে, কারণ বিপদ, চুরি, জোচ্চুরি, শোষণ বা অন্যায়ের বিরুদ্ধে অসহায় মানুষকে রক্ষা করবে আইন।

'দুনিয়ার সব সমাজেই আইন বা ন্যূনতম রীতিনীতি রয়েছে। এমনকী সবচেয়ে হিংস্র দস্যু বা আউটলরাও কিছু নিয়ম মেনে চলে। অন্তত একটা নিয়মের কথা বলা যায়–সবাই নেতার নির্দেশ মানে, নেতাকে ভয় পায়। আসলে আইন ছাড়া সভ্যতা গড়ে উঠতে পারে না, কোন নিরাপত্তাও থাকে না।

'পশ্চিমের কোথাও ঠিক সেভাবে আইন গড়ে উঠেনি এখনও। মার্শাল, শেরিফ বা জজ নেই। তবে সময়ে সবই হবে। ততদিন পর্যন্ত অন্যায়কে রুখে যেতে হবে। এখানকার কথাই ধরো, একজন মানুষ খুন হয়েছে, তোমাদের উচ্ছেদ করার চেষ্টা হচ্ছে। এটা কি মুখ বুজে সহ্য করার মত, নাকি অন্য কেউ এসে এর বিহিত করবে ভেবে অপেক্ষায় থাকার মত?

'দেশ গড়তে হলে তোমাদের মত মানুষের প্রয়োজন। নিজেকে হয়তো অতটা গুরুত্বপূর্ণ ভাবো না, কিন্তু তোমাদের হাতেই গড়ে উঠবে সভ্যতা। তোমরা হচ্ছ সভ্যতার কারিগর। শুরুটা করে দেবে, পরে অন্যরা গড়ে নেবে।'

'আর তুমি, মি. ক্যালকিন?' জানতে চাইল মাইক।

স্মিত হাসল সে, কিন্তু হাসিটা পুরোপুরি আন্তরিক। 'মাইক, একেবারে খাঁটি প্রশ্নটা করেছ। আমি কী করব? পিস্তলে ভালই চলে আমার হাত। যথেষ্ট লোকজন এলে আমার ছুটি, আমাকে তখন দরকার হবে না। কারণ অনেক লোক থাকায় একজনের উপর জোর করে কিছু চাপিয়ে দিতে পারবে না কেউ।'

'পিস্তলের উপর আসলে তেমন আস্থা নেই আমার,' হঠাৎ মন্তব্য

করল ওয়েস। 'আমি সবসময়ই মনে করি শান্তি আনার অন্য কোন উপায় আছে।'

'আমিও একমত। কিন্তু সেই সময় এখনও আসেনি। আজকে এখানে অস্ত্র না-থাকলে তোমার ছেলে বেদম মার খেত। একজন নয়, বরং অন্তত কয়েকজন মিলে পেটাত ওকে। তোমাদের বেড়া উপড়ে ফেলত ওরা, বাড়ি পুড়িয়ে দিত।

'সভ্যতা আসলে নতুন জিনিস, এর সঙ্গে আমাদের অনেকের পরিচয় নেই। লোকবল থাকলে হয়তো গড়ে ওঠা সহজ, কিন্তু এমনিতে কঠিন। তুমি যদি বড় একটা সমাজে থাকো, পাঁচজনের মধ্যে অন্তত একজন সভ্যতার স্রেফ আলগা স্তরে থাকে—এটা মনে রেখে থাকতে হবে তোমাকে। ওখানে যদি কোন আইন না-থাকে, বা জনমতের প্রতিফলন না-ঘটে, তা হলে নির্ঘাত চরম অশান্তি আর অরাজকতা নেমে আসবে···এমনকী তোমার চেনা-জানা লোকই বড় অন্যায় করে বসতে পারে।

'অনেক মানুষই আইনের সীমাবদ্ধতার সঙ্গে নিজেদের অভ্যস্ত করে নিয়ে বাস করছে, কারণ তারা জানে যে এটা তাদের মঙ্গলের জন্য। ওরা এও জানে যে একসঙ্গে থাকতে গেলে অন্যের অধিকার ও মর্যাদার প্রতি সমীহ দেখাতে হয়। আমাদের পাহাড়ী বন্ধুরা কিন্তু মোটেই তা মনে করে না ওরা এই নির্জন জায়গায় এসেছে কোন নিয়ম, নীতি বা ভদ্রতা মানে না বলে। কঠিন, নির্মম বা হিংস্র হতে ওদের বাধে না।'

'তোমার কথাবার্তা স্কুলের শিক্ষকদের মত, মি. ক্যালকিন,' মন্তব্য করল মাইক।

'একসময় শিক্ষক হওয়ার ইচ্ছে ছিল। আমার মতে এটাই সবচেয়ে মহৎ ও সম্মানিত পেশা।' মাইকের উদ্দেশে চওড়া হাসি উপহার দিল সে। 'এক হিসাবে বিচার করলে হয়তো আমি তাই।'

'একটু আগে বলেছ যথেষ্ট লোক আসলে তোমাকে আর দরকার হবে না,' অকপট স্বরে জানতে চাইল মাইক। 'তোমার ধারণা সেই দিনটা কবে আসবে?'

'আমাকে বলতে বুঝিয়েছি আমার মত লোক। শুরুতে শান্তি

স্থাপনের জন্য অস্ত্রের সাহায্য লাগবে। এভাবে হয়তো দশ বছর। বিশ বছরও লাগতে পারে। তবে কোনমতেই ত্রিশ বছরের বেশি নয়। মানুষের সভ্যতা ধাপে ধাপে গড়ে ওঠে। লাগাতার মানিয়ে চলতে হয়, ছাড় দিতে হয়।'

'তোমার যা শিক্ষা, আমার তো মনে হয় তুমি যে-কোন কাজই করতে পারবে,' বলল ওয়েস মুর।

গম্ভীর হয়ে গেল জন। 'শুধু শিক্ষা থাকলে চলে না, অভিজ্ঞতাও লাগে। সুযোগ ছিল বলে শিক্ষা পেয়েছি, কিন্তু ভদ্র, গুণী বা অন্যদের দিক নির্দেশনা দেওয়ার যোগ্যতা নেই আমার। টাকা থাকলে এই কাজটা সহজ হয়ে যায়। ব্যবসায়ী হলেও চলে। মোট কথা, সমাজে প্রতিষ্ঠা থাকতে হবে···এর কোনটাই নেই আমার।

'সময় পেলে পড়ি আমি···আর চলার মধ্যে অনেক ভাবি হয়তো এজন্য আমাকে খুব জ্ঞানী মনে হচ্ছে তোমাদের। আসলে কিন্তু তা নই

'ওই মেয়েটার ব্যাপারে কী ভাবলে?' জানতে চাইল ওয়েস।

'হ্যাঁ, ওর ব্যাপারটা ভুলে গেলে চলবে না এর একটা বিহিত করতে হবে

কথাটা এমন ভঙ্গিতে বলেছে জন, কেন যেন অস্বস্তি বোধ করল মাইক জনকে পছন্দ ওর, মনে করে সত্যি বিশেষ একজন লোক সে, কিন্তু মানুষটা ক্রমে উদ্বিগ্ন করে তুলছে ওকে। সে নিজেও জানে এটা।

সহসাই চিন্তাটা এল মনে জন ক্যালকিনের সমস্যাটা ধরতে পেরেছে! নিজের জাতের বা ধাতের লোক সম্পর্কে জানে সে, তাদের সামলাতেও অভ্যস্ত। যাই করুক, নিজের সত্তার একটা অংশ অনেক আগ্রহ নিয়ে সেটা পর্যবেক্ষণ করে।

বেরিয়ে গিয়ে সিঁড়ির কাছে দাঁড়াল জন, সিগার ধরাল। বাতির দিকে পিঠ দিয়ে ওভাবেই দাঁড়িয়ে থাকল। বাপকে এঁটো থালাবাসন গোছাতে সাহায্য করার পর জনের পিছনে এসে দাঁড়াল মাইক।

'তুমি কি ওকে দেখেছ, মাইক? ওই মেয়েটার কথা বলছি। দেখেছ ওকে?'

'না।'

মিনিট কয়েক নীরব থাকল জন। অন্ধকারে মাঝে মধ্যে সিগারে টান দিচ্ছে, উজ্জ্বল কমলা আগুন বিতরণ করছে ওটা। 'ভাবছি উপরের উপত্যকায় যাব,' শেষে নীরবতা ভাঙল সে। 'কীভাবে যেতে হবে বলো তো।'

এবার মাইকের চুপ থাকার পালা। মনে মনে কিছুটা হলেও ক্ষুব্ধ। কেবিনটা ও নিজে আবিষ্কার করেছে। সেখানে গিয়ে কী করবে সে? মহিলার প্রতি আগ্রহ বোধ করছে কেন?

'ওখানে যাওয়ার সঠিক উপায় আমি নিজেও জানি না। ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ চলে গিয়েছিলাম।'

'সত্যি জানো না···নাকি বলতে চাও না?'

'মি. ক্যালকিন, সময় কাটানোর জন্য ওখানে আসে মেয়েটা। একা থাকার অধিকার ওর আছে নিশ্চয়ই? আমি মনে করি নিভৃতে সময় কাটাচ্ছে এমন একজন মহিলাকে বিরক্ত করা ঠিক নয়, এবং আমি চাই না···

'মাইক,' এতটুকু ধৈর্য হারায়নি জন ক্যালকিন, ব্যাপারটা ঠিক টের পাচ্ছে মাইক। তবে বিরক্ত হয়েছে। 'ওই কেবিনটা আমার। ভাবছি ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্তি লাগলে মাঝে মধ্যে এসে থাকব ওখানে। একা থাকার জন্য নির্জন একটা জায়গা আমারও দরকার আছে।

'শোনো, ওর একাকীত্বে বাগড়া দেওয়ার ইচ্ছে নেই আমার। অমন নির্জন জায়গা পাহাড় বা বনে আরও আছে। ওই কেবিনে যেতে হবে আমার, কাজ আছে। হয়তো ওর সঙ্গে দেখা হলে ভালও লাগবে।'

'সেক্ষেত্রে ওর বিপদ ডেকে আনবে তুমি, মি. ক্যালকিন।'

'মাইক,' কিছুটা হলেও অধৈর্য শোনাল জনের কণ্ঠ। 'মেয়ে বা মহিলা যাই হোক, এমনকী তুমি ওকে চেনোও না। চেহারা দেখা দূরে থাক, ওর নাম-ধাম বা পরিচয়ও জানো না। যা করা উচিত নয়, তাই করছ তুমি। লেজেগোবরে করে ফেলছ ব্যাপারটা।'

'যাই মনে করো, এটা আমার পছন্দ হচ্ছে না,' গোঁয়ারের মত বলল মাইক। 'সবকিছু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখে ও, নিয়মিত ঝাঁট দেয়, ফুল এনে রাখে। কেবিনটার উপর নিশ্চয়ই অধিকার জন্মে গেছে ওর? জায়গাটা সত্যি ভালবাসে ও···'

'সবই বোধহয় সত্যি,' বাধা দিল জন। 'কিন্তু ওটা আমার জায়গা এবং ওখানে যাব আমি।'

হঠাৎ অন্য একটা উপায় খুঁজে পেল মাইক, হয়তো এভাবে নিরস্ত করা যাবে জনকে। 'আচ্ছা, তোমার ভাই যদি মেয়েটাকে ওখানে যাওয়ার অনুমতি দিয়ে থাকে? এমনকী ওকে জায়গাটা দান করেও থাকতে পারে।'

যুক্তিটা দারুণ, বাস্তবে এমন কিছু হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। জনের প্রতিক্রিয়া দেখে তাই বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু মিনিট খানেকের বেশি স্থায়ী হলো না মাইকের স্বস্তি। 'উঁহুঁ, মাইক, অন্য জায়গা দিতে পারে, ওটা নয়। কোনমতেই ওটা নয়।'

'এমন কী বিশেষত্ব ওটার যে কাউকে দেওয়া যায় না?'

'বিশেষত্ব তো আছেই। অনেক।' প্রায় কর্কশ শোনাল জনের কণ্ঠ। 'যা বোঝো না তার সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ো না, বয়। শুধু মনে রাখো: ওই কেবিন আমার এবং এর সঙ্গে অনেক ব্যাপার আছে যা তোমার জানা নেই।'

হয়তো···হয়তো সত্যি জানা নেই, আনমনে ভাবল মাইক। হঠাৎ করে জন ক্যালকিনের প্রতি পছন্দের মাত্রাটা কমে গেল। অন্তত আগের মত নেই।

মানুষ মাত্রই সঙ্গত বা ন্যায্য আচরণ করা উচিত। জন মিথ্যে বলেনি। র‍্যাঞ্চটা তার, চাইলে ওদেরকে এখান থেকে তাড়িয়েও দিতে পারত; কিন্তু তা না-করে থাকতে দিয়েছে। এরচেয়ে বেশি দয়া দেখায় কেউ, নাকি আশা করা উচিত?

তা ছাড়া, বিপদের সময় ওদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল সে।

কিন্তু তারপরও মনকে শান্ত করতে পারছে না মাইক, কেন যেন অস্থির লাগছে। যুক্তি মানতে চায় না তরুণ মন। এত অসন্তোষ আর ক্ষোভের কারণ আবিষ্কার করতে সক্ষম হলো মাইক—ওর স্বপ্নপূরণের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে জন ক্যালকিন। কেবিনে একটা মেয়ের উপস্থিতি স্বপ্ন দেখিয়েছে ওকে, ভাবছে কোনভাবে মেয়েটিকে নিজের করে পাবে। অথচ তাকে দেখা দূরে থাক, এমনকী সে যুবতী নাকি

ছয়টা বাচ্চার দাদী, তাও জানে না।

ছেলেবেলার কথা বাদ দিলে কৈশোর থেকে প্রায় একাকী বড় হয়েছে মাইক, কোন মেয়েকে নিয়ে কখনও স্বপ্ন দেখেনি। এমন কারও সঙ্গে দেখা হয়নি যাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখবে। স্বপ্ন দেখার জন্য, মনে লালন করার জন্য উপলক্ষ লাগে। ঠিক এজন্যই মেয়েটিকে দেখার ইচ্ছে তেমন হয়নি মাইকের, জানে যে পরিচয় হলে হয়তো স্বপ্নটা ধূলিস্যাৎ হয়ে যাবে।

স্বপ্নটা বিসর্জন দিতে নারাজ ও। তারচেয়ে বরং এভাবেই চলুক না!

হয়তো ওকে পাত্তা দেবে না, কিংবা এমন একটা মেয়ে যাকে নিয়ে আগ্রহ পাবে না কোন পুরুষ। কেবিন পরিচ্ছন্ন রাখলে বা পাত্রে ফুল সাজিয়ে রাখলেই রাজকন্যা হয়ে যায় না কেউ। তা ছাড়া, কার মনের খবর কে রাখে···

মেয়েটা হয়তো মোটাসোটা, বয়স্কা। আবার কয়েক সন্তানের মাও হতে পারে। আসলে যে-কোন কিছুই হতে পারে।

সমস্যার কথা হচ্ছে, মন মানছে না। স্বপ্নও এত সহজে ঝেড়ে ফেলা যায় না। মাইকের অবচেতন মনের ধারণা মেয়েটা সুন্দরী, কমবয়সী এবং স্বপ্নময়ী এক নারী।

হতেই হবে, আনমনে ভাবল মাইক, *অমন না হয়েই যায় না।*

চার

ঘোড়ায় স্যাডল চাপিয়ে সকালে বেরিয়ে গেল জন ক্যালকিন। পাহাড়ের এক ট্রেইল ধরে তাকে চলে যেতে দেখল মাইক। জন আড়ালে যাওয়া মাত্র দ্রুত পায়ে করালের দিকে এগোল ও, স্যাডল চাপাল ফুটকিদার

রোয়ানের পিঠে।

'মাইক!' বাপের ত্যক্ত স্বর শুনতে পেল মাইক। 'কোথায় যাচ্ছ শুনি?'

'পাহাড়ে। নিজের চোখে দেখতে চাই ওখানে গিয়ে কী করে ও।'

'পাহাড়ের চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলো! হাতে অনেক কাজ, বয়, শীত আসার আগেই জমিতে ফসল ফলাতে হবে। ঘাস কেটে জমাতে হবে। অযথা ঘোরাঘুরি করার সময় একদম নেই।'

'বাবা, আমি...'

'জনকে ওর মত থাকতে দাও। ওর ব্যাপারে মাথা ঘামিয়ো না। দয়া করে র‍্যাঞ্চটা আমাদের দিয়েছে জন, বিপদের সময় পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। ও কী করছে, সেটা দেখার বা নাক গলানোর অধিকার কি আমাদের আছে?'

হ্যাঁ, আছে, মনে মনে ভাবল মাইক, ওই মেয়েটা একটা বিষয়। কিন্তু এসব বুঝবে না ওর বাবা।

'বয়, হুট করে উল্টাপাল্টা কিছু করে বোসো না। জন মানুষ ভাল। তবে কঠিন এবং নিষ্ঠুরও। ফালতু ব্যাপারে পাত্তা পাবে না ওর কাছে। শুধু উপরের কেবিনটাই যদি ওর চাওয়া হয়ে থাকে, এ তো সামান্য। এ-ব্যাপারে আপত্তি করা আমাদের একেবারে অন্যায় হবে।'

ঠিকই বলেছে বাবা, ভাবল মাইক। তবে তারপরও চায় না সেখানে যাক জন। গেলেই এটা-সেটা বদলে ফেলবে সে। হয়তো আর কখনও কেবিনে আসবে না মেয়েটা। সেক্ষেত্রে কীভাবে ওকে খুঁজে পাবে?

যত জেদ বা অসন্তোষই থাকুক, একটা ব্যাপারে মাইক নিশ্চিত—বোকামি করছে ও। মেয়েটা যেমন ওর সম্পর্কে জানে না, তেমনি তার সম্পর্কেও কিছু জানে না মাইক। তা ছাড়া, নিজেকে কী মনে করে ও? কীই বা আছে ওর? সদ্য পশ্চিমে আসা এক তরুণ, গরু বা ঘোড়া সামলানোর বিদ্যে ছাড়া আর কিছু জানা নেই। সতেরোয় পড়বে ক'দিন পর। কোন্ মেয়ে ওর প্রতি আগ্রহ বোধ করবে?

মনকে সান্ত্বনা দিতে পারল না মাইক, বরং বিদ্রোহী হয়ে উঠতে চাইছে। ওর স্বপ্ন পূরণ হোক বা না-হোক, সবচেয়ে বড় কথা মাইক

চায় না জন ক্যালকিনের কারণে ওর স্বপ্নটা ধূলিস্যাৎ হয়ে যাক। যদি হতাশ হতে হয়, তবে এমনিতে হোক।

বাপের কথামত কাজ করতে চলে গেল মাইক। পোস্ট গাঁড়ার জন্য গর্ত করল, লম্বা গাছ কেটে ছাঁটাই করার পর গর্তে ফেলে মাটি দিয়ে ভরাট করল। একটু একটু করে এগিয়ে চলল বেড়ার কাজ। কিন্তু মন লাগাতে পারছে না। মাঝে মধ্যে চোখ তুলে পাহাড়ের দিকে তাকাচ্ছে। হাপিত্যেশ করছে মনটা, যদি জন ক্যালকিনের মত নিশ্চিন্তে অ্যাসপেন সারি পেরিয়ে উপরের উপত্যকায় চলে যেতে পারত!

— *

কালো ঘোড়ায় চড়ে ক্যানিয়নে ঢুকে পড়ল জন ক্যালকিন। র‍্যাঞ্চ ছাড়ার পর বড়সড় অর্ধচক্রাকার পথে তালাশ করছে ও, খুঁটিয়ে দেখে নিচ্ছে সবকিছু, মোটেই তাড়াহুড়ো করছে না।

অচেনা এলাকা, তাই ইচ্ছে করে টার্গেট হিসাবে বড় জায়গা বেছে নিয়েছে। কেবিনটা খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি এতে। বরাতজোরে কেবিনটা আবিষ্কার করেছিল মাইক, উল্টো দিক থেকে; তাই মাইকের নির্দেশনা সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা কম। কিংবা এমনও হতে পারে, হয়তো ওকে বলতে চায়নি ছেলেটা।

ভুরু কুঁচকে গেল জনের। কী নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিল ছেলেটা? খোদ মেয়েটাই কি কারণ? উঁহুঁ, এখন পর্যন্ত মেয়েটাকে দেখেনি সে, জানেও না তার সম্পর্কে...

কেল্লার মত উঁচু পাহাড়ে—যেটাকে র‍্যাম্পার্ট বলা হয়—কেবিন তৈরি করেছিল গ্রেগ, শুধু এই জানে জন। ওখানে যাওয়ার পথটা খুঁজে বের করতে হবে।

বাম হাতে লাগাম ওর, ডান হাত সারাক্ষণ অস্ত্রের কাছে থাকছে। মানুষ আছে এমন কোন কিছুতে বিশ্বাস নেই ওর, সেটা পাহাড়, নদী, মরুভূমি বা শহরই হোক। ঘুম থেকে ওঠার মুহূর্তে যেন গুলি করতে পারে, এমন প্রস্তুতি ছাড়া ঘুমাতে যায় না জন। শেষ করতে পারবে না জানলে খাবার খেতে বসে না কখনও।

ধীরে ধীরে এগোল জন।

মুরদের উচ্ছেদ করতে র‍্যাঞ্চে আসা ঠ্যাঙাড়ে বাহিনী সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানে না ওয়েস, কিংবা মেয়েটার সঙ্গে তাদের যোগাযোগের কথাও জানে না হিংস্র, নিষ্ঠুর এবং বেপরোয়া আউটফিট। অস্ত্রের ভাষা ছাড়া আর কিছু বোঝে না ওরা।

জনের ডানে জমকাল পাহাড়সারি কেল্লার আকৃতি পেয়েছে। গায়ের উপর হেলে পড়বে যেন। এবড়োখেবড়ো পাথুরে ঢাল, তবে দুর্গম নয়। দক্ষ লোকের পক্ষে উঠে যাওয়া সম্ভব। চূড়ায় পাইন বা স্প্রুসের ঝাড়, এতদূর থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না, সুবিশাল ব্যাঙের ছাতার মত ঘিরে আছে পাহাড়ের চূড়াকে।

খুঁটিয়ে পাহাড়সারি জরিপ করল জন। বোধহয় আরেকটু পুবে খুঁজে দেখা উচিত, কারণ এ-মেসাটা অপেক্ষাকৃত সহজগম্য এবং যে-ক্ষীণ ট্রেইল ধরে চলছে সেটা ওদিকেই গেছে।

সামনে ট্রেইল পেরিয়ে গেল অন্যমনস্ক একটা হরিণ। জনের উপস্থিতি টের পায়নি। কিন্তু ওকে দেখা মাত্র ছুটে ঝোপের আড়ালে চলে গেল। মাথার উপর সুনীল আকাশ, সাদা তুলোর মত শুভ্র মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে কোথাও ক্কোথাও। বিকালের দিকে হয়তো সবগুলো মিলিত হবে, গাঢ় আকার পেয়ে বৃষ্টি হয়ে ঢলে পড়বে জমিনের বুকে। প্রায় প্রতি বিকালেই বৃষ্টি নামে, তবে বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। মাঝে মাঝে কয়েক দফায় বৃষ্টি হয়।

হরিণের ছাড়া আর কোন ট্র্যাক নেই ট্রেইলে। সম্ভবত এটার কথা জানেই না কেউ। কিন্তু তারপরও সতর্ক জন। শত্রুকে খাটো করে দেখতে নেই, বরং ধরে নেওয়া উচিত এলাকাটা ওর চেয়ে তারাই বেশি চেনে।

পিট হ্যারিগানের নেতৃত্বে আসা ঠ্যাঙাড়ে বাহিনীর কথা ভাবছে জন। এরা আসলে কারা? শুরু থেকে এখানে আছে, নাকি দক্ষিণ থেকে আসা রেনিগেড? যুদ্ধের পর কুখ্যাত কোয়ান্ট্রিল এবং বিল অ্যান্ডারসন বাহিনীর অনেক সদস্য ছড়িয়ে পড়ে পশ্চিমের নানান জায়গায়, নতুনভাবে জীবন শুরু করে। কিন্তু বেশিরভাগই যুদ্ধের সেই নিষ্ঠুরতা বা বেপরোয়া জীবন বিসর্জন দিতে পারেনি। এরাও কি তেমন একটা দল?

কয়েকটা অ্যাসপেনের ছায়ায় এসে রাশ টানল জন. খুঁটিয়ে দেখল

সামনের ট্রেইল। মাটি, গাছপালা, বুনো পশু-পাখি···কোন কিছু ওর দৃষ্টি এড়াল না। কান দুটো সজাগ, শব্দ শুনছে।

উপরের কেবিনের কথা জানে শত্রুরা? সম্ভবত শুধু মেয়েটাই জানে, মাইকের কথামত যদি সত্যি একা থাকার জন্য সেখানে যেতে অভ্যস্ত থাকে মেয়েটা। অন্য কারও ট্র্যাক চোখে পড়েনি মাইকের, অন্য কোন চিহ্নও দেখেনি।

স্ক্যাবার্ড থেকে হেনরি তুলে হাতে নিল জন।

সুনসান নীরব চারদিক। ট্রেইল থেকে সরে বনে ঢুকে পড়ল ও। কিছুদূর এসে থামল। গাছের ফোকর দিয়ে পশ্চিমে অনেকটা জায়গা চোখে পড়ছে, দিগন্তের একেবারে শেষে আকাশ জুড়ে রয়েছে স্লিপিং উতে মাউন্টেন।

বেশ উপরে উঠে এসেছে জন। খাড়া ঢাল ধরে এবার প্রায় দু'শো ফুট নামতে হলো, দু'ধারে সবুজ গাছের সারি। র‍্যাঞ্চ থেকে এ-জায়গাটা চোখে পড়ে। জনের ধারণা কেবিনের ধারে-কাছে চলে এসেছে।

ঘোড়া থামিয়ে স্যাডল ছাড়ল ও, দাঁড়িয়ে থাকল কিছুক্ষণ। বেশ দূরে পানি খাওয়ার জন্য বন থেকে বেরিয়ে এসেছে কয়েকটা এল্ক। এদিকে পন্ডেরোসার সংখ্যা বেশি। ধীর গতিতে, সন্তর্পণে এগোল জন। সামনে এক চিলতে পাথুরে জায়গা। ঝর্নার পানি বয়ে যায় বলে ভেজা থাকে সবসময়। কাটা গাছের শুকনো গুঁড়ি দেখতে পেল জন, বহু আগে কাটা হয়েছে নিঃসন্দেহে উপরের কেবিনটা তৈরি করা হয়েছে এগুলো দিয়ে।

হঠাৎ পন্ডেরোসা আর স্প্রুসের আড়ালে পড়ে যাওয়া কেবিনটা চোখে পড়ল। গ্রেগ ক্যালকিনের হাতের কাজ চেনা ওর, দেখেই বুঝল ভুল হয়নি, ঠিক জায়গায় এসেছে। হাতুড়ি-বাটালের কাজ জানত গ্রেগ, কেবিনের লগের কারুকাজ তার প্রমাণ বহন করছে। মজবুত, দৃঢ় কাঠামো। তবে বেশ পুরানো চিমনিটা ধন্দে ফেলে দিল ওকে। এটা বোধহয় আরও পুরানো। প্রাচীন পাথরের বুকে বসানো। হয়তো ভগ্নপ্রায় কোন কেবিনের জায়গায় নতুন করে এটা তৈরি করেছিল গ্রেগ।

শত জায়গা ঘুরেছে জন, হাজার জিনিস দেখেছে। সমালোচনার

দৃষ্টিতে মৃত ভাইয়ের কৃতকর্ম দেখল। এটা বিশেষ কিছু, স্বীকার না-করে পারল না। যুগপৎ কৌতূহল এবং আগ্রহ বোধ করছে ও। প্রথম দেখায় সাধারণ লগের তৈরি বাড়ি মনে হয়েছিল বটে, কিন্তু গঠনশৈলীতে কিছু ব্যতিক্রম রয়েছে। কেবিনের সবচেয়ে বড় বিশেষত্ব ওটার অবস্থান। নীচের উপত্যকা বা সামনে থেকে আড়ালে, অথচ উত্তর-দক্ষিণে যথেষ্ট জায়গা চোখে পড়ে, পশ্চিমে প্রায় পুরোটাই দৃশ্যমান। পুব দিক অনেকটা অবরুদ্ধ—গাছগাছালি, সুউচ্চ লা প্লাটা পর্বতশ্রেণীর নগ্ন শৃঙ্গ, পাথুরে ঢাল আর বনজ উপত্যকা বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে দৃষ্টি পথে।

কেবিনের ধারে-কাছে কোন নড়াচড়া চোখে পড়ল না ওর। গাছের আড়ালে একটা গুঁড়ির সঙ্গে ঘোড়া বাঁধল জন, রাইফেল তুলে নিয়ে ঘাসে ভরা এক চিলতে আঙিনা পেরিয়ে কেবিনের সামনে চলে এল। দরজার খিড়কির দড়িটা বাইরে বেরিয়ে আছে।

ওটা ধরে টান দিতে দরজা খুলে গেল। কেবিনটা শূন্য, নীরব। তবে পরিচ্ছন্ন। খুব বেশিদিন হয়নি ঝাড়-পোঁছ করা হয়েছে। তাকের উপর দুটো পাত্রে ফুল রাখা। উনুন ঠাণ্ডা, ছাই বিবর্ণ।

দরজার কাছে ফিরে এল জন, গাছপালার ফাঁক গলে পশ্চিমে দৃষ্টি চালাল। গাছের আড়াল থাকার পরও নজর রাখার জন্য আদর্শ জায়গা এটা। নীচের উপত্যকার সমস্ত তৎপরতা অনায়াসে চোখে পড়ছে। উপত্যকা ছাড়িয়ে বিস্তীর্ণ প্রান্তরের প্রায় সবটুকুও দৃষ্টিসীমায় রয়েছে, যদিও আকারে অনেক ছোট। ফিল্ডগ্লাস থাকলে এখানে বসে পাঁচ মাইল দূরে থাকা যে-কোন চলন্ত ঘোড়া বা মানুষকে স্পট করা সম্ভব।

ঠাণ্ডা বাতাসে স্প্রুসের মিষ্টি ঘ্রাণ। যথার্থই শান্তির জায়গা, আনমনে ভাবল জন, একাকী সময় কাটানোর জন্য দারুণ। দরজার পোস্টের সঙ্গে শরীর এলিয়ে দাঁড়াল ও।

দিগন্তে পাহাড়ের ধূসর অবয়বের সঙ্গে একাকার হয়ে গেছে নীল আকাশ। উত্তরে চোখে পড়ছে লা স্যালস-এর অস্পষ্ট কাঠামো। একেবারে বুনো এলাকা। হয়তো কোন সাদা মানুষের পা পড়েনি ওখানে। আরও দূরে গিরিখাতের গোলকধাঁধা। শত বছর আগে ওই

ধাঁধার রহস্য আবিষ্কার করতে চেয়েছিলেন ফাদার এসক্যালান্তে, কয়েকটায় অভিযান চালিয়েছিলেন রিভেরা; কিন্তু মাত্র একটা ট্রেইল খুঁজতে গিয়ে অঞ্চলটির বৈচিত্র্য তাদের দেখা হয়নি।

ফের চারপাশে দৃষ্টি চালাল জন। বহুদিন পর ওর মনে হলো বাড়ি ফিরে এসেছে, অনুভূতিটা এতই প্রবল।

উচ্চতার কারণে অতিরিক্ত ঠাণ্ডা পড়বে এখানে। পুরো শীত কাটাতে হলে যথেষ্ট রসদ থাকতে হবে।

কেবিনের ভিতরে এসে চিন্তিত মনে দেয়ালগুলো দেখল ও। প্রতিটি লগ একটার সঙ্গে আরেকটা নিখুঁতভাবে জোড়া দেওয়া, কোথাও কোন ভাঁজ বা ফাটল নেই। মসৃণ চকচকে পৃষ্ঠ। দুই ফুট বা তারও বেশি পুরু হবে। পাথুরে সমতল মেঝে।

মাথার উপর সিলিং রয়েছে, পিছন দিকে ছোট্ট চিলেকোঠা। বীমের উপর আড়াআড়িভাবে বসানো হয়েছে লম্বা মসৃণ কাঠের ফালি। দেখে মনে হচ্ছে…

শব্দটা ঠিকই শুনতে পেল জন…একটা ঘোড়ার হাঁটার শব্দ। ধীর গতিতে কয়েক পা এগিয়ে থেমে গেছে ঘোড়াটা…কেবিনের একেবারে কাছে, পোর্চে পৌঁছে গেছে প্রায়।

ঝটিতি ঘুরে দাঁড়াল জন ক্যালকিন, হাতে রাইফেল তৈরি।

পাঁচ

ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল বাইরের ঘোড়াটা, স্যাডলের খসখস শব্দ হলো। দোরগোড়ায় পা রাখল জন।

বিস্ফারিত দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে আছে মেয়েটা। বড়বড়

আয়ত চোখ। মুহূর্ত কয়েক স্থির দৃষ্টিতে পরস্পরকে দেখল ওরা।

'যা আশা করেছি তুমি দেখছি তারচেয়েও সুন্দর,' মন্তব্য করল জন।

'তুমি কে?'

'আন্দাজ করতে পারছ না? আমার ভাইকে চিনতে, চেহারায় বেশ মিল আছে আমাদের।'

'তুমি তা হলে জন ক্যালকিন? হ্যাঁ, এবার মিলটা ধরতে পারছি। গ্রেগ যতই রহস্যময় বা স্বল্পভাষী হোক না কেন, এক কথায় চমৎকার লোক ছিল। এত ভাল একজন মানুষের আরও মর্যাদাময় মৃত্যু পাওনা ছিল।'

'এ-নিয়ে তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে,' মৃদু স্বরে বলল জন, খেয়াল করেছে মেয়েটির স্যাডলব্যাগে খাবারের পোটলা রয়েছে। 'ভিতরে একটা কফিপট দেখলাম, কিন্তু কফি নেই। সঙ্গে দুপুরের খাবার এনেছ যখন, কফিও এনেছ বোধহয়?'

খুঁটিয়ে জনকে দেখছে মেয়েটা। প্রথম দেখায় যা মনে হয়েছিল তারচেয়ে লম্বা, সুঠামদেহী সে; কাঁধ দুটো অপেক্ষাকৃত চওড়া। মুখটা নিরীহ গোছের, অন্যদের বোকা বানানোর জন্য যথেষ্ট, কিন্তু এরইমধ্যে মানুষটার ধাত কিছুটা জানা হয়ে গেছে ওর। গ্রেগের কাছে শুনেছে ক্যালকিনদের স্বভাব খুব কাছাকাছি। আর জনের কথা বলতে একেবারে অজ্ঞান ছিল সে। স্বভাবে মিল ছিল বলে চাচাতো ভাইদের মধ্যে জনকে বেশি পছন্দ করত।

আপনজন এমনিতে ছিল না, তায় আত্মভোলা মানুষ ছিল গ্রেগ। নিকটাত্মীয়দের মধ্যে শুধু জনের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখত।

অদ্ভুত মেজাজী লোক। এমনিতে নিপাট ভদ্রলোক, কিন্তু সময়ে সময়ে দারুণ বেপরোয়া ও নিষ্ঠুর হতে জানে। অল্প বয়স থেকে অস্ত্রে পারদর্শী। মাত্র একুশ বছর বয়সে টেক্সাস রেঞ্জার বাহিনীতে যোগ দেয়। তারপর যুদ্ধের সময় শুনামের সঙ্গে কনফেডারেট বাহিনীতে দায়িত্ব পালন করেছে। যুদ্ধের পর ভবঘুরের মত জীবন যাপন করছে। যুদ্ধ তাকে পরিণত করেছে। আগে যতটা মেজাজী বা চঞ্চল ছিল, তার

অনেকটাই হারিয়ে গেছে জন ক্যালকিনের চরিত্র থেকে।

যুদ্ধ এবং আরও একটা ব্যাপার। গ্রেগ ঠিক স্পষ্ট করে বলেনি, কিন্তু মেয়েঘটিত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। ক্যারল ম্যাকফী নামে একটা মেয়েকে ভালবাসত জন, শুধু এটুকু বলেছে গ্রেগ।

ঘোড়ার স্যাডলে রাখা প্যাকেট নিয়ে এল মেয়েটা, জনকে পাশ কাটিয়ে কেবিনে ঢুকে পড়ল। ঘুরে জনের দিকে ফিরল। 'আগুনটা ধরাবে? আমার মনে হয় যা এনেছি অল্প করে খেলে দু'জনের হয়ে যাবে।'

'অল্প খেয়ে অভ্যস্ত আমি,' বলল জন। বেরিয়ে এসে বন থেকে শুকনো ডালপালা সংগ্রহ করল ও। পড়ে থাকা একটা গাছ থেকে শুকনো বাকল নিয়ে ফিরে এল কিছুক্ষণের মধ্যে।

কেবিনে এসে হাঁটু গেড়ে বসে বাকলটা ভেঙে কয়েক টুকরো করল। শুকনো ছাইয়ের উপর প্রথমে বাকল রেখে তার উপর সরু ডালপালা ছড়িয়ে দিল। আগুনটা ছুঁত মত ধরার পর অপেক্ষাকৃত বড় ডাল যোগ করল। কেবিনে শুকনো কাঠের মজুদ রয়েছে, অনেকদিনের পুরানো, কিছু কিছু নষ্ট হয়ে যেতে বসেছে। তবে নাগালের মধ্যে পর্যাপ্ত থাকতে অযথা মজুদ কমানোর পক্ষপাতী নয় জন।

'সেদিন কিন্তু তোমাকে খুন করার ইচ্ছে ছিল ওদের, জানো সেটা?' জানতে চাইল মেয়েটা।

'ওদের ভাবচক্কর দেখে টের পেয়েছিলাম,' উত্তরে জানাল জন। 'আগেও দু'একজনের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তখন কিন্তু ওদের কারোই এরকম ইচ্ছে ছিল না।'

'আসল দু'জন—স্টেঙ্গল বা ড্রেকা ওদের সঙ্গে ছিল না।'

মুখ তুলে মেয়েটির দিকে তাকাল জন। 'জেফ স্টেঙ্গল আর টম ড্রেকার কথা বলছ?'

'হ্যাঁ।'

'আচ্ছা, ওরা তা হলে এখানে এসে ভিড়েছে! সেক্ষেত্রে, বলতে হবে পরিস্থিতি কিছুটা অন্যরকম হয়ে দাঁড়াচ্ছে।'

'ওদের চেনো তুমি?'

'স্টেঙ্গলকে খুব ভাল করে চিনি, তবে ড্রেকার কথা দূর থেকে শুনেছি শুধু। একটা কথা বলতেই হয়, ম্যা'ম, যাদের সঙ্গে আছ তুমি, ওরা মোটেই সুবিধার লোক নয়।'

'এমন হতে পারে না যে ইচ্ছের বিরুদ্ধে থাকতে হচ্ছে? চাইনি এমন পরিস্থিতিতে পড়ে যেতে পারি না?'

মৃদু হাসল জন। 'হ্যাঁ। এমন ঘটনা সবার জীবনে ঘটে। খারাপ পরিস্থিতির মধ্যেও যে নিজেকে যতটা তুলে ধরতে পারে, তার কৃতিত্ব তত বেশি।' হাসিটা মুছে গেল ওর মুখ থেকে। 'আমি পারিনি।'

ঘুরে ওর দিকে তাকাল মেয়েটি। 'সব ঘটনা জানো তুমি? জানো কেন নীচের র‍্যাঞ্চের লোকগুলোকে তাড়াতে চাইছে ওরা?'

শ্রাগ করল জন। 'কেই-বা সব জানে! পুরোটা না-হলেও প্রায় সবটা জানি। তবে সবটা বিশ্বাসও করি না।' আবার বিব্রত হাসি দেখা গেল ওর মুখে। 'কত গল্প যে চালু আছে পশ্চিমে···হারানো খনি, আউটলদের লুকানো রত্ন···সারা পশ্চিমে এমন হাজার গল্প শুনতে পাবে। বেশিরভাগ মনগড়া, ভিত্তিহীন। সোনা মাটির নীচে লুকিয়ে রাখার জিনিস নয়, এই বোকামি কেউ করে না। যদ্দূর জানি সোনার ব্যাপারে আগ্রহ ছিল না গ্রেগের। তবে সোনা সম্পর্কে একজন বিশেষজ্ঞ ছিল ও, হয়তো এজন্যই মেক্সিকোয় গিয়েছিল। ওর সঙ্গে খুব খাতির ছিল তোমার?'

'তা নয়। আসলে আমাকে বিশ্বাসই করত না সে।'

কফির সুঘ্রাণ ছড়িয়ে পড়ল ঘরে।

দেয়ালে হেলান দিল জন, দরজা-পথে বাইরে তাকাল। অ্যাসপেনের পাতাকে ফাঁকি দিয়ে মাটিতে নেমে এসেছে রোদের আলো। ঝলমল করছে পাতা নড়ার সময়। 'আমাকেও করত না,' জানাল জন। 'মেক্সিকো থেকে ফিরে আসার পর একেবারে গম্ভীর মানুষ বনে যায় ও, একমাত্র আমার সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। সেটাও দুই-তিন বছরে একবার।'

'তবে গম্ভীর হলেও নিপাট ভদ্রলোক ছিল ও।' ক্ষণিকের জন্য থামল মেয়েটা, তারপর আসল প্রসঙ্গে চলে গেল। 'জেক শাটনের

ধারণা আশপাশে কোথাও সোনা লুকানো আছে, অন্যরাও তাই মনে করে। কিন্তু এটা কেবলই ওদের অনুমান। ধারণাটার ভিত্তি নেই।'

ফের হাসল জন। হাসির সঙ্গে সঙ্গে জনের মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠা বা নরম অভিব্যক্তি দেখে বিস্মিত হলো মেয়েটা। মানুষটা খুব কমই হাসে বোধহয়। খুব কম।

'জিনিসের মূল্য নির্ভর করে দৃষ্টিভঙ্গির উপর,' বলল জন। 'একজনের কাছে যেটা মহামূল্যবান, সেটা আরেকজনের কাছে মূল্যহীনও হতে পারে। তোমার আউটফিটের লোকেরা ভাবছে গ্রেগের গুপ্তধন আর কিছু নয়, হয় অস্ত্রশস্ত্র নয়তো সোনা।'

'আর তুমি?'

'দেখো, তোমার মত আমারও নিশ্চিত হওয়ার উপায় নেই। গ্রেগ শিক্ষিত, অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় মানুষ ছিল; স্রেফ মনের আনন্দে ঘুরে বেড়াত। হ্যাঁ, খনির কাজ বা প্রসপেক্টিং সাধারণ মানুষের চেয়ে ঢের বেশি জানত। সোনা বা রত্ন নয়, ওর ধারণায় মূল্যবান জিনিস ছিল বই, প্রাচীন পাণ্ডুলিপি, ঐতিহাসিক কোন ঘটনা বা স্থানের সূত্র...'

'বই! পাণ্ডুলিপি! বলছ কী?' বিস্ময় চেপে রাখতে পারল না মেয়েটা, প্রায় শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে জনের দিকে। 'এসব জানতে পারলে কেমন হতাশ হবে ওরা, বুঝতে পারছ? বিশ্বাসই করবে না। মানবে না। এত কষ্টের বিনিময়ে পাবে পুরানো বই বা পাণ্ডুলিপি?'

'যার যা খুশি বিশ্বাস করতে পারে। তোমার আত্মীয়-স্বজন যদি ভূতেও বিশ্বাস করে, আমার কিছু করার নেই। আলেয়ার পিছে ছুটছে ওরা। এমন এক জিনিস খুঁজছে যার কোন অস্তিত্ব বোধহয় নেই, ছিলও না।'

'সোনার ব্যাপারটা তা হলে সত্যি বিশ্বাস করো না তুমি?'

'না।'

'এক কাপে কফি খেতে হবে,' বলল মেয়েটা।

'দারুণ হবে!' ফের হাসল জন। 'এই সৌভাগ্য তো কখনও হয়নি!'

তাকের উপর রাখা ফুলভরা একটা পাত্র দেখাল মেয়েটি। 'তুমি রেখেছ ফুলগুলো?'

'না। আমি তো ভেবেছি এটা তোমার কাজ।' হঠাৎ সবক'টা দাঁত

বের করে হাসল জন। 'আচ্ছা, বুঝেছি···মাইকের কাজ।'

'মাইক? নীচে গ্রেগের র‍্যাঞ্চের ছেলেটা? একদিন ওকে এখানে দেখেছি।'

'ঠিক ধরেছ। মাইক মুর। ওয়েস মুরের ছেলে। গ্রেগের র‍্যাঞ্চে থাকে ওরা। মজার খবর হচ্ছে মাইকের হাতে মার খেয়েছে তোমাদের এক লোক।'

দেখার মত হলো মেয়েটার মুখ। 'ওর নাম বিল হ্যানলন। কখনোই ওকে ভাল লাগেনি আমার। মহা বজ্জাত। পিটটাও ওর মতই।'

'ওরা তোমার আত্মীয়?'

'জেক শাটিন আমার সৎ বাবা। ওরা প্রায় সবাই জেকের ক্রু।'

'আমার ধারণা তোমাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখছে মাইক। কেবিনটা ও-ই আবিষ্কার করেছে, হয়তো এ-কারণে চায়নি আমি এখানে আসি। কেউ তোমাকে বিরক্ত করুক চায়নি।'

'ভালই তো ছেলেটা। ওকে বোধহয় পছন্দ করি আমি।'

'ষোলো চলছে ওর, মনে মনে নিঃসঙ্গ বোধ করে। ওর মনের অবস্থা বুঝতে পারছি, কারণ এই বয়স আমিও পার করে এসেছি। প্রায়ই সোনালি-চুলো এক রাজকন্যাকে স্বপ্নে দেখতাম যাকে সব বিপদ থেকে উদ্ধার করতে করতে বীরপুরুষ বনে গিয়েছিলাম আমি।'

'এখন আর তা হলে স্বপ্ন দেখো না?'

হাসল জন, কামরার ওপাশ থেকে মেয়েটির চোখে চোখ রাখল। 'স্বপ্ন দেখার কি শেষ আছে? একেক বয়সে একেক স্বপ্ন। মাইক ছেলেটাকে আমার পছন্দ হয়েছে। ভাল ছেলে। ওর বাবা খুব পরিশ্রমী। সম্ভাবনা নেই জেনেও বেগার খাটতে দ্বিধা করে না।'

মেয়েটির কফি খাওয়া শেষ। আবার ভরে জনের দিকে বাড়িয়ে দিল কাপটা। 'কী জানো, ওরা তোমাকে খুন করবে, দরকার হলে সবাই তোমার বিরুদ্ধে লড়বে। ক'জনকে ঠেকাবে তুমি?'

'মৃত্যুকে এত ভয় কীসের? আগে-পরে সবাই মারা যাব আমরা। তবে আমাকে মারা এত সহজ হবে না। ওরা ক'জন?'

'পনেরো থেকে বিশজন। কেউ কেউ আসা-যাওয়ার মধ্যে থাকে।'

'তোমার অবস্থানটা পরিষ্কার হলো না।'

'জেক শাটন আমার সৎ বাবা। আমার আসল বাবার মৃত্যুর কিছুদিন পর জেককে বিয়ে করেছিল মা, তবে সুখ ওর কপালে জোটেনি। বিয়ের কয়েক বছরের মাথায় মারা যায় মা। ওহ্ হো, আমার নামটা বলা হয়নি। এলিসা, এলিসা ফ্যালন। শুনেছি একসময় আমাদের পারিবারিক নাম ছিল শানাক, কিন্তু ইংরেজদের চাপাচাপিতে নামটা পাল্টে যায়।'

'তোমার আত্মীয়-স্বজনদের কেউ বোধহয় সুবিধার লোক নয়,' মৃদু স্বরে মন্তব্য করল জন।

'সবাই যে খারাপ তা নয়,' কিছুটা অসন্তোষের সঙ্গে বলল এলিসা। 'কেউ কেউ খারাপ। এদের বেশিরভাগ শাটনের অধীন এবং বিশ্বস্ত, সে যা বলে তাই করে। স্যামের কথাই ধরো, খুব ভাল ও। ও হচ্ছে শাটনের বড় ছেলে। স্যাম না-থাকলে...' দ্বিধা করল মেয়েটি। 'সবার চেয়ে আলাদা স্বভাবের ও। ওর ইচ্ছে অন্য কোথাও গিয়ে র‍্যাঞ্চ করবে। কিন্তু বাপের প্রতি বিশ্বস্ত। একটা কথা নির্দ্বিধায় স্বীকার করি, বাবা হিসাবে জেক শাটন আমার প্রতি দায়িত্বে কোন অবহেলা করেনি কখনও।'

নীরবে কেটে যাচ্ছে সময়। অ্যাসপেন পাতার মর্মরধ্বনি স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে। কফিতে শেষ চুমুক দিয়ে শূন্য কাপটা বাড়িয়ে দিল জন, উনুনে গিয়ে কফিপট থেকে ওটা আবার পূর্ণ করল এলিসা। আগুনের পাশে বসে আরও কয়েকটা কাঠি যোগ করল জন।

দিন গড়িয়ে গেছে, বিকাল হয়ে গেছে প্রায়। শিগ্‌গিরই যাত্রা করা উচিত এলিসার। দেরি করলে ধরা পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে ওর—এখানে যে আসে এটা নিশ্চয়ই ভাল চোখে দেখবে না জেক শাটন বা ওর লোকেরা।

'বোকামি আর কাকে বলে,' বিরক্ত সুরে বলল জন। 'এমনকী কেউ সঠিক জানেও না যে আসলে কিছু আছে কি-না।

'যুদ্ধের আগে কী একটা কাজে মেক্সিকোয় গিয়েছিল গ্রেগ ক্যালকিন আর বেন শাটন। এই বেন হচ্ছে জেক শাটনের বড় ভাই। সবার ধারণা

মেক্সিকো থেকে মূল্যবান একটা কিছু নিয়ে এসেছিল গ্রেগ, সেটা কী এমনকী বেনও জানত না। পরবর্তীতে এখানে বসতি করে ওরা। গল্প অনুযায়ী এখানেই মারা যায় বেন শাটন, কারও কারও মতে খুন হয় সে।

'নির্জন এই জায়গায় পরস্পরের একমাত্র প্রতিবেশী ওরা, কিন্তু সম্পর্কটা কখনোই ভাল যায়নি ওদের। দুই পরিবারের মধ্যে কী এক কারণে বিদ্বেষের সূত্রপাত হয়। বেশিরভাগ মানুষের ধারণা মেক্সিকো থেকে নিয়ে আসা গুপ্তধন নিয়ে ঝগড়া বেধেছিল। তবে সত্যিটা কারোই জানা নেই।

'গল্পটা চালু হয়ে গেল। নানান লোক নানান কথা বলে। বেন শাটন মারা যাওয়ার পর আরও রহস্যময় হয়ে গেল ব্যাপারটা। বহু লোক আশপাশের পাহাড় খুঁজেছে, কিন্তু গুপ্তধন পায়নি কেউ। সোনার হরিণের পিছনে ছুটে মারাও গেছে কিছু লোক।'

'কিন্তু তুমি বিশ্বাস করো না?'

মাথা নাড়ল জন। 'সঠিক বলতে পারব না, এলিসা। তবে গ্রেগ সম্পর্কে আমরা সবাই জানি যে সোনা বা টাকা-পয়সার ব্যাপারে ওর আগ্রহ ছিল না। যে-জিনিসের ঐতিহাসিক মূল্য আছে, সেটাই গুরুত্ব পেত ওর কাছে।

'ক্যালকিনদের কেউ কেউ টাকা বানিয়েছে, কয়েকজন তো রীতিমত টাকার কুমীর; তবে যতটা না নেশা থেকে তারচেয়ে বরং সৌভাগ্যক্রমে। আমি মনে করি, মেক্সিকোয় গিয়ে ঐতিহাসিক মূল্য আছে এমন কোন জিনিস খুঁজে পেয়েছিল গ্রেগ···এমন কিছু যার মূল্য ওর কাছে অপরিসীম ছিল।'

'শাটন কি সেটা জানত না?'

'হয়তো···কিন্তু না-জানার সম্ভাবনাই বেশি। এমনও হতে পারে হয়তো লেখাপড়া জানত না সে। খুঁজলে বকলম বহু লোক পাওয়া যাবে। এদিকে গ্রেগ ছিল ভাষাবিদ, রীতিমত পণ্ডিত।'

'তো?'

'হয়তো ভিন্ন মত রয়েছে ওর, এর সপক্ষে যুক্তিও দাঁড় করাতে পারে। কিংবা মেক্সিকো থেকে এমন কোন জিনিস নিয়ে এসেছে যাতে

মনে হবে যে ওর অনুমানই ঠিক। কিন্তু দু'জন লোকের পক্ষে কতটা বয়ে আনা সম্ভব? অ্যাপাচি এলাকা পাড়ি দিয়ে আসতে হয়েছে তাদের, গুপ্তধনটা সেক্ষেত্রে কত "বিশাল" হতে পারে ভেবেছ?'

উঠে দাঁড়াল জন। 'তুমি বরং বাড়ি ফিরে যাও। আমারও দ্রুত যাওয়া উচিত।'

টুকিটাকি জিনিস গুছিয়ে উঠে দাঁড়াল মেয়েটি, ঘোড়ার কাছে চলে গেল। 'তুমি কি এখানে উঠছ?'

'শিগ্‌গিরই।'

'কেবিনটা খুঁজে পেতে দেরি হবে না ওদের, মি. ক্যালকিন, সেই সঙ্গে তোমাকেও খুঁজে পাবে।'

'জন বলে ডেকো আমাকে। তুমি তা হলে ওদেরকে কিছু বলবে না, তাই তো?'

'কী ঠেকা পড়েছে আমার? হয়তো জেক শাটনের প্রতি কিছুটা দায় আছে, আর স্যামের প্রতি। একেবারে বাচ্চা বয়স থেকে আমার যত্ন করেছে স্যাম।'

'জেক শাটনকে বিয়ে করেছিল তোমার মা?'

'হ্যাঁ। মা-র চেয়ে বয়সে ঢের বড় ছিল সে, আর বিয়ের সময় আমার তিন চলছিল। আমার আসল বাবা ছিল আর্মির অফিসার। বাবাকে আগে থেকে চিনত জেক। বাবার সঙ্গে দেখা করতে আমাদের বাড়িতে গিয়েছিল জেক, তখনই মায়ের সঙ্গে পরিচয়, কিন্তু জানত না যে বাবা আগেই মারা গেছে।'

স্যাডলে চেপে বসল এলিসা। 'সাবধান, জন, খুব সাবধান। ওরা বোকা নয়, কেউ কেউ খুবই নীচ আর ভয়ঙ্কর লোক। গুপ্তধনের লোভে মাথা খারাপ হয়ে গেছে সবার, নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারার কাজও সেরে রেখেছে। গ্রেগকে যেমন সময় দেয়নি, তোমাকেও সময় দেবে না, সুযোগ পাওয়া মাত্র খুন করে ফেলবে।'

এলিসা ফ্যালন দৃষ্টিসীমায় হারিয়ে যাওয়ার পর ঘোড়ার দিকে এগোল জন। মনে মনে মেয়েটির কথা ভাবছে। এলিসা একটা ব্যাপার স্পষ্ট করে দিয়েছে—গ্রেগের খুনী ওর আউটফিটের লোক, ওর বাবার

অধীন ক্রু। এক হিসাবে কি জেক শার্টনই দায়ী নয়?

সন্দেহ নেই, সেটাই স্বাভাবিক।

ঘোড়াটাকে বাড়ির কাছে এনে রেখে ভিতরে ঢুকল জন। সন্ধ্যা না-হলেও কেবিন অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে গেছে, কোণে চাপ চাপ ছায়া জমেছে। একটা কাঠি দিয়ে কয়লা নেড়েচেড়ে দিল ও, কফিপটে রয়ে যাওয়া সবটুকু কফি উনুনে ঢেলে দিল।

উঠে দাঁড়িয়ে চারপাশে দৃষ্টি চালাল জন। একটা কিছু লুকানো আছে এখানে। জিনিসটা খুঁজে বের করতে হবে।

রত্ন বা গুপ্তধনে বিশ্বাস নেই ওর। যাই থাকুক, খুঁজে পেতে হবে–নিজের স্বাধীনতা আর এখানে অবাঞ্ছিত লোকজনের আগমন ঠেকাতে হলেও খুঁজে বের করা দরকার। কিছু নেই, এটা জানতে পারাও পরম স্বস্তিকর হবে। তা হলে আর কেউ আসবে না, মুরদের ঘাঁটাবে না।

জায়গাটা সত্যি সুন্দর। আজীবন না-থাকুক, অবসর কাটাতে মাঝে মধ্যে থাকা যেতে পারে। বাইরের বেঞ্চে বসে থাকলে, সঙ্গে যদি কয়েকটা বই থাকে, ইউটাহ্ পর্বতশ্রেণীর উপর শেষ বিকালে সূর্যের কোমল আভা দেখতে সত্যি রোমাঞ্চিত বোধ করবে…জীবনটা সার্থক মনে হবে।

এমন নৈসর্গিক সৌন্দর্য মানুষের একাকীত্ব দূর করে দেয়।

ছয়

সারাটা দিন জন ক্যালকিনের ফিরে আসার অপেক্ষায় উদ্বিগ্ন সময় কাটাল মাইক। ছেলের অস্থিরতা টের পেয়েছে ওয়েস, কয়েকবার কিছু

বলতে গিয়েছিল, কিন্তু শেষ মুহূর্তে নিজেকে নিবৃত্ত করে নিয়েছে সে। সন্ধ্যার বেশ পর খুরের খটাখট শব্দ শোনা গেল, দু'জনেই বুঝল ক্যালকিন আসছে। বাড়ির কাছে এসে সাড়া দিল জন, তারপর ঘোড়াটাকে রাখার জন্য বার্নে চলে গেল।

মাংস আর বেকন টেবিলে রেখে দিয়েছে ওয়েস, তবে তেমন কিছুই খেল না জন। 'পাহাড়ে হালকা খেয়েছি,' জানাল ও।

মাইক জানে যাওয়ার সময় সঙ্গে খাবার নেয়নি জন, তারমানে অন্য কারও কাছ থেকে খাবার পেয়েছে। মেয়েটার খাবার?

'কেবিন খুঁজে পেয়েছ?' জানতে চাইল ওয়েস।

'সারা বিকাল ওখানেই ছিলাম,' মৃদু স্বরে বলল জন। 'মাইকের অভিভূত হওয়ার কারণ নিজের চোখে দেখলাম। এই জায়গাটাকে সত্যি ভালবাসত আমার ভাই।' কেবিন আর উপত্যকার কথা বিস্তারিত জানাল জন।

'ভাবছি কীভাবে ওটা আবিষ্কার করেছে সে,' মুগ্ধ স্বরে বলল ওয়েস। 'এত সুন্দর জায়গা খুঁজে পাওয়া সহজ নয়, ভাগ্যেরও জোর লাগে।'

'সম্ভবত শিকার করতে গিয়ে পেয়ে গেছে,' বলল মাইক।

'কিংবা অন্য কিছু খুঁজতে গিয়ে...' শুরু করেও থেমে গেল জন, নিজের উপর বাপ-ব্যাটার ঔৎসুক দৃষ্টি টের পেয়েছে। একটু বেশিই মনোযোগী হয়ে উঠেছে মুররা।

'বলতে চাইছ গ্রেগ ক্যালকিন জানত যে উপরে কিছু আছে?' মাইকের জিজ্ঞাসা।

'গ্রেগকে সর্বজ্ঞানী লোক বলা যায়, অন্তত আমাদের তুলনায়। নানান ভাষা জানত। শিখতেও সময় লাগত না ওর। দু'একদিন শুনলে দিব্যি ওই ভাষায় কথা বলতে পারত। এখানে আসার পর হয়তো নির্দিষ্ট একটা জায়গা তালাশ করেছে ও, তাই বলছি যে ওই কেবিন খুঁজে পাওয়াটা মোটেই কাকতালীয় ছিল না।'

'কিন্তু কেন?' মাইকের অধীর স্বর।

শ্রাগ করল জন। 'পৃথিবী নানান কিসিমের মানুষে ভরা। আশপাশে

কী ঘটছে অনেকেরই আগ্রহ থাকে না। তবে কেউ কেউ আছে সবসময় জানতে চায় কী আছে, কী ঘটছে বা কীভাবে ঘটছে। মাইক, জানোই তো এটা উতে এলাকা, পশ্চিম আর দক্ষিণে নাভাযোরা থাকে। অথচ একসময় ওরাও ছিল না এখানে, উত্তর দিক থেকে এখানে এসেছে।

'সে-হিসাবে ইন্ডিয়ানরাও আমাদের মত ভবঘুরে বা অভিবাসী। নানা কারণে আদি নিবাস ছেড়ে নতুন জায়গায় বসতি করেছে ওরা। শিকারের অভাবে, জমির কারণে কিংবা নিজেদের মধ্যে কোন্দলই মুখ্য কারণ; এক গোত্র অন্য গোত্রকে হটিয়ে দিয়ে বসতি করে।

'উতে গ্রামে গেলে অনেক ভূতুড়ে গল্প শুনতে পাবে–মেসা ভার্দে র আশপাশে বাড়িগুলোয় রহস্যময় আলো দেখা যায়। আজ পর্যন্ত কোন সাদা মানুষ এই আলো দেখেনি, কিন্তু ইন্ডিয়ানরা কসম খেয়ে দাবি করবে যে সত্যি দেখেছে।

'বাড়িগুলো আসলে কাদের তৈরি? কোত্থেকে এসেছে তারা, কতদিন ছিল ওখানে? সবার আগে কারা এসেছিল? বাড়িগুলো কি নিজেদের সৃষ্টিসত্তা কাজে লাগিয়ে তৈরি করেছে ওরা, নাকি অন্য কোথাও দেখে আসা নির্মাণের অনুকরণে তৈরি করেছে?'

'এত প্রশ্ন,' থতমত খেয়ে বলল মাইক। 'কিন্তু একটারও জবাব জানা নেই!'

স্মিত হাসল জন। 'এ-ধরনের প্রশ্নের মজা বা বিশেষত্ব তো এটাই–উত্তর পাওয়া যাবে না। কিন্তু তুমি-আমি আগ্রহ বোধ না-করলেও কেউ কেউ আছে যারা জানতে চায়, অন্তত জানার চেষ্টা করে। গ্রেগ ক্যালকিন ছিল তেমনই একজন।'

টেবিলে কফি পরিবেশন করল ওয়েস। এদিকে উসখুস করছে মাইক, জিভের আগায় বারবার চলে আসছে প্রশ্নটা–মেয়েটির সঙ্গে

মেসা ভার্দে – বর্তমান মেসা ভার্দে ন্যাশনাল পার্কের কথা বলা হয়েছে। সপ্তদশ শতাব্দীতে উঁচু পাহাড়ের উপর এক সভ্যতার উন্মেষ ঘটেছিল, পরবর্তী মানুষের কাছে, অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর মানুষের কাছে যা দারুণ রহস্যময় ছিল। আশপাশে বেশিরভাগ এলাকা ইন্ডিয়ান অধ্যুষিত ছিল বলে তখনও এই সভ্যতা সম্পর্কে জানত না সাদা মানুষেররা, পরবর্তীতে সভ্য মানুষ এই সভ্যতার যাবতীয় রহস্য আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়।

জনের দেখা হয়েছে কি-না। এটা বুঝতে পারছে যে জিজ্ঞেস না-করলে নিজ থেকে কিছু জানাবে না জন।

ক্রমে খেপে যাচ্ছে মাইক, জনের উপর বিতৃষ্ণা গাঢ় হচ্ছে। কথা বলার বিষয় হলো এটা? এমন আজগুবি জিনিস নিয়ে কথা বলে এত মজা পায় মানুষ! গ্রেগ ক্যালকিন নয়, মাইকের মনে হচ্ছে জন ক্যালকিন নিজেই আজব এক চিড়িয়া। পুরোদস্তুর।

তবে ধৈর্য একসময় শেষ হয়ে গেল ওর, করেই বসল প্রশ্নটা। 'ওর সঙ্গে দেখা হয়েছে? ওই মেয়েটার সঙ্গে?'

'হ্যাঁ। শুধু দেখাই হয়নি, আরও কিছু হয়েছে।'

'কথা বলেছ বুঝি?'

'ঘণ্টা খানেক। একসঙ্গে লাঞ্চও করেছি, পিকনিকের মত।'

মুখ তুলে মাইকের দিকে তাকাল জন, চোখে নির্লিপ্ত দৃষ্টি। মাইকের সন্দেহ হলো, মনে মনে হয়তো হাসছে সে। 'মেয়েটার নাম এলিসা,' জানাল জন।

'ওদের আত্মীয় হয় নাকি?'

'রক্তের সম্পর্ক নেই। বুড়ো জেক শাটনের সৎ মেয়ে ও।'

ঝট করে মাথা তুলল ওয়েস মুর, স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল জনের দিকে। 'তারমানে···ওরা জেক শাটনের লোক?'

'হ্যাঁ।'

বজ্রাহতের মত বসে আছে ওয়েস। আজরাইল সামনে উপস্থিত হয়েছে যেন, একেবারে চুপসে গেছে। 'জেক শাটন···এত বজ্জাত আউটফিট সারা পশ্চিমে আর আছে কি-না সন্দেহ। ওরা যে এদিকে আছে এমন কোন ধারণা ছিল না আমার।'

'চেনো নাকি ওদের?'

'হ্যাঁ। যুদ্ধের আগে থেকে চিনতাম। তখন ওরা ছিল বেপরোয়া একটা দল, কিন্তু যুদ্ধের সময় নীচ, খুনী এবং নিষ্ঠুর দলে পরিণত হয়, বিশেষ করে ড্রেকা আর স্টেঙ্গল যোগ দেওয়ার পর।'

'বিশালদেহী লোকটার নাম পিট হ্যারিগান। আর যাকে তুমি পিটিয়েছ, মাইক, ও হচ্ছে বিল হ্যানলন।'

'মেয়েটা দেখতে কেমন?' হঠাৎ জানতে চাইল মাইক। জেক শাটনের দল সম্পর্কে কী বলছে জন, শুনছে তো না-ই, বরং এ-নিয়ে সামান্য মাথা ব্যথাও নেই ওর; কিংবা বাপের কথাও শুনছে না। ওর মন জুড়ে রয়েছে শুধু মেয়েটা।

'মাইক, তুমি বোধহয় হতাশ হবে। সোনালি চুলো বা নীলাঞ্জনা নয় ও।'

'দেখতে···খুব খারাপ?' আহত শোনাল মাইকের কণ্ঠ।

'আরে নাহ্। মেয়েটা বেশ সুন্দরী। খুবই সুন্দরী। লম্বায় পাঁচ ফুট চার ইঞ্চি। সবুজ চোখ, পিঙ্গল চুল। ফর্সা। চেহারায় মায়া আছে। নাম এলিসা ফ্যালন। আইরিশ।'

'বয়স···ওর বয়স কত?'

'বয়স্কা তো বটেই! নিদেনপক্ষে কুড়ি হবে, মাইক!'

কুড়ি···মনে মনে ভাবছে মাইক, *আমার চেয়ে চার বছরের বড়!*

চার বছর! পার্থক্যটা অনেক, কোন ভাবে অগ্রাহ্য করা যায় না। তবে প্রতিবাদ করার দিকে মনোযোগ বেশি মাইকের, বলল: 'ধেৎ! কুড়ি বছর হলে কেউ বয়স্কা হয়, জানতাম না!'

আরও কিছুক্ষণ কথাবার্তা হলো। শেষে নিজের কামরায় চলে গেল মাইক, ক্লান্ত দেহ এলিয়ে দিল বিছানায়। অন্ধকার সিলিঙের দিকে তাকিয়ে থাকল অনেকক্ষণ। ঘুম আসছে না। স্বপ্নে দেখা মেয়েটার চেহারা যেন ক্রমে ফিকে হয়ে আসছে। কুড়ি বছর···বেশিরভাগ মেয়ে এ-বয়সে দু'একটা বাচ্চার মা হয়ে যায়। কিন্তু সুন্দরী মেয়েটা। অসাধারণ সুন্দরীও হতে পারে।

সহসা মনস্থির করে ফেলল মাইক। নিজের চোখে দেখবে মেয়েটাকে। গত এক বছরে কোন মেয়ের দেখা পায়নি। এত কাছে আছে একজন, ওর স্বপ্নকন্যা, অথচ দেখবে না তা কী করে হয়?

এখন থেকে সতর্ক থাকতে হবে, ভাবছে মাইক। বাপের প্রতিক্রিয়া দেখে বুঝেছে জেক শাটন খুব ভয়ঙ্কর মানুষ। জেফ স্টেঙ্গলের কথা আগেই শুনেছে ও। জাত খুনী লোকটা।

কুখ্যাত লোক স্টেঙ্গল। খুন-খারাবি ছাড়া থাকতে পারে না।

অ্যাবিলিনে একজনকে খুন করেছে সে, ফেরার পথে গরুর ড্রাইভে আরেকজন খুন হয় ওর হাতে। পশ্চিমে এসব গল্প দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। খবরের কাগজ নেই বটে, কিন্তু যেখানেই বিশ্রাম নিতে থামে লোকেরা, নানান বিষয়ে গল্প করতে করতে একসময় খুনোখুনির ঘটনা নিয়ে আলাপ শুরু করে। ট্রেইল, গানফাইটার, ইন্ডিয়ান, বুনো ঘোড়া, মাইনিং, নিয়েই বেশি আলাপ হয়। কখনও দুঃসাহসী রাইডিং বা বেয়াড়া বলদের কথা উঠে আসে; এমনকী বলদের শিংয়ের দৈর্ঘ্যও ফলাও করে বলতে পছন্দ করে মানুষ।

মাসট্যাঙের মত বুনো, অস্থির আর বেয়াড়া ঘোড়া কমই আছে। মুক্ত অবস্থায় দিনের পর দিন ছুটতে থাকে ওগুলো, স্রেফ পানির জন্য কয়েকশো মাইল পাড়ি দেয়; চেনা ঘাসের সন্ধানে বহুদূর যেতে দ্বিধা করে না।

ছুটন্ত বুনো মাসট্যাঙের পাল সত্যি দেখার মত জিনিস। শত শত ঘোড়া, কখনও এমনকী হাজারও হয়, একসঙ্গে ছুটতে থাকে; কোন কোনটা উন্নত জাতের যে-কোন ঘোড়ার সঙ্গে পাল্লা দিতে সক্ষম। তবে ঘোড়া শিকারীদের দৌরাত্ম্যে এ-দৃশ্য এখন খুব কম চোখে পড়ে।

পরদিন থেকে জন ক্যালকিনের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখল মাইক, বোঝার চেষ্টা করল মানুষটা কেমন। নিঃসন্দেহে বহু ঘাটের পানি খাওয়া লোক, সদা সতর্ক বুদ্ধিমান এবং বিচক্ষণ। বিপদের জন্য তৈরি থাকে সবসময়। কিন্তু এক ধরনের খামখেয়ালিপনা বা অবহেলাও কাজ করে তার মধ্যে। সেদিনের ঘটনা বিবেচনা করা যাক। হ্যারিগান বাহিনীর ওই লোকটার দুটো আঙুল না-ফেলে বরং খুন করা উচিত ছিল তাকে। আহত শত্রু সবসময়ই বিভীষণ। শত্রুর শেষও রাখতে নেই। জন যে লোকটার দুঃস্বপ্নের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। সুযোগ পেলেই প্রতিশোধ নেবে সে। কে জানে, এই খামখেয়ালিপনার মাশুল দিতে হতে পারে জনকে।

আশঙ্কাটা প্রকাশ করল মাইক।

'ঠিকই বলেছ,' স্বীকার করল জন। 'কিন্তু মাঝে মধ্যে আমিও বোকামি করি। কোন একদিন হয়তো খুন হয়ে যাবে ও, তবে তার

আগে নিশ্চয়ই ভাল কিছু মানুষের ক্ষতি করবে।'

একটু পরে যখন বাইরে বেরিয়ে এল ওরা, নিচু স্বরে জন বলল: 'ফুল রেখে এসে দারুণ একটা কাজ করেছ তুমি, মাইক।'

অজান্তে আরক্ত হলো মাইকের মুখ। ভাবতে পারেনি এটা জেনে যাবে কিংবা আঁচ করতে পারবে জন। 'পাত্রটা চোখে পড়ল, তারপর...' আমতা আমতা করে বলল ও। 'ভাবলাম একা একটা মেয়ে, নিঃসঙ্গও...তাই কয়েকটা ফুল...'

'ভালই করেছ,' বাধা দিল জন, বুঝতে পারছে প্রসঙ্গটা বাড়তে দিলে আরও বিব্রত হবে মাইক। দৃষ্টি তুলে সামনের ঢেউ খেলানো এবড়োখেবড়ো পাহাড়শ্রেণীর দিকে তাকাল ও। 'বাইরে গেলে চোখ-কান খোলা রেখো, মাইক, রাইফেল হাতছাড়া কোরো না। ওরা খুবই খারাপ লোক।'

'হয়তো,' বলল মাইক।

ঝট করে ওর দিকে ফিরল জন। 'দ্বিমত আছে নাকি তোমার?'

'খারাপ মানুষও তো ভাল আচরণ করে কারও কারও সঙ্গে। যেমন...ওই মেয়েটার কথাই ধরো, ওর সঙ্গে নিশ্চয়ই বাজে ব্যবহার করে না? কোন ভাবে যদি আমাদের অন্তরঙ্গতা হয়ে যায়...আর যাই হোক, ওরা তো এলিসার আত্মীয়।'

'কারও সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক নেই ওর।'

'তাতে কী? আমি তো ওদের কারও সঙ্গে লাগতে যাচ্ছি না!'

স্থির দৃষ্টিতে মাইককে দেখল জন, তারপর আনমনে দুই কাঁধ উঁচিয়ে পোর্চের শেষ প্রান্তে চলে গেল।

এদিকে পাহাড়ে যাওয়ার জন্য অধীর হয়ে পড়েছে মাইক। মেয়েটার সঙ্গে দেখা হবে তা হলে...নিজের চোখে দেখতে চায় এলিসা ফ্যালনকে।

সকালে নাস্তার সময় তেমন কথাবার্তা হয় না বললেই চলে। গরু এনে র‍্যাঞ্চ শুরু করার ব্যাপারে ওয়েসের সঙ্গে কথা বলল জন, পুরো সময়টা নিজের ভাবনায় ব্যস্ত থাকল মাইক। পাহাড়ের এপাশে অপেক্ষাকৃত রুক্ষ জমি, পানির যোগান পর্যাপ্ত না-হলেও যা আছে

তাতে গরুর চাহিদা মিটে যাবে। ঘাস বা লতাপাতারও অভাব নেই।

এলিসা ফ্যালনকে নিয়ে ভাবার ফাঁকে ফাঁকে বহুল আলোচিত গুপ্তধন নিয়েও ভাবল মাইক। কেবল জেক শাটনই নয়, আরও অনেকে মনে করে সত্যি মূল্যবান কিছু আছে এখানে। জন তেমন পাত্তা দেয়নি, কিন্তু এমনও হতে পারে যে ওদেরকে নিরুৎসাহিত করতে চাইছে সে, যাতে ওরা রত্ন বা সোনার তালাশ না-করে। ভিত্তিহীনই যদি হবে, তা হলে কেন এত গুরুত্ব পাবে ব্যাপারটা? পরিণত মানুষ কখনোই আলেয়ার পিছে ছোটে না, বিশেষ করে যখন অনেকে আগ্রহী হয়ে ওঠে, ব্যাপারটা অগ্রাহ্য করা কঠিন।

পুরানো পাণ্ডুলিপি বা বইয়ের জন্য কেউ জীবনের ঝুঁকি নেয়, ব্যাপারটা খুবই সস্তা এবং অবাস্তব মনে হচ্ছে মাইকের কাছে। সত্যিকার পণ্ডিত হলে কথা ছিল, কিন্তু গ্রেগ ক্যালকিনকে তেমন লোক মনে হয়নি ওর।

সেক্ষেত্রে, ধারে-কাছে মূল্যবান একটা কিছু আছে নিশ্চয়ই।

ভিন্ন একটা চিন্তা এল মাইকের মাথায়, কিন্তু গুরুত্ব দিল না। স্বপ্নে দেখা সোনালি-চুলো রাজকন্যার বদলে রাশি রাশি সোনার মুদ্রা! তবে ভাবনাটা বেশিদূর এগোল না। নিজের চোখে এলিসা ফ্যালনকে না-দেখা পর্যন্ত জন ক্যালকিনের কথা বিশ্বাস করার ইচ্ছে নেই ওর।

ঠিক এখন জনের প্রতি সমস্ত সমীহ আর আন্তরিকতা হারিয়ে ফেলেছে মাইক। অতি মাত্রায় কঠিন ও দৃঢ়চেতা লোক, নিজের কাজের যৌক্তিকতা প্রমাণ করতে সচেষ্ট থাকে সবসময়। কালো সুটটা কলারের কাছে ক্ষয়ে গেছে, বুট জোড়া প্রতি রাতে নিয়মিত পালিশ করে সে, বোঝাই যায় বেশ পুরানো।

এমন নয় যে মাইক বা ওর বাবার এরচেয়ে ভাল কাপড় বা জুতো আছে। মাইক এটা ঠিকই বোঝে জন ক্যালকিনের সামর্থ্য ওদের চেয়ে ঢের বেশি।

'মেয়েটার পুরো নাম যেন কী?' জানতে চাইল মাইক। নামটা মনে পড়ল তখন। এলিসা। সুন্দর নাম, স্বপ্নকন্যার জন্য মানানসই।

'এলিসা ফ্যালন। খাঁটি না-হলেও আধা-আইরিশ,' বলল জন।

'পুবের লোকজন আইরিশদের দেখতে পারে না বললেই চলে। প্রথম যখন এ-দেশে এসেছিলাম আমরা, বেশিরভাগই ছিল গরীব আর ঘর-ছাড়া। কিন্তু এখানকার পরিস্থিতি আলাদা, যে-কারও থাকার অধিকার আছে এখানে। আশা করি এই জায়গাটাকে বাসযোগ্য করে তুলতে পারব আমরা।'

'বাবার কাছে শুনেছি কেমন অপমান সহ্য করতে হত ওকে। আচ্ছা, লোকজন এত নিষ্ঠুর হয় কীভাবে, মি. ক[illegible]কিন্?'

'এটাই দুনিয়ার নিয়ম। সাগরের ওপাশে, ইউরোপে প্রতিটি মানুষের নিজস্ব জায়গা বা অস্তিত্ব আছে; সেসব ছেড়ে আসা সত্যি কঠিন। সবার মত আমাদেরও নিজেদের জায়গা করে নিতে হবে, মাইক, সেজন্য খাটতে হবে। অর্জন করে নিতে হবে। সূর্য খাতির করে কাউকে বেশি আলো বিলায় না। জাত-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবার জন্য একই নিয়ম। পোপ বা প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে বিশেষ সুবিধা পাওয়ার আশা করা উচিত নয় কারও। এটা এমন এক দেশ, টিকতে হলে অন্যের চেয়ে যোগ্য হতে হবে তোমার, নিজের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হবে। অন্তত যোগ্য হওয়ার আগে অন্যরা তোমাকে সমীহ বা সম্মান করবে না। আসলে সবকিছুই অর্জন করে নিতে হবে।

'সবাই যে ভাল হবে তা নয়। কেউ কেউ আউটল হয়ে যায়। সৎ রুজি দিয়ে পেট চালাতে পারে না, তাই বাহুবল আর অস্ত্রের জোর খাটাতে চায় ওরা। কিন্তু সৃষ্টির সব নিয়ম বা বস্তুই ওদের বিরুদ্ধে, তাই শেষপর্যন্ত ওরা কখনোই জিততে পারে না।'

'ন্যূনতম শিক্ষা বোধহয় সবার পাওয়া উচিত,' যোগ করল মাইক। 'অন্তত কিছুদিন স্কুলে না-গেলেই নয়।'

'তাতে যে খুব লাভ হয় তা নয়। আসলে প্রতিটি বই একেকটা স্কুল। পড়লেই শেখা যায়। বইয়ের মত বিশ্বস্ত বন্ধু আর হয় না। তবে চোখ-কান খোলা রেখেও অনেক কিছু শেখা যায়। আমার দেখা সবচেয়ে চৌকস ব্যবসায়ী কে, শুনবে? একজন আইরিশ। কাগজের ঠোঙা তৈরি করত সে, কিন্তু একসময় কোটিপতি বনে যায়। অদ্ভুত ব্যাপার কি জানো? চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত নিজের নামটাও লিখতে

পারত না সে।

'পঞ্চাশ বছর বয়সে সে চারটা ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারত, যে-কোন শিক্ষিত মানুষের মত লিখতে পারত। মোদ্দা কথা হচ্ছে, স্বাক্ষর করতে জানার আগেই কোটিপতি বনে গিয়েছিল লোকটা।'

'এতই যদি বোঝো, তা হলে তোমার এই অবস্থা কেন?' কর্কশ আর ক্ষুব্ধ সুরে জানতে চাইল মাইক। 'সোনার প্রতি আগ্রহ নেই তোমার, পকেটে যে বেশ কিছু স্বর্ণঈগল আছে, তাও নয়। সম্পত্তি বলতে আছে শুধু একটা ঘোড়া।'

মাইককে দেখল জন, চাহনিতে শীতল নির্লিপ্ততা। 'ঠিকই বলেছ, নিজের ভাগ্যের উন্নতি করতে পারিনি আমি। হয়তো আলেয়ার পিছে ছুটেছি বলে। কিন্তু কোন একদিন পেয়ে যাব ওটা।' ক্ষণিকের জন্য থামল সে। 'চোস্ত কথা বলেছ। কী করতে হবে বা কী করা উচিত জানি আমি, অথচ করতে পারিনি। দেশটা ঘুরে দেখার ইচ্ছে আমার। এমন অনেক ক্যানিয়ন রয়ে গেছে যেগুলোয় ঢুঁ মারিনি, বহু নদী পেরোইনি, বহু পাহাড়ের চূড়ায় উঠিনি, নাম-না-জানা ট্রেইলে পা রাখিনি, কিংবা ধূলিমলিন বহু শহরের রাস্তায় হাঁটিনি। কি জানি, এটাই হয়তো সেই আলেয়া। যাই হোক, মনটা না-ভরা পর্যন্ত অন্য কিছু করব না আমি।

'ঘুরে বেড়ানোর সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে ইচ্ছেটা কখনও মেটে না। অনেক ঘুরলে তুমি, তারপরও মনে হবে শেষ হয়নি, আরও চাই। দিগন্ত সবময়ই হাতছানি দেয়। নাম না-জানা কত ক্যানিয়ন আর নদী যে অচেনা রয়ে গেছে মানুষের! কিন্তু মানুষ তো মরণশীল, বয়সেও বুড়িয়ে যায়। স্বপ্ন অটুট থাকে, অথচ জরা আর ক্লান্তি তার স্বপ্নপূরণের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

'পাঁচ বছর পরও যদি দেখা হয় তোমার সঙ্গে, মাইক, দেখবে এরকমই আছি। কিংবা হয়তো দশ বছর পরও একই থাকবে আমার অবস্থা। একটা বা দুটো ঘোড়া, দুটো পিস্তল আর একটা রাইফেলের মালিক।'

নিষ্পলক দৃষ্টিতে জনের দিকে তাকিয়ে আছে মাইক, মুখে কথা

যোগাচ্ছে না। কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই জনের, পাহাড় ছাড়িয়ে যেন আরও দূরে চলে গেছে ওর দৃষ্টি, নিজের ভাবনায় ব্যস্ত।

নিজস্ব চিন্তা মাইকেরও রয়েছে।

পোর্চ থেকে নীচে নেমে গেল জন, তারপর করালের উদ্দেশে এগোল। নিশ্চয়ই ঘোড়ার কাছে যাবে, ভাবল মাইক। যখন কিছু চিন্তা করে সে, খেয়াল করেছে ও, ঘোড়াটার সঙ্গে নিজের মত করে কথা বলে; যেন কালো ঘোড়াটা একটা বাচ্চা। তবে এটাও ঠিক প্যাকহর্সটাকেও সমান যত্ন বা খাতির করে জন।

কেবিনে ঢুকল মাইক। আগুনের কাছে দেখতে পেল বাপকে। 'বাবা, কী মনে হয় তোমার, সত্যি বলেছে ও?'

'কে?' চমকে ফিরে তাকাল ওয়েস, মাইকের উপস্থিতি টের পায়নি। 'জন? আলবৎ সত্যি কথা বলেছে!'

'এমনও তো হতে পারে যে উপযুক্ত কারণ আছে বলে গ্রেগ ক্যালকিনকে খুন করেছে ওরা? অবশ্য আদৌ যদি ওদের হাতে খুন হয়ে থাকে সে।'

'লাশটা নিজের চোখে দেখেছি, আর শাটনদের সম্পর্কে জানি আমি, বয়। শুনেছি ওরাই কাজটা করেছে।'

'শুনেছ, দেখোনি। তুমি তো সবসময়ই আমাকে বলো সব শোনা কথা বিশ্বাস করতে নেই?'

'ওদের সঙ্গে তোমার নিজেরও ঝামেলা হয়েছে, মাইক।'

নিজেকে কোণঠাসা মনে হলো মাইকের। কী উত্তর দেবে? অযথা কতক্ষণ তর্ক করা যায়? সত্যিই তো। ওর সঙ্গে জঘন্য আচরণ করেছে জেক শাটনের লোকেরা। 'এতে কিন্তু কিছুই প্রমাণ হয় না,' গোঁয়ারের মত বলল মাইক, তবে নিজেও জানে স্রেফ তর্কের খাতিরে বলা কথা এটা, যুক্তির বিচারে টিকবে না।

বাগান করতে হলে বেড়া লাগবে, আর বেড়ার জন্য দরকার খুঁটি। খুঁটি নিয়ে সমস্যা নেই, যে-কোন গাছের মাঝারি সাইজের ডাল হলে চলে, কিন্তু রেইলের জন্য অ্যাসপেনের ডাল আদর্শ। পরদিন সকালে বয়স্ক

একটা ঘোড়ার পিঠে স্যাডল চাপিয়ে পাহাড়ের উদ্দেশে রওনা দিল মাইক।

অ্যাসপেনের শাখা দীর্ঘ আর সরু হয়। একটা শাখায় আড়াআড়ি ভাবে অন্তত দশটা খুঁটিকে জুড়ে দেওয়া যায়। সঙ্গে কুঠার নিয়ে এসেছে মাইক। উপত্যকায় এসে স্যাডল ছাড়ল, ঘোড়াকে পিকেট করে কাজে নেমে পড়ল।

ষোলো হয়তো সংখ্যার বিচারে বেশি নয়, কিন্তু গায়ে-গতরে যথেষ্ট শক্তিশালী এবং সমর্থ মাইক। কুঠার ব্যবহারে অভ্যস্ত ও। বেশ দ্রুত কেটে চলল। অযথা শক্তি খরচ হচ্ছে না, যাই কাটুক জুত মত কোপ বসাচ্ছে। দুপুর নাগাদ অনেক কেটে ফেলল, সব খুঁটি বসাতে হয়তো সারা দিন লেগে যাবে। নিশ্চিন্ত মনে এবার পাহাড়ী লতা দিয়ে অর্ধেক ডাল বেঁধে ফেলল ও, তারপর দড়ির অন্য প্রান্ত স্যাডল হর্নের সঙ্গে বাঁধল। টেনে নিয়ে যাবে।

সব ডাল র‍্যাঞ্চে নিতে দু'বার আসা-যাওয়া করতে হলো। কাজ শেষে ঘোড়াটাকে নিয়ে ক্রীকের কাছে চলে এল মাইক, পানি খাইয়ে লাগোয়া ঘাসের গালিচায় পিকেট করল। পানির কিনারে বসে খাবারের পোটলা খুলল ও।

রুটি আর মাংস। সামান্য খাবার হলেও সুস্বাদু লাগল।

খাওয়া শেষে বুনো রাস্পবেরির খোঁজে বনে চলে গেল মাইক। অবসরটা এভাবে কাটানো যাক। পাওয়া গেল বটে, কিন্তু বেশিরভাগ ছোট আর শুকিয়ে গেছে। চারপাশে অনেক কচি গাছ। বছর খানেকের মধ্যে প্রায় সবগুলোয় ফল হবে। ভালুক বা পাখি খাওয়ার পরও পর্যাপ্ত পরিমাণে থেকে যাবে।

প্রায় ডজনখানেক বেরি সংগ্রহ করার পর ঘুরে ফিরতি পথে এগোবে, এ-সময় চোখের কোণে নড়াচড়া দেখতে পেল মাইক। সঙ্গে সঙ্গে স্থির হয়ে গেল ও। ধীরে ধীরে পুরো ঘুঁরল, একইসঙ্গে মাথা নিচু করে বসে পড়ল ঝোপের আড়ালে। মনে পড়ে গেছে স্ক্যাবার্ডে রেখে এসেছে রাইফেল। মহা ভুল করেছে! মাইক আশা করছে ওকে হয়তো দেখতে পায়নি কেউ।

প্রায় ঘণ্টাখানেক আগে ডাল কাটার কাজ শেষ করেছে ও, তারমানে বনে ওর উপস্থিতি অন্তত শব্দের কারণে প্রকাশ পায়নি। কেউ একেবারে কাছে থাকলে অবশ্য ভিন্ন কথা।

যেখানে নড়াচড়া দেখতে পেয়েছিল, জায়গাটার দিকে ফিরে বসল মাইক, নিশ্চল শরীর। কান দুটো সজাগ।

পাহাড়ী ঢালের শুরুতে অ্যাসপেনের ঝাড়। বিশাল পাথুরে একটা লালচে দেয়াল রয়েছে এখানে, র‍্যাম্পার্টের শুরুতে। বেশ উঁচুতে উপত্যকায় রয়েছে কেবিনটা, যেখানে মাঝে মধ্যে আসে এলিসা ফ্যালন। কেবিনটা প্রায় দুই মাইল দূরে, মাঝখানে একটা গিরিখাত। গিরিখাত বরাবর তাকিয়ে কিছু দেখতে পাওয়া প্রায় অসম্ভব, দূরত্ব ঠকায় দৃষ্টিসীমাকে।

বাতাস পরিষ্কার, বিশেষ করে পাহাড়ের এপাশে। লালচে দেয়ালের গোড়ায় একটা কিছু নড়ছে, স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে মাইক। সম্ভবত পাথরের উপর আছে কেউ। আশপাশে অনেক ঘোরাঘুরি করলেও প্রয়োজন পড়েনি বলে কখনও ওখানে যায়নি মাইক।

লোকটার অবস্থান র‍্যাম্পার্টের পাশে।

দূরের জিনিস ভাল দেখে বলে সুনাম আছে মাইকের। কয়েকবার চোখ পিটপিট করল ও, স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল অনেকক্ষণ; একসময় ঝাপসা হয়ে এল পাহাড়ী পটভূমি, মনোযোগ তীক্ষ্ণ হলো ওর। নড়াচড়াটা আবার চোখে পড়ল। ক্লিফের গোড়ায় হাঁটছে একটা কিছু, এ-ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। নিশ্চল বসে থেকে দেখে গেল মাইক—একজন লোক লালচে দেয়ালের কিনারা বরাবর হেঁটে পেরিয়ে গেল কয়েক গজ, তারপর হারিয়ে গেল দৃষ্টিসীমার আড়ালে। আরও কিছুক্ষণ বসে থাকল মাইক, কিন্তু আর দেখতে পেল না। লোকটা চলে গেছে।

মনে মনে পরিস্থিতি বিবেচনা করল ও। সত্যি কি কাউকে দেখেছে? বুনো পশুও হতে পারে, তবে মাইক মোটামুটি নিশ্চিত যে একজন মানুষ ছিল সেই "কিছু"টা। হয় সে হাঁটছিল, নয়তো একটা ঘোড়ার পিঠে ছিল। নিঃসন্দেহে উপরে ওঠার পথ খুঁজছিল লোকটা।

ক্লিফে ওঠার কোন উপায় যদি পাওয়া যায়, তা হলে কয়েক মাইল পথ রাইড করতে হবে না। সময়ও লাগবে কম, অন্তত এক ঘণ্টা বেঁচে যাবে।

সহসা মাইকের মাথায় একটা চিন্তা খেলে গেল—লোকটা নিশ্চয়ই জন ক্যালকিন!

শর্টকাট, সময় কম লাগবে এমন পথ খুঁজছে সে।

আমার যেতে অসুবিধা কী? নিজেকে উৎসাহ দিল মাইক। প্রায় পঞ্চাশ গজের মত পিছিয়ে এল ও, চারপাশে ভাল করে তাকিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে নিল। খুঁটিয়ে দেখল লালচে দেয়ালটা।

বেশিরভাগ জায়গা এত খাড়া যে পাহাড় আরোহণে দক্ষ না-হলে উঠতে পারবে না কেউ। তবে মেসার দক্ষিণ অংশে কয়েকটা ভাঁজ রয়েছে, পাহাড়ী চাতাল বলা চলে; অন্তত দেখে মনে হচ্ছে ওঠা যাবে। একটু আগে জনকে মেসার উত্তর পাশে পশ্চিমে যেতে দেখেছে মাইক।

সূর্যের দিকে তাকাল ও। বিকাল হয়ে গেছে প্রায়। এখন আর যাওয়া যাবে না। প্রথমে ক্যানিয়নে নদীর কাছে নামতে হবে, তারপর বাড়ি ফিরতে ফিরতে হয়তো সন্ধ্যার আঁধার নেমে যাবে। উঁহুঁ, অল্প আলোয় এমন খাড়া পাহাড় ডিঙানো চরম ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে। ওর ঘোড়াটা পাহাড় ডিঙাতে দক্ষ হলেও সাহস করতে পারছে না মাইক।

কাল···খুঁটি নিয়ে যেতে ওয়্যাগন নিয়ে আসতে হবে। ওয়্যাগন রেখে এক ফাঁকে লালচে দেয়ালের কাছে চলে যাওয়া যাবে।

সিদ্ধান্তটা মন থেকে মেনে নিতে পারছে না মাইক। এভাবে কাজে ফাঁকি দেওয়া কি ঠিক হবে? হাড়ভাঙা পরিশ্রম করছে ওর বাবা, শীত আসার আগে গুছিয়ে নিতে চাইছে র‍্যাঞ্চটা; আরও মনোযোগী হওয়া উচিত ওর। খুঁটি বা বেড়া না-হলে চলবে না। যা দিচ্ছে, তারচেয়ে বেশিই সময় দেওয়া দরকার।

কিন্তু এক-দেড় ঘণ্টা ব্যয় করলে এমন কি যাবে-আসবে? মনে হয় না। বড়জোর দুই ঘণ্টা লাগবে ওর। মাত্র দুই ঘণ্টা! কুঠার আর জিনিসপত্র গুছিয়ে ক্যানিয়নের দিকে যাত্রা করল মাইক।

নিশ্চিন্ত হতে পারছে না। ধরা যাক, ওয়্যাগন রেখে অভিযানে গেল

ও, তখন যদি পাহাড় থেকে একটা সিংহ বা ভালুক নেমে আসে? তবে এও ঠিক যে অনাহারে না-পড়লে গরু বা ঘোড়া শিকার করে না ভালুক।

এ-সময় ঘোড়া হারানো চলবে না ওদের, এমনকী একটাও নয়।

শেষ বিকালে ক্যানিয়নে পৌঁছল মাইক। গিরিখাতের তলায় চাপ চাপ অন্ধকার, তবে চূড়ায় সূর্যের শেষ রশ্মি ঝলমল করছে। ট্রেইলটা খুবই সঙ্কীর্ণ, চলার সময় গায়ের লোম খাড়া হয়ে যায়। পাহাড়ী ঢালে গাছ না-থাকলে বোধহয় আরও করুণ হত অবস্থা, চলাফেরা অসম্ভব হয়ে পড়ত।

তলায় নেমে এল মাইক। চারপাশে অন্ধকার, তবে বৃষ্টিতে জমে থাকা পানি আঁধারে গলে যাওয়া রুপোর মত ম্লান উজ্জ্বলতা বিতরণ করছে। হাঁটু সমান পানি; ছলাৎ ছলাৎ শব্দে এগিয়ে চলল ঘোড়াটা। সামনে একটা চাতাল রয়েছে। অর্ধেক পথ এসে থামল মাইক, ঘোড়াটাকে জিরিয়ে নেওয়ার সুযোগ দিল। স্যাডলে বসে থেকে ঘুরে পিছনে তাকাল।

কিছু চোখে পড়ল না, কিন্তু পানি ভেঙে এগোনোর শব্দ স্পষ্ট শুনতে পেল; পরপরই পাথরের সঙ্গে খুরের সংঘর্ষের ক্লিক আওয়াজ কানে এল।

গোড়ালির গুঁতো লাগাতে ছুটতে শুরু করল ঘোড়াটা। পিছনে কী আছে জানা নেই ওর, জানার ইচ্ছেও নেই। খুবই ঝুঁকিপূর্ণ জায়গা এটা, বিপক্ষে যদি একজনও থাকে, চুলের মত সরু এবং বিপজ্জনক ট্রেইলে গানফাইটে জড়াতে চায় না মাইক।

চাতালের পরপর খোলা সমতল জায়গা, একটু পর উপত্যকার শুরু হয়েছে। উপরে উঠে এসে স্পার দাবাল মাইক, তুফান বেগে ছুটল ঘোড়াটা। বাড়ির কাছে চলে এসেছে, কিন্তু অযথা ঝুঁকি নিতে নারাজ।

বাড়ি ফিরতে ঘোড়াটার মধ্যেও তাড়া আবিষ্কার করল মাইক, জীবনে কোন ঘোড়ার মধ্যে বাড়ির প্রতি এত টান্ দেখতে পায়নি ও। লেজে আগুন লেগেছে যেন, এমনভাবে ছুটছে ওটা।

দূর থেকে আলো দেখে কী যে ভাল লাগল! আঙিনায় এসে গতি

কমাল মাইক, ছেঁচড়ে স্যাডল ছাড়ল, তারপর ঘোড়াটাকে স্টেবলে নিয়ে এল। দেখল দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে ওর বাবা।

'খড় দিয়ে ওটার শরীর মুছে দিয়ো, বয়, তারপর এখানে চলে এসো। টেবিলে খাবার দেওয়া হয়েছে।'

স্যাডল-ব্রিডল খুলে পার্টিশনের কাছে চলে এল মাইক, দেখল পাশের স্টলে দাঁড়িয়ে আছে জন ক্যালকিনের কালো গেল্ডিং। দেয়ালের আঙটায় স্যাডল ঝুলিয়ে রেখে গেল্ডিংয়ের পাশে এসে দাঁড়াল ও; নিচু স্বরে কথা বলতে বলতে পিঠে হাত রাখল।

খড় দিয়ে মোছা হলেও বোঝা যাচ্ছে যে ঘামে ভিজে গিয়েছিল ঘোড়াটার শরীর। চামড়া এখনও ভেজা।

কেবিনের দরজায় এসে দাঁড়াতে জনকে টেবিলে বসা দেখতে পেল মাইক। মুখ তুলে তাকাল সে, হাসল। হাসিটা দেখেই রাগে পিত্তি জ্বলে গেল মাইকের। নিজেকে কী মনে করে সে? একটা ব্যাপার বুঝতে পারছে না ও, এত তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এল কী করে?

লালচে দেয়ালের পাশে ঘুরঘুর করা লোকটা জন ক্যালকিন না-ও হতে পারে। তা হলে কে ছিল সে? ক্যানিয়নের ট্রেইলে ওকে অনুসরণ করছিল কে?

সাত

ভিতরে ভিতরে বিরক্ত ও অস্থির বোধ করছে জন ক্যালকিন। সময় কাটানো কঠিন হয়ে পড়েছে ওর জন্য। পড়ার মত একটা কিছু পেলে সময় কেটে যেত, অথচ কিচ্ছু নেই!

পড়াশোনার সঙ্গে একেবারে পরিচয় নেই মুরদের। কেবিনে

Illiad-এর এক কপি পেয়েছিল জন, ওটা গ্রেগের। এটাও একটা রহস্য, কারণ পড়ুয়া হিসাবে খ্যাতি ছিল গ্রেগের। ওর বাড়িতে মাত্র একটা বই থাকবে, কল্পনাই করা যায় না।

'ওয়েস,' একসময় জানতে চাইল জন, আর ধৈর্য রাখতে পারছে না। 'তোমরা যখন প্রথম এসেছিলে, তখনও কি মাত্র একটা বই ছিল? বই পেলে নাওয়া-খাওয়া ভুলে যেত গ্রেগ। ওর বাড়িতে একটার চেয়ে বেশি বই থাকার কথা।'

'বই? হ্যাঁ, ছিল তো। বিস্তর! সবক'টা বাক্সে ভরে চিলেকোঠায় রেখে দিয়েছি। এত বই কত জায়গা আটকে রাখে, চিন্তা করো! তা ছাড়া, ধুলোও জমছিল, তাই ভাবলাম অযথা পড়ে থাকার চেয়ে বরং তুলে রাখাই ভাল।

'পড়ালেখা শিখিনি বললেই চলে। বই দেখলে আমার জ্বর ওঠে। মাইক অবশ্য পড়তে চায়, কিন্তু সারাদিন খেটে বেচারা বই পড়ার ফুরসতই পায় না।'

'তোমরা কিছু মনে না-করলে বইগুলো দেখতে চাই। হয়তো পড়ার মত দু'একটা পেয়ে যাব।'

'দেখো, অসুবিধা কী! একবার অবশ্য ইচ্ছে করায় কয়েকটা উল্টেপাল্টে দেখেছিলাম, কিন্তু আগা-মাথা বুঝিনি! গ্রীকদের লেখা বই, ইতিহাস বিষয়ক হবে হয়তো। র‍্যাঞ্চ বা চাষাবাদ সম্পর্কে একটাও নেই।'

ইদানীং ভোরবেলায় ঠাণ্ডা পড়ছে। পাহাড় থেকে ছুটে আসা শীতল বাতাস শরীরে কাঁপ ধরিয়ে দেয়। গত শীতে জমে থাকা কিছু বরফ যে এখন গলছে, হিমশীতল বাতাস তারই প্রমাণ।

খড়ের গাদার কাছে এসে একটা কুঠার তুলে নিল জন, তারপর বনে চলে এল। প্রায় আধ-ঘণ্টা টানা কাঠ কাটল। ক্ষণিকের জন্য থেমেছে বটে, স্রেফ চারপাশে নজর চালানোর জন্য। প্রতিটি ক্যানিয়ন, ড্র, উপত্যকা, ক্লিফ...দৃষ্টিসীমার মধ্যে যা আছে, কিছুই বাদ দেয়নি—খুঁটিয়ে দেখেছে, প্রতিটির অবস্থান মনে গেঁথে নিয়েছে।

খানিক উত্তরে লস্ট ক্যানিয়ন। উত্তর-পুব দিক থেকে মাটির বুক

চিরে আসা বিশাল এক ফাটল, প্রায় পুরোটাই ঘন বনভূমিতে ভরা। এখান থেকে প্রায় তেমন কিছু চোখে পড়ছে না; তবে এখানে আসার প্রথম দিন ওদিকে চক্কর মেরেছে জন। একেবারে তলায় ক্ষীণ একটা ক্রীক বইছে।

*কোন একদিন ওখানে নামতে হবে...*ভাবল ও।

লস্ট ক্যানিয়নের আশপাশের বিস্তীর্ণ এলাকায় এখনও ঠিকমত আবাস গড়ে উঠেনি। ১৭৬৫ সালের দিকে এখানে এসেছিল রিভেরা, আর ১৭৭৬-এ ক্যানিয়ন পাড়ি দেয় এসক্যালেন্তে। এরা ছাড়া অন্য কেউ অভিযান চালায়নি লস্ট ক্যানিয়নে, তবে সাধারণ মানুষ নিশ্চয়ই চলার পথে পেরিয়ে গেছে, শিকার করেছে, কিংবা প্রসপেক্টিং করেছে। অতিরিক্ত কৌতূহলী কিছু মানুষ থাকে যারা প্রয়োজনের চেয়ে বেশি আগ্রহী, অযথা ঘোরাঘুরি করে। এ ছাড়াও একটা দল রয়েছে যারা আবিষ্কারের নেশায় মশগুল, চারপাশে কী ঘটছে বা কে কী করছে এ-নিয়ে তাদের কৌতূহলের শেষ নেই।

বগলে করে আনা কাঠ গাদায় রেখে চিলেকোঠায় উঠে এল জন, বই নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। খাঁটি ল্যাটিনে লেখা Odes of Hores দেখে লাভ হবে না ওর। এই বিদ্যে শেখা হয়নি। পুরো পরিবারের মধ্যে কেবল গ্রেগই ল্যাটিন জানত।

১৮৪২ সালে প্রকাশিত আলফ্রেড টেনিসনের সমসাময়িক দুটো কাব্যগ্রন্থ রয়েছে। টেনিসনের বই আগেও পড়েছে জন, বেশ উপভোগ করে। আপাতত এই দুটোতে চলবে। অন্যগুলো পরেও পড়া যাবে। জোড়া কাব্যগ্রন্থ নিয়ে নীচে নেমে এল ও।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে পাতা উল্টে চলে চলেছে জন, তর সইছে না। মাঝে মধ্যে কবিতার নামের উপর চোখ বুলাচ্ছে। সংবাদপত্রের ছেঁড়া এক টুকরো দিয়ে একটা পৃষ্ঠা নির্দিষ্ট করা। ওই পৃষ্ঠার কবিতার নাম Ulysses।

পরে পড়বে ভেবে বই বন্ধ করে রেখে দিল জন।

কেবিনের বাইরে এসে দেখল বাপ-ব্যাটা দু'জনের কেউই নেই, কাজে বেরিয়ে গেছে। মাইকের ঘোড়া বা ওয়্যাগনও নেই। ঘুরে

কেবিনে ঢুকে পড়বে এ-সময় চোখের কোণ দিয়ে ড্র ধরে আগুয়ান তিন রাইডারকে পলকের জন্য দেখতে পেল জন।

দ্রুত পায়ে ভিতরে চলে এল ও, রাইফেল তুলে নিয়ে দরজার পাশে রেখে দিল। স্টেবলের কাছাকাছি ঝোপে আচমকা নড়াচড়া চোখে পড়ল। ঝটিতি হোলস্টারে চলে গেল ওর হাত, ড্র করতে যাবে এ-সময় একটা কণ্ঠ চেঁচিয়ে উঠল: 'গুলি কোরো না, জন!'

ওয়েস মুর, হাতে নিড়ানি। সঙ্গে কোন অস্ত্র নেই।

'যেখানে আছ সেখানেই থাকো, নয়তো বার্নে চলে যাও,' পরামর্শ দিল জন। কথা বললেও মুহূর্তের জন্যও অন্য কোন দিকে দৃষ্টি সরায়নি, লাগাতার চোখ রেখেছে রাইডারদের উপর। লাল বে ঘোড়াটা পরিচিত ওর। বিশাল, প্রায় দৈত্যাকার ঘোড়া। আনুমানিক বারোশো পাউন্ড তো হবেই, বেশিও হতে পারে। উচ্চতায় অন্তত ষোলো হাত। ক্ষিপ্র, চঞ্চল, তেজী। চৌহদ্দিতে বেশ কয়েকটা রেসে জিতেছে ঘোড়াটা।

এটা জেফ স্টেঙ্গলের ঘোড়া। স্টেঙ্গল ছাড়া আর কেউ ওটায় চড়েনি কখনও।

টম ড্রেকা সঙ্গে আছে নিশ্চয়ই। থাকতে বাধ্য। জাতে আধা-ফিনিশ, আগাগোড়া নীচ, ঝামেলাবাজ; ইউটাহ্‌র স্ক্যান্ডিনেভিয়ান কলোনিতে বাস করত সে, কিন্তু অতিষ্ঠ হয়ে জ্ঞাতী ভাইয়েরা ওকে তাড়িয়ে দেয় একসময়। অস্ত্রে চালু। কয়েকটা খুনের অভিযোগ রয়েছে ড্রেকার বিরুদ্ধে, যার অন্তত তিনটা একেবারে নৃশংস এবং মামুলি কারণে করা।

আঙিনা হয়ে বাড়ির দিকে এগিয়ে এল ওরা, দোরগোড়ায় দাঁড়ানো জনকে দেখতে পেয়ে রাশ টানল।

'হাউডি, ক্যালকিন!' নিরাবেগ কণ্ঠে শুভেচ্ছা জানাল স্টেঙ্গল। 'অনেকদিন পর দেখা হলো তোমার সঙ্গে।'

'শেষবার ফোর্ট ওঅর্থে দেখা হয়েছিল না?' জানতে চাইল জন।

টম ড্রেকা সোনালি-চুলো শীর্ণদেহী মানুষ। গায়ে চেক শার্ট। তৃতীয়জন বিশালদেহী, ব্যারেলের মত চওড়া বুক আর ঘাড় মোষের

মত। ন্যাড়া চাঁদি চকচক করছে নিয়মিত তেল দেয় বোধহয়। লোকটাকে চিনতে পারছে না জন, আগে কখনও দেখেছে কি-না নিশ্চিত নয়।

'কোথাও যাচ্ছ তোমরা?' জানতে চাইল ও।

'ঘুরে-ফিরে দেখছি। মাইনিং করার ইচ্ছে আছে। আচ্ছা, কখনও লা প্লাটার ওদিকে গেছ তুমি?'

'দু'একবার গেছিলাম।'

'খুবই নির্জন এলাকা, তবে দেখতে সুন্দর। ড্রিঙ্ক আছে? খালি মুখে কি গল্প জমে?'

'কী খাবে—পানি না কফি? হুইস্কি নেই আমাদের।'

'কফি হলেই চলবে,' প্রকাণ্ড বে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামল জেফ স্টেঙ্গল, একে একে অন্যরাও নামল। ধীর পায়ে বাড়ির দিকে এগোল সবাই।

মাঝ পথে গিয়ে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল ড্রেকা, বার্নের দিকে চলে গেছে দৃষ্টি, স্থির চাহনিতে তাকিয়ে থাকল কয়েক সেকেন্ড, তারপর পাশে দাঁড়িয়ে থাকা টেকোকে নিচু স্বরে বলল কী যেন।

শেল্ফ থেকে চারটা কাপ নামাল জন, কফিপট থেকে কফি ঢালল কাপে। টেবিলে এসে বসল সবাই।

'দুঃখিত, চিনি নেই,' জানাল জন। 'মধু হলে চলবে?'

'আমার কাছে মধুই ভাল লাগে,' বলল স্টেঙ্গল।

জেক স্টেঙ্গল সুদর্শন মানুষ। চওড়া কপালের নীচে লম্বাটে মুখ, চুলগুলো সবসময় পরিপাটি থাকে। ত্রিশের কাছাকাছি হবে বয়স, কিন্তু দেখে আরও তরুণ মনে হয়। পিস্তলে খুবই চালু। র‍্যাঞ্চারদের কয়েকটা ফিউড আর শূটিংয়ে অংশগ্রহণ করেছিল সে, নিজস্ব দক্ষতার কারণে দিব্যি টিকে আছে এখনও।

গ্যারি···তৃতীয় লোকটার নাম গ্যারি হ্যালেট, হঠাৎ মনে পড়ল জনের। কখনও কখনও অন্য নাম ব্যবহার করে বটে, তবে এটাই তার আসল নাম।

'তোমার মত লোকের এখানে থাকার কথা নয়, ক্যালকিন,' মৃদু

স্বরে মন্তব্য করল জেফ স্টেঙ্গল। 'আমার তো ধারণা ছিল তুমি পুরোপুরি শহুরে মানুষ।'

'বুনো এলাকা পছন্দ আমার। যত বুনো তত আনন্দ।'

'মনের মত জায়গা পেয়েছ এবার। আশপাশে কেউ নেই বললে চলে। যে-কোন দিকে শত মাইল গেলেও বোধহয় কারও সঙ্গে দেখা হবে না।'

'শাটনদের কথা বাদ দিলে,' জুড়ে দিল জন।

মুখ তুলে তাকাল স্টেঙ্গল, নিঃশব্দে হাসল। 'দেখা হয়েছে নাকি ওর সঙ্গে?'

'জেক শাটন নিজে আসেনি, তবে ওর কিছু লোক এসেছিল। বেশিক্ষণ থাকেনি।' ক্ষণিকের জন্য থামল জন, বোঝার চেষ্টা করল স্টেঙ্গল ভান করছে কি-না। ওদের আউটফিটের লোক এসেছে, এলিসা জানে অথচ স্টেঙ্গল জানে না, এটা কেমন করে হয়? জেফ স্টেঙ্গল এমন এক মানুষ যার কাছে সব খবরই থাকে। পেশার খাতিরে রাখতে হয়।

'তুমি কিছু জানো না?' খেই ধরল জন। 'দু'জনের নাম জানি। পিট হ্যারিগান আর বিল হ্যানলন এসেছিল।'

জনের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকল স্টেঙ্গল, ফের হাসল। 'আচ্ছা! বলতে চাইছ ওদের পিছু হটতে বাধ্য করেছ? এখান থেকে তাড়িয়ে দিয়েছ?'

সবার কাপ আবার ভরে দিল জন। 'ঘটনাটা আসলে কী, তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ? হিসাবে একটু গরমিল হয়ে গিয়েছিল ওদের। হয়তো সঙ্গে আরও কয়েকজন থাকলে সাহস করতে পারত ওরা।'

সবক'টা দাঁত বের করে হাসল স্টেঙ্গল। 'মানুষটা তুমি যেমনই হও, ঠিক এজন্য তোমাকে ভাল লাগছে, ক্যালকিন। প্রার্থনা করি তোমাকে যেন খুন করতে না-হয়।'

'খুব লজ্জার হবে ব্যাপারটা, তাই না, স্টেঙ্গল? কেউ তোমাকে ওই কাজ করার জন্য পাঠিয়েছে নাকি? আহা রে, বয়সটা তোমারও কম!'

জ্বলে উঠল বন্দুকবাজের চোখ, কিন্তু নিজেকে সামলে নিয়ে

আবারও হাসল সে। 'কফি দারুণ হয়েছে জন, ধন্যবাদ। তোমার সঙ্গে কথা বলে ভাল লাগল।'

'কী জানো, জেফ, মনে মনে আশা করছিলাম তোমাকে দেখা হওয়ার দরকার ছিল। ভাবছিলাম কথাগুলো হয়ে গেলে দু'জনের জন্যই ভাল হবে। শাটনদের চেয়ে আমাকে ঢের ভাল জানো তুমি, এটা জানো নিশ্চয়ই যে কখনও মিথ্যে বলি না আমি?'

'তুমি?' নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল স্টেঙ্গল। 'কেউ যদি এ-ব্যাপারে সামান্য ইঙ্গিতও দেয়, গুলি করে ওর মুখ ভর্তা করে দেব!'

'কী যেন খুঁজছে শাটন। জিনিসটা নেই এখানে, কখনও ছিলও না। কিন্তু কে বোঝাবে ওকে? খুঁটিনাটি সব জানি না, তবে এটুকু জানি যে আর কিছু না-হোক অন্তত গুপ্তধন নেই। কিছু যদি থেকেও থাকে, সেটা গুরুত্বপূর্ণ মনে হতে পারে শুধু কোন পণ্ডিত বা সমাজ বিজ্ঞানীদের কাছে।'

'মানে?' হঠাৎ সচেতন হয়ে গেল ড্রেকা।

'মেক্সিকো থেকে আসার সময় সঙ্গে মূল্যবান একটা কিছু নিয়ে এসেছিল গ্রেগ। তবে সেটা শুধু ওর কাছে মূল্যবান ছিল। অথচ সেই থেকে উল্টাপাল্টা অনুমান করে গুজব ছড়িয়েছে লোকজন। কাল্পনিক রত্নের আশায় হন্যে হয়ে পড়েছে কেউ কেউ।'

'তো?'

'গ্রেগ যাই আনুক, শপথ করে বলছি জিনিসটা কখনও দেখিনি আমি, কিন্তু জানি যে রত্ন বা গুপ্তধন নয়। সম্ভবত কোন তথ্য। বই, পাণ্ডুলিপি, বা নোট হতে পারে...কিংবা কয়েক টুকরো শ্লেটও হতে পারে। ইতিহাস সম্পর্কে আগ্রহ বোধ করে এমন লোকের কাছে এসবের মূল্য অনেক, আর আমাদের মত সাধারণ মানুষের কাছে যার ফুটো পয়সারও মূল্য নেই।'

অবিশ্বাসের হাসি টম ড্রেকার মুখে। 'তুমি নিশ্চয়ই আমাদের বেকুব মনে করছ না? তা হলে কীভাবে আশা করো এমন উদ্ভট গল্প বিশ্বাস করব? মূল্যহীন জিনিসের জন্য কেন জীবনের ঝুঁকি নেবে বুদ্ধিমান একজন মানুষ?'

চিন্তিত মনে হচ্ছে স্টেঙ্গলকে। 'এখানে যদি কিছু নাই থাকে, তা হলে অযথা খেটে মরছি আমরা? শূন্য হাতে বাড়ি ফিরে যেতে হবে?'

শ্রাগ করল জন। 'জেক শাটনকে তো চেনো। কখনও কি শুনেছ ওর কাছ থেকে কিছু খসাতে পেরেছে কেউ, সেটা যত সামান্যই হোক? দেখো, জেফ, জীবনে বহু ঘাটের পানি খেয়েছি আমরা, বহু টাফ আউটফিটের হয়ে কাজ করেছি, দু'জনেই জানি এমন উদ্ভট লাভের প্রত্যাশায় লড়াই করে কেবল মাথাগরম তরুণ আর কল্পনাপ্রবণ যুবকেরা, আমাদের দুনিয়ায় এসবের মূল্য নেই। রত্নই যদি না পাওয়া যাবে, তা হলে কীসের জন্য লড়াই? তুমি জানো অস্ত্রে কতটা চালু আমি, আমিও জানি তোমার সম্পর্কে। স্রেফ আনন্দের জন্য তোমার বিরুদ্ধে লড়তে চাই না আমি, এবং এটাও জানি যে বড়সড় লাভের আশা না-থাকলে আমার মুখোমুখি হতে তুমিও রাজি নও।'

'সোনার ব্যাপারটা তা হলে ভুয়া?'

'হ্যাঁ। তুমি বরং আমার একটা প্রস্তাব শোনো। ড্রেকা আর তুমি মিলে কথা বলো শাটনের সঙ্গে। সবকিছু ওকে খুলে বলতে বোলো। আমি নিশ্চিত ভিত্তিহীন স্বপ্নের পিছনে ছুটছে সে। প্রথম কেউ একটা গল্প বলেছিল, সেটা শুনে আরেকজন বলল, তারপর এভাবে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল গল্পটা, এবং প্রতিবার রঙিন আর বড় হতে লাগল। শেষপর্যন্ত দাঁড়াল এরকম যে পাহাড় পরিমাণ রত্ন নিয়ে মরুভূমি পাড়ি দিয়ে মেক্সিকো থেকে এসেছে গ্রেগ ক্যালকিন, সঙ্গে ছিল বেন শাটন। কিন্তু এত রত্ন নিয়ে কীভাবে মরুভূমি পাড়ি দিল ওরা?'

কিছুটা হলেও প্রভাবিত হয়েছে স্টেঙ্গল, দেখতে পাচ্ছে জন, তবে এখনও সন্দেহ কাটেনি। কিন্তু টম ড্রেকা ওর কথায় প্রভাবিত হওয়া দূরে থাক, পাত্তাই দিচ্ছে না, আসলে একটা শব্দও শোনেনি। জনের কথা যে শুনছে না, আচরণে বুঝিয়েও দিচ্ছে।

'শাটন বোকা নয়,' জেদী সুরে বলল ড্রেকা। 'ও ভাল করে জানে কীসের পিছনে ছুটছে।'

'আমাদের পুবের পাহাড়টা দেখেছ? লোকের ধারণা ওখানে সোনা আছে। গেলে বহু প্রসপেক্টরকে দেখবে, সোনার আশায় মাটি খুঁড়ে

চলেছে। কিন্তু সোনার দেখা বোধহয় এই জীবনে পাবে না ওরা। ওদের যদি চালাক বলো, তা হলে জেক শাটনকেও চালাক বলা যায়।' শেষ চুমুক দিয়ে শূন্য কাপ নামিয়ে রাখল জন। 'আমার কথা শেষ, জেফ। যা খুশি বুঝে নাও, কিন্তু স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছি আমার অবস্থান। তুমি যেমন আমাকে চেনো, আমিও হাড়ে হাড়ে চিনি তোমাকে।'

'তা হলে এজন্যই এখানে এসেছ তুমি?' জানতে চাইল ড্রেকা।

'ভাল প্রশ্ন করেছ। আমার ভাইয়ের মৃত্যু একটা কারণ। হ্যাঁ, খুন হয়েছে গ্রেগ, এটা আমার আসার কারণ বটে। কিন্তু আসল কারণটা জানতে পারলে হয়তো হজম করতে পারবে না তুমি, ড্রেকা।

'জীবনে বহু জায়গায় ঘুরেছি। লড়েছি, জুয়া খেলেছি, সামান্য কারণেও মানুষ খুন করেছি। শহরে, রেঞ্জে, রেলরোডের হয়ে···কোথায় না লড়েছি! সম্পত্তি বলতে কিছু নেই আমার, সম্পদের মালিক হওয়ারও ইচ্ছে নেই, তবে দুনিয়ার জ্ঞানের ভাণ্ডার সামান্য সমৃদ্ধ করার জন্য জীবনের আরও দশটা বছর ব্যয় করতে আপত্তি নেই আমার।

'ক্যালকিনরা যে খুব সফল মানুষ, তা বলা যাবে না। ব্যর্থতা আমাদেরও আছে, ড্রেকা। কাজ শুরু করে শেষ করতে ভাল লাগে আমাদের। সান্তা ফের ট্রেইল যতটা ভাল চেনো তুমি, আমি ঠিক সেভাবেই জানি আমার পরিবারের তিনশো বছরের ইতিহাস। যা শুরু করি শেষ করি আমরা, অন্তত চেষ্টা করি। চেষ্টা করতে করতে মৃত্যুকেও বরণ করি। অর্থাৎ হাল ছেড়ে দেওয়া আমাদের ধাতে নেই। জেদ, অহঙ্কার বা গোয়ার্তুমি যাই বলো···এই বোকামি করে আসছে ক্যালকিনরা, এবং ভবিষ্যতেও করবে।

'স্টেঙ্গল, আমার কথা মন দিয়ে শোনো। লক্ষ বছর আগে প্রথম শিখতে শুরু করে মানুষ, একটু একটু করে তাদের জ্ঞানের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হতে থাকে। অজ্ঞতা আর অন্ধকারকে দূরে ঠেলে দিয়ে জ্ঞানের একটা দেয়াল তৈরি করে মানুষ।

'আমার ধারণা মেক্সিকো থেকে ওই দেয়ালের একটা ইট বা ওরকম কিছু নিয়ে এসেছিল গ্রেগ ক্যালকিন। হয়তো হারিয়ে যাওয়া প্রাচীন কোন সভ্যতা সম্পর্কে সূত্র, কিংবা ভয়াবহ রোগের চিকিৎসার

উপায়, আবার উন্নত জাতের কোন ফসল ফলানোর কৌশলও হতে পারে। মায়াদের একটা বই হতে পারে, হয়তো ভস্ম হয়ে যায়নি, কোনভাবে বেঁচে গিয়েছিল। একটা ব্যাপার নিশ্চিত জানি, সেটা হচ্ছে গ্রেগ ক্যালকিনের আনা জিনিসটা সোনা নয়।'

হাই তুলল ড্রেকা। 'চলো, জেফ। কাঁহাতক আর বসে থাকবে? ওর গল্প শুনে ঘুম পাচ্ছে আমার।' উঠে দাঁড়াল সে। 'কথাবার্তা খুবই গুছিয়ে বলতে পারো তুমি, ক্যালকিন, কিন্তু আমার বেলায় চিঁড়ে ভিজবে না। তোমার কথার এক বর্ণও বিশ্বাস করিনি।'

উঠে দাঁড়াল স্টেঙ্গল। 'আমাকে সঙ্গে যেতে বলছ, ক্যালকিন?'

'না। তুমি-আমি আসলে একই জাতের লোক। মার্সেনারি। টাকার বিনিময়ে লড়াই করি। আমি শুধু বলতে চাই—ধাপ্পা খেয়ো না। বিনিময়ে কী পাবে, নিশ্চিত হয়ে লড়াই কোরো। তোমার মত ভয়ঙ্কর লোকের বিরুদ্ধে যদি লড়তে হয়, আগে আমি নিশ্চিত হয়ে নেব কাজ শেষে কী পাব। ও হ্যাঁ, ভাল কথা, পাওনা আমি সত্যি পাব। কিন্তু তুমি কী পাবে?

'মুখোমুখি যদি দাঁড়াই আমরা, জেফ, অন্তত একজন পৃথিবী থেকে বিদায় নেবে। দু'জনেই খতম হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বোধহয় তারচেয়েও বেশি। অ্যাকশনে তোমাকে দেখেছি আমি। দারুণ! আমার ধারণা আমাকেও দেখেছ তুমি।'

'দেখেছি।'

'তা হলে শাটনকে উদ্ভট গল্প বাদ দিয়ে আরও নিরেট কিছু নিয়ে আসতে বলো।'

'গোপন কী যেন জানে সে। ফালতু ব্যাপারে দৌড়াদৌড়ি করে না ও।'

'তাই নাকি? আচ্ছা, ওয়েলস ফার্গোর ট্রাঙ্ক ভরা সোনার গল্প কতবার বলেছে ও? অথচ বাস্তবে যখন খুঁজে পেল ওটা, দেখা গেল ভিতরে কিছু নেই।'

'তুমি হয়তো ঠিকই বলেছ, জন। কিন্তু তোমার কথায় বিশ্বাস করবে না ড্রেকা। সোনা পাওয়ার লোভে উন্মাদ হয়ে গেছে ও। পিস্তল

বা রাইফেলে ওর জুড়ি নেই, ক্যালকিন, সত্যি খুঁজে পাবে না।'

'দেখা যাবে কতটা ভাল ও, তখন যেন ওর পাশে বা পিছনে থেকো না তুমি।'

'মাথা খারাপ! নিজের লড়াই আমি নিজে করি। তুমি আর সে···দেখার মত ব্যাপারই হবে! খুব ভাল লাগবে আমার।'

হ্যাট তুলে নিয়ে গ্যারি আর ড্রেকার পিছু পিছু দরজার দিকে এগোল জেফ স্টেঙ্গল। 'দেখা হবে, জন,' দোরগোড়ায় ক্ষণিকের জন্য দাঁড়াল সে। 'ধন্যবাদ। বুড়োর সঙ্গে কথা বলব আমি।'

পোর্চে দাঁড়িয়ে তিন রাইডারকে চলে যেতে দেখল জন।

ঝোপ থেকে বের হয়ে বাড়ির দিকে এগোল ওয়েস মুর। 'ব্যাপার কী, বলো তো?' উত্তেজিত স্বরে জানতে চাইল সে। 'মাথামুণ্ড কিছুই বুঝলাম না!'

'ওরা হচ্ছে ড্রেকা আর স্টেঙ্গল, খুবই বিপজ্জনক লোক। জেক শাটনের ভাড়াটে খুনী।'

'তাই নাকি? এতক্ষণ ধরে কথা বলছিলে, কফিও গেলালে ওদের। আমার তো ধারণা হচ্ছিল তোমার পুরানো বন্ধু ওরা।'

'উঁহুঁ, তা নয়। স্টেঙ্গল যেমন চেহারা আর সুনাম থেকে চেনে আমাকে, একইভাবে ওকেও চিনি আমি। এমনকী একই বাঙ্কহাউসেও খেয়েছি আমরা, দু'বার আমি যে স্টেজ চালিয়েছি সেটার শটগান গার্ড হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছে ও। তবে আজকের আগে কখনও ড্রেকাকে দেখিনি···কিন্তু এটা জানতাম যে র‍্যাটলারের মতই নীচ আর হিংস্র ও।'

'স্টেঙ্গলও কি তা নয়?'

'অস্ত্র হাতে আমার দেখা সেরাদের একজন জেফ স্টেঙ্গল। দশজনের বিরুদ্ধেও যদি লড়তে হয়, মরার আগে অন্তত কয়েকজনকে খতম করবে ও এবং এক বুলেটে মরবে না, ওকে মারতে হলে অন্তত পাঁচ-ছয়টা লাগাতে হবে। যদ্দুর জানি এ-পর্যন্ত ছয়টা বুলেটের ক্ষত তৈরি হয়েছে ওর শরীরে। এখনও টিকে আছে সে। যারা ওকে গুলি করেছিল, সবাই মারা গেছে। আমি ওকে বোঝাতে চেষ্টা করেছি যে

আসলে এখানে কোন গুপ্তধন বা সোনা নেই, সেক্ষেত্রে ওর মজুরি পাওয়ার সম্ভাবনাও নেই। স্টেঙ্গল প্রায় বিশ্বাস করেছে, কিন্তু ড্রেকা পাত্তাই দেয়নি। খুবই একরোখা লোক।'

মিনিট খানেক নীরবে কেটে গেল, চুপ করে আছে ওয়েস মুর। শেষে বলল, 'ক্যালকিন, এখানে আর থাকতে চাই না আমি। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চলে যাব। তোমাদের মত লোকের ভিড়ে আমার বা মাইকের থাকা চলে না, আমি চাই না বেহুদা গুলি খাক ও।'

শ্রাগ করল জন। 'যাবে কি থাকবে, সেটা তোমার সিদ্ধান্ত। কিন্তু মনে রেখো এরচেয়ে ভাল জায়গা কমই পাবে। গরু পালতে পারলে ভাগ্য ফিরে যাবে তোমার। পানির অভাব নেই, উপত্যকায় পর্যাপ্ত ঘাস আছে, কেটে রাখলে শীতে খড়ের চাহিদাও মিটে যাবে। মাঝে মধ্যে শিকার করলে তাজা মাংস পাওয়া যাবে। এরচেয়ে বেশি সুবিধা আর কোথায় পাবে?'

'সবই ঠিক আছে। কিন্তু অযথা মরার ইচ্ছে নেই আমার, বিশেষ করে অন্যের লড়াইয়ে দর্শক অবস্থায়। দেখো, জন, আমি আসলে নিরীহ মানুষ। ঝামেলাবাজ লোকদের দু'চোখে দেখতে পারি না। এটাও চাই না যে আমার ছেলের আশপাশে থাকুক অমন কেউ, কারণ সঙ্গদোষের একটা ব্যাপার আছে। আমি চাই না মাইক স্টেঙ্গল বা ওদের মত হয়ে যাক।'

'আমার মত?'

'হ্যাঁ, কিংবা তোমার মত। তোমার সম্পর্কে প্রায় তেমন কিছুই জানি না আমি, ক্যালকিন। যা শুনেছি, সব যদি সত্যি হয়ে থাকে তা হলে নির্দ্বিধায় বলা যায় গোলাগুলিতে তুমি কারও চেয়ে কম যাও না।'

'হ্যাঁ, সত্যি। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে, থেকে যাও···ওরা যাতে তোমাদের না-ঘাঁটায় সে-ব্যবস্থা করব আমি। তোমাদের ধারে-কাছে ভিড়তে দেব না ওদের। শুধু একটা কাজ করার আছে তোমার, মাইককে বুঝিয়ে-শুনিয়ে পাহাড়ে যেতে নিষেধ কোরো। মনে হচ্ছে ওই মেয়েটার প্রতি আগ্রহ আছে ওর।'

'মাথা খারাপ! ও তো মেয়েটাকে দেখেওনি!'

'ও খুব নিঃসঙ্গ ছেলে, ওয়েস। এই বয়সটা তুমিও কাটিয়ে এসেছ, জানোই তো কেমন। ষোলো বছর বয়সে সব ছেলেই সুন্দরী একটা মেয়ের স্বপ্ন দেখে। যাই হোক, আশপাশে মেয়ে বলতে ওই একজনই আছে।'

'যত খুশি স্বপ্ন দেখুক। স্বপ্ন দেখলে কারও ক্ষতি হয় না।'

'যদি না মেয়েটার সঙ্গে মিশতে গিয়ে নিজেকে শাটন গ্যাঙের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলে।'

খিস্তি আওড়াল ওয়েস মুর। 'আচ্ছা, এজন্যই খুঁটি কাটতে যাওয়ার সময় রাইড করার ঘোড়াটা নিয়ে গিয়েছিল!' হঠাৎ থামল সে, ভুরু কুঁচকে গেছে। 'যাক্‌গে, ফিরে আসবে ও। নিশ্চয়ই ফিরে আসবে।'

হঠাৎ একটা চিন্তা এল জনের মনে। 'ওয়েস, প্রথম যখন এসেছিলে তোমরা, বইগুলো কি বাক্সে ভরা ছিল?'

'না। শেল্ফে ছিল সব বই।'

'বই ছাড়া আর কিছু ছিল?'

'মনে হয় না,' টেবিলে গিয়ে বসল ওয়েস। 'একটা কথা, জন, গ্রেগ ক্যালকিন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মারা যায়নি, বেশ কিছুক্ষণ বেঁচে ছিল।'

'কীভাবে বুঝলে? তুমি নিজেই বলেছ তোমরা আসার অনেক আগেই মারা গেছিল ও?'

'হ্যাঁ, মারা গিয়েছিল আগেই, কিন্তু সিঁড়িতে কয়েকটা কথা লিখে গেছে। এজন্যই আমার মনে হচ্ছে সত্যি কোন গুপ্তধন আছে। কয়েকটা সংখ্যা লিখে রাখার চেষ্টা করেছে সে।'

'দেখাবে আমাকে?'

'নিশ্চয়ই। এতদিনে অবশ্য অস্পষ্ট হয়ে গেছে। পেন্সিলটাও ভোঁতা ছিল।'

বেরিয়ে এল ওরা। প্রথম আর দ্বিতীয় সিঁড়ির মাঝে লেখা, খুব ভাল করে না-দেখলে বোঝা যায় না, একেবারে অস্পষ্ট। লেখাটা হচ্ছে:

Ten···

'সিঁড়ির ঠিক গোড়ায় ছিল সে, হামাগুড়ি দিয়ে নিচে হওয়ার চেষ্টা

করেছিল। যাই হোক, ওভাবেই পড়ে ছিল অনেকদিন। কয়োট আর নেকড়ে লাশের কিছু ক্ষতি করেছে অবশ্য। কিন্তু আমার ধারণা লেখা শেষ করার আগেই মারা গিয়েছিল সে।'

সিধে হলো জন, হতাশ বোধ করছে। একটা সূত্র আশা করেছিল, কিন্তু···

গ্রেগ খুবই সাবধানী মানুষ ছিল। জনের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ ছিল ওর। জানত যে একদিন না একদিন জন আসবে এখানে। নিজেকে গ্রেগের জায়গায় কল্পনা করল জন, একটা না একটা সূত্র রেখে যেতই।

কিন্তু কিছু নেই···কিচ্ছু না।

আট

গতকাল রেখে যাওয়া ওয়্যাগনের কাছে এসে স্যাডল্ পরানো ঘোড়ায় চাপল মাইক। কেবিন থেকে বেরোনোর সময় দ্বিধাহীন ছিল ও, কিন্তু এখন সংশয়ে ভুগছে। ওর জায়গায় বাবা হলে কি এভাবে ওয়্যাগন রেখে চলে যেত, যেখানে জানত না ঠিক কখন আবার ফিরে আসতে পারবে?

ওয়্যাগন রেখে গিয়ে বোকামি করেছে। পাহাড়ে হিংস্র প্রাণী রয়েছে। ঘোড়াগুলো এমনভাবে বাঁধা ছিল যে আক্রান্ত হলে নিজেদের রক্ষা করার জন্য লড়াইও করতে পারত না।

কিন্তু সেই মেয়েটা ছাড়া আর কিছু নেই মাইকের মাথায়। হয়তো সত্যি কথা বলেছে জন ক্যালকিন, তবে নিজে যাচাই করতে চায় মাইক। জনকে বিশেষ পছন্দ নয় ওর, যে-কোন ব্যাপারে অতিরিক্ত

আত্মবিশ্বাসী সে। এত গরিমা আর দৃঢ়তার মূলে কী রয়েছে, কেবল সে-ই জানে বোধহয়, মাইক অন্তত কিছু দেখতে পায়নি।

চারপাশে চকিত দৃষ্টি চালাল মাইক, সিদ্ধান্ত পাকা করে ফেলেছে। যাবে যখন দেরি কীসের? বারা আর জন র‍্যাঞ্চে রয়েছে। ঝটপট কাজ সেরে ফিরে এলেই হবে। তবে ভাবা যতটা সহজ, বাস্তবে সেটা করা মোটেই তত সহজ নয়। উপরে যেতে হবে, চারপাশে খোঁজ চালিয়ে নেমে আসতে হবে; তারপর কিছু খুঁটি কেটে ওয়্যাগনে তুলে সন্ধ্যার আগে র‍্যাঞ্চে ফিরে যেতে হবে।

ভাগ্য আজ বেশ সহায় হলো। র‍্যাম্পার্টের এক খাঁজে হঠাৎ উপরে ওঠার মত একটা পথ খুঁজে পেল মাইক। খাড়া পিচ্ছিল পথ, কিন্তু ঘোড়াটা পাহাড় আরোহণে দক্ষ হওয়ায় উঠতে সমস্যা হলো না। মেসার চূড়ায় উঠে থেমে, চারপাশে নজর চালাল মাইক।

আড়াআড়ি মেসার অন্য প্রান্তের দিকে এগোল ও। সামনে কোথাও কেবিনের ট্রেইল পাবে বলে আশা করছে। খোলা জায়গায় যখন পৌঁছল, বিস্তীর্ণ জমির অনেকটা একসঙ্গে চোখে পড়ল। সামনে বক্স ক্যানিয়ন, তারপর ঢেউ খেলানো পর্বতসারি, প্রতিটি ঘন বনভূমিতে পূর্ণ। মাইলের পর মাইল জুড়ে একই দৃশ্য।

এরই কোন একটা উপত্যকায় ঘাঁটি গেড়েছে জেক শাটন। ওখানে যাওয়ার ইচ্ছে আছে মাইকের, শাটনকে জানাবে যে সৎ ও আন্তরিক প্রতিবেশী হতে পারে ওরা। শত মাইলের মধ্যে যেহেতু আর কেউ নেই, অযথা কেন রেষারেষি করবে? তবে শাটন আউটফিটে গিয়ে কতটা কাজ হবে নিশ্চিত নয় মাইক, হয়তো জন ক্যালকিনই ওদের শান্তির পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে।

ঘোড়া ঘুরিয়ে কেবিনের দিকে এগোল ও।

মাইকের মনে হলো চোখের কোণ দিয়ে গাছের আড়ালে নড়াচড়া দেখতে পেয়েছে। ঝটিতি স্যাডলে ঘুরে বসল ও, তাকাল।

কিছু নেই।

তাড়াহুড়োর কী আছে? সম্ভবত কেবিন থেকে আধ-মাইল বা সিকি-মাইল দূরে রয়েছে ও। ঘোড়াকে হাঁটিয়ে নিয়ে চলল মাইক।

কখনও কখনও গাছের বাকলহীন গুঁড়ি চোখে পড়ছে। শুয়োরের বাচ্চার কাণ্ড। সময় পেলে আস্ত গাছও খেয়ে ফেলতে সক্ষম এরা।

নির্জন উপত্যকায় দুনিয়ার নিঃসঙ্গতা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কেবিনটা। সামনে কোন ঘোড়া নেই, এটা যে ওর জন্য কতটা হতাশার—হাড়ে হাড়ে টের পেল মাইক। সামনে এসে রাশ টানল ও। স্যাডল ছেড়ে পোর্চে নামল। খিড়কি ধরে টান দিল।

ভিতরটা ঠাণ্ডা, নীরব এবং আবছা অন্ধকারে ভরা। টেবিলে রেখে যাওয়া পাত্রে তাজা ফুল শোভা পাচ্ছে। চারপাশে একবার চকিত দৃষ্টি চালাল ও, তারপর ঘুরে বেরিয়ে এল।

কোত্থেকে যে এসেছে ওরা, খোদা মালুম, কারও উপস্থিতি টের পায়নি মাইক। যেন ভোজবাজির মত উদয় হয়েছে। তিনজন ওরা। এদের একজন বিল হ্যানলন। যে যে-কয়টা পারছে, দাঁত বের করে হাসছে আর আমুদে দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মাইকের দিকে। চাহনি বলে দিচ্ছে ওকে মওকা মত পেয়ে গেছে এবং হাড়ে হাড়ে বুঝিয়ে দেবে যত মজা।

ঘোড়ার স্ক্যাবার্ডে রাইফেল রেখে এসেছে মাইক। আর ঘোড়াটা রয়েছে পোর্চের অন্য পাশে। চট করে ওখানে যাওয়া সম্ভব হবে না।

'কপালের ফের কাকে বলে! নিজের সৌভাগ্য আমারই বিশ্বাস হচ্ছে না,' দুই কান ছুঁয়েছে বিল হ্যানলনের হাসি। 'এই ছোঁড়ার কথাই বলেছিলাম তোমাদের।'

লাল-চুলো এক লোক রয়েছে দলে, আগে তাকে কখনও দেখেনি মাইক। লোকটার স্ক্যাবার্ডে আড়াআড়ি একটা রাইফেল রাখা। 'কী বলো, বিল, গুলি করে ওর কান দুটো উড়িয়ে দেব?' জানতে চাইল লোকটা।

'মুশকিলে ফেলে দিলে!' সত্যি যেন মহা মুশকিলে পড়ে গেছে, মুখে দুশ্চিন্তা ফুটিয়ে তুলল হ্যানলন, স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মাইকের দিকে; শেষে সিদ্ধান্তে পৌঁছল। 'উঁহুঁ, ওই কাজটা তুমি করলে আমার শপথের কী হবে? পণ করেছি আমি নিজেই ওর কান দুটো মুচড়ে উল্টে দেব। তুমি যদি গুলি করে ওগুলো উড়িয়ে দাও, তা হলে

আমার সাধ পূরণ হবে কী করে?'

'দেখো, বয়েজ,' এই প্রথম মুখ খুলল মাইক। নিজেকে শান্ত রেখেছে। 'অযথা ঘাপলা করার দরকার কী, বলো তো? আমরা তো প্রতিবেশী। শুধু আমরা, ধারে-কাছে আর কেউ নেই। স্যাডল ছেড়ে নেমে এসে গল্প করে যাও কিছুক্ষণ? জন ক্যালকিনের সঙ্গে আমার বা বাবার কোন আত্মীয়তা নেই। হঠাৎ এখানে উপস্থিত হওয়ার আগে ওকে দেখিওনি কোনদিন।'

'হয়েছে কী, কিড? ভয় পেয়েছ? হঠাৎ দেখছি মুখে ভাল ভাল কথা, সেদিন তো ছিল না!'

স্যাডল ছেড়ে মাটিতে নেমে এসেছে বিল, তাড়াহুড়ো করছে না। ধীর পায়ে ঘোড়ার দিকে সরে যাচ্ছে মাইক। কিন্তু ফাঁকি দেওয়া গেল না, ঠিকই টের পেয়ে গেল লাল-চুলো লোকটা, রাইফেলে ওকে নিশানা করল সে।

'চুপচাপ জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকো, কিড, নইলে গুলি করে পেট ফুটো করে ফেলব তোমার!'

তৃতীয়জন বিলের পুরানো সেই সঙ্গী, ট্রেইলে দেখা হওয়ার সময় ছিল সে। স্যাডল হর্ন থেকে ল্যাসো তুলে নিল লোকটা।

এবার সত্যি ভয় পেল মাইক। এক তিনজনের মুখোমুখি ও। বিপদের সম্ভাবনা ষোলোআনা। সঙ্গে পিস্তল থাকলে কতই না ভাল হত! লাফ দিয়ে কেবিনে ঢুকে যাবে নাকি—চিন্তা খেলে গেল মাইকের মাথায়—ঢুকেই দরজা বন্ধ করে দেবে?

দৌড়ে বনে যাওয়াও অসম্ভব। গুলি খেয়ে মরতে হবে। এমন কিছুই আশা করছে লাল-চুলো লোকটা, চাইছে সামান্য বেতাল করুক মাইক, তা হলে গুলি করার উসিলা পেয়ে যাবে।

মাইকের উদ্দেশে এবার এগোল বিল।

সঙ্গে সঙ্গে দরজার দিকে লাফ দিল মাইক।

কিন্তু সতর্ক ছিল তৃতীয় লোকটা। কোত্থেকে ফাঁস ছুটে এসেছে, টেরই পেল না মাইক, মুহূর্তের মধ্যে জড়িয়ে গেল। ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়েছে লোকটা, একইসঙ্গে প্রচণ্ড টান অনুভব করল মাইক, প্রায়

ছিটকে পড়ে যাওয়ার দশা হলো ওর। অস্ফুট স্বরে গুঙিয়ে উঠল। সামলে নেওয়ার সময় পেল না, পরের টানে মুখ থুবড়ে পড়ল মাটিতে। ল্যাসো দিয়ে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া বহু লোক মারা গেছে, এমন গল্প অনেক শুনেছে মাইক; নিজের ভাগ্যে সেটা যাতে না-ঘটে, সেজন্য হাত বাড়িয়ে দড়িটা চেপে ধরল। কিন্তু আবারও ঝটকা টানে ওকে ফেলে দিল লোকটা, দড়িটা টানটান হয়ে থাকল।

এবার বিলের প্রতিশোধ নেওয়ার পালা। চারফুটী একটা গদা হাতে নিয়েছে সে, এতক্ষণ বোধহয় স্যাডলে ছিল ওটা।

কষ্টেসৃষ্টে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল মাইক। দাঁড়ানো মাত্র দড়িতে টান মেরে ওকে ফেলে দিল তৃতীয় লোকটা। মাইকের মনে হলো পা ছুটে গেছে। হোঁচট খেতে যা দেরি, সঙ্গে সঙ্গে গদা নিয়ে বিপুল বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়ল বিল। গদাটা আসতে দেখল মাইক, শরীর বাঁকিয়ে এড়ানোর প্রয়াস পেল। কাঁধে এসে পড়ল আঘাত। গড়িয়ে সরে গেল মাইক।

বিলকে এগিয়ে আসতে দেখে উঠে দাঁড়াল ও, কিন্তু ফের দড়ির টানে ভূপতিত হলো। তারপর তীব্র ব্যথা ছাড়া আর কিছুই মনে থাকল না। একের পর এক আঘাত করল বিল। মাথায়, কাঁধে, পাঁজরে, পিঠে···কোথায় না লাগছে! কোন জায়গাই বাদ দিচ্ছে না বিল।

আবার উঠে দাঁড়াতে সক্ষম হলো মাইক, ছুটে গিয়ে পেট দিয়ে গুঁতো মারল বিলকে। ছিটকে গিয়ে মাটিতে চিৎ হয়ে পড়ল বিল। লাফিয়ে তার উপর চড়াও হলো মাইক, দুই পা দিয়ে বুকে আঘাত করল। কিন্তু এ-পর্যন্তই, দড়ির টানে ওকে ফেলে দিল তৃতীয় লোকটা। ছুটে এসে ওর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল বিল। পড়ে থাকলেও তৈরি ছিল মাইক, দুই হাঁটু তুলে এনেছে পেটের কাছে। ওর দুই বুটের উপর এসে পড়ল বিল। সঙ্গে সঙ্গে গায়ের জোরে লাথি ঝেড়ে দিল মাইক।

গড়িয়ে সরে গেল বিল, রাগ আর যন্ত্রণায় গোঙাচ্ছে বুনো পশুর মত। গড়ান খেয়ে সিধে হলো মাইক, ছুটে গেল গাট্টাগোট্টা শয়তানটার দিকে। ওর মনে হলো ইচ্ছে করে ওকে সুযোগ দিচ্ছে তৃতীয় লোকটা আর লাল-চুলো। বিল মার খেলেও খুব একটা পাত্তা দিচ্ছে না, বরং

সবক'টা দাঁত বের করে হাঁসছে। সীমিত সুযোগ নিয়েও মাইককে মরিয়া হয়ে উঠতে দেখে ভিতরে ভিতরে মজা পাচ্ছে দু'জনেই।

আরেকবার মাথায় আঘাত করল গদা, এবার হাঁটু ভেঙে পড়ে গেল মাইক। টের পেল মাথা ফেটে গেছে, চোখ-নাক হয়ে গরম রক্ত গড়িয়ে পড়ছে; কিন্তু পাত্তা দিল না। বুনো আক্রোশ অনুভব করছে ও। ক্রুদ্ধ পশুর মত পাল্টা আক্রমণ করল। তবে সরে যেতে সক্ষম হলো বিল, আর হাত-পা ছড়িয়ে ঘাসের উপর পড়ল মাইক। এক পা পাশে সরে গিয়ে গদা চালাল সে, কিন্তু লাথি চালাল মাইক। দড়াম করে আছড়ে পড়ল বিল।

সারা শরীরে চাপচাপ ব্যথা, মাথা ঝিমঝিম করছে, চোখেও ঠিকমত দেখতে পাচ্ছে না। প্রতিবার উঠে দাঁড়াতে অমানুষিক পরিশ্রম করতে হচ্ছে মাইককে। শ্লথ হয়ে এসেছে গতি। এবার ধীরে-সুস্থে নিজের কাজ সারল বিল। আগের মত তাড়াহুড়ো বা ভুল করল না। দড়ির বাঁধনের সুযোগ নিল। ক'বার গদার আঘাত খেয়েছে, পরে মনে করতে পারল না মাইক, কিন্তু এটা বুঝল যে উন্মত্ত আক্রোশ নিয়ে নিষ্ঠুরের মত একের পর এক আঘাত করছে লোকটা। শেষপর্যন্ত, আরেকবার যখন উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিল, পাশ থেকে ওকে আঘাত করল বিল। তীব্র ব্যথার স্রোত ছড়িয়ে পড়ল মাইকের দেহের পাশে। হুড়মুড় করে মাটিতে পড়ে গেল, এবং ওভাবেই পড়ে থাকল। ব্যথা ছাড়া আর কোন অনুভূতি নেই, গোঙানি ঠেকাতে ঘাস কামড়ে ধরেছে।

এগিয়ে এসে ওর পাশে দাঁড়াল বিল।

'যথেষ্ট হয়েছে, বিল!' লাল-চুলো লোকটার কণ্ঠ শুনতে পেল মাইক। 'ছেড়ে দাও ওকে।'

'ওকে খুন করব আমি!' হিসহিস স্বরে শপথ করল বিল।

'বাদ দাও,' তৃতীয় লোকটার কণ্ঠ। 'অনেক হয়েছে। ওর যা অবস্থা, আমার তো মনে হয় একা বাড়িতে ফিরতে পারবে না। ওঠারই শক্তি নেই। শেষ আঘাতে বোধহয় পাঁজরের হাড় গুঁড়িয়ে দিয়েছ। পড়ে থাকুক ও, তুমি চলে এসো।'

শূন্য অনুভূতি হচ্ছে মাইকের, মাথা ঠিকমত কাজ করছে না,

তালগোল পাকিয়ে ফেলছে। তিন শত্রুর কথা কানে আসছে, কিন্তু পাত্তা দিল না। এমনকী ওকে খুন করে ফেললেও কিছু যায়-আসে না এখন। তীব্র ব্যথা অনুভব করছে সারা দেহে।

একসময় খুরের শব্দ শুনতে পেল, চলে যাচ্ছে ওরা। ঠায় পড়ে থাকল মাইক। বাররার মনে পড়ছে বাড়ি ফিরতে পারছে না ও, অথচ অসহায় ঘোড়াগুলোকে রেখে এসেছে র‍্যাম্পার্টের ধারে। নেকড়ে বা কুগারের শিকার হতে পারে ঘোড়াগুলো।

কখন জ্ঞান হারিয়েছে নিজেও বলতে পারবে না মাইক, চোখ খুলে নিজেকে ঘন অন্ধকারে আবিষ্কার করল। কুয়াশায় সারা গা ভিজে গেছে, তারমানে বেশ আগেই রাত নেমেছে। ঠাণ্ডা, ভয়ানক ঠাণ্ডা লাগছে; এতটাই যে নিঃশ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছে।

ঘাস সহ মাটি খামচে ধরল ও, প্রাণপণ চেষ্টায় সিঁড়ির দিকে এগোল। নড়াচড়ার ফলে শরীরে যন্ত্রণা ছড়িয়ে পড়ছে। কাছেই কারও নড়াচড়া টের পেল, ওর দিকে এগিয়ে আসছে। গায়ের গন্ধে চিনতে পারল মাইক। ওর ঘোড়া। 'ব্রাউনি,' স্বস্তির সুরে ঘোড়াটাকে ডাকল ও। 'ব্রাউনি, এদিকে আয়...'

ঘোঁৎ করে নিঃশ্বাস ফেলল ঘোড়াটা, রক্তের গন্ধ পছন্দ হচ্ছে না। ওর পাশে এসে দাঁড়াল। একটা স্টিরাপ আঁকড়ে ধরে উঠে বসল মাইক। অসহ্য ব্যথার স্রোত ছড়িয়ে পড়ল শরীরের বাম পাশে, যেন ছুরি মেরেছে কেউ। দুর্বল দেহে ঘোড়ার গায়ের সঙ্গে হেলান দিয়ে কিছুক্ষণ পড়ে থাকল ও, ফিসফিস করে কথা বলল ব্রাউনির সঙ্গে।

মাথায় দপদপে ব্যথা হচ্ছে সারাক্ষণ। নিজেকে ক্লান্ত, পর্যুদস্ত মনে হচ্ছে। উঁহুঁ, স্যাডলে ওঠা সম্ভব হবে না। অত শক্তি নেই। তারচেয়ে বরং কেবিনে গিয়ে আগুন জ্বালানো উচিত। সকাল পর্যন্ত বিশ্রাম পেলে...

ঘোড়ার লাগাম তুলে পমেলের উপর কীভাবে রাখতে সমর্থ হলো মাইক, নিজেও জানে না। স্ক্যাবার্ড থেকে রাইফেল আর স্যাডলব্যাগ তুলে নিল। এটুকুতেই দারুণ ক্লান্তি অনুভব করছে। রাইফেলে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল কিছুক্ষণ, তারপর রোয়ানের পাঁজরে চাপড় মেরে

বলল: 'বাড়ি চলে যা! বাড়ি যা, ব্রাউনি!'

কয়েক পা এগিয়ে থেমে গেল ঘোড়াটা। যেতে অনিচ্ছুক।

পরে কী হলো বলতে পারবে না মাইক, নিশ্চয়ই জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল, কারণ জ্ঞান ফিরে পেয়ে আবারও নিজেকে মাটিতে আবিষ্কার করল; ভেজা শরীর ঠাণ্ডায় কাঁপছে। চোখ মেলে কিছুক্ষণ পড়ে থাকল ৎ, শীত গ্রাহ্য করছে না। শক্তি সঞ্চয় হতে ক্রল করে এগোল কেবিনের দিকে। সঙ্গে টেনে নিয়ে যাচ্ছে রাইফেলটা। কেবিনে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল।

যথেষ্ট কাঠ আছে। আগুন নিয়ে ভাবতে হবে না। আগুন জ্বালানোর পর আবারও জ্ঞান হারিয়ে ফেলল ও।

রাতে প্রচণ্ড জ্বরে বারবার ঘুম ছুটে গেল, প্রলাপ বকল; যন্ত্রণায় গোঙাতে থাকল মাইক। আগুন নিষ্প্রভ হয়ে এসেছে। আগুনে কাঠ যোগ করার সময় কফিপটটা চোখে পড়ল।

কিছু কফি রয়ে গেছে, তবে যতটা আশা করেছিল ততটা নয়। কয়লার উপর পাত্রটা বসিয়ে দিল মাইক। শীতে কাঁপছে ঠকঠক করে। ঠাণ্ডায় জীবনে এমন পর্যুদস্ত হয়নি। মাথায় ভোঁতা যন্ত্রণা তো আছেই, সঙ্গে দেহের বাম পাশে রয়েছে লাগাতার তীব্র ব্যথা। সারা শরীরে কালশিটে ব্যথা। এই কষ্ট যেন শেষ হওয়ার নয়!

সারাক্ষণ অর্ধচেতন অবস্থায় আছে ও, কখনোই পূর্ণ সজাগ ছিল না। ফের যখন জাগল—মাইকের ধারণা তীব্র ব্যথায়—সারা ঘরের বাতাসে কফির সুঘ্রাণ পেল। উনুনের পাশে একটা কফির কাপ পেয়ে তাতে কফি ঢালল। হাত কাঁপছে। কিছুটা কফি ছলকে পড়ে গেল।

কয়েক চুমুক দিল মাইক। ফোলা ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে পড়ে গেল অনেকটা। কিন্তু ভাল লাগছে কফির স্বাদ। একটু পর সংজ্ঞা হারাল ও। অসহ্য ব্যথায় জ্ঞান ফিরে পেল যখন, তিক্ত অনুভূতিতে ছেয়ে গেল মন। জন ক্যালকিনের কথা শুনলে বোধহয় ভাল হত, এখানে না-এলে এত দুর্ভোগ পোহাতে হত না। আরও দুটো পরামর্শ দিয়েছিল সে—কাউকে কখনও বিশ্বাস কোরো না, আর হাতের কাছে অস্ত্র রাখতে হয় সবসময়।

এর কোনটাই মানতে পারেনি মাইক।

বড় ভুল হয়ে গেছে! হয়তো জীবন দিয়ে এর মাশুল দিতে হবে।

যাকে দেখার জন্য এত বড় ঝুঁকি নিয়েছে বা দুর্ভোগ পোহাচ্ছে, সেই মেয়েটাই খুঁজে পেল ওকে। মেসা ধরে এগিয়ে এল মেয়েটা। ঝকঝকে দিনের আলো তখন, সচেতন মাইক কিন্তু এতটা অসুস্থ যে নড়াচড়া করারও সাধ্য নেই। ঠায় পড়ে আছে ও, মনে শঙ্কা যে এবার বোধহয় শেষ রক্ষা হলো না।

অর্ধমৃত অবস্থায় পড়ে আছে যখন, দূরে খুরের শব্দ শুনতে পেল মাইক। প্রথমে ওর মনে হলো ব্রাউনি ফিরে আসছে, কিংবা শাটন বাহিনী। তবে উদ্দেশ্যহীন ভাবে ছুটে চলা ঘোড়া নয় এটা। সরাসরি কেবিনের সামনে এসে থামল। স্যাডলের খসখস শব্দ স্পষ্ট শুনতে পেল মাইক।

মৃদু একটা কণ্ঠ কানে এল এবার। মাইক অনুমান করল সিঁড়িতে রক্ত দেখে স্বগতোক্তি করছে আগন্তুক। কারও হাতের ঠেলায় ভেজানো দরজা খুলে গেল, পরপরই অস্ফুট স্বরে নিঃশ্বাস নিল কেউ।

ব্যাপারটা প্রায় স্বপ্নের মত মনে হলো মাইকের কাছে–অসুস্থ ও, প্রায় মুমূর্ষু, মনে মৃত্যুর শঙ্কা; এ-সময়ে যদি স্বপ্নের রাজকন্যা উপস্থিত হয়…নিজের চোখকে অবিশ্বাস করবে যে-কেউ। কাঁধে একটা হাতের ছোঁয়া অনুভব করল মাইক, ওকে চিৎ করিয়ে শুইয়ে দিল মেয়েটি। শরীরের বাম পাশে তীব্র ব্যথার স্রোত অনুভব করল মাইক, অজান্তে গুঙিয়ে উঠল।

একটু পর সরু ডাল ভাঙার ফটফট শব্দ কানে এল ওর, ধোঁয়ার গন্ধ পেল, ঘরের উষ্ণতা বেড়ে যাওয়ায় বুঝল আগুন জ্বালানো হয়েছে। জ্বলন্ত পাইন কাঠের ঘ্রাণ লাগছে নাকে। নিজের সঙ্গীন অবস্থা বুঝতে পারছে মাইক, কিন্তু এ-ব্যাপারে ওর যে কিছু করার বা বলার নেই, সেটাও বোঝে।

ভেজা এক টুকরো কাপড় দিয়ে ওর মুখ মুছে দিল মেয়েটি, ক্ষতের শুশ্রূষা করল; শেষে পুরো শরীর পরীক্ষা করল–জায়গায় জায়গায় আঙুলের চাপ দিয়ে বুঝতে চাইল ভিতরে গুরুতর জখম আছে কি-না,

বিশেষ করে পাঁজরে। হাড় না-ভাঙলেও অন্তত চিড় ধরেছে কয়েকটায়। স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে মৃদু চিৎকার করে উঠল মাইক।

পানি আনতে বেরিয়ে গেল মেয়েটি। সঙ্গে কিছু কাঠ নিয়ে ফিরে এল। একবার মেয়েটি যখন কাজে ব্যস্ত, চোখ মেলে ক্ষণিকের জন্য সুন্দর মুখটা দেখে নিল মাইক। সুন্দরী তাতে কোন সন্দেহ নেই, তবে মোটেই ব্লন্ড নয়। লালচে রঙের চুলে সোনালি ছোপ রয়েছে। সব মিলিয়ে, যে-কোন ব্লন্ডের চেয়ে ঢের সুন্দরী।

'খুঁটির জন্য কাঠ কাটতে গিয়ে…' জ্বরের মধ্যে প্রলাপ বকল ও। 'র‍্যাম্পার্টের কাছে রেখে এসেছি ওয়্যাগনটা। বাবা খুব রাগ করবে।'

'একটুও চিন্তা কোরো না,' ওকে আশ্বস্ত করল মেয়েটি। 'ওয়্যাগন বা ঘোড়ার কোন ক্ষতি হবে না।'

'ওয়্যাগন ছাড়া কাজ করা মুশকিল হবে আমাদের। যেভাবে হোক…'

'চুপচাপ শুয়ে থাকো তো! তোমার বাবার কাছে খবর পাঠিয়ে দেব। পরে আমি নিজেই ওয়্যাগনটা পৌঁছে দেব র‍্যাঞ্চে।'

সুপ তৈরি করে ওকে খাওয়াল মেয়েটি। চোখ বুজে পড়ে থাকল মাইক, টের পেল হাতের একটা আঙুল নাড়াচাড়া করছে মেয়েটি। বেশ ব্যথা লাগছে। ফের জ্ঞান হারিয়ে ফেলল ও। কখন কী হলো বলতে পারবে না, চোখ মেলে জন ক্যালকিনকে দেখতে পেল সামনে। মেয়েটির সঙ্গে কথা বলছে সে।

'ওর ঘোড়াটা বাড়ি ফিরে গিয়েছিল,' মেয়েটিকে জানাচ্ছে জন। 'র‍্যাঞ্চে ওর বাবাকে রেখে জলদি চলে এলাম। আসার জন্য অধীর ছিল সে, খালি র‍্যাঞ্চ ফেলে আসতে ভরসা হচ্ছিল না। কে জানে, কখন সুযোগ পেয়ে পুড়িয়ে দেয় ওরা।'

'সরাসরি এখানে এসেছ তুমি?'

'মাইককে ব্যাক-ট্র্যাক করে প্রথমে ওয়্যাগনের কাছে গেছি। ঘোড়া বা ওয়্যাগন, সবই ঠিক আছে। ঘোড়াগুলোকে পানি খাইয়ে পিকেট-পিন বদলে দিয়ে এসেছি। পাহাড়ী খাঁজ বরাবর এখানে ওঠার সংক্ষিপ্ত একটা পথ খুঁজে পেয়েছে মাইক, ওটা ধরে আসায় তাড়াতাড়ি আসতে

পেরেছি। ও যে এখানে আসতে পারে, আগেই অনুমান করেছিলাম।'

এগিয়ে এসে মাইকের শিয়রে দাঁড়াল জন ক্যালকিন। মাইকের মনে হলো যেন স্বপ্ন দেখছে, চারপাশে সবকিছু অবাস্তব এক পৃথিবীর অংশ। অন্যদের কণ্ঠ শুনতে পাচ্ছে, তবে খুবই অস্পষ্ট আর ম্লান।

'বেদম পিটুনি খেয়েছে বেচারা,' সহানুভূতির সুরে বলল জন।

'পাঁজরের কয়েকটা হাড় ছাড়াও আমার মনে হয় হাতের একটা আঙুলও ভেঙেছে ওর।'

মাইকের হাতের মুঠি নিরীখ করল জন। 'দেখেছ? দড়ির কারণে হাতের চামড়া ছড়ে গেছে। নিশ্চয়ই ল্যাসো দিয়ে ওকে আটকে রেখেছিল ওরা, দড়ি ধরে ছাড়া পাওয়ার চেষ্টা করেছে মাইক। তারমানে বিপক্ষে অন্তত দু'জন ছিল, বেশিও হতে পারে। নাহ্, এই ছেলে সত্যি লড়তে জানে!'

মাইকের পুরো দেহ পরীক্ষা করল জন। পাঁজরে চাপ পড়ায় ব্যথায় কুঁচকে উঠল ওর মুখ, অস্ফুট স্বরে গুঙিয়ে উঠল। তারপর জনের কণ্ঠ শুনতে পেল: 'আঙুলে একটা স্প্লিন্ট লাগিয়ে দেব। প্যান্ট ছিঁড়ে পাঁজরের চারপাশে শক্ত করে বেঁধে দিতে হবে, যাতে ভাঙা হাড়গুলো ঠিক জায়গায় থাকে। পাঁজরের হাড়ের শুশ্রূষা জানি আমি।

'আপাতত বড় ক্ষতি বলতে এগুলোই। বাকি যা আছে, সামান্য কাটা-ছেঁড়া আর কালশিটে দাগ। শরীরের ভিতরে মারাত্মক কোন জখম হয়ে থাকলে এখনই বলা যাবে না, সময়ে বোঝা যাবে। খুলির কয়েক জায়গায় বেশ জোরাল আঘাত লেগেছে।'

'ওকে নিয়ে যাবে কীভাবে?'

'একটা ট্রেভয়েস তৈরি করব। আহতদের আর মালপত্র বহন করার জন্য পাহাড়ী ইন্ডিয়ানরা এক ধরনের স্ট্রেচার তৈরি করে। কয়েকটা লম্বা ডাল হলে ট্রেভয়েস তৈরি করা যাবে।'

আরও কিছুক্ষণ কথা বলল জন আর মেয়েটি।

ব্যথা তো আছেই, জ্বরও এসেছে আবার। কেমন যেন ঘোরের মধ্যে রয়েছে মাইক, তাই দু'জনের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনছে না। টের পেল জন বেরিয়ে গেছে। কেবিনে শুধু মেয়েটা রয়েছে এখন।

চোখ মেলে তাকাল ও। শরীরের প্রতি ইঞ্চিতে চাপ চাপ ব্যথা অনুভব করছে, মাথায় দপদপে যন্ত্রণা।

এগিয়ে এসে ওর পাশে বসল মেয়েটি, কয়েক চামচ সুপ খাওয়াল।

'ধন্যবাদ,' বিড়বিড় করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল মাইক।

'ক'জন ছিল ওরা?'

'তিনজন। একজন দড়ির ফাঁস দিয়ে আটকে রেখেছিল আমাকে, কিন্তু ঠিকই বিলকে পিটিয়েছি আমি। দু'তিনবার ফেলে দিয়েছি ওকে। সারা আঙিনা জুড়ে লড়েছি আমরা। ওই লাল-চুলো লোকটা...'

'ওর নাম প্রাইস হ্যাটন।'

'দড়িটা ইচ্ছে করে ঢিলে রেখেছিল লোকটা, যাতে কিছুটা হলেও পাল্টা লড়াই করতে পারি আমি। আমার কাছে মনে হয়েছে বিল একটু-আধটু মার হজম করলেও ওর তাতে খারাপ লাগেনি।'

'স্বাভাবিক। কার কী হলো এ-নিয়ে খুব একটা পরোয়া করে না সে, তবে সাহসী লোককে সমীহ করে। তোমার লড়াই দেখতে নিশ্চয়ই খুব ভাল লেগেছে ওর।'

'সমান সমান পারিনি বটে, তবে মার কমও দেইনি বিলকে। অনেক দাগ থাকবে ওর শরীরে।'

'ভাল করেছ। এবার লক্ষ্মী ছেলের মত বিশ্রাম নাও।'

*

পাহাড় থেকে র‍্যাঞ্চের দূরত্ব বেশি নয়, কিন্তু যাত্রাটা ঝক্কিপূর্ণ হলো খুব। ট্রেভয়েসে শুয়ে আছে মাইক, পিছনে ওয়্যাগন, তারও পিছনে ওয়্যাগনের পাটাতনের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা লম্বা লম্বা ডাল ছেঁচড়ে টেনে নেওয়া হচ্ছে। দু'দিন আগে মাইকই কেটেছিল এগুলো। চলার মধ্যে কখনও সচেতন থাকল মাইক, কখনও নিজের অজান্তে জ্ঞান হারিয়ে ফেলল। বন্ধুর ট্রেইল ধরে যখন নামতে হলো, প্রতিটি পদক্ষেপে শরীরে তীব্র যন্ত্রণা সহ্য করতে হলো। ব্যথা প্রায় অসহ্য মনে হলো।

তবে সবকিছুরই শেষ আছে। একসময় পথ শেষ হলো। র‍্যাঞ্চে পৌঁছল ওরা।

ফটকের পাশে দাঁড়িয়ে ছিল ওয়েস মুর, হাতে রাইফেল। দূর থেকে ঢাল ধরে তিনজনের দলটাকে আসতে দেখতে পেল সে। থমথমে মুখে বিধ্বস্ত ছেলেকে দেখল।

'যত খারাপ দেখাচ্ছে আসলে অত খারাপ নয় ওর অবস্থা,' ওয়েসকে বলল জন। 'মুর, তোমার ছেলে শক্ত ধাতুতে গড়া। ওকে নিয়ে গর্ব করতে পারো।'

'খুব ভাল ছেলে,' মৃদু স্বরে বলল ওয়েস মুর, খানিকটা রুদ্ধ হয়ে এল কণ্ঠ। 'কখনোই অবাধ্য হয়নি। গত কয়েক বছর ভাল একটা জমির খোঁজে ছিলাম আমি, শুধু ওর জন্য, যাতে খেটেখুটে নিজের ভবিষ্যৎ গড়ে নিতে পারে, আমার মত দুর্ভাগ্যের শিকার যেন না-হয়। কিন্তু কপালের খণ্ডন কি মুছে ফেলা যায়?' ক্ষণিকের জন্য থামল সে, সামান্য দ্বিধার পর বলল: 'এত ঘটনার পর আর এখানে থাকা কি ঠিক হবে? আমার তো মনে হয় যত দ্রুত সম্ভব...'

'উঁহুঁ, এখানে থাকবে তোমরা। এত সুন্দর জায়গা আর পাবে না।' হঠাৎ গলার স্বর বদলে গেল জনের। 'ইন্ডিয়ানদের কাছ থেকে ন্যায্য দামে এই জমি কিনেছিল গ্রেগ। সুতরাং মালিকানা নিয়ে ভেবো না। সময় হলে তোমাদের নামে মালিকানা বদল করার ব্যবস্থা করব আমি।'

মাইককে বিছানায় শুইয়ে দিল ওরা। বাইরে গিয়ে তিনজনে অনেকক্ষণ গল্প করল। মেয়েটির মৃদু স্বর বারবার কানে আসছে মাইকের। ব্লন্ড বা রেশমী চুলের নয় বটে, কিন্তু অপূর্ব সুন্দরী। বিশ এমন কোন বয়স নয়। আগামী বছর সতেরো হবে ওর, পরিপূর্ণ যুবকে পরিণত হবে...জন নিজেই তো বলেছে যে সত্যি লড়াকু মানুষ ও।

অনেকক্ষণ পর বাপের কণ্ঠ শুনতে পেল মাইক: 'ওখানে যদি কিছু না-ই থাকে আর তুমি যদি সেটা এত নিশ্চিত জেনেই থাকো, তা হলে ওদের বলে দিচ্ছ না কেন?'

'বলিনি যে তা নয়। কিন্তু কে বিশ্বাস করে! তোমার কথাই ধরো, তুমি কি পুরোপুরি বিশ্বাস করেছ? করোনি। তেমনি ওরাও করেনি। ওদের কানে মধু বর্ষণ করার মত বহু লোক রয়েছে। আমার কথা বিশ্বাস

না-করার আরও একটা কারণ হচ্ছে আমি একজন ক্যালকিন, গ্রেগের ভাই। স্বভাবতই আমি চাইব ওরা গ্রেগের গুপ্তধন খুঁজে না-পাক। মানুষ ধরে নেবে যে আমি ওদের অনুৎসাহিত করার জন্য এসব বলছি।

'এটা এমন এক ব্যাপার যে মানুষ সর্বস্ব হারাতে রাজি কিন্তু গুপ্তধন আছে—এই বিশ্বাস হারাতে রাজি নয়। প্রমাণ দিলেও সত্য মেনে নিতে চায় না, বরং ওদেরকে বোকা প্রমাণ করার জন্য তোমাকে ঘৃণা করবে সবাই। স্বপ্নভঙ্গ হলে কারোই ভাল লাগে না। কখনও যদি হাল ছেড়েও দেয়, দেখবে তোমাকে দু'চোখে দেখতে পারছে না কেউ।

'গুপ্তধনের লোভে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলে মানুষ, স্বাভাবিক বিবেচনা বা বিচক্ষণতা থাকে না—এমন ঘটনা বহুবার দেখেছি আমি। গুপ্তধন লুকানো আছে এমন জায়গা পাহারা দিতে দেখেছি মানুষকে, দিনের পর দিন এই কষ্ট তারা করেছে; একটার পর একটা গর্ত খুঁড়েছে, অথচ স্বপ্নের সেই জিনিস কখনোই পায়নি।

'একটা ব্যাপারে নিশ্চিত আমি, এখানে মূল্যবান কিছু যদি থাকে, সেটা নিশ্চয়ই উপযুক্ত জায়গায় লুকিয়ে রেখে গেছে গ্রেগ। গোছানো লোক হিসাবে সুনাম ছিল ওর। তাই আমার ধারণা অন্তত একটা সূত্র ও রেখে গেছে।'

ক্ষণিকের জন্য থামল জন। 'তা ছাড়া, ওকে যেহেতু চিনি, আমি নিশ্চিত সূত্রটা সবার জন্য নয়, বরং শুধু আমার জন্য রেখে গেছে। সেটা হয়তো এমন কিছু যা কেবল আমিই বুঝতে পারব।'

'সেটা কী বা কেমন হতে পারে?'

শ্রাগ করল জন। 'বেশ কিছু চিঠি বিনিময় হয়েছে আমাদের, ওগুলো সব খুঁজে দেখতে হবে বা মনে করতে হবে কবে ও কী লিখেছে বা আমি কী লিখেছি। আমার বিশেষ কোন অভ্যাস, রুচি বা দৃষ্টিভঙ্গি ওর খুব পছন্দ ছিল কি-না, সেটাও জানতে হবে। গ্রেগ আদপে আমার চেয়ে ঢের আকর্ষণীয় চরিত্রের মানুষ ছিল, নিপাট ভদ্রলোক। কিন্তু সবসময় ওর মাথায় নানান চিন্তা থাকত, হাজারটা বিষয় নিয়ে ভাবত। তাই গ্রেগের রেখে যাওয়া সূত্র অন্যদের কাছে দুর্বোধ্য বা অর্থহীনই হওয়ার কথা।'

'আমি বাপু খেটে খাওয়া মানুষ,' অনাগ্রহের সুরে বলল ওয়েস মুর। 'শরীর খাটিয়ে কিছু করতে বললে পারব, কিন্তু মাথা খাটিয়ে সূত্র বের করতে দিলে ঘাম ছুটে যাবে। তারচেয়ে বরং যেভাবে আছি সেভাবে থাকাই ভাল। ওসব সূত্রও খুঁজতে পারব না, অনুমানও করতে পারব না।'

'বাড়ি যাচ্ছি আমি,' বলল এলিসা।

মেয়েটির দিকে ফিরল জন। 'উঁহুঁ, বাড়ি যাওয়া ঠিক হবে না তোমার। এখানেই থাকো।'

'না। কাজ আছে আমার। অন্তত একবারের জন্য হলেও যেতে হবে। আমার জিনিসপত্র, সবই তো ওখানে···ওগুলো নিয়ে আসা দরকার।'

'তোমার কেবিনে আসা-যাওয়ার কথা কি জেনে যাবে ওরা?'

'মনে হয় না। পুরো একদিন হয়ে গেল বাড়ি ফিরে যাইনি। এখন নিশ্চয়ই খোঁজাখুঁজি করছে। হয়তো উপরের কেবিনেও যাবে। একইসঙ্গে কেবিন তালাশ করবে, জেক শাটন নিশ্চিত হতে চাইবে যে ওখানে আদৌ কিছু নেই। প্রয়োজনে প্রতিটি জিনিস ভাঙচুর করবে ওরা।'

'আমি ওদের ভাঙতে দেব না,' শান্ত স্বরে বলল জন। 'কারণ আমি নিজে ওখানে থাকব।'

'একা? তুমি একা ওদের ঠেকাবে?'

'কেবিনে থাকব না। বাইরে থাকলে প্রয়োজনে পিঠটান দিতে পারব।' বাড়িতে ঢুকল জন। প্রায় স্বগতোক্তির সুরে বলল, 'হ্যাঁ, ওই কাজটা করতেই হবে। যে-কোন মূল্যে ঠেকাতে হবে ওদের। কেবিনটা নষ্ট হতে দেওয়া যাবে না।'

'বড় নিঃসঙ্গ জায়গা,' বলল ওয়েস মুর, নিরস্ত করতে চাইছে জনকে। 'এমন নিঃসঙ্গ জায়গা দুনিয়ার বুকে আর আছে কি-না সন্দেহ। শীতের সময় আটকা পড়ে যেতে পারো। অন্তত নয় হাজার ফুট উঁচুতে, অনেক বরফ জমে যাওয়ার কথা।'

'এরকম উঁচু জায়গায় আগেও থেকেছি আমি।'

মাইক যখন সচেতন হলো, ততক্ষণে চলে গেছে এলিসা ফ্যালন।

ঘরে মেয়েটির পারফিউমের মিষ্টি সুবাস এখনও আছে, তবে আগের মত তীব্র নয়। বাথানে ফিরে গিয়ে বিপদে পড়বে না তো মেয়েটা? মনে মনে শঙ্কিত হয়ে উঠল মাইক। জেক শাটন যদি জেনে গিয়ে থাকে যে মুরদের একজনকে শুশ্রূষা করেছে এলিসা, খেপে গিয়ে ওর কোন ক্ষতি করবে না তো?

উঠে বসার চেষ্টা করল মাইক, কিন্তু তীব্র ব্যথা ছড়িয়ে পড়ল দেহের বাম পাশে। নিঃশ্বাস আটকে এল ওর, সঙ্গে সঙ্গে শুয়ে পড়ল আবার।

এলিসা চলে গেছে। এখন আর কিছুই করার নেই ওর।

শক্তি থাকলে পুরানো রাইফেলটা নিয়ে বেরিয়ে যেত, ভাবছে মাইক, পাহাড়ের কিনারে ঘাপটি মেরে থাকত···হয়তো এমন কিছু যেত-আসত না তাতে, কিন্তু চেষ্টা তো করতে পারত।

ওর উপর ঝুঁকে পড়ল জন। 'তুমি ঠিক আছ তো, বয়? শুনলাম গুঙিয়ে উঠেছ?'

'হ্যাঁ, ঠিক আছি। মেয়েটাকে যেতে দিলে কেন? ওরা খুব বাজে লোক। তুমি ওকে বুঝিয়ে-শুনিয়ে আনতে পারবে না?'

'এলিসা জানে কেবিনে থাকব আমি। বিপদ দেখলে ওখানে চলে যেতে পারবে ও।'

'যদি পৌঁছতে পারে। মি. ক্যালকিন, খুব ভয় লাগছে আমার। মেয়েটার জন্য দুশ্চিন্তা হচ্ছে। এলিসার ধারণা ওর কেবিনে যাওয়া-আসার কথা জেক শাটন জানে না। আসলে ঠিকই জানে সে। ওর লোকেরা সম্ভবত ফুলগুলোও দেখেছে।'

থমথমে দেখাচ্ছে জনের সুদর্শন মুখ। এমনিতে শান্ত নিরীহ চাহনি, কিন্তু সময়ে সময়ে শীতল কাঠিন্য ফুটে ওঠে দুই চোখে। এ-অবস্থায় ওর চোখের চাহনি দেখলে যে-কোন মানুষ ভয় পাবে।

'দেখা যাক, কী করতে পারি। চেষ্টার ত্রুটি করব না, মাইক। তবে সবার আগে কেবিনে যেতে হবে আমার···আজই।'

একটুও সময় নষ্ট করল না জন। কালো গেল্ডিং আর প্যাক হর্স নিয়ে পাহাড়ের দিকে যাত্রা করল। জানালা দিয়ে জনকে যেতে দেখল

মাইক, মনে মনে ভাবল দুঃসাহসী লোকটার ভাগ্যে না-জানি কী আছে! জেক শাটনের এত লোকের বিরুদ্ধে কতক্ষণ টিকে থাকতে পারবে সে?

একা সে। বিপক্ষে অনেক। কিন্তু লড়াইটা যে একপেশে হবে না, এ-ব্যাপারে শতভাগ নিঃসন্দেহ মাইক। জন ক্যালকিন এমন এক মানুষ, যখন কারও বিপক্ষে দাঁড়ায়, প্রতিপক্ষে কে বা ক'জন আছে, তাতে কিছুই যায়-আসে না।

জনের মধ্যে এমন কিছু আছে যা অন্যদের মধ্যে সমীহ আর আস্থা তৈরি করে, সাহস যোগায়, মনে আশার সঞ্চার করে। এমনকী মাইকও ব্যতিক্রম নয়। লোকটিকে যেমন অপছন্দ, তেমনি তার একটা কথাও বিশ্বাস হয় না ওর, কিন্তু তারপরও জানে যে এমন লড়াকু এবং দৃঢ়চেতা লোক খুব কমই আছে।

যেভাবে হোক উঠতে হবে ওকে। পাঁজরের হাড় বা আঙুল নিয়ে ভাবলে চলবে না। জন যখন হায়েনার দলের মুখোমুখি হবে, পাহাড়ে তখন থাকতে হবে ওর। সাহায্য করতে হবে দুঃসাহসী মানুষটাকে।

নয়

পুরোদস্তুর বাস্তববাদী মানুষ জন ক্যালকিন। মিথ্যে আশা বা প্রত্যাশা নিয়ে বসে থাকে না। নিঠুর পশ্চিমের নানান অভিজ্ঞতা ওকে এটাই শিখিয়েছে যে কারও প্রতি বিশেষ আনুকূল্য থাকে না প্রকৃতির। প্রকৃতি চলে নিজস্ব নিয়মে। একইসঙ্গে ভালমানুষের অসহায় মৃত্যু অথচ দুষ্টের স্বার্থ সিদ্ধি দেখেছে জন। জানে যে-কোন মানুষের মত যে-কোন সময়ে মৃত্যু হতে পারে ওর। বুলেট কখনও মানুষের ভেদাভেদ বিচার করে না।

তারপরও যার যার নিজস্ব দায়িত্ব পালন করার সময় ঝুঁকি নেয় মানুষ। কেউ ক্যাভালরির নেতৃত্ব দেয়, কেউ ইন্ডিয়ানদের বিরুদ্ধে অভিযানে স্কাউট করে, কেউ স্টেজ চালায় বা শটগান গার্ডের দায়িত্ব পালন করে। এদের কেউই ঝুঁকির ব্যাপারটা তেমন আমল দেয় না।

জনের জীবন নির্ভর করে ওর নিজস্ব দক্ষতা আর অনেক কাকতালীয় ঘটনার উপর। গোলাগুলির সময় সেকেন্ডের ভগ্নাংশ বা মাত্র একটা পদক্ষেপ অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়, সামান্য এদিক-ওদিক হলে চরম সর্বনাশ হতে বাধ্য।

নিয়তির উপর নির্ভর করে থাকে না জন, কিংবা ভাগ্যের কাছ থেকে বিশেষ সহায়তাও আশা করে না। নিজস্ব দক্ষতা, সামর্থ্য, ঘোড়া আর অস্ত্রের উপর নির্ভর করে ও।

আড়াআড়ি ক্যানিয়ন পেরোল জন। শেষ প্রান্তে পুব থেকে আসা আরেক ক্যানিয়নের সঙ্গে মিলিত হয়েছে যেখানে, রুক্ষ ট্রেইল ধরে এগোল। খাড়া ট্রেইল, তবে দুর্গম নয়। দু'পাশে ঘন বন। অ্যাসপেন সারির ফাঁকে ফাঁকে অগভীর গর্ত, বৃষ্টির পর পানি জমে এখানে, বীভার আর এল্ক তাদের তেষ্টা মেটায়। বীভার পন্ড নামে পরিচিত এগুলো।

সময় নিয়ে এগোচ্ছে জন, তাড়াহুড়ো করছে না। উচ্চতা মানুষের মত ঘোড়ারও শত্রু। বেশি ছোটাছুটিতে পাহাড়ী ঘোড়াও কয়েক ঘণ্টার মধ্যে খুন হয়ে যেতে পারে।

জেক শাটন খুবই ধুরন্ধর লোক। সব ধরনের কৌশল জানা আছে তার। শাটনের অধীন ক্রুদেরও খাটো করে দেখার উপায় নেই। সবাই কুখ্যাত রেনিগেড। যুদ্ধের সহিংসতা তাদের খাঁটি দাঙ্গাবাজে রূপ দিয়েছে।

তলায় পানি আছে দেখে ছোট্ট একটা গর্তের কাছে থামল জন, ঘোড়াকে পানি পান করার সুযোগ দিল। এই ফাঁকে চারপাশের এলাকা জরিপ করল।

পুরোমাত্রায় সতর্ক ও। সর্বক্ষণ গাঢ় কোন পটভূমির বিপরীতে থাকছে। ফলে মাত্র কয়েক গজ দূর থেকে দেখলেও সহজে চোখে পড়বে না ওকে।

ইঞ্চি ইঞ্চি করে সামনের পাহাড়শ্রেণী নিরীখ করল ও। গাছ, পাথর কিংবা কোন ছায়া বাদ দিল না। এইমাত্র যা দেখেছে, সেদিকেও দৃষ্টি চালাল। প্রায়ই গুরুত্বপূর্ণ জিনিস মানুষের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়, কিন্তু ফিরে তাকালে চোখে পড়ে কখনও কখনও।

কাছাকাছি অ্যাসপেনের ডালে এসে বসল একটা স্কুইরেল, সন্দিগ্ধ দৃষ্টি রাখল জনের উপর। একটু দূরে রয়েছে আরেকটা, ডালে হাত-পায়ের ভর রেখে মাথা নামিয়ে ইতি-উতি তাকাচ্ছে। নিচু স্বরে ঘোড়ার সঙ্গে কথা বলল জন, অ্যাসপেন ঝাড়ের দিকে এগোল। অ্যাসপেনের সাদা, দীর্ঘ গুঁড়ি পাশ কাটিয়ে পড়ে থাকা লতা-পাতা পেরিয়ে এগোল ঘোড়াটা। মাঝে মধ্যে ক্ষুদ্রকায় বোল্ডার চোখে পড়ছে, পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়েছে।

সামনে হগব্যাক রীজ—প্রায় দশ হাজার ফুট উঁচু—অ্যাসপেন ঝাড়ের মাথা ছাড়িয়ে আছে। রুক্ষ খাড়া ঢাল। চূড়ার ঠিক নীচে একটা চাতাল বেরিয়ে এসেছে পাহাড়ের শরীর থেকে। ওটাকে হেলমেট বলা হয়। পিছনে র‍্যাম্পার্ট হিলসের আকাশছোঁয়া শৃঙ্গের সমাহার। পাহাড়ের পিছনে যাওয়ার জন্য প্রথম যে-ট্রেইল ধরে গিয়েছিল জন, সেটা এড়িয়ে মাইক মুরের আবিষ্কৃত পথের দিকে এগোল।

আপাতত সমস্যা একটাই। এলিসা হেনরিকে বের করে নিয়ে আসতে হবে, আর যদি সময় থাকে, তা হলে জেক শাটনের এমন মরিয়া হয়ে ওঠার কারণ জানতে হবে। জানতে হবে কেন গ্রেগ ক্যালকিনকে খুন করা হয়েছে। জন মুহূর্তের জন্যও বিশ্বাস করেনি যে সত্যি সোনা রয়েছে এখানে।

হরিণ আর এল্কের ছাপের ছড়াছড়ি চারদিকে। দু'বার গ্রিজলির ট্র্যাক চোখে পড়েছে। সাধারণ ভালুকের চেয়ে এদের সামনের পায়ের থাবা অনেক বড়। এক জায়গায় উই পোকার সন্ধানে গাছের গুঁড়ি খুঁড়েছে একটা ভালুক।

ছোট্ট এক ঝর্নার কাছে ক্ষণিকের জন্য থামল জন। ত্রিশ ফুট উপর থেকে পাহাড়ী স্রোত আছড়ে পড়ছে পাথরস্তূপের উপর। এক পাশে ক্রীকে ছায়াময় জায়গায় একদল ট্রাউট সাঁতার কাটছে। প্রকৃতির এই

অনুপম সৌন্দর্য যে কত দেখল, কিন্তু কখনও ক্লান্তি লাগে না! যত দেখে ততই যেন তৃষ্ণা বেড়ে যায়। প্রতিটি মুহূর্ত, প্রতিটি কাঠামো, ছবি বা শব্দ প্রাণভরে উপভোগ করে জন।

সুনসান নীরবতা চারদিকে। গাছপালার আড়ালে থাকলেও দূরে নীল আকাশের পটভূমিতে আকাশছোঁয়া গাঢ় রাদামি ক্লিফের সারি দেখতে পাচ্ছে জন, প্রতিটি ক্লিফের চূড়া ঘিরে রেখেছে শুভ্র মেঘ।

ধারে-কাছে কোথাও কারও নড়াচড়া টের পাচ্ছে ও। এমন নয় যে কোন শব্দ শুনতে পাচ্ছে, আসলে পুরোটাই অবচেতন মনের তাড়না—ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের বদান্যতা—সতর্ক করে দিচ্ছে স্নায়ুকে। রাইফেলের দিকে হাত বাড়িয়েও নিজেকে নিরস্ত করে নিল জন। স্বল্প রেঞ্জে পিস্তলই ভাল হবে। কান পেতে শব্দ শুনল।

কোথাও কোন আওয়াজ নেই···গোড়ালি দিয়ে কালো ঘোড়ার পাঁজর স্পর্শ করল ও, ঘন অ্যাসপেনের ফাঁকফোকর গলে ধীর কদমে এগোল ওটা। পিঠ টানটান করে বসে আছে জন। কিছুক্ষণ পর হঠাৎ এক চিলতে খোলা জায়গায় উপস্থিত হলো। দুলকি চালে ঘোড়া ছুটিয়ে জায়গাটা পেরিয়ে গেল।

ক্লিফের ঠিক পাদদেশে এসে উপস্থিত হয়েছে এখন। ফের থেমে কান পাতল জন, গাছের ফোকর দিয়ে দৃশ্যমান সামনের জমি নিরীখ করল। পেটে অস্বস্তি বোধ হচ্ছে। নিজের অজান্তে খিস্তি আওড়াল। এ-ধরনের জায়গা খুব অপছন্দ ওর। ওপাশের পাহাড়ে রাইফেল হাতে কেউ বসে থাকলে এক গুলিতে সাবাড় করে ফেলতে পারবে ওকে···

দ্রুত ঘোড়া ছোটাল ও, সঙ্কীর্ণ জায়গাটা পেরিয়ে যেতে চায়। কয়েক গজ দূরে খাড়া ঢালের শুরু। আগে পৌঁছলে আগে নিশ্চিন্ত বোধ করবে।

ঢালে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে গতি বাড়িয়ে দিল ও। একসময় মেসায় উঠে এল। এখানেও ঘন অ্যাসপেনের সারি। বন পেরিয়ে রাশ টানল ও, স্যাডল ছেড়ে ফস্কা গেরো দিয়ে বাঁধল ঘোড়াকে, তারপর রাইফেল হাতে গাছপালার ফাঁকফোকর দিয়ে পিছিয়ে এল। চারপাশে সতর্ক দৃষ্টি চালিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়ার পর ড্রর কিনারে এসে ঝোপ আর পাথরের আড়ালে ঘাপটি মেরে অপেক্ষায় থাকল।

মিনিট কয়েক চলে গেল। কোন শব্দ শোনেনি, কিংবা কোন নড়াচড়াও চোখে পড়েনি। কেউ অনুসরণ করছে না, নিশ্চিত হয়ে এবার ফিরতি পথে বনে রেখে যাওয়া ঘোড়ার কাছে চলে এল জন।

উপরের উপত্যকার কেবিনের খবর আগে না-জানলেও এখন হয়তো জেনে গেছে জেক শাটন। এতক্ষণে কেবিনটা তালাশ করে না-থাকলেও যত দ্রুত সম্ভব করবে। খুঁজবে কাঙ্ক্ষিত জিনিস। স্যাডলে বসে থেকে পরিস্থিতি বিবেচনা করল জন, ভাই সম্পর্কে জানা সব তথ্য মনে করল।

সত্যি কি মূল্যবান কিছু কেবিনে লুকিয়ে রেখেছে গ্রেগ? নাকি অন্য কোথাও লুকিয়েছে? গ্রেগ খুবই সতর্ক মানুষ ছিল, সমস্ত সম্ভাব্যতা বিচার করত, আগে থেকে ব্যবস্থা নিত।

সূত্রটা কী হতে পারে? কোথায়ই বা পাওয়া যাবে?

স্বভাবে মিল না-থাকলেও ওর আর গ্রেগের মধ্যে চমৎকার অন্তরঙ্গতা ছিল। কয়েকটা বিষয়ে দু'জনের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল একইরকম। বইয়ের পোকা, এবং এক অর্থে জনের চেয়েও বেশি স্বাধীনচেতা ও নিঃসঙ্গ ছিল সে।

বুনো প্রকৃতির প্রতি অমোঘ আকর্ষণ ছিল গ্রেগের। প্রকৃতিকে বুঝতেও পারত। কবিতা না-লিখলেও কবিদের মত ছিল চিন্তা-ভাবনা। ভাবুক, কিন্তু পড়ুয়া। নির্জন জায়গায় বই পেলে আর কিছু লাগত না, নাওয়া-খাওয়া ভুলে যেত গ্রেগ; এমনকী পকেটে যখন ফুটো পয়সাও নেই, আচরণ দেখে মনে হত অসম্ভব সুখী, তৃপ্ত এবং আয়েশী জীবন যাপন করছে সে।

নিজেকে গ্রেগের জায়গায় কল্পনা করতে হবে। গ্রেগ যেভাবে ভাবত, সেভাবে ভাবতে হবে; পরিস্থিতি বিবেচনা করে কর্মপন্থা ঠিক করতে হবে।

এখানে থাকার ইচ্ছে ষোলোআনাই ছিল গ্রেগের, থাকবে বলে এত কিছু তৈরি করেছে। নিশ্চয়ই বিপদের কথাও ভেবেছিল—খুন হতে পারে কিংবা অন্য কোন কারণে মৃত্যু হতে পারে। জনের জন্য একটা ম্যাসেজ বা সূত্র রেখে যাওয়াই স্বাভাবিক ছিল গ্রেগের পক্ষে।

অ্যাসপেন বনে ইতস্তত এদিক-ওদিক ঢুঁ মারল জন। পথ চলতে সমস্যা হচ্ছে ঘোড়াটার, যেহেতু বেশিরভাগ জায়গায় ঘন হয়ে জন্মেছে গাছগুলো। পড়ে থাকা শুকনো পাতা রয়েছে বিস্তর। তা ছাড়া, অ্যাসপেন খুব সহজে ভেঙে পড়ে, পোকাও আক্রমণ করে; তাই পড়ে থাকা গাছের সংখ্যা অনেক বেশি থাকে ট্রেইলে। অ্যাসপেনের নীচে জন্ম নেওয়া বুনো ফুল চট করে পাতার ফাঁকে জেগে ওঠে।

সচরাচর ব্যবহৃত হয় না বা কেউ চিন্তাও করবে না, এমন পথ ধরে এগোচ্ছে জন। ওকে অনুসরণ করবে কেউ, এমন সম্ভাবনা কম।

কেবিনের কাছে এসে রাশ টানল ও, ঝোপের আড়ালে ঘোড়া রেখে দ্রুত পায়ে এগোল। ঘোড়াটাকে নিয়ে চিন্তা করছে না। লাগাম লম্বা রেখে বেঁধেছে, যখন খুশি ঘাস আর বুনো ফুলের সদ্ব্যবহার করতে পারবে ওটা।

অ্যাসপেন সারি থেকে বেরিয়ে ঘন স্প্রুসের আড়ালে চলে এল জন, ধীর পায়ে এগোল কেবিনের দিকে। বিশ গজ দূরে থাকতে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল মাটিতে, মিনিট কয়েক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে জরিপ করল। খুঁটিয়ে ঘাস দেখল, কিন্তু এমন কোন নমুনা চোখে পড়ল না যাতে বোঝা যাবে গতকালের পর কেউ আসা-যাওয়া করেছে। কেবিনের চিমনিতে ধোঁয়া নেই।

কেবিনে ঢুকে বেশি সময় নষ্ট করা যাবে না। মনে মনে পুরো ছবি কল্পনা করল জন, প্রতিটি দেয়াল নিয়ে ভাবল, তারপর চিমনি···সযত্নে পাথুরে স্ল্যাব বসিয়ে তৈরি করা হয়েছে ওটা। মনে মনে এই বিশ্লেষণ মূল্যবান কিছু সময় বাঁচিয়ে দেবে, খোঁজাখুঁজি করতে গিয়ে অযথা সময় নষ্ট হবে না।

কিন্তু গুপ্তধন লুকিয়ে রাখা যাবে, এমন কোন জায়গার সন্ধান পেল না।

দেয়ালগুলো মজবুত, বেশ চওড়া। গাছের গুঁড়ি পাশাপাশি বসিয়ে তৈরি করা হয়েছে। কাজটা নিখুঁত। তিনটা জানালা আসলে বড়সড় পোর্টহোল, প্রায় বর্গাকার, প্রতিটিতে ভারী কাঠের শাটার রয়েছে। মাঝখানে জোড়া খিড়কি। তাই চাইলে জানালাকে ছোট রাখা যায়,

শাটার কম-বেশি সরিয়ে কামরার যে-কোন স্থানে বাতাস প্রবাহিত করানো যায়। আসল কথা হচ্ছে, লগ কেটে তৈরি করা এসব জানালায় কিছু লুকিয়ে রাখার মত জায়গা নেই।

উনুন সম্ভাব্য জায়গা হতে পারে। তবে গ্রেগকে জানা আছে বলে সম্ভাবনাটা তৎক্ষণাৎ বাতিল করে দিল জন। গুপ্তধন খুঁজতে আসা যে-কোন ধূর্ত লোক প্রথমে উনুনের কথাই ভাববে। গ্রেগের পছন্দ হবে অস্বাভাবিক কোন জায়গা; যেটার কথা কারও মাথায় আসবে না।

উঁহুঁ...অন্য সবার কথা বাদ, সূত্রটা হবে শুধু জনকে জানানোর জন্য। মতের মিল থাকায় কিছু কিছু ব্যাপারে একই দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ওদের, দু'জনের জানাও ছিল একইরকম; সেক্ষেত্রে জন বুঝতে পারবে এমন কোন সূত্র রেখে যাবে গ্রেগ, যেটা অন্য কেউ বুঝবে না।

রাইফেল হাতে কাভার ছেড়ে বেরিয়ে এল জন, সরাসরি কেবিনের উদ্দেশে পা চালাল। খিড়কি তুলে কবাটে ঠেলা দিল। কব্জায় ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ তুলে ধীরে ধীরে ভিতরের দিকে সরে গেল পাল্লা দুটো।

শূন্য।

ভিতরে পা রাখল ও, থেমে মনোযোগ দিয়ে শব্দ শুনল। কিন্তু কিছুই কানে এল না। চারপাশে চকিত দৃষ্টি চালাল, এমন কোন নমুনা নেই যাতে বোঝা যাবে যে গতকাল ওরা চলে যাওয়ার পর কেউ এসেছিল এখানে।

ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াল ও, সময় নিয়ে দেখল। মনে মনে নিরীখ করার সময় বাদ পড়েছে, এমন কিছু দেখার আশায় রইল। কিন্তু চোখে পড়ল না। পুরো কেবিন না-ভাঙলে বোধহয় লুকিয়ে রাখার মত জায়গা আবিষ্কার করা যাবে না। মেঝের প্ল্যাঙ্ক পাথুরে মাটিতে দৃঢ়ভাবে বসানো। উনুনের ফ্ল্যাগস্টোনে গোপন কুঠরি বা গর্ত নেই।

তা হলে কোথায় থাকতে পারে?

দরজা দিয়ে ঝাড়া এক দৃষ্টিতে বাইরে তাকিয়ে থাকল জন, ঘাসের গালিচা ছাড়িয়ে দূরে চলে গেছে দৃষ্টি। একটু পর প্রতিটি জানালা পথে বাইরে দৃষ্টি চালাল। যে-বন থেকে এসেছে সেদিকে তাকাল; বাড়ির পিছনের বন, পাথরস্তূপ, গাছগাছালি আর ঝোপ দেখল।

কী খুঁজতে হবে জানলে হয়তো কাজটা সহজ হয়ে যেত, তিক্ত মনে ভাবল জন। জিনিসটার গঠন বা আকার-আয়তন জানলেও হত। কিন্তু কোন সূত্রই নেই।

সিঁড়িতে লেখা "Ten" সংখ্যাটা কি কোন সূত্র? নাকি মৃত্যুর ঠিক আগের মুহূর্তে মুমূর্ষু একজন মানুষের অস্বাভাবিক খেয়াল…

Ten কী? দশ ফুট? দশ গজ, নাকি দশ মাইল? কোন্ দিকে?

বেরিয়ে এসে দশ ফুট পরিধি নিয়ে কেবিন সংলগ্ন জমি খুঁটিয়ে দেখল জন। কিছুই নেই।

একসঙ্গে দশটা গাছ, দশটা পাথর আর নানান জিনিস খুঁজে পেতে চাইল যা দেখে রহস্যময় "Ten" সংখ্যা তাৎপর্যপূর্ণ মনে হবে। কিন্তু পেল না।

কেবিনে এসে এবার ছাদ দেখল জন। চিলেকোঠা বেশ ছোট, সিলিং আর ঢালু ছাদের মাঝখানে কিছুটা জায়গা। ঢোকার মত মুখ বা গর্ত চোখে পড়ছে না, তবে একটা পথ আছে নিশ্চয়ই।

আচমকা একটা ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনতে পেল জন, ক্রমে এগিয়ে আসছে কেবিনের দিকে। ঝটিতি ঘুরে দাঁড়াল ও. চট করে জানালার কাছে চলে এল। নিঃসঙ্গ এক রাইডার। ঘোড়াটা ধূসর রঙের, তবে কেশর আর লেজ কালো। দীর্ঘ পেশিবহুল শরীর। দেখে বোঝা যায় অফুরন্ত দম এবং গতি আছে ওটার।

চল্লিশের কাছাকাছি হবে লোকটার বয়স…দু'এক বছর কমও হতে পারে। পোর্চের কাছে এসে রাশ টানল সে।

'ক্যালকিন?'

দোরগোড়ায় এসে দাঁড়াল জন, পরস্পরকে নিরীখ করল দু'জন।

আগন্তুক শান্ত মুখচ্ছবির মানুষ, সুঠামদেহী। নীলচে ধূসর চোখ। আজ সকালে ক্ষৌরি করেনি। তবে ধূসর হ্যান্ডলবার গোঁফে চোস্ত লাগছে তাকে। পরনের পোশাক পরিপাটি।

'আমার নাম স্যাম শাটন।'

'এলিসা ফ্যালনের কাছে তোমার অনেক সুনাম শুনেছি,' মৃদু স্বরে বলল জন।

'এখানে আছে ও?'

প্রশ্নটা শুনে কিছুটা হলেও বিস্মিত হলো জন। এলিসা তা হলে র‍্যাঞ্চে ফিরে যায়নি? 'ভেবেছিলাম মুরদের সঙ্গে থাকবে ও, কিন্তু আমার কথা শোনেনি। বলল র‍্যাঞ্চে কাজ আছে। ওখানেই তো থাকার কথা ওর, তাই না?'

'উঁহুঁ, র‍্যাঞ্চ থেকে এসেছি আমি। ভোর থেকে উধাও হয়ে গেছে এলিসা। কাউকে কিছু জানায়নি।'

'তোমাদের সঙ্গে ছিল না ও?'

'গতকাল রাতেও ছিল, কিন্তু সকাল থেকে ওর পাত্তা নেই। আর কাউকে না-হলেও কোথাও গেলে ঠিকই আমাকে জানায় ও।'

'র‍্যাঞ্চে বা এখানে এসে না-থাকলে আর কোথায় যাবে? এই দুটো জায়গায় ছাড়া তো কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই, তাই না?'

স্যাম শাটনের উদ্বেগ খাঁটি। 'নিকট ভবিষ্যতে হয়তো একে অন্যের শত্রু হয়ে দাঁড়াব আমরা, কিন্তু এখন আমি এসেছি শুধু এলিসার খোঁজে, অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই আমার। এলিসা খুব ভাল মেয়ে, ওর মাও চমৎকার মহিলা ছিল। কথাটা তোমার জানা দরকার।'

'এ-বিষয়ে একমত আমি, স্যাম। আমাদের মধ্যে যাই ঘটুক, মাঝখানে পড়ে কেন ভুগবে মেয়েটা? ওর ব্যাপারে তোমার সঙ্গে আছি আমি। যাই হোক, এখন কাজ একটাই—ওকে খুঁজে বের করতে হবে।'

আঙুল চালিয়ে হ্যাটটা পিছন দিকে ঠেলে দিল স্যাম শাটন। 'রাতে আমার কাছে এসেছিল ও, বলল র‍্যাঞ্চ ছেড়ে চলে যাবে। আরও আগেই এমন একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত ছিল ওর। আর কাউকে খবরটা জানায়নি এলিসা। কিন্তু এখন তো···না জানি কী ঘটেছে ওর কপালে!

'জিনিসপত্র যা যা দরকার, সঙ্গে নিয়ে বেরিয়েছে ও। কেন জানি মন কু গাইছিল আমার, তাই বেরিয়ে পড়লাম। প্রথমে ওর ট্রেইল ধরে এগিয়েছি, কিন্তু টার্কি ক্রীকের কাছে এসে হারিয়ে ফেললাম। অনেক খুঁজেও পেলাম না। মুরদের র‍্যাঞ্চে গেলাম, ওখানে না-পেয়ে এখানে এসেছি।'

ভুরু কুঁচকে গেছে জনের। হঠাৎ মুখ তুলে তাকাল ও। 'স্যাম, তোমার আউটফিটের সবাই র‍্যাঞ্চে আছে? রাত বা সকাল থেকে দেখোনি, এমন কেউ কি নেই–যেমন টম ড্রেকার কথাই ধরো?'

'বিশেষ করে ওর কথা বলছ কেন?'

'মেয়েঘটিত ব্যাপারে আগেও জড়িয়েছে ও। ফোর্ট গ্রিফিনে ড্যান্স হলের একটা মেয়ে খুন হয়েছিল। খুনটার সঙ্গে সরাসরি জড়ানো যায়নি ড্রেকাকে, কিন্তু প্রায় সবাই নিঃসন্দেহ ছিল যে ও-ই দোষী।'

'ধারে-কাছে দেখিনি ওকে, তবে তাতে কিছু প্রমাণ হয় না, হয়তো কোন কাজ নিয়ে বাইরে গেছে। আসলে ড্রেকা বা স্টেঙ্গল, কাউকেই কাল সন্ধ্যার পর আর দেখিনি।'

ভাবছে জন, ঝড়ের বেগে চিন্তা চলছে মাথায়।

কোথায় যেতে পারে এলিসা? চারপাশে রুক্ষ বুনো অঞ্চল, লোকালয় বা বসতি বলতে দুটো জায়গা–মুর আর শাটন র‍্যাঞ্চ। অথচ এর কোথাও নেই মেয়েটি। তবে এটা ঠিক মুরদের কাছেই আসবে এলিসা। সবচেয়ে কাছে ওরা রয়েছে এবং ওদের সম্পর্কে জানত মেয়েটি। জন সম্পর্কেও জানা ছিল এলিসার।

আসলে কি জানা ছিল? সম্ভবত নয়। তবে কথা হয়েছে ওদের। এটা ঠিক যে এক ধরনের অদৃশ্য আন্তরিকতা, উষ্ণতা আর বোঝাপড়া ছিল ওদের মধ্যে। সেটা কি যার যার নিঃসঙ্গতা, নাকি অন্য কোন কারণে?

জরুরি ব্যাপার হচ্ছে: যেভাবে হোক খুঁজে বের করতে হবে মেয়েটাকে, ওর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

বহুদিন ধরে ক্যালকিনদের উপর প্রকৃতির একটা অভিশাপ চলে আসছে, সম্ভবত সব আইরিশদের উপর কার্যকর সেটা। ওদের দুর্ভোগ, কষ্ট বা বিষাদ যেন শেষ হওয়ার নয়।

'বাড়ি ফিরে যাও, স্যাম। এলিসা যদি ফিরে আসে, তোমাকে দরকার হবে ওর।'

'আমি আসলে নাচার। চাইলেও ওর জন্য কিছু করতে পারব না। র‍্যাঞ্চে বাবার কথার উপর রা করার সাহস নেই কারও।'

'কথাটা কি স্টেঙ্গলের জন্যও খাটে?'

স্থির দৃষ্টিতে জনকে দেখল স্যাম শাটন। 'তোমার কী মনে হয়? যদি মনে করে থাকো যে বাবার উপর ছড়ি ঘোরাবে স্টেঙ্গল, তা হলে বলতে হয় জেক শাটন সম্পর্কে কিছুই জানো না তুমি। ড্রেকা বা স্টেঙ্গল কোন্ ছার, আসলে বাবা কারও ব্যাপারেই ছাড় দেয় না।'

'এলিসার খোঁজে এখানে এসেছি আমি, স্যাম। খুঁজতে খুঁজতে হয়তো তোমাদের বাথানের দিকেও চলে যেতে পারি।'

'সেক্ষেত্রে, ভাইয়ের মত একই পরিণতি তোমারও হতে পারে।'

'তারমানে তোমাদের হাতে খুন হয়েছে গ্রেগ?'

'হ্যাঁ।'

খুনী আউটফিটের দু'জন মানুষের কাছ থেকে জানা গেল সত্যটা। প্রমাণ হিসাবে যথেষ্ট। 'আমি যদি খুনও হই, প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, কবরে একা যাব না, পায়ের কাছে শুয়ে থাকার জন্য কয়েকটা কুকুরকে সঙ্গে নিয়ে যাব। গ্রেগের মত আমাকেও একইভাবে বিচার করলে ভুল হবে। মানুষকে সহজে বিশ্বাস করত ও, কিন্তু আমি করি না। পিস্তলেও ওর চেয়ে ঢের ভাল।'

'স্টেঙ্গলের কাছে শুনলাম পিস্তলে তুমি খুবই চালু। দুর্দান্ত।'

'সেটা আমি বলে বেড়াই না। পরিস্থিতির বিচারে যখন যেটা কর্তব্য মনে হয়, তাই করি। অতিরিক্ত কিছুও করি না। যেভাবে হোক এলিসাকে খুঁজে বের করব আমি, স্যাম।'

'তুমি ওকে ভালবাসো?'

'ভালবাসাই কি সব? আর কোন স্বার্থ কি থাকতে নেই? স্বার্থ থাকতে হবে, এটাই বা কেমন? ধরো, গ্রেগের খুনের বদলা নিতে চাই আমি। এলিসার মাধ্যমে তোমাদের সঙ্গে বোঝাপড়া হবে, এটাই আমার স্বার্থ।' ক্ষণিকের জন্য থামল জন, দেখল নড় করছে স্যাম। 'সহানুভূতি, শুভাকাঙ্ক্ষা, সদিচ্ছা...সবই গুরুত্বপূর্ণ। এর কোনটাই ফেলনা নয়। মানুষ তো মানুষের জন্যই।'

'ঠিক বলেছ,' মৃদু স্বরে সায় জানাল স্যাম শাটন।

'স্যাম?'

ঘুরে ওর দিকে ফিরল সে।

'তুমি কি ওদের বোঝানোর চেষ্টা করবে, অন্তত শেষ চেষ্টা হিসাবে? আমি বিশ্বাস করি এখানে কোন রত্ন বা গুপ্তধন নেই। ওদের মন ভরবে এমন কিছুই নেই। সোনা, রত্ন বা টাকা ছাড়া সম্ভবত অন্য কিছু ভাবছে না ওরা।'

'তোমার তা হলে ধারণা এখানে কোন গুপ্তধন লুকানো নেই?'

'যদি থাকতই, গ্রেগ কেন লুকিয়ে রাখবে? থাকলে অবশ্যই সেটা ভোগ করত ও, অযথা লুকিয়ে রাখার ঝামেলায় যেত না। এমন জায়গায় চলে যেত যেখানে গেলে সেটা খরচ করা যাবে।'

'যদি সরিয়ে নেওয়ার সময় না পেয়ে থাকে সে?'

'মাথা খাটাও, ম্যান। যথেষ্ট সময় ছিল ওর হাতে, নইলে এই বাড়ি তৈরি হত না। বিশ্বাস করো, একা এই অসম্ভব কাজ করেছে ও। বুঝতে পারছ কত সময় লেগেছিল? এখন তো যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করি আমরা। ওর হাতে ওসব ছিল না, ছিল কেবল ধৈর্য আর অফুরন্ত সময়।'

'সোনা ছাড়া তা হলে আর কী হতে পারে?'

'ইতিহাস বা জ্ঞানচর্চায় বরাবরই ঝোঁক রয়েছে ক্যালকিনদের। গ্রেগও ব্যতিক্রম ছিল না। সম্ভবত ঐতিহাসিক মূল্য আছে এমন একটা কিছু ছিল ওর কাছে, যা সবাই জানে না। অজানা কোন অতীতের সূত্র বিশেষ।'

'এত নিশ্চিত হচ্ছ কী করে?'

'নিশ্চিত নই আমি, ধারণা করছি। কিন্তু একটা কথা কী, নিজ পরিবারের লোকজনকে তো চিনি। কখনও যদি টাকা-পয়সার মালিক হয়েও থাকে আমাদের কেউ, আদপে লিপ্সা বা লোভ নেই আমাদের মধ্যে, বরং এক্ষেত্রে বেশিরভাগ ক্যালকিনই উদাসীন।'

হঠাৎ নিঃশব্দে সবক'টা দাঁত বের করে হাসল স্যাম শাটন। 'ভাবছি বাবা আর অন্যদের জন্য কেমন রসিকতার ব্যাপার হবে এটা···চরম কিন্তু তিক্ত রসিকতা।' হাসিটা প্রসারিত হলো আরও, তারপর মাথা নাড়ল সে। 'মনে হয় না আসল ঘটনা বিশ্বাস করবে ওরা।'

'তুমি করছ?'

ইতস্তত করল স্যাম। 'হয়তো করেছি···সঠিক বলতে পারব না।' খানিক বিব্রত দেখাল তাকে। 'পড়াশোনা তেমন জানি না আমি। দু'বছর স্কুলে পড়েছি, মাঝে মধ্যে খবরের কাগজ পড়েছি; আর সারা জীবনে পুরো মাত্র একটা বই পড়েছি। ব্যস, এই হচ্ছে আমার দৌড়। আমার কথা কেন শুনবে ওরা? সম্ভবত তেমন গুছিয়েও বলতে পারব না।'

মানুষটার জ্ঞান-তৃষ্ণা উপলব্ধি করতে পারছে জন। আরও জানার তীব্র ইচ্ছে রয়েছে স্যামের, কিন্তু সুযোগ পাচ্ছে না।

'শিখতে বয়স লাগে না। শুধু সজাগ আর কৌতূহলী থাকলেই হলো, জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত থেকে শেখা যায়। ভাল-মন্দ যাই হোক, অভ্যাসটা রয়েছে ক্যালকিনদের।'

'তুমি বরং কেটে পড়ো,' হঠাৎ বলল স্যাম। 'মনে হয় না ধৈর্য ধরবে ওরা। তুমি থাকলে ওদের সুবিধাই হবে। ওদের ধারণা তুমি অনেক কিছু জানো। তোমাকে পেলে প্রথমে কথা বলানোর চেষ্টা করবে, কিন্তু সম্ভব না-হলে ঠিক খুন করে ফেলবে।'

'কারও ভয়ে চলে যেতে আসিনি আমি,' ঠাণ্ডা সুরে বলল জন। 'তবে স্যাম, তোমাকে আমার পছন্দ হয়েছে। মানুষটা তুমি মন্দ নও। ওই দলের সঙ্গে তোমাকে মানায় না। একটা অনুরোধ করি? পারলে ওদের কাছ থেকে সরে এসো।'

ঘোড়া ঘুরিয়ে নেওয়ার সময় জনের চারপাশে দৃষ্টি চালাল স্যাম। 'ওরা আমার স্বজন। যাই ঘটুক, ওদের সঙ্গে থাকা উচিত আমার এবং থাকবও।'

ধূসর ঘোড়াটাকে হাঁটিয়ে নিয়ে চলে গেল স্যাম শাটন। কিছুদূর এগিয়ে দুলকি চালে ছোটাল।

একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকে তাকে চলে যেতে দেখল জন, তারপর ঘুরে কেবিনের দিকে এগোল।

আরেকবার সতর্কতার সঙ্গে পুরো কেবিন তালাশ করল ও, কিন্তু কিছুই চোখে পড়ল না। কোন সূত্র নেই। এখানে যদি কিছু থেকেও

থাকে, মনে হয় না তাতে কোন লাভ হবে। গ্রেগ সম্পর্কে জানা ওর সমস্ত জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা থেকে যদি খুঁজে না পায় জন, নিঃসন্দেহে শাটনরাও খুঁজে পাবে না।

বেরিয়ে এসে বনের দিকে এগোল ও। চলে যাওয়ার সময় হয়েছে।

যাই করুক, সবার আগে এলিসাকে খুঁজে বের করতে হবে।

তলে তলে শঙ্কা আর অসহায়ত্ব বোধ করছে জন। এমন দুর্গম পাহাড়ী অঞ্চলের কোথায় থাকতে পারে মেয়েটা? আদৌ কি ওকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব হবে?

দশ

কালো ঘোড়ার পিঠে চেপে উত্তরে এগোচ্ছে জন ক্যালকিন। ওর পরিকল্পনা জানানোর জন্য মুরদের কাছে যাওয়া সময়ের অপচয় হবে শুধু, তাই চিন্তাটা মাথায় এলেও আমল দেয়নি। তা ছাড়া, আরও একটা অসুবিধা আছে এতে। সব শুনে হয়তো ওর পিছু পিছু চলে যাবে মাইক। কাজে অনাকাঙ্ক্ষিত বাধা পছন্দ করে না জন। বিশাল এলাকা এটা, সম্ভবত অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে, মাইক অনুসরণ করলে তাকে নিয়েও দুশ্চিন্তা করতে হবে।

প্রথমে অবশ্য নাক বরাবর দক্ষিণে এগিয়েছে ও। পাহাড় ডিঙানোর চেয়ে বরং ট্রেইল ধরে ঘুরপথে যাওয়া অনেক সহজ। কিছুক্ষণ এগিয়ে এরপর র‍্যাম্পার্টের উত্তরমুখী ট্রেইল ধরেছে। প্রথমদিন এটা ধরে এসেছিল।

এখন অবশ্য উত্তরে এগোচ্ছে।

ট্রেইলে ধুলোর উপর স্যামের ট্র্যাক স্পষ্ট। বেশ দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়েছে সে। জনও দ্রুত এগিয়ে চলল।

শত্রু এলাকায় প্রবেশ করেছে বলে হাতে রাইফেল রেখেছে জন, যে-কোন পরিস্থিতির জন্য তৈরি। প্রয়োজনে স্যাডল ছেড়ে বনের ভিতরে ঢুকে পড়ার জন্যও প্রস্তুত।

বক্স ক্যানিয়নের উত্তরের মেসায় দক্ষিণ দিক থেকে আসা একটা ঘোড়ার ছাপ চোখে পড়ল ওর। আড়াআড়ি ট্রেইল পেরিয়ে গেছে রাইডার। সে যে-ই হোক, স্যাম শাটনের আগে আগে রয়েছে।

শীতল নির্মল বাতাস। থেমে সামনের ট্রেইল জরিপ করার সময় বুক ভরে পাহাড়ী সতেজ বাতাস টেনে নিল জন। গাছপালার আকৃতি দেখে অনুমান করল প্রায় দশ হাজার ফুট উচ্চতায় রয়েছে এখন।

মাথার উপর নীল আকাশে চক্কর মারছে একটা শকুন। দূরে মেঘের গুড়গুড় শব্দ হচ্ছে…পাহাড়ে বিকালের দিকে বৃষ্টি হওয়া খুবই স্বাভাবিক। বৃষ্টি নামতে দেরি হবে না। কালো ভারী মেঘের বুক চিরে ঝলসে উঠল বিদ্যুৎ। কান খাড়া করে নিজের মর্জিতে এগিয়ে চলেছে গেল্ডিং, জনের সজাগ স্পৃহা ওটাকে সচেতন করে তুলেছে।

রাইফেল হাত বদল করল জন। একেবারে তাজা এক ট্রেইল ধরে চলছে এখন, কোথাও কোন ট্র্যাক নেই।

হঠাৎ ভাগ হয়ে গেল ট্রেইল, রাশ টানল জন। একটা শাখা নিচু ঢাল হয়ে অগভীর নদী পেরিয়ে গেছে। টলটলে ঠাণ্ডা পানি বইছে নদীতে, এত স্পষ্ট যে তলার পাথরগুলো স্পষ্ট চোখে পড়ছে। নদী পেরিয়ে ওপাশে উঠে এল জন। উপরে, ট্রেইলে এসে ট্র্যাকের খোঁজ করল।

পাঁচটা ঘোড়ার ছাপ…একটা ঘোড়া ট্রেইলের একেবারে কিনার দিয়ে গেছে, বুনো ফুল আর ঘাসের উপর স্পষ্ট ছাপ পড়েছে। এলিসা হেনরির ঘোড়ার ছাপ আগেও দেখেছে জন, তাই চিনতে অসুবিধা হলো না।

ঘোড়ার গতি বাড়িয়ে দিল ও, দুশ্চিন্তা বেড়ে গেছে। এ-মুহূর্তে ক্যানিয়নের তলায় আছে জন। প্রায় আধ-মাইল চওড়া তলাটা। পাহাড

থেকে নেমে আরও একটা ক্রীক পেরোল। একটু দূরে ক্যানিয়নের দেয়ালের ফাঁক দিয়ে উজানের দিকে চলে গেছে ক্রীকটা।

হঠাৎ ট্র্যাকের ধরন বদলে গেল। প্রায় এক ঘণ্টা ধরে তীক্ষ্ণ নজর রাখছে জন। আচমকা সবগুলো ঘোড়া গতি বাড়িয়ে ছুটতে শুরু করেছে। কতক্ষণ ধরে ছুটেছে? এক ঘণ্টা? দুই ঘণ্টা?

সম্ভবত তারচেয়েও বেশি। ঘটনার কারণ অনুমান করতে কষ্ট হলো না জনের। নিশ্চয়ই ধাওয়াকারীদের দেখতে পেয়ে গতি বাড়িয়ে দিয়েছিল এলিসা, গাছপালার ফাঁকফোকর দিয়ে এঁকেবেঁকে প্রাণপণে ছুটেছে দূরের খোলা জায়গার দিকে। মাঝে মাঝে পড়ে থাকা শুকনো ডালপালা লাফিয়ে পেরিয়ে গেছে ঘোড়াটা।

এগিয়ে চলল জন।

খোলা জায়গার কাছে এসে বেকুব বনে গেল। অন্য এক ট্রেইল এসে মিলিত হয়েছে এখানে। হঠাৎ ভোজবাজির মত উধাও হয়ে গেছে এলিসার ঘোড়ার সমস্ত ছাপ!

কোথায় গেল মেয়েটা?

পিছনের ধাওয়াকারীরা আচমকা থেমেছে এখানে, ট্রেইল জরিপ করেছে। এখান থেকে ভাগ হয়ে গেছে ট্রেইল—দুই শাখা পরস্পরের বিপরীত অর্থাৎ পুব এবং পশ্চিম দিকে গেছে।

কোন্ দিকে গেছে এলিসা?

ধাওয়াকারীরা পশ্চিমে গেছে, ছাপ দেখে বুঝল জন। তুমুল বেগে ঘোড়া ছুটিয়েছে তারা। তবে জন তাড়াহুড়ো করল না, স্যাডলে স্থির বসে থেকে তীক্ষ্ণ মনোযোগে পরিস্থিতি আর সম্ভাবনা বিচার করল। সম্ভবত ভুল করেছে লোকগুলো। তাদের মত ভুল করতে চায় না জন। ওর সঠিক সিদ্ধান্তের উপর এলিসার জীবন নির্ভর করছে।

দৃশ্যত, ভুল করেছে ধাওয়াকারীরা, কারণ তাদের ফিরে আসার ট্র্যাক স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে জন। কিন্তু তারপরও এগোল না। ধীরে ধীরে রহস্যটা পরিষ্কার হলো। এলিসা খুবই চালাক মেয়ে, বুনো এই এলাকা ভাল করে চেনা থাকায় ইচ্ছে করে ছুটে এসেছে; ঠিক এখানে এসে ধাওয়াকারীদের ঝেড়ে ফেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

এটা অবশ্য জনের অনুমান। তবে ওর ধারণা ঠিক এমনই ঘটেছে।

সিদ্ধান্ত নিতে হবে–কোন্ দিকে যাবে। জানা নেই, কিন্তু অনুমানের উপর নির্ভর করতে হবে।

পশ্চিমে মোড় নিল ও, ঢাল ধরে অনুচ্চ এক রীজে উঠে এল। রীজের চূড়ায় চিরুনির খাঁজের মত ভাঁজ, উত্তরমুখী পর্বতশৃঙ্গকে ব্যঙ্গ করছে যেন। শৃঙ্গের উচ্চতা অন্তত তেরো হাজার ফুট বা তারও বেশি। দুলকি চালে আরও একটা উপত্যকা পার হলো জন, চলার পথে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ঘাস দেখল, কিন্তু কারও পেরিয়ে যাওয়ার চিহ্ন দেখতে পেল না।

এবার একটা হ্রদ পেরোল।

ওপাড়ে উঠে আসার পর হঠাৎ বহুদিন ব্যবহৃত হয় না এমন একটা অস্পষ্ট ট্রেইলে উঠে এল জন। ছোটখাট বীভার-পুকুর আর মরা গাছপালা ছাড়িয়ে উত্তরে চলে গেছে ট্রেইল, সামনের ঘন বনভূমিতে গিয়ে পড়েছে।

বনের ঠাণ্ডা পরিবেশ চমকে দিল ওকে। বাতাসে পাইন, স্প্রুস, বুনো ফুল আর মরা গাছপালার সোঁদা গন্ধ–প্রতিটিই আলাদা আলাদা ভাবে চেনা যাচ্ছে।

আচমকা রাশ টানল জন। শব্দ শুনতে পেয়েছে…একটা কিছু নড়ছে। ঘোঁৎ করে নিঃশ্বাস ফেলল গেল্ডিং, ঘুরে দাঁড়ানোর প্রয়াস পেল। তখনই জিনিসটা দেখতে পেল জন।

চার হাত-পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে প্রকাণ্ড এক গ্রিজলি। লম্বায় গেল্ডিংয়ের সমান, কিন্তু ওজন অন্তত দেড় গুণ বেশি হবে। সামনে পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে আছে ওটা, সরে যাওয়ার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

শান্ত, মৃদু স্বরে ঘোড়াকে আশ্বস্ত করার প্রয়াস পেল জন, ডান হাতে থাকল রাইফেলটা। অস্থির ভঙ্গিতে একই জায়গায় নড়াচড়া করছে ঘোড়াটা, পালাতে পারলে যেন বাঁচে।

সিধে হলো গ্রিজলি, অস্পষ্ট আলোয় ভাল করে দেখল ওদের। 'ভয়ের কিছু নেই, বাছা! শান্ত হ,' শান্ত, কোমল স্বরে বলল জন–

উদ্দেশ্য ঘোড়া এবং ভালুক, দুটোই। তারপর শুধু ভালুকের উদ্দেশে খানিক উঁচু গলায় যোগ করল: 'চিন্তা করিস না, ঝামেলা করতে আসিনি আমরা। তুই তোর পথে যা, আমরা আমাদের পথে যাব।'

সাধারণত দুই পায়ে দাঁড়ানো অবস্থায় কখনও আক্রমণ করে না ভালুক। গ্রিজলিটা সম্ভবত কৌতূহল বোধ করছে। শিকার হিসাবে পিঁপড়া, বেরি, নাট, গাছের মূল পছন্দ করে ভালুক। খুব কমই মাংসাশী হয়।

সমানে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে অপছন্দ প্রকাশ করছে ঘোড়াটা, একটু একটু করে পিছিয়ে যাচ্ছে। পিছাতে পিছাতে একেবারে ট্রেইলের কাছে চলে এল গেল্ডিংটা। রাশ টেনে ওটাকে শান্ত করার চেষ্টা করল জন, মৃদু স্বরে কথা বলছে, কিন্তু রাইফেল তৈরি রেখেছে।

এত কাছ থেকে ভালুকটা আক্রমণ করলে নির্ঘাত কপালে খারাবি আছে ওদের। স্বল্প দূরত্বে যথেষ্ট ক্ষিপ্র ভালুক, আর এটা তো প্রকাণ্ড, যদিও আবছা আলোয় গ্রিজলিটাকে যতটা নয় তারচেয়ে বড় দেখাচ্ছে।

তাকিয়ে আছে ভালুকটা, নড়াচড়ার নাম নেই। সময় যেন স্থির হয়ে গেছে।

গেল্ডিংটা যথেষ্ট ক্ষিপ্র, চট করে ঘুরে দৌড় লাগাতে পারবে। কিন্তু ভাল হবে যদি প্রথমে একটা গুলি করে তারপর ছুট লাগায় জন। হয়তো ভড়কে যাবে গ্রিজলিটা, পাল্টা আক্রমণ করবে না। সমস্যা হচ্ছে, জনের গন্তব্য সামনে, ওখানে যেতে হলে ভালুককে পাশ কাটিয়ে বা পেরিয়ে যেতে হবে।

আরও কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকার পর যেন সুমতি হলো গ্রিজলির। বাতাসে ওদের গন্ধ শুঁকল ওটা, তারপর শান্ত ভঙ্গিতে রাজ্যের আলস্য নিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে বনের ভিতরে হারিয়ে গেল।

হাঁপ ছেড়ে বাঁচল জন। অপেক্ষায় থাকল, ঘোড়ার লাগাম শক্ত হাতে ধরে রেখেছে। গ্রিজলির চলাফেরার ভারী শব্দ মিলিয়ে যাওয়ার পর ট্রেইল ধরে এগোতে দিল ঘোড়াকে। 'এত ভড়কে যাওয়ার মত কিছু তো হয়নি,' খানিক উঁচু স্বরে ঘোড়াকে ভর্ৎসনা করল ও। 'ওই ব্যাটা তোকে হামলা করতে আসেনি, খানিকটা কৌতূহল হয়েছিল কেবল।'

চারপাশে অন্ধকার ততটা গাঢ় না-হলেও ট্র্যাক দেখার মত আলো নেই। গেল্ডিংই ভরসা। ট্রেইল ধরে এগোচ্ছে ওটা। আগাম বিপদ সঙ্কেত জানাবে—ওটার কানের নড়াচড়া আর আচরণ দেখে সতর্ক হতে হবে জনকে।

অজানা ট্রেইল ধরে হেঁটে এগিয়ে চলেছে ঘোড়াটা। একসময় ঠাণ্ডা রাত নেমে এল। বনের লাগোয়া তুষারাবৃত পর্বতশৃঙ্গ থেকে ধেয়ে এল হিমশীতল বাতাস, কাঁপ ধরিয়ে দিল জন আর ওর ঘোড়ার শরীরে। এক পাশে টিম্বারলাইন মাউন্টেন, মাত্র কয়েকশো ফুট উঁচুতে ওটার চূড়া, জনের মনে হচ্ছে যেন ওর মাথার উপর ধসে পড়বে। শেষ বিকালের আলো লেপ্টে আছে বরফাকীর্ণ চূড়ায়।

চাঁদের আলোয় ক্যাম্প করল জন। পড়ে থাকা শুকনো গাছের ডাল সংগ্রহ করে আগুন জ্বালিয়েছে। কফির কেতলি বসিয়ে দিল। একপাশে কুলকুল করে বইছে ছোট্ট নদী। এক টুকরো জার্কি চিব্যানোর সময় মুখ তুলে তারাজ্বলা আকাশের দিকে তাকাল।

মানুষের নিঃসঙ্গতা কি কখনও ফুরায়? এ-মুহূর্তে কত মানুষ যে খোলা আকাশের নীচে রাত কাটাচ্ছে! ক'জনেরই বা যাওয়ার মত ঠিকানা আছে?

স্যাডলব্যাগ থেকে ফ্রাইং প্যান বের করল জন। আগুন উস্কে দিতে পাইনের কয়েকটা শঙ্কু ঠেলে দিল নিষ্প্রভ হয়ে আসা শিখার বুকে। এক ধরনের বেপরোয়া অনুভূতি হচ্ছে, কোন কিছু গুরুত্ব দিচ্ছে না এখন। এলিসা ফ্যালনকে খুঁজে না পাওয়ায় নিজের উপর বিরক্ত এবং অসন্তুষ্ট। মনে শঙ্কা—হয়তো আর কখনও দেখা হবে না মেয়েটির সঙ্গে।

বেকন কেটে প্যানে রেখে আগুনে চড়িয়ে দিল ও। একটু পর গরম হয়ে উঠল বেকন, চাপা হিসহিস শব্দ করে বুদ্বুদ উঠতে থাকল।

'হ্যালো! কেউ আছ?' অন্ধকার থেকে ভেসে এল একটা কণ্ঠ।

'ইচ্ছে হলে আসতে পারো। কীভাবে আসবে সেটাও তোমার খুশি।'

আগুনের দিকে এগিয়ে এল একটা ঘোড়া, ধূসর ঘোড়ার পিঠে

ধূসর একজন মানুষ। বাকস্কিন পরা বুড়ো, মুখে অসংখ্য ভাঁজ কিন্তু ধূসর চোখে তারুণ্যের উচ্ছলতা।

'আগুন দেখে ভাবলাম একজন সঙ্গী পেলে হয়তো ভাল লাগবে তোমার,' বলল বুড়ো।

'তা ঠিক, তবে তোমাকে আশা করিনি। বিপদ আশা করেছি।'

'জিনিসটার মুখোমুখি জীবনে বহুবার হয়েছি। মাঝে মধ্যে। কফি আর বেকনের গন্ধ পেলে বিপদ হলো কি না-হলো, এ-নিয়ে ভাবতে কখনোই ভাল লাগে না আমার। আসলে খিদে লাগলে মাথাটা চলে না।'

'আগুনের পাশে এসে বসো তা হলে।' বুড়োর দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখল জন। বেশ পুরানো শার্পস .৫০ রাইফেল আর অন্তত একটা বাউই ছুরি আছে তার কাছে, জনের অনুমান। সঙ্গে হ্যান্ডগান থাকলেও দেখা যাচ্ছে না।

'এলাকাটা একেবারে নির্জন,' মন্তব্যের সুরে বলল জন।

'হ্যাঁ,' সায় জানাল বুড়ো, স্যাডল খসাতে কসরৎ করছে। 'বহুদিন ধরে কেউ ছিল না এদিকে। এক ধরনের শান্তি ছিল। বিরক্ত করার মত কেউ ছিল না, নিজের মত করে সময় কাটানো যেত। পুরো এক বছরে যত লোক দেখিনি এই ক'দিনে তাই দেখলাম।'

'আসার সময় ট্রেইলে অনেক ট্র্যাক দেখেছি।'

'বাজি ধরে বলতে পারব ওই লোকগুলো এখান থেকে যাওয়ার আগে ট্রেইলে রক্তগঙ্গা বইয়ে দেবে।'

'চারজন?' আলাপী সুরে জানতে চাইল জন।

'হ্যাঁ, চারজন। নীচ, বদলোক। ওদের দেখেই পাথরের আড়ালে লুকিয়ে পড়েছি। আমার দিকে এলে ঠিক গুলি করতাম। ওদের মত লোক দু'চোখে দেখতে পারি না। পারলে সবক'টাকে ধরে সবচেয়ে লম্বা গাছটায় ঝুলিয়ে দিতাম।'

'ওরা এখন কোথায় আছে?'

'চার-পাঁচ মাইল পশ্চিমে। ধারে-কাছে ওদের উপস্থিতি সহ্য হচ্ছিল না বলে পাহাড় পেরিয়ে চলে এসেছি। বন পেরোতে তোমার

ক্যাম্পের আগুন চোখে পড়ল, দেখতে এলাম এখানে আবার কোন্ চিড়িয়া এসে জুটেছে।'

'আর কাউকে দেখোনি?'

'একদিনের জন্য কি চারজন যথেষ্ট নয়? মিস্টার, গত বিশটা বছর ধরে এই পাহাড় চষে বেড়াচ্ছি, কিন্তু কখনও একসঙ্গে দু'জন লোক দেখিনি! অবশ্য কাউকে দেখার ইচ্ছে ছিল না আমার। অ্যানিমাসের ওদিকে শেষ লোকটাকে দেখেছি দুই বছর আগে। ভেবেছিলাম এই শেষ, আর কাউকে দেখতে হবে না। কিন্তু বিধি বাম! এখন দেখছি পাহাড়ের বাঁকে বাঁকে নতুন নতুন মুখ। এত লোকের মধ্যে শান্তিতে থাকা যায়?'

'তুমি বরং আরও উপরে চলে যাও, তা হলে কেউ বিরক্ত করবে না তোমাকে। ওই আউটফিটের লোকগুলো সুবিধার নয়।'

'তা আর বলতে! আমি নিজেই তো দেখেছি ওদের।'

'একা কাউকে দেখোনি?'

আগুনের কাছে চলে গেল বুড়ো, বাউই ছুরি দিয়ে এক টুকরো বেকন গেঁথে মুখে পুরল। ধূসর মোটা ভুরুর নীচে তীক্ষ্ণ চোখ দিয়ে এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিল জনকে। 'নির্দিষ্ট কারও খোঁজ করছ নাকি?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিল জন। 'একটা মেয়েকে খুঁজছি। ভাল হবে যদি ওই লোকগুলোর আগে ওকে খুঁজে পাই, নইলে ওর বিরাট ক্ষতি করে ফেলবে শয়তানগুলো।'

'তাই নাকি? তা হলে বরং এক কাজ করি, সকাল হলে দু'জনে মিলে চুপিসারে ওদের ক্যাম্পে ঢুকে পড়ব। মাত্র চারটা গুলি খরচ করব। ব্যস, ঝামেলা খতম!'

'ঠাণ্ডা মাথায় কোন সুযোগ না-দিয়ে গুলি করব ওদের?'

'ঠাণ্ডা মাথা আবার কী? জানি না ওদের মাথা গরম, ঠাণ্ডা নাকি কুসুম গরম। কিন্তু একটা কথা জানি, ওরা হচ্ছে শয়তান। ইবলিশ। ইবলিশের চেয়েও বদ। একনজর দেখে দিব্যি বলে দিতে পারি কে কেমন লোক।

'বলছি সুযোগ পাওয়া মাত্র গুলি করতে হবে। তারপর ফেলে রাখা

উচিত যাতে শকুন প্রাণভরে ওদের মাংস খেতে পারে, তারপর খাবে ক্যুগার আর হায়েনা। আমি একাই করতাম কাজটা, কিন্তু পরপর চারটা গুলি করে পার পাওয়া প্রায় অসম্ভব হবে। দু'জন হলে সম্ভব। তোমার যেহেতু সিক্সশূটার আর একটা রিপিটার আছে, মনে হয় কাজটা করা যাবে। খোদার কসম, আমার কাছে একটা রিপিটার থাকলে এতক্ষণে খুন হয়ে যেত ওরা!'

'মেয়েটা বেশ সুন্দরী,' বলল জন। 'ভদ্র ঘরের মেয়ে। আমি চাই না ওদের হাতে পড়ুক মেয়েটা।'

'সবক'টাকে ঝুলিয়ে দাও গাছের সঙ্গে। বদ লোকের সুবিচার পাওয়া উচিত নয়। ওরা কি কাউকে ন্যায্য সুযোগ দিয়েছে, তা হলে ওরা কেন পাবে? বলছি তো, দেখামাত্র গুলি কোরো।'

আরেকটা বেকন তুলে নিয়ে মুখে পুরল বুড়ো। বেকনের চাকা বের করে টুকরো টুকরো করল জন, ছয় টুকরো প্যানে ভাজতে দিল।

'দেখলাম ওদের পিছু নিয়েছ,' বেকন চিবাচ্ছে বুড়ো, কিন্তু কথা বলায়ও বিরতি নেই। 'ওখান থেকে নজর রেখেছি তোমার উপর,' আঙুল তুলে পর্বতশৃঙ্গ দেখাল সে। 'গ্লাস থাকায় দেখতে অসুবিধা হয়নি।'

'ফিল্ড গ্লাস আছে তোমার?'

'না। তবে টেলিস্কোপ আছে একটা। আসল জিনিস।' নিজের জিনিসপত্রের কাছে চলে গেল সে, কম্বলে মোড়া চার পাঅলা একটা সিমেন'স টেলিস্কোপ বের করল। সংগ্রহে রাখার মত জিনিস। টেলিস্কোপ আগেও দেখেছে জন, তবে সিমেন'স ব্র্যান্ডের বা এমন আকর্ষণীয় আকৃতির জিনিস বহুদিন চোখে পড়েনি ওর।

'এটা দিয়ে এখানে বসেই দিব্যি চারপাশটা দেখে নিতে পারি,' সোৎসাহে বলে চলেছে বুড়ো। 'দেখলাম ওদের অনুসরণ করছ তুমি। ওদেরও দেখেছি, মেয়েটার পিছু নিয়েছে। তারপর দেখলাম ওদের ধাপ্পা দিয়ে কেটে পড়েছে মেয়েটা।'

সবক'টা বেকন পেটে চালান করে দিয়ে তৃপ্তির ঢেকুর তুলল বুড়ো, তারপর জামার আস্তিনে মুছে চামড়ার খাপে চালান করে দিল বাউই

ছুরিটা। 'সকালে মেয়েটার সঙ্গে হয়তো দেখা হবে আমাদের। গোপন একটা পথ চিনি আমি, ওটা ধরে গেলে ওদের আগেই মেয়েটার কাছে পৌঁছে যেতে পারব।'

'আগেই যাওয়া উচিত। ওই লোকগুলো খুব খারাপ।'

তীক্ষ্ণ চাহনিতে ওকে নিরীখ করছে বুড়ো। 'র‍্যাঞ্চের মালিক ক্যালকিন লোকটা তোমার কিছু হয় নাকি?'

'হ্যাঁ। চিনতে ওকে?'

'জানতে চাইছ চিনতাম কি-না? হাসালে! আলবৎ চিনতাম। দু'জনে মিলে কত ঘোরাঘুরি করেছি! ওর কেবিন বানানোর জন্য গাছের গুঁড়ি কাটতে বা উপত্যকায় নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে কে? এই আমি। একটা কথা বলি, ও খুব ভালমানুষ ছিল। এমন মানুষ এখন আর দেখাই যায় না।'

স্থির দৃষ্টিতে বুড়োর দিকে তাকিয়ে আছে জন। গ্রেগকে চিনত বুড়ো, খাতির ছিল দু'জনে।

এগারো

পোড়খাওয়া মানুষ জন। হুট করে সিদ্ধান্তে পৌঁছে যাওয়া ওর ধাতে নেই। বুদ্ধি, বিচক্ষণতা, সূক্ষ্ম বিচারবোধ সবই রয়েছে ওর। নানা অভিজ্ঞতা আর জ্ঞান ওকে সংযমী এবং হিসাবী হতে শিখিয়েছে। জানে যে অনেক সময় সবচেয়ে অসম্ভব কাজটাও ঘটে যায়।

চিন্তিত মনে বুড়োকে দেখছে জন। বয়সের তুলনায় ঢের চটপটে সে, সুঠামদেহী না-হলেও শক্তিশালী। সতর্ক এবং ক্ষিপ্র। বয়স আন্দাজ করা মুশকিল। ষাট, সত্তর কিংবা আশিও হতে পারে, অথচ দেখে

বোঝার উপায় নেই। জীবনে যত বৃদ্ধ মানুষ দেখেছে জন, তার সবই পাহাড়ে থাকত। পাহাড় এমন এক জায়গা যেখানে বহু অসুখ থাকে না। কারণ–শুদ্ধ ঠাণ্ডা বাতাসে জীবাণু বেঁচে থাকতে পারে না; কিংবা জীবাণু সংক্রমণের জন্য লোকের সংখ্যা কম বলে।

'ওদের আগে পৌঁছানোর পথ যদি সত্যি জানা থাকে তোমার,' বলল জন। 'তা হলে একটু আগে-ভাগে রওনা দেওয়াই ভাল।'

ঘাড়ের উপর দিয়ে ওর দিকে তাকাল বুড়ো। 'মেয়েটাকে নিয়ে দুশ্চিন্তায় আছ, না? চিন্তা অবশ্য আমারও হচ্ছে। ওদের তুলনায় মেয়েটা রীতিমত বাচ্চা, ওদের শয়তানির সঙ্গে টিকতে পারবে না।'

বড়সড় কয়েকটা ডাল আগুনে ঠেলে দিল জন, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙল। খুবই ক্লান্ত বোধ করছে···এতক্ষণ বুঝতে পারেনি কতটা ক্লান্ত ছিল।

বিছানা তৈরি করে ঘুমিয়ে পড়ল ও।

ঘুমটা ভালই হলো। জাগল যখন, চারপাশে তখনও চাপচাপ অন্ধকার, শব্দ শুনে বুঝল লম্বা ডাল ভাঙছে বুড়ো। জন উঠে বসতে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল সে। 'তোমার কাছে কফি আছে দেখলাম,' বলল সে। 'আমার নেই, বেশ আগে শেষ হয়ে গেছে। মাঝে মধ্যে বন থেকে চিকোরি সংগ্রহ করে কফির কাজ চালিয়ে নিয়েছি। কিন্তু স্বাদ কি আর এক হয়?'

বুট পরার আগে ভাল করে ঝেড়ে নিল জন, বলা যায় না রাতে হয়তো কোন বিছা বা কাঁকড়া ঢুকে থাকতে পারে।

বুড়োর সঙ্গে মাত্র পরিচয়, চেনা-জানা হয়নি যখন, তার হাতে তৈরি কফি খেতে নারাজ জন। ঠিকমত আগুন ধরিয়ে কফির আয়োজন করল ও। চারপাশে চকিত দৃষ্টি চালিয়ে নিল একবার। ক্যাম্প হিসাবে জায়গাটা দারুণ পছন্দ করেছে, বাতাস নেই, বৃষ্টি হলেও ভিজতে হবে না। পানি এবং যথেষ্ট জ্বালানি রয়েছে ধারে-কাছে।

কফি তৈরির পর ফ্রাইং প্যানে বেকন ভাজতে গিয়ে বেডরোল গুটিয়ে ফেলল জন। নিজের কাজে চলে গেছে বুড়ো, ঘোড়াকে পানি খাইয়ে মালপত্র গোছাবে। জনও তাই করল। শেষে একসঙ্গে নাস্তার

ঝামেলা চুকিয়ে ফেলল। নিভন্ত আগুন আর ছাই মাটি দিয়ে ঢেকে ফেলল জন। কেতলির তলায় জমে থাকা কফির দানা ফেলতে যাবে, এ-সময় ওকে বাধা দিল বুড়ো, দানাগুলো তাকে দিয়ে দেওয়ার অনুরোধ করল। ঝকঝকে পরিষ্কার চামড়ায় মুড়ে সব দানা রেখে দিল সে নিজের কাছে।

'ইদানীং কফির স্বাদ নিতে ভুলেই গেছি,' ব্যাখ্যা করল বুড়ো। 'হয়তো আবার অনেকদিন পর খাওয়া হবে। এখানে কোন কিছুই অতি ব্যবহারে জীর্ণ না-হলে ফেলে দিই না আমি।'

যাত্রা করল ওরা। পথ দেখাচ্ছে বুড়ো। খুবই ঢালু ট্রেইল ধরে নামতে হলো প্রথম একশো গজ, ঘোড়াকে হাঁটাচ্ছে ওরা, তারপর পথ সহজ হয়ে যেতে দুলকি চালে এগোল।

দূরে আচমকা গুলির শব্দ হলো। মাত্র একটা। তারপর অখণ্ড নীরবতা। ঝটিতি ঘোড়ার রাশ টানল বুড়ো। চট করে চারপাশে চকিত দৃষ্টি চালিয়ে নিল জন।

সবকিছু নীরব, নিথর। কোথাও কোন নড়াচড়া বা শব্দ নেই। আওয়াজ শুনে মনে হয়েছে সামনে কোথাও হয়েছে গুলিটা, তবে অনেক দূরেও হতে পারে, কারণ পরিষ্কার বাতাস শব্দ অনেক দূরে নিয়ে যায়।

এগোল জন। ঘাসের ডগার সঙ্গে ঘোড়ার খুরের চাপা সড়সড় শব্দ হচ্ছে। ডান হাতে রাইফেল রাখল ও, তৈরি।

তারপর সামনে বেশ কয়েকটা ক্লান্ত ঘোড়ার ছাপ দেখতে পেল। ঘাস ছিঁড়ে গেছে, খুরের ঘায়ে মাটি উপড়ে এসেছে। ট্র্যাক দেখে বোঝা যাচ্ছে নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে দ্রুত বেগে ঘোড়া ছুটিয়েছে এরা, কোনরকম দ্বিধা বা সংশয় ছিল না তাদের মনে।

হঠাৎ প্রায় আধ-মাইল দূরের এক তৃণভূমিতে তিন রাইডারকে তীরবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে যেতে দেখতে পেল জন। দুটো ঘোড়া বে, একটা বাকস্কিন। তিনটার অবস্থাই করুণ।

'ক্যালকিন,' হঠাৎ মুখ খুলল বুড়ো। 'আমি যদি হঠাৎ উধাও হয়ে যাই, চিন্তা কোরো না। ধারে-কাছে থাকব সবসময়।'

'তোমার যা খুশি কোরো,' জবাব দিল জন। 'শুধু ওদের আর

আমার মাঝখানে না-এলে চলবে।'

'কী করবে, ঠিক করেছ?'

'মেয়েটাকে এখান থেকে বের করে নিয়ে যাব।'

'দেখেছ ওকে?'

'না, তবে অনুমান করেছি কোথায় আছে ও। অ্যাসপেনে ভরা পাথুরে ওই টিলাটা দেখেছ? ঢালটা খাড়া। সবগুলো গাছ মরে গেছে। আমার ধারণা ওখানেই রুখে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে মেয়েটা।'

'ঠিকই ধরেছ,' সমঝদারের ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল বুড়ো। 'রাইফেল হাতে মোক্ষম কোন জায়গায় অপেক্ষায় থাকবে একজন, আর অন্যরা মেয়েটাকে ধাওয়া করবে। সম্ভবত এটাই ওদের প্ল্যান। বেহুদা ছুটে গিয়ে ওদের তোপের মুখে পড়ো না আবার, স্রেফ খুন হয়ে যাবে। একা তিন-চারজনের বিরুদ্ধে কিছু করতে পারব না আমি, তবে ওদের অবস্থান বের করে ফেলতে পারব বোধহয়...'

'তাই করো তা হলে। তবে রেঞ্জের বাইরে থেকো। আমি যখন ওখানে যাব, টার্গেট নিয়ে চিন্তা করতে চাই না, স্রেফ গুলি করতে থাকব।'

ঘোড়াকে আগে বাড়াল জন, স্যাডলে টানটান হয়ে বসে আছে, চারপাশের কোন কিছু ওর নজর এড়াচ্ছে না। যুদ্ধের কথা মনে পড়ছে। একবার এমন পরিস্থিতিতে পড়েছিল। আড়ালে লুকিয়ে ছিল শত্রুরা, উপত্যকার নীচের নিরাপদ অবস্থান থেকে কাউকে দেখা যাচ্ছিল না। হঠাৎ বেরিয়ে এসে ওদের চমকে দেয় প্রতিপক্ষ।

কিন্তু এটা অন্য ধরনের যুদ্ধ; এবং সঙ্গে কোন সেনাও নেই। শুধু এক বুড়ো আর ও। তার সম্পর্কে অন্য কিছু দূরে থাক, এমনকী নামও জানা হয়নি।

ঘোড়ার গতি বাড়াল জন, চতুর্থ লোকটার খোঁজে চারপাশে সতর্ক দৃষ্টি রাখল।

গুলির শব্দ হলো। অ্যাসপেনের নীচের পাহাড়ী টিলায় ধোঁয়ার কুণ্ডলী চোখে পড়ল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পাল্টা জবাব দিল লুকিয়ে থাকা মার্কসম্যান। এবার তাকে দেখতে পেল জন। টিলার উল্টোদিকে উঁচু ঢিবির মত জায়গায় ঝোপের আড়ালে রয়েছে লোকটা। ফের গুলি

করার জন্য রাইফেল তুলছে।

জনের উপস্থিতি যখন টের পেল লোকটা, ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। ঝটিতি ঘুরে বসল সে, জনকে বেছে নিল টার্গেট হিসাবে। বুঝতে পেরেছে আগে জনকে নিকেশ করা উচিত। বেকায়দা অবস্থা থেকে সক্রিয় হয়েছে বটে, কিন্তু চোখ ধাঁধানো ক্ষিপ্রতায় টার্গেট বরাবর রাইফেল আনতে সক্ষম হলো লোকটা। জুতমত নিশানা করার আগেই গর্জে উঠল জনের বিপিটার, এক হাতে রেখেই পিস্তলের মত চালিয়েছে।

হাত থেকে রাইফেল ছেড়ে দিল লোকটা। পর মুহূর্তে সেখানে পৌঁছে গেল জন। ছুটন্ত অবস্থায় পরের গুলি করল।

গুলির ধাক্কায় আধ-পাক ঘুরে গেল লোকটার দেহ, হুমড়ি খেয়ে মাটিতে পড়ে গেল। উঠে বসার প্রয়াস পেল সে, ততক্ষণে নাকের ডগায় পৌঁছে গেছে জন, লোকটার চারপাশে ছোট্ট এক চক্কর কেটে রাশ টানল ঘোড়ার।

বেমক্কা জায়গায় গুলি খেয়েছে মার্কসম্যান। রক্তে ভিজে উঠছে শার্ট আর প্যান্ট। পেটের ডান দিকে লেগেছে গুলি।

'শয়তানের মত ক্ষিপ্রতা তোমার!' খিস্তি আওড়াল লোকটা। কঠিন চীজ, সামান্যও ভয় পায়নি। 'নরকের টিকেট পেয়ে গেছ!' বিষোদ্গার করল সে। 'এজন্য তোমার গায়ের চামড়া খুলে নেবে বুড়ো!'

'একটা পুঁচকে মেয়েকে ধরার জন্য চারজন লাগে?' ভর্ৎসনার সুরে জানতে চাইল জন।

'তুমি জন ক্যালকিন?'

'হ্যাঁ। একটা কথা শুনে রাখো। ওই মেয়েকে ঘাঁটিয়ো না।'

থোক্ করে থুথু ফেলল লোকটা। 'কথাটা বরং ওদের গিয়ে বলো। আমি ছাড়লেও ওরা ছাড়বে না। ডাঁট দেখিয়ে চলে মেয়েটা। নিজেকে কী মনে করে ও?'

'প্রশ্নটা জেক শাটনকে জিজ্ঞেস কোরো।'

ফের থুথু ফেলল সে। 'শাটনের কাণ্ডজ্ঞান আছে নাকি? রক্তের সম্পর্ক নেই যখন, এত মায়া দেখানোর দরকার কী?'

পা জোড়া গুটিয়ে পেটের কাছে নিয়ে এসেছে লোকটা। শুরুর ধাক্কাটা সামলে নিলেও ক্রমে যন্ত্রণা তীব্র হচ্ছে, চোখ বুজে সহ্য করার চেষ্টা করল সে, জনকে দেখতে দিতে চায় না।

ঘুরে দাঁড়াল জন, এ-ধরনের লোকের প্রতি সহানুভূতি বা সমীহ প্রকাশ করতে নারাজ। তবে এগিয়ে যাওয়ার সময় চোখের কোণ দিয়ে লক্ষ্য রাখল লোকটার দিকে, বলা যায় না হয়তো পিস্তল তুলে নিতে পারে সে। তেমন কিছু অবশ্য ঘটল না, নিজের জখম নিয়ে পুরোমাত্রায় ব্যস্ত লোকটা।

এগিয়ে চলল জন। গোলাগুলি হয়নি আর। ছোট্ট একটা টিলায় উঠে আসতে দূরে এলিসার ঘোড়াটাকে পলকের জন্য দেখতে পেল, এক গুচ্ছ ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে রাখা।

'এলিসা?' মৃদু স্বরে ডাকল ও।

'এখানে এসো,' অনুচ্চ স্বরে ডাকল মেয়েটা, তবে আর কেউ শুনতে পাবে না। 'যদিও এই জায়গাটা তোমার পছন্দ হবে না।'

গাছপালার ফাঁক গলে এগোল জন, কাছে গিয়ে স্যাডল ছাড়ল। ইতস্তত পড়ে থাকা মরা গাছপালার মাঝে ছিল এলিসা। উঠে দাঁড়াল। গালে মাটি লেগে আছে দু'জায়গায়, পরনের স্কার্ট এলোমেলো ও ধূলিমলিন হয়ে গেছে।

'তুমি ঠিক আছ তো?' জানতে চাইল জন।

'এখন পর্যন্ত। ওরা তিনজন নিশ্চয়ই ফিরে আসবে।'

চট করে চারপাশে দৃষ্টি চালাল জন। এক ঢিলতে বন, পঞ্চাশ বা ষাট ফুট চওড়া হবে। যেদিকে দৃষ্টি যায়, পড়ে থাকা ডালপালা আর পাতা চোখে পড়ছে। কিছু বোল্ডারও রয়েছে। তবে আক্রান্ত হলে যে-কোন দিকে গুলি করা যাবে।

'আসবে, কিন্তু ওরা যখন দেখবে তুমি আর একা নও, লেজ তুলে পালাবে সবাই। কে কার আগে বাড়ি যাবে তাই নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়বে।'

জনের মুখে স্থির হলো এলিসার দৃষ্টি। 'তুমি না এলেও চলত। আমি একেবারে অবলা নই।'

কঠিন হয়ে গেল জনের মুখ। নীরব বিস্ময় নিয়ে মুখটা দেখল এলিসা, এত নির্লিপ্ত চাহনি বা কঠোর অভিব্যক্তি খুব কম মানুষের মধ্যে দেখেছে। জন যখন হাসে, মনে পড়ল ওর, মুখের কাঠিন্য সরে গিয়ে কোমল ঔজ্জ্বল্য ফুটে উঠে। তখন আর অত কঠিন মনে হয় না তাকে। দুই চোখে নিঃসঙ্গতা রয়েছে, তবে কারও সহানুভূতি কামনা করে না। বহুদিন ধরে নিঃসঙ্গ এই মানুষটা, মানবিক অনুভূতিগুলো কারও সঙ্গে ভাগাভাগি করতেও জানে না; সম্ভবত একসঙ্গে উপভোগ্য সময় কাটানোর মত সঙ্গী তার ভাগ্যে জোটেনি বলেই।

'তুমি বরাবরই নিঃসঙ্গ, তাই না?' হুট করে জানতে চাইল এলিসা।

শ্রাগ করল জন, উপত্যকার ওপাশের বনের দিকে নজর। 'অবিশ্বস্ত সঙ্গীর চেয়ে বরং একা থাকাই ভাল।'

'সেক্ষেত্রে জীবনে কখনও নিজের আবেগ বা অনুভূতি কারও সঙ্গে ভাগাভাগি করতে শিখবে না তুমি।'

'আমার আবেগ বা অনুভূতি নিয়ে ভাবে কে? পুরুষ মানুষ এসব নিজের মধ্যে রেখে দেয়।'

বনে নড়াচড়া চোখে পড়ল এলিসার। 'ওদিক থেকে কেউ আসছে।'

'দেখেছি।'

'গুলি করবে লোকটাকে?'

'কীসে বা কাকে গুলি করছি না-দেখে গুলি করি না আমি। অন্ধের মত গুলি করে বোকারা। বনের লোকটা তোমার বিশ্বস্ত বন্ধুও হতে পারে। নিশ্চিত না-হয়ে কখনও ট্রিগার টিপি না আমি।'

'কিন্তু এখানে তো কোন বন্ধু নেই আমাদের!'

'মাইক একজন। ওর বাবাও বন্ধুর মত, অন্তত কোন ক্ষতি করবে না। আর বুড়ো এক লোক আছে, গতরাতে ওর সঙ্গে দেখা হলো।'

'বুড়ো?'

'তোমাকে চেনে সে। একটা টেলিস্কোপ আছে ওর। আশপাশে কী ঘটছে মোটামুটি সবই ওর জানা। আর···একটা শার্পস ফিফটিও আছে ওর।'

'বয়স কত লোকটার?'

'সম্ভবত এলাকায় প্রথম সেই এসেছিল। খুব চালাক লোক। সঠিক বয়স বলতে পারব না, কারণ ওটা আমি নিজেও বুঝিনি।'

ডানে কোথাও চিৎকার উঠল। ঘুরে জন দেখল বিপুল বিক্রমে আসছে ওরা···তিনজনই। তুমুল বেগে ঘোড়া ছুটিয়েছে, একটু ছড়িয়ে পড়ে ছুটে আসছে ওদের দিকে।

রিপিটারটা এমনভাবে তুলল জন যেন স্থির বস্তুতে গুলি করবে। পরপর তিনটা গুলি করল–বামে, মাঝখানে এবং ডানে। সময় বা আয়াস, কোনটাই নষ্ট করেনি। নিখাদ পেশাদারিত্বের সঙ্গে, ঠাণ্ডা মাথায় নিশানা করেছে প্রতিবার, একটা মুহূর্তও দেরি করেনি–নিশানা করা মাত্র ট্রিগার টিপে দিয়েছে মুন্সিয়ানার সঙ্গে।

স্যাডলে টলে উঠল প্রথম লোকটা, গুঙিয়ে উঠে হাত থেকে ছেড়ে দিল রাইফেল। রাইফেলের সঙ্গে সেও পড়ে গেল, ঢাল দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে তলায় এসে ঠেকল দেহটা। দ্বিতীয়জন স্যাডল থেকে খসে পড়ল আচমকা, দড়াম করে আছড়ে পড়ল ঘাসের উপর, ওখানেই নিথর পড়ে থাকল।

মরিয়া চেষ্টায় ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল তৃতীয় লোকটা, পালিয়ে যাচ্ছে। ফের রাইফেল তুলল জন। লোকটাকে তিন কদম এগোতে দিল, তারপর আস্তে করে ট্রিগার টেনে দিল।

'একটু উপরে নিশানা করেছি,' ব্যাখ্যার সুরে বলল জন। 'আসলে চাইনি ঘোড়াটা খুন হয়ে যাক।'

ঘোড়া আর সওয়ার দু'জনেই তুমুল বেগে ছুটে গেল তৃণভূমি ধরে, কিন্তু দেহের পাশে ঝুলে পড়েছে লোকটার ডান হাত, অন্তত ক্ষণিকের জন্য অকেজো হয়ে গেছে।

'শুধু ঘোড়ার জন্য তোমার চিন্তা? মানুষের জন্য মমতা নেই?'

'যে-কারণে এখানে এসেছে ওরা, তাতে এরচেয়ে ভাল কিছু ওদের পাওনা হয় না। একাকী অসহায় একটা মেয়ের পিছু নিয়েছে, তাও আবার তিনজন। উচিত সাজাই পেয়েছে লোকটা। কিন্তু ওর ঘোড়াটার কথা চিন্তা করো। ওটার তো না-এসে কোন উপায় ছিল না। ইচ্ছের

বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এসেছে, সুতরাং ওটা কেন ভুগবে?'

রাইফেলে তাজা কার্তুজ ভরল জন। অ্যাসপেন ঝাড়ে ঘেরা পাথুরে টিলার দিকে তাকাল। 'ঠিক জায়গাই পছন্দ করেছ। রুখে দাঁড়ানোর জন্য আদর্শ।'

গুলির শব্দের প্রতিধ্বনি মিলিয়ে গেছে। গানপাউডারের কটু গন্ধও নেই। যেন কিছুই ঘটেনি, পরিবেশ এমন শান্ত ও স্থবির। প্রমাণ শুধু ঘাসের উপর পড়ে থাকা লাশ দুটো। সবুজ জমির বিপরীতে গাঢ় দুটো কলঙ্ক যেন।

ওরা চলে যাওয়ার পরও নিশ্চয়ই শান্ত আর স্থবির থাকবে পরিবেশ। জমির বুকে তৈরি হওয়া ক্ষত শিগ্‌গিরই মিলিয়ে যাবে। এমনকী পড়ে থাকা লাশ দুটোও সময়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, কয়েক বছর পর হয়তো কয়েকটা বোতাম আর বেল্টের বাকল অবশিষ্ট থাকবে। লোকজন আসবে, চলে যাবে; তাদের চিহ্নও মুছে যাবে। জমি বা বনে তাদের অস্তিত্বের কোন চিহ্নই থাকবে না।

'চলো রওনা দেই,' বলল জন। 'যথেষ্ট ঝামেলা হয়েছে।'

'কিন্তু তুমিও জানো যে ওরা থামবে না। ক্রুদের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলছে জেক শাটন, আগের মত আর ওর নির্দেশ শোনে না কেউ। দু'জন মারা গেছে। এর বিনিময়ে রক্ত চাইবে ওরা। হন্যে হয়ে তোমাকে খুঁজবে ওরা, জন, আমার পিছুও নেবে। তবে ওদের আসল চাওয়া হচ্ছে গুপ্তধন।'

'গুপ্তধন!' এবার ধৈর্য হারিয়ে ফেলল জন। 'হ্যাঁ, রত্ন বা গুপ্তধন আছে এখানে,' আঙুল তুলে অনুপম সাজে সজ্জিত প্রকৃতির দিকে ইশারা করল। 'বুনো এই দেশ, মাটি, পাহাড়, জঙ্গল, নদী···সবই আসলে রত্ন।'

এলিসাকে স্যাডলে চড়তে সাহায্য করল ও, তারপর নিজেও স্যাডলে চড়ল। প্যাক হর্সের লীড-রোপ তুলে নিয়ে তৃণভূমি ধরে এগোল।

কিছুদূর এগোতে গুচ্ছাকার স্প্রুসের বন থেকে হঠাৎ বেরিয়ে এল বুড়ো। সামনে এসে ঘোড়ার রাশ টানল সে, জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকাল

জনের দিকে। 'অন্তত একটাকে আমার জন্য রেখে দিলেও পারতে!' তীব্র অসন্তোষ ঝরে পড়ল তার কণ্ঠে। 'আসতে আসতে দেখি কাজ সাবাড় করে ফেলেছ। যা দেখলাম, স্বীকার করছি, জীবনে এমন অসাধারণ শূটিং দেখিনি! জন, তুমি আমার সঙ্গে থাকলে দুনিয়ার যে-কোন অশুভ শক্তি মাথা নোয়াতে বাধ্য করতে পারতাম।'

ঘোড়ার পাঁজরে হাঁটুর গুঁতো মারল জন, দক্ষিণে এগোল। কথা বলার মূডে নেই এখন। লড়াই করতে ভাল লাগে না ওর, কখনও উপভোগও করে না, যদিও জীবনে বহুবার এই তিক্ত অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হয়েছে। মনে-প্রাণে শান্তিপূর্ণ একটা জীবন প্রত্যাশা করে ও।

জনের অনীহা বুঝতে পেরে নীরব হয়ে গেছে এলিসা। দূরে নীল দিগন্তে ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে স্লিপিং উতে মাউন্টেনের অবয়ব, মেসা ভার্দের প্রকাণ্ড চাতাল যেন হাত বাড়িয়ে আকাশ ধরতে চায়, বাতাসে ঝুলে আছে।

'মেসা ভার্দে সম্পর্কে লোকজন কী বলে, জানো?' হঠাৎ নীরবতা ভাঙল এলিসা। 'দোআঁশলা এক নাভাজো কিছুদিন কাজ করেছিল আমাদের র‍্যাঞ্চে। ওর কাছে শুনেছি ওই শহরে নাকি আসলে ভূতের আড্ডা···এত সুন্দর সুন্দর বাড়ি, সবই শূন্য। কেউ থাকে না।'

মেসা ভার্দের দিকে তাকাল জন। 'হয়তো ঠিকই বলেছে সে। আমরা যে পাহাড় থেকে এসেছি সেটাও কি কম ভূতুড়ে?'

সঙ্গে সঙ্গে তর্ক জুড়ে দিল বুড়ো। 'কী বললে? দুঃখিত, বয়, একমত হতে পারলাম না। সবকিছু নির্ভর করে আসলে দৃষ্টিভঙ্গির উপর। আশপাশে রক্তপিপাসু ইন্ডিয়ানরা থাকে, এমন জায়গায় থাকতে হলে রুখে দাঁড়ানোর উপযোগী বাড়ি থাকতে হয়। বিশেষ করে অ্যাপাচি আর নাভাজোদের কথা না-বললেই নয়, ওরা হচ্ছে হাড় বজ্জাত। যেনতেন জায়গায় লড়ে ওদের ঠেকিয়ে রাখা যায় না।'

কোন মন্তব্য করল না জন। ট্রেইল আর আশপাশের এলাকায় মনোযোগ ওর। পাহাড়ী একটা চাতালে থামল যেখান থেকে পশ্চিমে অনেকটা জায়গা একসঙ্গে চোখে পড়ে।

বহু দূরে ধোঁয়ার স্তম্ভ উঠে যাচ্ছে আকাশে। তিক্ত মনে, নিচু স্বরে

খিস্তি আওড়াল জন।

'ব্যাপার কী, জন?' বিস্মিত হয়ে জানতে চাইল এলিসা।

'র‍্যাঞ্চটা পুড়িয়ে দিয়েছে ওরা,' আঙুল তুলে ধোঁয়ার স্তম্ভটা দেখাল ও। 'পুড়ছে ওটা···কিংবা পুড়ে শেষ।'

'মাইক বা ওর বাবার ভাগ্যে না জানি কী ঘটেছে!' শঙ্কায় কেঁপে উঠল মেয়েটির কণ্ঠ।

'জানি না,' অন্যমনস্ক সুরে জবাব দিল জন। 'হয়তো পরে জানা যাবে।'

বারো

ওয়েস মুর যখন ওয়্যাগনে ঘোড়া জুড়ছে, তখনই এল শত্রুরা। হার্নেসের সঙ্গে একটা ঘোড়ার লাগাম বেঁধেছে ওয়েস, এ-সময় ট্রেইলে ধুলো দেখে চিৎকার করে বাপকে সতর্ক করল মাইক।

'বাবা! শাটন বাহিনী আসছে!'

বাপকে আজকের আগে এতটা দ্রুত ও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে সক্রিয় হতে দেখেনি মাইক। জানতও না যে প্রয়োজনে ক্ষিপ্র হতে পারে সে। নিতান্ত সাধারণ একজন মানুষ। প্রতিটি কিশোর বা তরুণ তার দেখা মানুষদের মধ্যে কাউকে না কাউকে আদর্শ মনে করে, মাইকের কল্পনায় ওর বাবার স্থান ছিল না কখনও। তবে আজকের ব্যাপারটা ভিন্ন, এতটুকু সময় নষ্ট করল না ওয়েস মুর। যা-যা করা দরকার, চট করে সেরে ফেলল।

পাহাড়ে যাবে বলে ঘোড়ার পিঠে আগেই স্যাডল চাপিয়েছে মাইক। ওকে বিছানা ছাড়তে দিতে চায়নি ওয়েস, স্রেফ নিতান্ত

প্রয়োজন বলে ছেড়েছে। তবে নরম কাপড় দিয়ে বুক আর কোমর এমনভাবে পেঁচিয়েছে যে মাইকের মনে হচ্ছে প্লাস্টার দেওয়া হয়েছে। পাহাড়ে গিয়ে মাইক কী করবে সঠিক না-জানলেও ওয়েস মুর চাইছে ছেলের পাঁজরের হাড়গুলো ঠিকভাবে জোড়া লাগুক।

এবার আর অসতর্ক নয় মাইক। ঘোড়া তৈরি, রাইফেলের জন্য বাড়তি কার্তুজ রয়েছে হাতের নাগালে। স্যাডল ব্যাগে সামান্য খাবারও নিয়েছে।

ট্রেইলে ধুলো দেখেই দৌড়ে বাড়িতে ঢুকে পড়ল ওয়েস মুর। পিছু পিছু এগোল মাইক, কিন্তু চেঁচিয়ে ওকে নিষেধ করল ওয়েস, করাল থেকে সমস্ত প্রাণীগুলোকে ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দিল।

ঘোড়া আর বলদ ছাড়াও দুধেল একটা গাভী আছে ওদের।

চট করে সক্রিয় হলো মাইক। ছুটে গিয়ে করালের বার নামিয়ে দিল, তারপর দাবড়ানি দিয়ে সবক'টা প্রাণীকে বের করে দিল। ওর তাড়ায় নীচের উপত্যকার দিকে ছুটে গেল ত্যক্ত প্রাণীগুলো।

কাপড় আর জরুরি কয়েকটা জিনিস নিয়ে কেবিন থেকে বেরিয়ে এল ওয়েস। এমন কিছু হতে পারে, আগেই অনুমান করেছিল, তাই ঠিক করে রেখেছিল কী কী নিতে হবে। দৌড়ে ঘোড়ার দিকে চলে গেল ও।

'বাবা!' চিৎকার করল মাইক। 'বাড়িটা খালি ফেলে যাবে?'

'এখানে যখন এসেছিলাম, আমাদের কোন বাড়ি ছিল না, বয়। সুযোগ পেলে পরেও তৈরি করা যাবে। একেবারে নিঃস্ব তো হয়ে যাচ্ছি না, জমি আর স্টক রয়েছে। জলদি চলো, বাছা!'

র‍্যাঞ্চ ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল ওরা।

দ্রুত পথ চলছে ওয়েস, সে-ই পথ দেখাচ্ছে। কোন তাড়াহুড়ো নেই, অথচ নির্বিকার মুখে এগিয়ে চলেছে। তাড়া খাওয়া লোকের মত লাগছে না তাকে, না আচরণে না কাজ-কর্মে; বরং মনে হচ্ছে নির্দিষ্ট একটা পরিকল্পনা রয়েছে তার। সত্যি তাই প্রমাণ হলো একটু পর।

লস্ট ক্যানিয়নে পৌঁছল ওরা।

মাঝে মধ্যে ট্রেইল খুঁজে পেতে সমস্যা হলো, তবে শেষ পর্যন্ত

গন্তব্যে পৌঁছল। গুচ্ছাকারে বেড়ে ওঠা বড়সড় কয়েক সারি গাছ পেরিয়ে গেল ওরা। আসার পথে ট্র্যাক ঢাকার সবরকম চেষ্টা করেছে ওয়েস মুর। বাঁক নিয়ে সঙ্কীর্ণ ট্রেইল ধরে দক্ষিণে এগোল ওরা। গোপন একটা জায়গা রয়েছে কাছে, কয়েক দিন আগে দেখে গেছে ওয়েস।

যেখান দিয়ে ক্যানিয়নে প্রবেশ করেছে ওরা, ক্যানিয়নের পরিধি সেখানে বড়জোর পনেরোশো ফুট হবে, কিন্তু গভীরতা অন্তত পাঁচ হাজার ফুট। রিম ছাড়া দুই দেয়ালের কাছে ঘন গাছপালা জন্মেছে। কাভার হিসাবে আদর্শ।

সময় নষ্ট করল না ওরা। ঝটপট রিমের কাছে চলে গেল ওয়েস, উধাও হয়ে গেল। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে এগিয়ে গেল মাইক, কাছে গিয়ে দেখল অসম্ভব ঢালু ট্রেইলে দাঁড়িয়ে থাকতে হিমশিম খাচ্ছে ওর বাবার ঘোড়া। ট্রেইলটা এত খাড়া যে দেখেই গায়ের রোম দাঁড়িয়ে যায়।

সাহস ওরও কম নয়, প্রমাণ দেওয়া জরুরি মনে করল মাইক; বাপকে অনুসরণ করে সঙ্কীর্ণ, খাড়া ট্রেইলে নেমে গেল। একশো ফুটের মত নামল মাইক, ততক্ষণে ঘেমে সারা।

ক্যানিয়নের তলায় নেমে এল ওরা। নীচে খরস্রোতা নদী বয়ে চলেছে। তবে অসংখ্য ট্রাউট রয়েছে এখানে। আফসোস হলো মাইকের, সঙ্গে ছিপ থাকলে মাছ ধরা যেত। অবশ্য এটাও ঠিক যে সময় নেই ওদের হাতে।

দৃশ্যত, এখানে আসার পর শুধু র‍্যাঞ্চে ব্যস্ত থাকেনি ওয়েস মুর, আশপাশে কিছু স্কাউটিংও করেছে; অথচ কখনোই মাইককে বলেনি। এগোনোর ভঙ্গিতে বোঝা যায় আগেও এখানে এসেছে সে, কোনরকম দ্বিধা বা সংশয় নেই; গন্তব্য সম্পর্কে নিশ্চিত। প্রায় সিকি মাইল এগোনোর পর ক্রীকটা যেখানে সরু হয়ে এসেছে, সেখানে এসে থামল ওয়েস। পড়ে থাকা কয়েকটা গাছের গুঁড়ি প্রাকৃতিক করাল তৈরি করেছে এখানে, স্যাডল ত্যাগ করে ঘোড়া দুটোকে ছেড়ে দিল ওরা।

'এখানে থাকো, মাইক,' ওকে বলল ওয়েস। 'আমি একটু উপরে যাচ্ছি, কাজ আছে।'

'ফিরে যাচ্ছ তুমি?'

'এত সহজে বাড়িটা ওদের পোড়াতে দেব না আমি,' কঠিন হয়ে গেল ওয়েসের মুখ, চোখজোড়া জ্বলছে। 'কিছুটা হলেও বাধা দেব। চিন্তা কোরো না, কয়েকটা গুলি করেই ফিরে আসব।'

'আমিও যাব।'

'উঁহুঁ, ঘোড়া নিয়ে এখানে থাকবে তুমি। শয়তানের চেলাদের হাতে অসহায়ভাবে খুন হওয়ার জন্য তোমাকে এত কষ্ট করে বড় করিনি। তা ছাড়া, এ-অবস্থায় তোমার অত ধকল সইবে না। গাঁট হয়ে বসে থাকো এখানে, নিরাপদে ফিরে আসব আমি। এসে ঠিক করব কী করা যায়।'

'তুমি যদি মনে করে থাকো এখানে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকব আমি আর তোমাকে এতগুলো খুনীর বিরুদ্ধে একা লড়তে যেতে দেব, তা হলে ভুল করেছ। অমন শিক্ষা তুমি আমাকে দাওনি। তোমার সঙ্গে যাচ্ছি আমি, বাবা।'

কী যেন ছিল মাইকের বলার ঢঙে, ওয়েস বুঝল ছেলেকে নিরস্ত করা যাবে না। মুহূর্ত কয়েক ভাবল, তারপর আনমনে মাথা ঝাঁকাল।

রিমের উপরে উঠে এল ওরা। বাপকে কখনও এর আগে এতটা কাছের মানুষ মনে হয়নি মাইকের, যতটা এখন মনে হচ্ছে। গাছপালার ফাঁকফোকর দিয়ে র‍্যাঞ্চের দিকে ছুটল দু'জন। দূর থেকে দেখতে পেল কেবিন ঘিরে চক্কর মারছে শাটন বাহিনী, সমানে চেঁচিয়ে বিষোদ্গার করছে।

চিমনি দিয়ে ধোঁয়া উঠছে। মাইকের ধারণা হলো এখনও ওদের অনুপস্থিতি টের পায়নি রাইডাররা। যথেষ্ট দূরে আছে ওরা, টার্গেট অনেক ছোট, এখান থেকে গুলি করে সুবিধা করা যাবে না। কিন্তু এটাও ঠিক যে সংখ্যায় অনেক কম ওরা। মাত্র কয়েক রাউন্ড গুলি করার সুযোগ পাবে, সঙ্গে সঙ্গে ওদের ধাওয়া করবে শাটন বাহিনী। সেক্ষেত্রে, ক্যানিয়নের কাছাকাছি থাকাই শ্রেয়।

পাথর আর বোল্ডারের আড়াল আছে এমন এক জায়গায় চলে গেল ওয়েস, সময় নিয়ে নিশানা ঠিক করার পর ট্রিগার টেনে দিল। ওয়েসের

হাতে ঝাঁকি খেল রাইফেলটা, দেখতে পেল মাইক, আর র‍্যাঞ্চের কাছে আচমকা হুমড়ি খেয়ে চিৎপটান হলো একটা ঘোড়া, শূন্যে নিক্ষিপ্ত হলো রাইডার, কয়েক গড়ান খেয়ে চলে গেল দশ হাত দূরে।

সঙ্গে সঙ্গে সক্রিয় হলো মাইক। একটার পর একটা গুলি পাঠিয়ে দিল। মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়ল লোকগুলো, যেন ভীমরুলের চাকে ঢিল পড়েছে।

সাদা সাসপেন্ডার পরা বিশালদেহী এক লোককে প্রথম গুলি করেছে মাইক। পিঠে সাসপেন্ডার দুটো যেখানে পরস্পরকে অতিক্রম করেছে, তার খানিক নীচে নিশানা করেছে। সময় নিয়ে করল গুলিটা।

অল্পের জন্য বেঁচে গেল লোকটা। তবে মাইকের উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। লোকটা জেনে গেছে আরেকটু হলে কবরে পা দিয়েছিল! চট করে কেবিনের ওপাশে চলে গেল সে। জ্বলন্ত একটা মশাল ছাদের দিকে ছুঁড়ে মারল একজন, ছাদ থেকে গড়িয়ে গড়িয়ে মাটিতে নেমে এল ওটা।

এক নাগাড়ে গুলি করতে থাকল ওরা, সীসার ফুলঝুরি ছড়িয়ে দিল শাটন বাহিনীর চারপাশে। চমকের কারণে তাদের বুঝতে সময় লেগেছে যে মুররা ভিতরে নয়, বাইরে থেকে আক্রমণ করেছে। টের পাওয়া মাত্র, ঘুরে সবাই মিলে ঘোড়া ছোটাল ওদের দিকে।

তুফান বেগে ছুটে আসছে ওরা। দেখার মত একটা দৃশ্য!

অন্তত চোদ্দ-পনেরোজন। প্রতিটি ঘোড়াই দুর্দান্ত, শক্তিশালী। এমন ভাবে ছুটে আসছে যেন ক্যাভালরির সৈন্য—পাশাপাশি একই সারিতে ছুটছে। সত্যি দারুণ দৃশ্য। রাইফেলের ব্যারেল বরাবর ওদের দিকে তাকিয়ে আছে মাইক। জীবনে এমন রোমাঞ্চকর দৃশ্য চোখে পড়েনি ওর। গুলি করার লোভ সামলাতে পারল না।

অন্য সময়ে মিস্ হলেও এবার হলো না। চিৎকার করে আকাশে দু'হাত মেলে দিল একজন, স্যাডল থেকে খসে পড়ল। কয়েক গড়ান খেল লোকটা, তারপর ঘাসের উপর চিৎ হয়ে পড়ে থাকল।

আরও একটা গুলি করল ওয়েস, তারপর উঠে দাঁড়াল। 'বাছা, চলো, এবার কেটে পড়ি।'

ঝটপট ক্যানিয়নের দিকে ছুটল ওরা।

মাইক আবিষ্কার করল ছোটাছুটিতেও কম যায় না ওর বাবা, অথচ তাকে শ্লথ আর বয়সের ভারে দুর্বল মনে করত। বেশিরভাগ সময় সে-ই এগিয়ে থাকল।

পিছনে চিৎকার উঠল। ওদের দেখে ফেলেছে শত্রুরা।

'এই যে, এখানে, বয়,' বলেই পড়ে থাকা একটা গুঁড়ির কাছে চলে গেল ওয়েস, ঝাঁপ দিল। মাটিতে পড়ার আগেই গুলি করল সে।

চট করে মোটাসোটা এক গুঁড়ির পিছনে চলে গেল মাইক, আড়াল নেওয়ার ঠিক আগ মুহূর্তে গুলি করল।

কেবিনে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে ওরা। এখান থেকে ধোঁয়ার স্তম্ভ দেখা যাচ্ছে।

তিন ভাগ হয়ে ওদের ঘিরে ফেলার চেষ্টা করল রাইডাররা। কৌশল বদল করল ওয়েস মুর। বুঝতে পেরেছে এখানে থাকলে ঠিক ঘায়েল হয়ে যাবে। আবারও ছুট লাগাল ওরা। ক্যানিয়নের রিমের কাছে পৌঁছে গেছে, এ-সময় আশপাশে গুলির তুবড়ি ছুটতে থাকল। শেষ কয়েক ফুট ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল দু'জন, তারপর অক্ষত দেহে রিমের ওপাশে যাওয়া মাত্র ঘুরে দাঁড়িয়ে পজিশন নিল। পাল্টা গুলি করতে দেরি করল না।

দুটো দলে ভাগ হয়ে গাছপালার আড়াল নিয়েছে প্রতিপক্ষ। রাইফেল রিলোড করার ফাঁকে বাপের দিকে তাকাল মাইক। ধক্ করে উঠল কলজে। ওয়েসের প্রায় পুরো শার্ট রক্তাক্ত হয়ে গেছে। মুখ কাগজের মত ফ্যাকাসে।

এবার সত্যি ভয় পেল মাইক।

ক্রল করে বাপের কাছে চলে গেল মাইক, তারপর কাঁধে তুলে নিল তাকে। কাজটা করতে গিয়ে হাঁপিয়ে উঠল, কিন্তু বিশ্রাম নেওয়ার সুযোগ নেই। রাইফেল দুটো তুলে নিয়ে ঢালু ট্রেইল ধরে নামতে শুরু করল। কয়েকবার হুমড়ি খেয়ে পড়ার দশা হলো, কিন্তু কীভাবে যেন সামলে নিল। একসময় ক্যানিয়নের তলায় পৌঁছতে সক্ষম হলো মাইক।

আহত মানুষের শুশ্রূষা জানে না বলে অসহায় বোধ করছে ও। তবে মাথা ঠাণ্ডা রাখল। বুদ্ধি খাটিয়ে যতটা সম্ভব করতে হবে। বাপকে করালে এনে ঘাসের উপর শোয়াল ও। মুখ ধুয়ে দিয়ে পরনের শার্ট

খুলে ফেলার চেষ্টা করল।

শার্ট খুলে আন্ডারশার্ট তুলে দিয়ে কোমর পর্যন্ত উন্মুক্ত করল মাইক। একটাই ক্ষত। কাঁধের হাড়ে লেগেছে গুলিটা, মাংস ফুঁড়ে চলে যাওয়ার সময় একটু নীচের দিকে বাঁক নিয়েছে। বেরিয়ে যায়নি, বরং কাঁধের পিছনে চামড়ার কাছাকাছি রয়ে গেছে। হাত দিয়ে টিপে দেখল মাইক, বড়সড় সুপারি আকৃতির একটা নীল ফোলা।

গুলিটা বের করে ফেলা সমীচীন মনে করল মাইক। দ্রুত হাতে বাউই ছুরি বের করে চামড়ায় লম্বা একটা ফাড়া দিতে হাতে চলে এল বুলেটটা।

অনেক রক্ত হারিয়েছে ওয়েস। তবে জখমটা মারাত্মক বলে মনে হচ্ছে না, তারপরও নিশ্চিত বলা যায় না। আন্ডারশার্ট ছিঁড়ে ক্ষতে চেপে বসিয়ে দিল মাইক, ক্রীক থেকে আনা পানি দিয়ে জখম ভাল করে ধুয়ে বাপকে শুইয়ে দিল।

গুলিটা হাড়ে লাগায় শকে আক্রান্ত হয়েছে ওয়েস, কারণ কাঁধে তুলে নেওয়ার আগে থেকে অজ্ঞান হয়ে আছে সে।

ওয়েসের রাইফেল তুলে নিয়ে রিলোড করল মাইক, শাটন বাহিনীর জন্য অপেক্ষায় থাকল। মনটা বিষিয়ে আছে মাইকের, রাইফেলের নলের সামনে কাউকে পেলে সত্যি খুন করত। অন্তত কয়েকজনকে। কিন্তু সুযোগটা এল না।

সম্ভবত প্রতিপক্ষ ধরে নিয়েছে ওদের খুন করতে সক্ষম হয়েছে, নিদেনপক্ষে তাড়িয়ে তো দিয়েছে। কিংবা এমনও হতে পারে ক্যানিয়নে ঢুকে দুটো রাইফেলের সামনে পড়তে চায়নি। ইতোমধ্যে যথেষ্ট ক্ষতি হয়ে গেছে ওদের।

অসহায় বোধ হচ্ছে মাইকের। নিজের উপর ক্ষুব্ধ, অসন্তুষ্ট। লস্ট ক্যানিয়নের তলায় মুমূর্ষু বাপের পাশে বসে আছে, জানে না বাপকে সুস্থ করার জন্য কী করতে হবে।

মাইকের ধারণা ছিল ওর বাবা একেবারে সাধারণ একজন লোক। তার জ্ঞানের দৌড় সামান্যই। নিজের মত থাকতে পছন্দ করলেও মানুষের সঙ্গে মিশত সে, অন্যের বিপদে উপকার করত। আহতদের

শুশ্রূষাও করেছে। এমন পরিস্থিতিতে কী করতে হবে জানত। *অথচ, তিক্ত মনে ভাবল মাইক, অনেক বড় বড় কথা বলি আমি, বড় বড় চিন্তা করি, অথচ এই জরুরি কাজটা জানা হয়নি।*

নীলনয়না কোন ব্লন্ড মেয়ের চিন্তা মাথা থেকে দূর হয়ে গেছে ওর। আপাতত। বাপের চিকিৎসায় কী করতে হবে জানে না বলে আফসোস হচ্ছে। ক্যানিয়নটা প্রায় নির্বাসনের মত, চৌহদ্দিতে ওকে সাহায্য করার মত কেউ নেই। চাইলেও কোথাও ছুটে যেতে পারছে না।

ছোট্ট করে আগুন জ্বালিয়ে পানি গরম করল মাইক। কেবিন থেকে সঙ্গে একটা কেতলি নিয়ে এসেছে ওর বাবা, স্যাডল হর্নের সঙ্গে ঝুলিয়ে রেখেছিল। এমন কিছু হতে পারে, নিশ্চয়ই ভেবেছিল, কারণ প্রয়োজনীয় প্রায় সবই নিয়ে এসেছে ওয়েস।

ঘোড়ার পিঠ থেকে জিনিসপত্র নামিয়ে পরখ করল মাইক, ভাবছে কোন কোনটা হয়তো কাজে লেগে যেতে পারে। সাদা পাউডার ভরা একটা ক্যান পেল, এক বুড়োর কাছ থেকে নিয়েছিল ওর বাবা। কাঁটাতার বা ধারাল জিনিস লেগে ছড়ে গেলে ব্যবহার করতে হয় এটা। কখনও ওরকম ক্ষত দেখেনি মাইক, শুনেছে শুধু, তবে এ-ক্ষতটা প্রায় সেরকম। ফের জখমটা পরিষ্কার করার পর কিছু পাউডার চারপাশে ছড়িয়ে দিয়ে পট্টি বাঁধল ও।

এটা এমন এক সময় আর জায়গা যেখানে শত মাইল গেলেও একজন ডাক্তারের দেখা পাওয়া যায় না। ক্ষতের শুশ্রূষা নিজেদের করতে হয়, ঔষধ তৈরি করে নিতে হয়। ভেষজ এসব উপাদানের কোন কোনটার কার্যকারিতা রীতিমত চমকপ্রদ।

আগুনে কফিপট বসিয়ে দিয়ে জ্বালানি কাঠ আনতে চলে গেল মাইক।

শত্রুরা রিমের কিনারে অপেক্ষায় থাকতে পারে, সম্ভাবনাটা ওর মাথায় উঁকি দিয়েছে। হয়তো আঁধার নামা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে, তারপর নিশ্চিন্ত মনে ক্যানিয়নে নেমে আসবে।

কফির পর সুপ তৈরি করল মাইক। খাবার নিয়ে এসে দেখল সামান্য নড়াচড়া করছে ওর বাবা। মাইক তাকে দেখতে পাওয়ার আগে

কতক্ষণ ধরে রক্তক্ষরণ হচ্ছিল জানা নেই ওর। হয়তো গোলাগুলির একেবারে শুরুতে লেগেছে গুলিটা, কিন্তু শার্টে লেগে থাকা চাপচাপ রক্ত দেখে নিশ্চিন্ত হতে পারছে না মাইক। একটা ব্যাপারে নিশ্চিত—অনেক রক্ত হারিয়েছে ওর বাবা।

কারও পাত্তাও নেই। সম্ভবত রিম ছেড়ে ক্যানিয়নে নামবে না শত্রুরা, তবে নিশ্চিত বলা যায় না। সতর্ক থাকাই ভাল। ওরা আছে কি চলে গেছে, জানার জন্য উপরে ওঠার খায়েশ নেই মাইকের। বলা যায় না হয়তো ওদের খপ্পরে গিয়ে পড়বে, সেক্ষেত্রে ওর জীবিত ফিরে আসার সম্ভাবনা প্রায় শূন্য। এদিকে অসহায় অবস্থায় তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাবে ওর বাবা। মারা না-গেলেও কঠিন সময়টা একাই পার করতে হবে তাকে।

একটা গাছের গুঁড়ির উপর বসে অপেক্ষায় থাকল মাইক, কান দুটো সজাগ। মনে-প্রাণে চাইছে কেউ আসুক। শত্রুরা এলে গায়ের ঝাল ঝাড়তে পারবে। আর যদি জন ক্যালকিন আসে, ভাবছে মাইক, মনে হয় না ওদের খুঁজে পাবে সে। ক্যানিয়নের তলায় আশ্রয় নিয়েছে ওরা, এটা বোধহয় ভাববেই না।

বাপের জন্য ভয় পাচ্ছে মাইক। জীবনে কখনও এতটা অসহায় বোধ করেনি ও।

*

দুপুরের বেশ পরে প্রথম চোখ মেলে তাকাল ওয়েস মুর। কফির কাপ হাতে পাশেই ছিল মাইক, বাপকে কয়েক চুমুক কফি খেতে সাহায্য করল।

'কী হয়েছে, বলো তো?'

'একটা গুলি লেগেছে তোমার কাঁধে। তেমন খারাপ নয়, তবে অনেক রক্ত হারিয়েছ। নড়াচড়া না-করে বিশ্রাম নাও। ঘোড়া দুটোর যত্ন সেরে রাইফেল হাতে অপেক্ষায় থাকলাম, কিন্তু কেউই এল না। এলে সত্যি খুশি হতাম...'

আরও দুই চুমুক কফি পান করার পর চোখ বন্ধ করে ফেলল ওয়েস, চুপচাপ শুয়ে থাকল।

ক্ষতের চিকিৎসায় কফির প্রভাব কী জানে না মাইক, তবে বাপকে খানিকটা হলেও চাঙা হয়ে উঠতে দেখে উৎসাহ বোধ করল। কিছু জার্কি চেঁছে কেতলিতে যোগ করল, শুরুয়া তৈরি করবে। আগুন চাঙা রাখল সবসময়, এদিকে ভাল করে নাড়ল।

'জন ঠিকই আসবে,' হঠাৎ নীরবতা ভাঙল ওয়েস। 'ও এলে সব ঠিক হয়ে যাবে।'

ত্যক্ত বোধ করল মাইক। 'আমাদের খুঁজেই পাবে না সে,' অসন্তোষ ঢেকে রাখতে পারল না ও। 'যদি এখানে আসতে পারেও, মনে হয় না জেক শাটনের লোকজনকে ফাঁকি দিতে পারবে। যাই হোক, এখন আমাদের কাজ একটাই। এখানে থাকা। তুমি সুস্থ হলে উপরে যাব, তারপর এলাকা ছেড়ে চলে যাব।'

'উঁহুঁ, এটা আমাদের বাড়ি, বয়। এখান থেকে কোথাও যাব না আমরা। ফিরে গিয়ে বাড়িটা তৈরি করব আবার। ছোটবেলা থেকে শুধু চলার মধ্যে আছি, কোথাও থিতু হতে পারিনি। আর ছোটাছুটি করতে ইচ্ছে করে না! এই জমিটা হয়তো সেরা নয়, ধারে-কাছে কোন শহর নেই, লোকজন নেই, কিন্তু নিজস্ব বলতে কেবল এটাই আছে আমাদের। নাহ্, সান, এই জায়গা ছেড়ে যাব না।'

বাপকে শুরুয়া খাওয়াল মাইক। ধীরে ধীরে খাচ্ছে সে। শেষ হতে হতে বিকাল গড়িয়ে গেল। উঁচু রিমের কারণে সূর্য আড়ালে পড়ে গেছে, ক্যানিয়নের দেয়ালে ছায়া ঘন হচ্ছে। অবশিষ্ট যে-টুকু শুরুয়া ছিল, নিজে খেল মাইক।

ঘোড়াকে পানি খাওয়াতে এসে ক্রীকের পাড়ে এক চিলতে ঘেসো জায়গা দেখতে পেল ও। কয়েকটা লম্বা গুঁড়ি টেনে নিয়ে পাথর আর গাছ ব্যবহার করে করাল তৈরি করল। ক্যানিয়নের দেয়াল রয়েছে একপাশে, অন্য পাশে ক্রীক। ঘোড়া নিয়ে চিন্তা করতে হবে না আর।

ক্যাম্পে ফিরে এসে রাইফেল তুলে নিল ও। 'বাবা?'

উত্তরে কী যেন বলল সে, কিন্তু শোনা গেল না। আসলে জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকছে।

রিমের কাছে উঠে চারপাশ রেকি করতে চায় মাইক।

ঘুরে দাঁড়ানোর সময় সঙ্গে আনা বিশাল ঘোড়াটার খাড়া কান নজরে পড়ল ওর। সাধারণত রাইড করে ওটায়, তবে হাল-চাষের কাজেও লাগিয়েছে। দেহ বিশাল, প্রায় দানবের মত, কিন্তু দারুণ শান্ত। অন্য ঘোড়ার চেয়ে ঢের সজাগ, ধারে-কাছে কিছু ঘটলে ঠিক টের পেয়ে যায়। মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে ওটা, কান খাড়া···কেউ আসছে নিশ্চয়ই!

কিন্তু কোন শব্দ নেই। কান পাতল মাইক, কিছুই শুনতে পেল না। অপেক্ষায় থাকল শেষে।

শিথিল হয়ে গেল ঘোড়াটার দেহ, তবে কান দুটো খাড়া রয়ে গেছে এখনও। দেখে মনে হচ্ছে আগের মত অত উদ্বিগ্ন নয় ওটা। বুনো কোন প্রাণী হতে পারে। রাইফেল নামিয়ে রাখার সময় একটা কণ্ঠ শুনতে পেল মাইক।

'মাইক? আসতে অসুবিধা নেই তো?'

ক্যালকিন না-হয়েই যায় না!

'এসো, জন,' আহ্বান করল মাইক। জীবনে কখনও এতটা স্বস্তি বোধ করেনি। এখন আর একা নয় ও, সাহায্য করার মত অন্তত একজন আছে। এবং দারুণ নির্ভরযোগ্য লোক সে।

হেঁটে গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল জন ক্যালকিন, দু'পা এগিয়ে থামল, পুরো ক্যাম্পে চকিত দৃষ্টি বুলিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়ার পর ধীর পায়ে আগুনের কাছে চলে এল। 'কী অবস্থা ওর?' ওয়েসের দিকে মনোযোগ দিল জন।

সবকিছু খুলে বলল মাইক।

'ঘুমাচ্ছে ও,' বলল জন। 'এখন বিশ্রামই ওর জন্য সবচেয়ে বড় ঔষধ। ও জাগলে জখমটা দেখব। ভাল কথা, এলিসা আর এক বুড়ো রয়েছে আমার সঙ্গে।'

'বুড়ো?'

'বহুদিন ধরে পাহাড়ে আছে ও···আমাকে তাই বলেছে।'

'ধারে-কাছে কোন বুড়োকে তো দেখিইনি, শুনিওনি যে আছে কেউ। ওদের দলের লোক নয় তো?'

'না। শাটন বাহিনীর সঙ্গে কিছু গোলাগুলি হয়েছে আমাদের, আমার সঙ্গে ছিল বুড়ো।' বনের কিনারে গিয়ে মৃদু স্বরে তাদের ডাকল জন।

ক্লান্তি এলিসা ফ্যালনের সৌন্দর্য কেড়ে নিতে পারেনি, নীরব সমীহের সঙ্গে তাকে দেখল মাইক। বুড়ো লোকটার বয়স অনুমান করা কঠিন, দেখে মনে হচ্ছে যেন কবর থেকে উঠে এসেছে। চামড়ায় অসংখ্য ভাঁজ, মুখের বলিরেখা গভীর হয়ে গেছে। কিন্তু চলাফেরায় চটপটে, বিস্ময়কর দৃঢ়তা আর ক্ষিপ্রতা মেশানো। ক্যাম্পে এসে এমনভাবে কফিপট থেকে কফি ঢেলে নিল যেন জিনিসটা তারই।

'কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নাও, মাইক,' বলল জন। 'ওয়েসের দিকে খেয়াল রাখব আমি।'

দ্বিমত করল না মাইক। দারুণ ক্লান্ত বোধ করছে। শোওয়ার সময় দেখল আগুনের ধারে বসে কফি গিলছে ওরা।

বাড়ির কথা মনে পড়ল মাইকের। র‍্যাঞ্চ হাউস পুড়িয়ে দিয়েছে শত্রুরা, সমস্ত স্টক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়েছে, আহত হয়েছে ওর বাবা। ওর নিজের অবস্থাও সুবিধার নয়, পাঁজরের কয়েকটা হাড়ে চিড় ধরেছে। ক্যানিয়নের বাইরে অপেক্ষায় রয়েছে কিছু লোক, সুযোগ পাওয়া মাত্র নির্বিচারে খুন করবে ওদের।

দুশ্চিন্তা বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না। শরীর এতটা ক্লান্ত যে চট করে ঘুমিয়ে পড়ল মাইক। ফের যখন চোখ মেলে তাকাল, ঝকঝকে দিনের আলো দেখতে পেল। চারপাশ শান্ত।

উঠে বসে এদিক-ওদিক তাকাল মাইক। আগুনের কাছে বসে আছে এলিসা। দু'হাত দূরে ঘাসের উপর শুয়ে আছে ওর বাবা, বালিশের বিকল্প হিসাবে একটা কোট ভাঁজ করে মাথার নীচে দেওয়া হয়েছে।

জন ক্যালকিন বা বুড়ো নেই ক্যাম্পে।

'ক্যালকিন কোথায়?' জানতে চাইল মাইক।

'র‍্যাঞ্চে গেছে ও।'

'গিয়ে কী হবে? ওখানে তো কোন বাড়ি নেই। পুড়িয়ে দিয়েছে ওরা। অযথা কষ্ট করছে ও।'

'উঁহুঁ, পুরোপুরি পুড়ে যায়নি, মাইক। টেলিস্কোপ দিয়ে এখান

থেকে র‍্যাঞ্চটা দেখেছে বুড়ো। কিছু অংশ পুড়ে গেলেও বাড়িটা আস্ত আছে এখনও।'

হতে পারে, ভাবল মাইক। অস্বাভাবিকও নয় ব্যাপারটা। মোটা মোটা গাছের গুঁড়ি আর পুরু কাঠের তৈরি বাড়ি, এত সহজে পুড়ে যাওয়ার কথা নয়।

ক্রীকে এসে হাত-মুখ ধু'লো মাইক। কুলকুচি করল। হাত চালিয়ে চুল আঁচড়াল। এভাবেই চুল আঁচড়াতে অভ্যস্ত ও।

ক্যাম্পে ফিরে আসতে ওকে কফি পরিবেশন করল এলিসা। দুই চুমুক দিয়েছে, এ-সময় বুড়োকে নিয়ে ফিরে এল জন ক্যালকিন। বুড়োকে দেখে মনে হচ্ছে যেন একটা মড়া হেঁটে বেড়াচ্ছে।

জনের দুই হাতে বেশ কয়েকটা বই, কোন কোনটা খানিক পুড়ে গেছে। 'পুরো বাড়ি পুড়ে যায়নি, মাইক,' জানাল জন। 'পোর্চ আর ছাদের কিছু অংশ পুড়েছে।'

'কয়েকটা বই পেয়ে গেছ দেখছি,' বলল মাইক। 'আর কিছু পাওনি?'

'Tennyson-এর এ-বইটা দরকার ছিল আমার,' বলল জন। 'আমি...' উজ্জ্বল হয়ে গেল জনের মুখ, চাহনিতে কৌতুক ফুটে উঠল। কথা শেষ না-করে ঘাড় ফিরিয়ে এলিসার দিকে তাকাল। 'Tennyson...হ্যাঁ, এটা একটা সম্ভাবনা বটে!'

তেরো

আগুনকে ঘিরে প্রায় জড়ো হয়ে বসেছে ওরা।

'সুযোগ পেলে পড়ি আমি,' জানাল এলিসা। 'কিন্তু চাইলেই তো

বই পাওয়া যায় না। র‍্যাঞ্চে কয়েকটা ছিল, জেক না-দিলে…'

'জেক শাটন তা হলে পড়াশোনা করে?'

'হ্যাঁ। ওর সম্পর্কে আমার মতামত হচ্ছে, স্থান বা পরিবেশের বিবেচনায় শিক্ষিত, গড়পড়তার চেয়ে শ্রেয়তর মানুষ।'

'টেনিসনের লেখা খুব প্রিয় ছিল গ্রেগের,' জানাল জন। 'একটা কবিতা আমাদের দু'জনেরই খুব ভাল লাগে–Ulysses।'

কবিতা বা বই নিয়ে আড্ডা মারার সময় নয় এটা। বরং এই বিপদ থেকে কীভাবে মুক্তি পাওয়া যাবে, তাই নিয়ে ভাবা উচিত।

এ-পর্যন্ত শাটন বাহিনীর অন্তত তিনজন লোক খুন হয়েছে। আরও দু'একজন আহত হয়েছে। এত সহজে ওদের ছেড়ে দেবে না জেক শাটন। শোধ নেওয়ার জন্য শিগ্‌গিরই ফিরে আসবে।

'আমার তো মনে হয় আমাদের নিজেদেরই গিয়ে জেক শাটনের সঙ্গে দেখা করা উচিত,' প্রস্তাব করল মাইক।

'গ্রেগের চিন্তা-ভাবনা একটু অদ্ভুত কিসিমের ছিল,' অন্যমনস্ক সুরে বলল জন, মাইকের কথা যেন শুনতে পায়নি। 'সবাই যেভাবে ভাবে, সেভাবে চিন্তা করত না ও। আমাকে যদি কিছু বলার থেকে থাকে ওর, সেটা ওর নিজস্ব উপায়ে জানিয়েছে।'

'শাটন বাহিনীরও নিজস্ব উপায় আছে,' অধৈর্য সুরে বলল মাইক, ভর্ৎসনা ঝরে পড়ল ওর কণ্ঠে। 'তবে সেটা আর কারও না-হোক, অন্তত আমাদের ভাল লাগে না! হয়তো রঞ্জনা দিয়েছে ওরা, আর আমরা কি-না কফি খেয়ে আজগুবি গল্প করছি!'

'ঠিকই বলেছ,' এবার মাইকের কথার জবাব দিল জন। 'আসবে ওরা, তবে এখনই নয়। এই ক্যানিয়নে তো আজীবন থাকতে পারব না, একসময় বেরিয়ে যেতে হবে। এবং ওরা এমন কিছুই আশা করছে। বেরিয়ে গেলে হামলা করা সহজ হবে।'

জনকে কফি দিল এলিসা। ধীরে ধীরে চুমুক দিচ্ছে জন, মাঝে মধ্যে তাকাচ্ছে মাইকের দিকে। মুখ নির্বিকার।

জন জানে যে ওর উপর খেপে আছে মাইক, বোধহয় ঈর্ষাও করছে। কারণ? এলিসা ফ্যালন। এটাই স্বাভাবিক। এ-নিয়ে খুব একটা

ভাবছে না জন, জানে কিছুদিন পর মাইকের ঘোর এমনিতে কেটে যাবে। ধৈর্য ধরার পক্ষপাতী জন, নিজেকে মনে করিয়ে দিল মাইকের ব্যাপারে অধৈর্য হওয়া চলবে না। ছেলেটা ভাল, শিগ্‌গিরই যোগ্য মানুষে রূপান্তরিত হবে।

এখনই আক্রমণ আসবে না, অন্যদেরকে নিশ্চিন্ত করলেও জন জানে যে পরিস্থিতি অনিশ্চিত। শাটন বাহিনী কতটা মরিয়া কিংবা তাদের উপর জেক শাটনের কতটা কর্তৃত্ব অবশিষ্ট রয়েছে, তার উপর নির্ভর করছে ওদের নিকট ভবিষ্যৎ।

ক্লান্ত লাগছে। ক্ষৌরি করা দরকার। বনমানুষের মত দাড়ির জঙ্গল নিয়ে এভাবে ঘুরে বেড়ানো শোভন হচ্ছে না। হঠাৎ অস্থির এবং বিরক্ত হয়ে উঠল জন। ঠিকই বলেছে মাইক। খানিকটা নাড়াচাড়া না-দিলেই নয় এখন।

'রুই মাছটার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি আমি,' বলল ও।

ওর দিকে ফিরে তাকাল অন্যরা।

'জেক শাটনের সঙ্গে দেখা করব। ডালকুত্তাগুলোকে ফিরিয়ে নিতে বলব ওকে।'

'মাথা খারাপ হয়ে গেছে নাকি তোমার?' সবার আগে মুখ খুলল বুড়ো। 'শাটনের সামনে পৌঁছার আগেই খুন হয়ে যাবে ওর চেলাচামুণ্ডার হাতে। তা ছাড়া, ক্ষমতা থাকলেও কাউকে ফিরিয়ে নেবে না সে।'

'দেখা যাক।'

উঠে দাঁড়িয়েছে এলিসা। বড়বড় চোখে দেখছে জনকে। 'উঁহুঁ, জন, জেককে বলেও কাজ হবে না। আমার ধারণা ক্রুরা এখন আর ওর কথা শুনবে না। সুযোগ পাওয়া মাত্র তোমাকে খুন করবে ওরা।'

বুড়ো বা এলিসা বেঠিক বলেনি, তবে জন নিজেও অনুচিত কিছু করতে যাচ্ছে না। হয়তো শুভবুদ্ধি হবে শাটনের। যদি তাই ঘটে, ওদের বিপদ অনেকাংশে কমে যাবে। জেক শাটনের সামনে পৌঁছানো খুব কঠিন হবে, কিন্তু এক ধরনের চ্যালেঞ্জ আর বেপরোয়া রোমাঞ্চ অনুভব করছে জন। সবচেয়ে কঠিন কাজটা করতে পারে ক'জন? ভয়

পেয়ে হাল ছেড়ে দিলে কি চলে?

অন্য কেউ এটাকে নির্জলা বোকামি বলবে···কিন্তু হয়তো এভাবেই ওর ঘাড়টা আস্ত রাখা যাবে। অন্যদেরটাও।

'আমি যে যাব, এমন কিছু আশা করছে না ওরা,' আগের চেয়ে শান্ত স্বরে বলল জন। 'ওদের চমকের সুযোগে ঠিক চলে যেতে পারব।'

'হ্যাঁ, যেতে পারবে,' গম্ভীর সুরে মনে করিয়ে দিল মাইক। 'কিন্তু বেরিয়ে আসতে পারবে না।'

মুহূর্তের বিরক্তিতে খেপে উঠল জন, পরপরই দুঃখিত হলো। 'সেটা হলে তুমি খুব খুশি হবে, না?'

চট করে জনের দিকে ফিরে তাকাল সবাই। এদিকে রক্তিম হয়ে গেছে মাইকের মুখ। 'না, স্যার, খুশি হব না, কারণ খুশি হওয়ার মত ব্যাপার হবে না এটা,' শান্ত স্বরে জবাব দিল ছেলেটা। 'তুমি-আমি হয়তো কখনোই ভাল বন্ধু হতে পারব না, কিন্তু এটা ঠিক যে তোমার মৃত্যুও কামনা করি না আমি। অন্তত এভাবে।'

ঢোক গিলল মাইক।

'সত্যি কথা হচ্ছে, তুমি একা নও, ওখানে আমিও যাচ্ছি,' খেই ধরল সে। 'দাঁড়াতে পারছি আমি, দৌড়াতে পারছি। গুলি তো ছুঁড়তেই পারি। তো, একসঙ্গে যাচ্ছি আমরা, দেখবে সাহস শুধু তোমার নয়, অন্যদেরও আছে।'

'এ-নিয়ে কখনও সন্দেহ ছিল না আমার, মাইক,' মন থেকে বলল জন। 'তুমি সঙ্গে গেলে এক দিক দিয়ে ভালই হবে, কিন্তু তারপরও আমি একাই যাব। অন্য একটা ব্যাপার যে আছে। ওরা আমার ভাইকে খুন করেছে এবং জেক শাটন যা খুঁজছে, সেটা আমার কাছে আছে।'

'হয়তো,' গোঁয়ারের মত বলল মাইক। 'হয়তো না। আসল কথা হচ্ছে সমস্ত গুপ্তধন মাটিতে পুঁতে রাখা বা লুকানো আছে যে খুঁজে পাবে জিনিসটা তারই হবে।'

শ্রাগ করল জন। 'সেটা যেখানে থাকুক বা যাই হোক,' শান্ত স্বরে বলল ও। 'আমার ভাই চেয়েছে যেন আমিই খুঁজে বের করি, এবং ঠিক

সেভাবে রেখে গেছে ও।'

তর্কের এখানেই সমাপ্তি চাইছে জন। মনে মনে তাড়া অনুভব করছে ও, যত দ্রুত সম্ভব বেরিয়ে পড়তে হবে। সীমাহীন দিগন্ত, নাম না-জানা ট্রেইল আর সুউচ্চ পর্বতশ্রেণী হাতছানি দিচ্ছে ওকে। কোথাও বেশিদিন থাকতে পারে না। কেন? বর্তমান পরিস্থিতিতে এটা কি এক ধরনের কাপুরুষত্ব নয়?

আস্তিনে এসে পড়া ছাই টোকা মেরে ফেলে দিল জন। নতুন একটা কোট কিনতে হবে। এমনিতে জীর্ণ ছিল, ছাই আর কালি লেগে এখন করুণ হয়ে গেছে অবস্থা। টেনেটুনে কোট ঠিক করে ঘোড়ার দিকে এগিয়ে গেল ও। মুখ তুলে ক্যানিয়নের গাঢ় বাদামি দেয়ালের দিকে তাকাল, বন্ধুদের ছেড়ে যেতে মন সায় দিচ্ছে না···

সত্যি খারাপ লাগছে ওর। ওয়েস গুরুতর আহত, সাহসী হলেও বেশ কিছু ব্যাপারে এখনও আনাড়ি মাইক। এই বিপদে অভিজ্ঞ কারও ওর পাশে থাকা দরকার। এখানে থেকে গেলে অন্তত দু'একদিন নিরাপদে থাকতে পারবে। ক্যাম্প বদল করার আইডিয়াটা বাতিল করে দিল জন। এ-অবস্থায় নড়াচড়া ওয়েসের জন্য মারাত্মক হতে পারে।

যাই ঘটুক, এখানেই থাকতে হবে ওদের।

'এখানে থাকো সবাই,' বলল ও। 'বাইরে একটা চক্কর দিয়ে আসি।'

'আমিও যাব তোমার সঙ্গে,' সাফ জানিয়ে দিল মাইক। 'আমার ধারণা তুমি শাটন র‍্যাঞ্চে যাচ্ছ।'

'তুমি গেলে ওয়েসকে দেখবে কে?'

উত্তরটা জানা নেই মাইকের, গ্যাঁড়াকলে পড়ে গেছে। কিছুক্ষণ ভাবল কী যেন, তারপর নিবৃত্ত হলো, বিষণ্ন সুরে বলল: 'মহা ঝুঁকি নিচ্ছ তুমি।'

ঘাড় ফিরিয়ে এলিসার দিকে তাকাল জন। 'চিন্তা কোরো না, সময়মত ফিরে আসব,' বলে স্যাডলে চড়ল ও, আলতো স্পার দাবাতে ট্রেইলের দিকে এগোল কালো ঘোড়াটা।

নির্দিষ্ট কোন পরিকল্পনা নেই ওর। থাকলেও লাভ হত না, কারণ

কোন্ পরিস্থিতিতে গিয়ে পড়বে জানে না। জানলে হয়তো সেভাবে তৈরি থাকতে পারত, পরিকল্পনা করত।

উপরে উঠতে নিদারুণ ধকল পোহাতে হলো ঘোড়াটার। কয়েকবারই হোঁচট খেয়ে পড়ার দশা হলো, কিন্তু কীভাবে যেন প্রতিবার সামলে নিল। মেসার উপর উঠে স্যাডল ছাড়ল জন, লাগাম হাতে ঘোড়ার পাশে হেঁটে চলল। কিছুটা হলেও বিশ্রাম পাবে ঘোড়াটা।

পাখি উড়ছে চারধারে। মেসার কোণে পাথরের স্তূপের উপর বসে আছে একটা স্কুইরেল।

সতর্কতার সঙ্গে ভেবে-চিন্তে এগোতে হবে এখন, ভাবছে জন, কারণ জেক শাটনের অধীন সব ক্রু যুদ্ধ ফেরত রেনিগেড, ভয়-ডর কী জিনিস জানে না এরা; মনে দয়াও নেই কারও। নির্দ্বিধায় খুন করতে দক্ষ সবাই। জনের সুবিধা একটাই: এ-মুহূর্তে শাটনের ক্রুরা অসতর্ক থাকবে, আর যাই হোক শত্রু নিজেদের ঘরে এসে পড়বে—এমন কিছু আশা করবে না।

গাছের গাঢ় ছায়ায় থেকে এগোচ্ছে জন, মাঝে মধ্যে থেমে কান পেতে শব্দ শুনছে। কী একটা ব্যাপার খুঁতখুঁতে অনুভূতি তৈরি করছে মনে, কিন্তু মনের এক কোণে চাপা পড়ে থাকছে। যখনই এর তাৎপর্য বা কারণ অনুসন্ধান করতে চাইল, প্রতিবার ফাঁকি দিয়ে চলে গেল, যেন জিনিসটা খুব পিচ্ছিল!

…Tennyson, গ্রেগ আর ওকে নিয়ে কোন ব্যাপার। মাঝে মধ্যে একে অন্যকে চিঠি লিখত ওরা, চিঠিতে Tennyson বা অন্য লেখকদের প্রসঙ্গে লিখত। হয়তো গুপ্তধনের সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে…

ঘাসের উপর দিয়ে চলছে কালো ঘোড়াটা, বলতে গেলে কোন শব্দই হচ্ছে না। বনের কিনারে হরেক রঙের বুনো ফুল ফুটেছে। ঘুরপথে যেতে হচ্ছে ওকে, কিন্তু সময় বাঁচানোর জন্য ঝুঁকি নিতে রাজি নয় জন; খোলা জায়গা ধরে পেরোতে গেলে যে-কোন সময়ে অ্যাম্বুশ বা একাধিক লোকের হামলার শিকার হয়ে যেতে পারে।

লস্ট ক্যানিয়ন থেকে বেশ দূরে আসার পর ঘোড়ার গতি বাড়াল ও।

শীতল স্বস্তিকর বাতাস। মাটির কাছাকাছি এক ধরনের স্যাঁতস্যাঁতে ভাব রয়েছে। একটু দূরে কী যেন নড়ে উঠল ঝোপের ভিতর, চট করে ঘোড়া দাঁড় করিয়ে ফেলল জন। বেশ কয়েকটা ছায়া নড়াচড়া করছে। নিঃশ্বাস আটকে অপেক্ষায় থাকল ও। একটু পর শিথিল হয়ে এল দেহ···এল্ক। রাতের বেলায় ঘাস খেতে উঁচু তৃণভূমিতে চলে আসে প্রাণীগুলো।

ধোঁয়ার ক্ষীণ গন্ধ লাগল নাকে। জায়গায় স্থির থাকল জন, উৎসটা আবিষ্কার করার প্রয়াস পেল। ধোঁয়ার সঙ্গে আরও একটা ঘ্রাণ আছে—ঘোড়া বা মানুষের গায়ের গন্ধ···

ঝিরঝিরে বাতাসে নড়ে উঠল গাছের পাতা, মর্মরধ্বনি আর খসখসে শব্দ উঠল। বাতাসটা চলেও গেল। ঘোড়াকে কয়েক কদম আগে বাড়াল জন। ওর মন বলছে শত্রুপক্ষের ক্যাম্পের কাছাকাছি চলে এসেছে, তবে এখন পর্যন্ত নির্দিষ্ট কোন নমুনা বা প্রমাণ দেখতে পায়নি।

গাছপালার ফাঁকে ক্ষণিকের জন্য ঔজ্জ্বল্য দেখতে পেল···পানি চিকচিক করছে। এগিয়ে গেল জন। ছোট্ট একটা লেক. ধারে-কাছে কোথাও আলো বা আগুন নেই যা যেটা কোন ক্যাম্পের অস্তিত্ব ঘোষণা করে, কিংবা ধোঁয়ার গন্ধও নেই আর।

সময় নিয়ে লেকের চারপাশে চক্কর মারল ও। আকাশে তারা দেখল। উঁহুঁ, ভোর হতে অনেক দেরি আছে। ফের ধোঁয়ার গন্ধ পেল···খুবই ক্ষীণ, কিন্তু নিশ্চিত হওয়ার জন্য যথেষ্ট।

নাক বরাবর সামনের দিক থেকে আসছে। গাছের গাঢ় ছায়ার সঙ্গে মিশে এগিয়ে চলল জন।

প্রথমে ঘোড়াগুলো চোখে পড়ল। টের পেল গভীর নিঃশ্বাসে ফুলে উঠেছে ওর ঘোড়ার পাঁজর। 'শান্ত থাক্, বাছা,' ফিসফিস করল জন। 'ভয়ের কিছু নেই।' চায় না হঠাৎ চিঁহি স্বরে চেঁচিয়ে উঠুক ঘোড়াটা।

একেবারে গাঢ় ছায়ায় সরে এল জন, স্যাডল ছেড়ে ফস্কা গেরো দিয়ে ঘোড়াকে বাঁধল গাছের গুঁড়ির সঙ্গে। জেক শাটনের ক্যাম্পে পৌঁছে গেছে ওরা। বাতাস উল্টোদিকে বইছে, আশা করা যায় ওর

ঘোড়ার গায়ের গন্ধ পাচ্ছে না প্রতিপক্ষ বা তাদের ঘোড়া।

ঘুমন্ত ক্যাম্পে নজর চালাল জন। পাহারায় নেই কেউ, ধরেই নিয়েছে লোক ভর্তি ক্যাম্পে আসার দুঃসাহস হবে না কারও।

অগোছাল, নোংরা এবং অপরিকল্পিতভাবে তৈরি ক্যাম্প দেখে অতর্কিতে হামলা করার ইচ্ছে নিবৃত্ত করতে ভীষণ বেগ পাচ্ছে জন। ঘুমিয়ে আছে সবাই। একজন একজন করে সবার উপর ঘুরে গেল ওর দৃষ্টি, জেক শাটনকে খুঁজছে। পেল শেষ পর্যন্ত। সবার কাছ থেকে এক পাশে শুয়েছে সে, ঝাফেলো রোবে মোড়া বিশাল দেহ।

সন্তর্পণে ক্যাম্পে পা রাখল জন, সতর্ক পায়ে এগিয়ে গেল। ঠিক জেক শাটনের শিয়রে এসে গোড়ালির উপর বসল। তখনই দেখল চোখ খোলাই রয়েছে লোকটার, সরাসরি তাকিয়ে আছে ওর দিকে। ডান হাতে একটা পিস্তলও রয়েছে তার।

'মি. শাটন,' মৃদু স্বরে ডাকল জন।

'ভেবেছ কেউ দেখেনি তোমাকে?' খানিকটা ভর্ৎসনার সুরে বিড়বিড় করল রেনিগেডদের বস্, চট করে প্রায় নিঃশব্দে উঠে বসল সে। 'অনেকক্ষণ ধরে দেখছি তোমাকে, ঘোড়াটা বেঁধে রাখার আগে থেকে। বিড়ালের মত সজাগ আমার কান। অহঙ্কার ঝরে পড়ল তার কণ্ঠে। 'অন্য কেউ যা শুনতে পায় না, তাই শুনতে পাই আমি।'

এক হাত চালিয়ে মুখ মুছল সে, চোখ কুঁচকে তাকাল জনের দিকে। 'তবে স্বীকার করতেই হয় সাহস আছে তোমার···ভাবিনি এভাবে আমার ক্যাম্পে ঢোকার কলজে আছে কারও। ছেলেরা জেগে উঠলে তোমার চামড়ায় ওদের নাম খোদাই করবে।'

'তোমার সামনে জঘন্য কাজটা করবে?' বিস্মিত হওয়ার ভান করল জন। 'আমি তো জানতাম এই আউটফিট তোমার কথায় চলে। তোমার কথাই আইন। অ্যাপাচিরাও তো সাহসী বন্দিকে সমীহ করে···'

'আচ্ছা, আচ্ছা! বুঝলাম কোন কোন ইন্ডিয়ান খাতির করে বন্দিকে। বেশ, কোন্ ধান্ধায় এসেছ ঝটপট বলে ফেলো।'

'এলিসার কাছে শুনলাম পড়াশোনা করতে খুব পছন্দ করো তুমি।'

'পড়াশোনা করতে? গভীর রাতে কারও ক্যাম্পে চোরের মত ঢুকে

এটা নিয়ে আলোচনা করতে এসেছ? আর বিষয় পেলে না! হ্যাঁ, ঠিকই বলেছে লিসা। অনেক পড়ি আমি। ছোটবেলায় স্কুলে পড়েছি, তারপর যখন যা পাই পড়ে ফেলি; তবে বেশিরভাগই ভুলে যাই। আমার বাবাও খুব পড়ত। পুরো বাড়ি ভর্তি বই ছিল ওর। কয়েকশো তো হবেই।'

'সেজন্যই এখানে এসেছি। আর কেউ বেহুদা খুন হওয়ার আগে তোমার সঙ্গে আলোচনা করার দরকার ছিল। অযথা হয়রান হচ্ছ তুমি, শাটন, সোনা নেই এখানে। কখনও ছিলও না।'

'বেকুব পেয়েছ আমাকে যে তোমার কথা হজম করে ফেলব?' তাচ্ছিল্য ঝরে পড়ল জেক শাটনের কণ্ঠে, গলার স্বরে বিদ্রূপ। 'পুরো গল্পটাই শুনেছি। জানি কীভাবে সুদূর মেক্সিকো থেকে সব সোনা এখানে নিয়ে এসেছিল ওঁরা...'

'সব সোনা? মাথা খাটাও, ম্যান। গ্রেগ যখন মেক্সিকো থেকে এখানে এসেছিল, সঙ্গে বড়জোর একটা বা দুটো প্যাক হর্স ছিল। মালপত্রের বোঝা ছোট হওয়ার কথা, কারণ কিছু টুকিটাকি জিনিস ছাড়াও খাবার ছিল নিশ্চয়ই; আর অ্যাপাচি এলাকা হয়ে আসতে হয়েছে ওকে। সেক্ষেত্রে বোঝাটা কত বড় ছিল, অনুমান করতে পারো? সোনা থাকলেও আনা সম্ভব ছিল না। দু'এক আউন্স হলে হতে পারে, কিন্তু তোমাদের গল্পের মত অত সোনা আনা কোনমতে সম্ভব ছিল না। আর ওর সম্পর্কে আমি যতটা জানি, তা থেকে অনায়াসে বলতে পারি টাকা-পয়সা বা সোনাদানা সম্পর্কে তেমন কোন আগ্রহ ছিল না গ্রেগের।

'সোনাই যদি ছিল ওর সঙ্গে, এখানে কেন থামবে? এমন ভূতুড়ে অঞ্চলে? এরচেয়ে ভাল অনেক জায়গা আছে যেখানে সোনা খরচ করে বিলাসী জীবন যাপন করতে পারত ও। কিন্তু এখানে কোথায় টাকা খরচ করত ও? মেক্সিকো থেকে এত পথ পাড়ি দিয়ে কেন এখানেই বা থামবে?'

'হ্যাঁ, তোমার এ-কথাটা ঠিক। আমি নিজেও মাঝে মাঝে ভাবতাম। মনে হত গ্রেগ ক্যালকিন হয় কৃপণ বা পাগলা কিসিমের লোক, নইলে কেন এখানে পড়ে থাকবে?'

'আমিও বিশ্বাস করি সঙ্গে কিছু একটা নিয়ে এসেছিল গ্রেগ,' বলল

জন। 'কিন্তু সেটা গুপ্তধন বা রত্ন নয়। এত ঝুঁকি নিয়ে তোমার সঙ্গে কথা বলতে আসার একটাই কারণ, তুমি হয়তো বুঝতে পারবে···যেটা ওরা বুঝবে না,' পুরো ক্যাম্পে ঘুমন্ত ক্রুদের দেখিয়ে বলল জন। 'যদিও স্যাম কিছুটা হলেও বিশ্বাস করেছে বোধহয়।'

শাটনের মুখে স্থির হলো জনের দৃষ্টি, চোখে চোখ রাখল। 'স্যাম সম্পর্কে জানো তুমি, মি. শাটন, পুরো আউটফিটে সত্যিকার মানুষ বলতে শুধু ও-ই আছে। বিশ্বস্ত আর বাধ্য বলে ইচ্ছের বিরুদ্ধে তোমার পাশে আছে ও। কী জানো, পুরো দলে সমীহ করার মত লোক শুধু একজনই–স্যাম, এমনকী তুমিও ওর গোত্রে পড়ো না।'

স্থির দৃষ্টিতে জনের দিকে তাকিয়ে থাকল শাটন। 'সাহস আছে তোমার! জেক শাটনের মুখের উপর এত বড় কথা!'

'হ্যাঁ, সাহস আছে বলেই এখানে এসেছি। আর হ্যাঁ, বহাল তবিয়তে বেরিয়েও যাব। মনে হয়েছিল আলোচনা করলে হয়তো তোমার শুভবুদ্ধি হবে। তোমার ক্রুরা সবাই কঠিন লোক, কিন্তু অযথা খাটাচ্ছ ওদের। শেষপর্যন্ত হয়তো যা পাবে তা দিয়ে ওদের সবাইকে ঘণ্টা খানেক হুইস্কির মধ্যেও রাখতে পারবে না। বিশ্বাস করো!'

'জিনিসটা কী, জানো তুমি?'

'না···তবে একটা ধারণা আছে। অনুমান বলতে পারো। মেক্সিকোর প্রাচীন সভ্যতা সম্পর্কে আগ্রহ ছিল গ্রেগের। বুদ্ধি, আগ্রহ, অধ্যবসায়···সবই ছিল ওর। ক্যালকিনদের বেশিরভাগই কোন কারণ ছাড়া ঘুরে বেড়ায়, কিন্তু কেউ যখন মেক্সিকো বা মধ্য আমেরিকায় যায়, ঘুরতে নয় বরং নির্দিষ্ট কোন উদ্দেশ্য নিয়ে যায় সে। আমার ধারণা ঐতিহাসিক মূল্য আছে এমন একটা কিছু মেক্সিকোয় খুঁজে পেয়েছিল গ্রেগ।'

ক্ষণিকের জন্য থামল জন, টানা কথা বলায় হাঁপিয়ে গেছে। দম নিয়ে খেই ধরল, 'কখনোই টাকা বা সম্পদের প্রতি ওর আগ্রহ দেখিনি। জীবনে অন্তত এক ডজন সুযোগ পেয়েছিল ও, চাইলেই বিরাট ধনী হয়ে যেতে পারত, আয়েশী জীবন যাপন করতে পারত। কিন্তু না-দেখার ভান করে এড়িয়ে গেছে গ্রেগ। অথচ দিগন্তের ওপাশে

কী আছে, অতীতে মানুষের জীবনযাত্রা বা রীতিনীতি কেমন ছিল, কীভাবে সভ্যতা গড়ে উঠেছে–এসব বিষয়ে সীমাহীন আগ্রহ ছিল ওর।'

'হয়তো,' পাশ ফিরে বুট তুলে নিতে হাত বাড়াল জেক শাটন। 'শুধু এসব বলার জন্য এখানে এসেছ তুমি?'

'না,' বলে অপেক্ষায় থাকল জন, বুট পরে শাটনকে উঠে দাঁড়ানোর সুযোগ দিল, তারপর মৃদু পায়ে ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে এল ওরা। 'আসল ঘটনা তোমাকে জানাতে চেয়েছি আমি, চেয়েছি অন্যদের মত ভুল না-করো। তোমার সঙ্গে শত্রুতা নেই আমার, তা হলে কেন তোমাকে বা তোমার কোন লোককে খুন করব?

'গ্রেগের খবর নিতে এসেছিলাম, হয়তো কয়েকটা দিন থাকব, তারপর আবার চলে যাব নিজের পথে। মুররা থাকবে এখানে। ওরা নিরীহ মানুষ। এই ঝামেলা মিটে গেলে বোধহয় অস্ত্রশস্ত্র তুলে রেখে র‍্যাঞ্চ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়বে ওরা। একটা নিশ্চয়তা দিতে পারি, তোমার সৎ প্রতিবেশী হতে পারে ওরা।'

'তুমি?' চিন্তিত দেখাল শাটনকে, জনের কথা উল্টেপাল্টে দেখছে। 'উঁহুঁ, যেদিন সত্যি সত্যি চলে যাবে, সেদিন তোমার কথা বিশ্বাস হবে।'

'শত্রুতা ভুলে র‍্যাঞ্চিংয়ের দিকে মনোযোগ দেওয়া উচিত তোমার। পছন্দ মত একটা জায়গা খুঁজে নাও, লোকজন চলে এলে আর পাবে না। গরু চরানোর জন্য এলাকাটা আদর্শ। আমার মনে হয় র‍্যাঞ্চিংয়ে উন্নতি করতে পারবে তুমি।' একটু থেমে যোগ করল আসল কারণটা। 'আমার আসার আরও একটা কারণ আছে। এলিসার জন্য এসেছি।'

'এলিসার জন্য?' ঝট করে জনের দিকে ঘুরল জেক শাটন, চোখ দুটো জ্বলছে, ভিতরে ভিতরে বিস্ফোরিত হওয়ার দশা, তবে কণ্ঠে রাগের চেয়ে বিস্ময়ই প্রকাশ পেল বেশি। 'এসবের বাইরে রাখো ওকে। তোমার সঙ্গেও ওর কোন সম্পর্ক নেই।'

'অবশ্যই আছে। এসবের সঙ্গেও সম্পর্ক আছে ওর। গতকাল তোমার কয়েকজন লোককে গুলি করতে বাধ্য হয়েছি আমি। কারণ এলিসার পিছু নিয়েছিল ওরা, এলিসাকে অন্তত দশ-বারো মাইল ধাওয়া

করেছে। দু'জন আমার হাতে খুন হয়েছে; বাকি দু'জন আহত হয়েছে।'

'এলিসাকে ধাওয়া করেছে আমার ক্রুরা? তুমি একটা মিথ্যুক, জন ক্যালকিন!' রাগে প্রায় খুঁজে এল শাটনের কণ্ঠ।

ঝাড়া মিনিট কয়েক চলে গেল, নিজ থেকে কিছু বলল না জন। লোকটাকে চমক সামলে নেওয়ার সুযোগ দিচ্ছে।

'এলিসা সম্পর্কে কী জানো তুমি?' শেষে নিজেকে সামলে নিয়ে জানতে চাইল সে।

'জানি খুব ভাল মেয়ে ও। পরিপূর্ণ, সুন্দরী একজন লেডি। ও তোমাকে যতটা শ্রদ্ধা করে, ঠিক ততটাই ভালবাসে। কিন্তু একইসঙ্গে তোমার আচরণ আর ক্রুদের সম্পর্কেও বিব্রত। যা ও পাচ্ছে, তারচেয়ে ঢের ভাল আচরণ তোমার কাছ থেকে পাওয়া উচিত ওর। তুমি ওর সৎ বাবা হলেও আইনের দৃষ্টিতে একমাত্র অভিভাবক। যদ্দিন না কোন লেডির থাকার মত উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি হচ্ছে তোমার র‍্যাঞ্চে, আমি ওকে সবচেয়ে কাছের শহর ডুনেডিনে নিয়ে যাব। ওখানে থাকবে এলিসা। চাইলে স্কুলে পড়াতে পারবে ও। আর···মাইক মুর ওকে খুব পছন্দ করে। বয়সে মাইক ছোটই হবে, তবে খুব বেশি নয়। ছেলেটা ভাল। এলিসা রাজি থাকলে ওকে বিয়ের প্রস্তাব দেবে মাইক। ওর হয়ে আগাম অনুমতি চাইছি আমি।

চোদ্দ

'ওকে নিয়ে কী করবে?' খেঁকিয়ে উঠল জেক শাটন, কণ্ঠ চড়া হয়ে গেছে। 'জন ক্যালকিন, তোমার দুঃসাহস দেখে অবাক হচ্ছি! এত বড় স্পর্ধা, আমার মেয়েকে নিয়ে শহরে রাখবে, তারপর বয়সে কম এমন

একটা ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেবে!'

'তুমি যেহেতু ওর একমাত্র অভিভাবক বা আত্মীয়, অনুমতি তোমার কাছে চাওয়া উচিত, তাই না? সেজন্যই তোমার কাছে এসেছি।'

'বেড়ে বলেছ, ক্যালকিন! এমন সাহসী প্রস্তাব জীবনেও শুনিনি। কলজে পাথর দিয়ে তৈরি তোমার, ঘাড়ই বা কয়টা?' এখনও জনের মুখ থেকে দৃষ্টি সরায়নি শাটন, নিঃশব্দে হাসছে। 'মাথায় বোধহয় ছিট আছে তোমার, নইলে এত সাহস কারও হয় কী করে? আমার লোকজন তোমাকে হন্যে হয়ে খুঁজছে, অথচ তাদের নাকের ডগায় মনের খায়েশ জানাতে এসেছ তুমি!'

'ভরসা নিয়েই এসেছি আমি। জানি যে মুখে যত হম্বিতম্বি করো না কেন, ভিতরে ভিতরে তুমি একজন ভদ্রলোক। বাইরে রুক্ষ একটা খোলস রয়েছে তোমার। কোন্ কাজটা কীভাবে হওয়া উচিত, জানো তুমি।'

'এলিসাকে এ-ব্যাপারে কিছু বলেছ নাকি?'

'বলেছি। ডুনেডিনে যেতে রাজিও আছে ও। তবে মাইকের ব্যাপারটা,' কিছুটা হলেও বিব্রত বোধ করছে জন, বুঝতে পারছে আগ বাড়িয়ে কথাটা বলা উচিত হয়নি। সম্পর্ক হবে কীভাবে? মনের কথা জানানো দূরে থাক, সম্ভবত এলিসার সঙ্গে ঠিকমত কথা বলারও সুযোগ পায়নি মাইক। বয়সের ব্যবধান আরেকটা ব্যাপার, যদিও এটাকে বড় বাধা মনে করে না জন। 'জানতে পারলে বোধহয় অবাক্ হবে এলিসা। শুনে মুখের উপর হাসতেও পারে। তবে চৌহদ্দিতে যেহেতু কমবয়সী ওরাই আছে, কাছাকাছি থাকলে একসময় সম্পর্ক হয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। মাইক তো অযোগ্য নয়।'

'বাপের জন্মে এমন কিছু শুনিনি. কী যে কাল পড়েছে!' ব্যঙ্গ ঝরে পড়ল শাটনের কণ্ঠে। 'জন ক্যালকিন, আসলেও বোধহয় ছিট আছে তোমার মাথায়!' পকেট থেকে সিগার বের করে কামড় দিয়ে বাঁট ফেলে দিল সে, দেয়াশলাই জ্বালিয়ে ধরাল। 'রিচমন্ড, চার্লসটন বা পুবের কোন শহর নয় এটা, মিস্টার, উদ্ভট সম্পর্ক এখানে হয় না।' মাথা নাড়ল সে, বার কয়েক দ্রুত সিগারে টান মেরে খেই ধরল: 'কী আছে ছেলেটার, অ্যাঁ? নিজস্ব একটা ঘোড়াও নেই!'

'কতই বা হয়েছে ওর! এই বয়সে তোমার কী ছিল, মনে করে দেখো!'

'কে কার জন্য সুপারিশ করছে! তুমি নিজেই তো ছন্নছাড়া গানফাইটার! কী দাম আছে তোমার কথার?'

'কথার দাম না-থাক, আমার কাজের দাম আছে। সেদিন ওই পরিস্থিতি থেকে এলিসাকে উদ্ধার করতে একজন গানফাইটারেরই প্রয়োজন ছিল, কারণ নিজের লোকদের উপর কর্তৃত্ব হারিয়ে ফেলেছ তুমি...'

'কর্তৃত্ব হারিয়েছি? হারিয়েছি তো কী হয়েছে? এখনও আমি চাইলে...'

'বললাম তো, তুমি নিরস্ত হলেই এখান থেকে চলে যাব আমি। আর মুররা র‍্যাঞ্চ নিয়ে ব্যস্ত থাকবে। সবার আগে আমার বা মুরদের পিছন থেকে ক্রুদের সরিয়ে নাও।'

'কর্তৃত্ব হারিয়েছি মানে, কী বোঝাতে চাও তুমি?'

'না বোঝার কী আছে? তোমার অজ্ঞাতে এলিসাকে ধাওয়া করল ওরা। ঠিক তো? একজন তো বলেই ফেলল এলিসার তেজ নাকি কমিয়ে ছাড়বে ওরা।'

'সবক'টাকে শেষ করেছ তো?'

'কথাটা যে বলেছে তাকে নিয়ে চিন্তা করতে হবে না, পেটে গুলি খেয়ে পড়ে ছিল। যদ্দূর জানি এখনও সেখানেই আছে সে।'

কী যেন ভাবছে শাটন। সিগারের গোড়া ফেলে বুটের তলায় পিষল, ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে থাকল ঘুমন্ত ক্যাম্পের দিকে।

বিদায় নিতে মনস্থ করল জন। 'তো, মি. শাটন, পরিস্থিতি কী জানলে। হয় তুমি ঘরের পরিবেশ বদলাবে, নয়তো এলিসাকে শহরে নিয়ে যাব আমি। এমনকী মাইকও হয়তো ওর সঙ্গে মেলামেশা করবে। ভদ্রলোকের যা করা উচিত, আগে থেকে জানিয়ে গেলাম তোমাকে। হয় তুমি ছেলেদের ফিরিয়ে নেবে, নইলে লড়াই হবে।'

'কতক্ষণ টিকে থাকতে পারবে?' জনের মুখে স্থির হলো শাটনের কৌতূহলী দৃষ্টি।

'শুধু জেফ স্টেঙ্গলকে নিয়ে ভাবছি আমি। কঠিন বান্দা।'

'টম ড্রেকাকে ভুলে গেলে নাকি?'

'সম্ভবত এলিসার পিছনে ক্রুদের সে-ই লেলিয়ে দিয়েছিল। ওর অতীত সম্পর্কে কিছুটা জানি। অন্তত একজন মহিলাকে খুন করেছে ড্রেকা। হয় ওকে এলাকা থেকে ভাগাও, নইলে ঠিক খুন হয়ে যাবে আমার হাতে।'

হাতের চেটো দিয়ে মুখের ঘাম মুছল জেক শাটন। 'নিকুচি করি তোমার, ক্যালকিন! কোত্থেকে এসে সব হিসাব গোলমাল করে দিয়েছ! স্বীকার করছি, তোমাকে আমার পছন্দ হয়েছে। সাচ্চা মানুষের মত কথা বলেছ। যৌবনে আমি এমনই ছিলাম।

'কিন্তু ওরা আমার ক্রু। আউটফিট চালাতে গেলে সত্যিকার অর্থে নেতৃত্ব দিতে হয়। এ-ধরনের লোকদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে হলে মাঝে মধ্যে নিজেরও নিষ্ঠুর হওয়া লাগে। সবার আগে আগে থাকতে হয়। ...বুঝতে পারছি না কী করব। এলিসাকে নিয়ে তুমি কেটে পড়ছ না কেন? ও তোমার সঙ্গে আছে, তাই না? মাইক চাইলে না-হয় বিয়েও করুক দু'জন, স্যান লুইস ভ্যালি বা সান্তা ফেয় গেলে প্রীচার পেয়ে যাবে। আমার তো মনে হয়, তুমি নিজেই এলিসাকে বিয়ে করতে পারো।'

বিস্মিত হলো জন, তবে প্রসঙ্গটা চাপা দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে কথা বলল। 'মি. শাটন, এটা আমার ভাইয়ের বাড়ি ছিল, সে-হিসাবে আমারও বাড়ি। বাড়ি ফিরে এসেছি আমি।' পাহাড়ের উপর ওই কেবিনটা আমার থাকবে, কখনও ইচ্ছে করলে আবার আসব।

'তোমার ছেলেরা যদি যুদ্ধ চায়, তা হলে তাই পাবে। একটা পরামর্শ দেই? জেফ স্টেঙ্গলকে সঙ্গে রাখো। স্টেঙ্গল আর স্যাম সত্যিকার মানুষ, ওদের উপর নির্ভর করলে ঠকবে না তুমি।'

শ্রাগ করল শাটন, মত ঠিক করাই আছে তার। 'তোমাকে বা ওই চাষাগুলোকে খুব ওজনদার মনে হচ্ছে না আমার, ক্যালকিন। অনায়াসে তোমাদের কচুকাটা করে ফেলবে ছেলেরা।'

'তা হলে লড়াই করবে তুমি?'

'হ্যাঁ,' কঠিন হয়ে গেছে শাটনের মুখ। 'কিন্তু একটা কথা শুনে নাও। চাইলে এলিসাকে নিয়ে চলে যেতে পারো তুমি, বিয়েও করতে পারো, আপত্তি নেই আমার। যদি পারো, সুখী কোরো ওকে। সত্যি খুব ভাল মেয়ে ও।'

ঘুরে গাছের আড়ালের দিকে এগোল জন। মনটা তেতো হয়ে গেছে। এত ঝুঁকি নিয়ে লাভ হলো না।

খুবই সতর্কতার সঙ্গে প্রতিটি পদক্ষেপ ফেলছে ও। দু'বার শব্দ শোনার আশায় থামল···পিস্তলের কাছে থাকল হাত, প্রয়োজন পড়া মাত্র চোখের নিমেষে গুলি করবে।

দূর থেকে স্যাডলের পালিশ করা চামড়ায় চাঁদের আলোর ম্লান প্রতিফলন চোখে পড়ল ওর, শুনতে পেল পায়ের ভর বদল করল ঘোড়াটা। কাছেই নড়াচড়া করল কেউ। পরপরই নিচু একটা কণ্ঠ ভেসে এল:

'খুব ইচ্ছে ছিল একটা রুই মাছ শিকার করব,' বলছে কণ্ঠটা। 'বিশাল রুই! তুমি হচ্ছ সেই রুই মাছ, ক্যালকিন। শুনেছি তুমি নাকি দুর্দান্ত লড়াকু। আসলে কী, জানো? যত গর্জে তত বর্ষে না। বড়বড় কথা বলে সবাই, কাজের বেলায় নেহাত পুঁটি মাছ।

'চিনলে না আমাকে? অধমের নাম প্রাইস হ্যাটন। পিস্তলের নলের আগায় এবার পেয়েছি তোমাকে, বাছাধন!'

হঠাৎ নিজেকে খুব ক্লান্ত মনে হলো জনের। এবং ত্যক্তও। প্রাইস হ্যাটনের মত মানুষ কি কখনও শিখবে না? আর কোন খুন করতে চায় না জন। কখনও চায়ওনি। রেঞ্জার থাকার সময় লড়াই করেছে, গৃহযুদ্ধে লড়েছে, আর কত? এক জীবনের জন্য যথেষ্ট। এমনকী ছেলেবেলায়ও কখনও সুনাম কামানোর ইচ্ছে হয়নি ওর, খুনী হিসাবে খ্যাতি পেতে চায়নি।

অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে প্রাইস হ্যাটন। ওকে স্পট করেছে সে, তবে নিশ্চিত হওয়ার জন্য চাইছে কথা বলুক জন।

শত্রুকে দেখতে পাচ্ছে না জন, কথা বলে সমূহ বিপদ ডেকে আনতে নারাজ। জানে ওর কণ্ঠ শুনে অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া

মাত্র গুলি করবে হ্যাটন, সামান্য দ্বিধা করবে না।

অপেক্ষায় থাকল জন; সামান্য শব্দ শুনতে পাওয়ার আশায় উদ্‌গ্রীব। হ্যাটন যদি অবস্থান বদল বা নড়াচড়া করে···। জনের ডানে একটা গাছ, বাম দিকে ছয় ফুট চওড়া এক চিলতে খোলা জায়গা, তার ওপাশে ওর ঘোড়াটা রয়েছে।

আবারও কথা বলল হ্যাটন, কণ্ঠ খানিক চড়া হয়ে গেছে। 'কী ব্যাপার, ক্যালকিন? ভয় পেয়েছ? মামুলি দু'একটা কথা শুনলে তুমিও তা হলে ভয় পাও? কিন্তু ভয় পেলে চলবে কী করে? আমি যে তোমাকে খুন করব!'

নড়ল না জন, ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। রাইফেলের নল স্থির করেছে কণ্ঠ বরাবর, ট্রিগারে লেপ্টে আছে আঙুল। গুলি করা থেকে এক চুল দূরে আছে···। মনে মনে পরিকল্পনা ঠিক করে ফেলেছে, পরপর তিনটা গুলি করতে হবে–ঠিক মাঝখানে একটা, একটা ডানে কিন্তু একটু নিচু করে, আর শেষটা বাম দিকে।

প্রথম শট যদি হ্যাটনকে আঘাত করে, তা হলে ভারসাম্য হারিয়ে পড়তে শুরু করবে সে; সেক্ষেত্রে দ্বিতীয় গুলিতে কাজ সমাধা হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

'কাপুরুষ!' গাল বকল হ্যাটন।

শিগ্‌গিরই অন্যরাও চলে আসবে। স্রেফ সময়ের ব্যাপার।

শব্দটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে গুলি করল জন। একবার গুলি করে, যত দ্রুত সম্ভব লেভার টেনে আবারও গুলি করল। তারপর চট করে ঘোড়ার কাছে চলে এল, ফস্কা গেরো খুলে স্যাডলে চড়ে বসল।

পিছনে গুঙিয়ে উঠল কেউ, তারপর ভোঁতা শব্দে মাটিতে পড়ল ভারী একটা কিছু। তারপর একেবারে নীরব হয়ে গেল সবকিছু।

ট্রেইলের অবস্থান বা প্রকৃতি সম্পর্কে জানে জন। তুমুল গতিতে ঘোড়া ছোটাল। যা করা দরকার ছিল, তাই করেছে। এখন যা ঘটবে পুরোটাই জেক শাটনের উপর নির্ভর করবে। শাটনকে বুঝিয়ে-শুনিয়ে লড়াই থেকে বিরত রাখতে পারবে, এই আশা কখনোই করেনি জন। অতিরিক্ত হত সেটা। কিন্তু নিজের দুর্বলতা সম্পর্কে এখন জানা হয়েছে

শাটনের–দলের উপর নিয়ন্ত্রণ নেই তার।

বনে এসে গতি কমাল জন, তবে টানা এগিয়ে চলল। শীতল, ঝিরঝিরে বাতাস কখনও কখনও গায়ে কাঁটা ধরিয়ে দিচ্ছে। উজ্জ্বল জ্যোৎস্নার আলোয় ভাসছে ট্রেইল।

ব্যাপারটা বড় অদ্ভুত, প্রায় উদ্ভটই বলা চলে–যার বিয়ে তার খবর নেই, পাড়াপড়শীর ঘুম নেই-এর দশা। মাইক পছন্দ করে এলিসাকে, জানে জন, কিন্তু এলিসা জানে না বা এমন কিছু কল্পনাও করে না। অথচ দু'জনের বিয়ের কথা দিব্যি বলে এসেছে ও। হাস্যকর বটে!

সত্যি কি বোকা ও? নিজের চেয়ে বয়সে ছোট কোন পুরুষকে কি বিয়ে করবে কোন্ মেয়ে? মাইক কি এলিসার যোগ্য স্বামী হতে পারবে? অবশ্য যদি এই লড়াই শেষে বেঁচে থাকতে পারে।

জন নিশ্চিত যে শুধু ওকে খুন করে নিরস্ত হবে না শাটন বাহিনী, বরং এরপর মুরদের চূড়ান্ত গতি করবে।

যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়ে গেছে। সাহায্য পেলেও মূলত এটা অনেকের বিরুদ্ধে ওর একার লড়াই। ওর ভাইকে খুন করেছে শাটন বাহিনী। এখন ওর জমির উপর লড়াই করছে তারা। গ্রেগ যা রেখে গেছে তাতে ওর একচ্ছত্র অধিকার–অন্য কোন ক্যালকিন দাবি করতে পারলেও অন্তত শাটন বা তার ক্রুরা করতে পারে না–সেটা সম্পদ, রত্ন, জ্ঞান বা স্বপ্নই হোক।

পুরু মজবুত কাঠের কারণে পুড়ে যায়নি র‍্যাঞ্চ হাউসটা। মোটা গুঁড়ির মাঝে বাতাস চলাচল করারও উপায় নেই। কোন কোনটায় আগুনের আঁচ লেগেছে শুধু। ছাদের এক অংশে আগুন ধরেছিল, কিন্তু রোজকার বিকালের বৃষ্টিতে নিভে গিয়েছিল বলে রক্ষা। যন্ত্রপাতি হাতে কাজ করলে কয়েকদিনের মধ্যে মেরামত করা যাবে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করতে হয়তো আরও এক সপ্তাহ লাগবে। ব্যস, আগের মত হয়ে যাবে বাড়িটা।

তবে আপাতত সেখানে ফিরে যাওয়া যাবে না।

শাটন বাহিনী ওর পিছু নেবে, ধাওয়া করবে ওকে। স্যাডল ছেড়ে ঘোড়াকে পানির কাছে নিয়ে এল জন। ক্রীকের পাড়ে ঘাস রয়েছে,

নিশ্চিন্তে সদ্ব্যবহার করতে পারে ঘোড়াটা। একটু দূরে গাছের আড়ালে শুয়ে পড়ল জন, স্যাডলটাকে বালিশ হিসাবে ব্যবহার করছে। আকাশের দিকে তাকাল। পশ্চিমাকাশে চলে গেছে চাঁদ, জ্যোৎস্নার ঔজ্জ্বল্য কমে এসেছে।

অজান্তে ঢুলতে শুরু করল ও, মাঝে মধ্যে জেগে কান পাতল, তারপর আবার ঘুমিয়ে পড়ল। রাতের স্বাভাবিক সব শব্দ চেনা ওর, ওগুলোর তাৎপর্য জানে। ঘোড়াটা বুনো ছিল একসময়, বিপদাপন্ন পরিস্থিতিতে থেকে থেকে ওটাও খুব সজাগ; কেউ এলে বা অস্বাভাবিক কিছু ঘটলে সতর্ক করে দেবে ওকে।

খুব কম রাতে নিরবিচ্ছিন্ন ঘুম হয়েছে ওর। নিজেকে এভাবেই অভ্যস্ত করে নিয়েছে জন—বাতাস বা শব্দের সামান্য তারতম্যে ঘুম টুটে যায়, মুহূর্তে সক্রিয় হতে পারে। হয়তো এ-কারণেই শত বিপদ পাড়ি দিয়ে এসেছে, ঘাড়ের উপর আস্ত আছে মাথাটা।

পুবাকাশ যখন ধূসর হতে শুরু করেছে, তখন জাগল জন। জমির উপর প্রকৃতির অবয়ব অস্পষ্ট আর ঘোলাটে এখনও। পায়ে বুট গলিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙল। ঘোড়াটাকে পানির কাছে নিয়ে এল আবার, স্যাডল চাপিয়ে পরিস্থিতি বিবেচনা করল মনে মনে।

শাটন বাহিনীর প্রতিটি লোককে খুন করা আবশ্যক হয়ে দাঁড়াতে পারে, তবে এমন পরিণতি আশা করে না জন। কিন্তু একা ও, বিপরীতে অসংখ্য শত্রু। লড়াইয়ে ওর জয় মানে আরও কয়েকজন মানুষের জীবন, ভবিষ্যৎ এবং স্বপ্ন!

র‍্যাঞ্চ হাউসে পৌঁছে ভিতরে ঢুকল ও। আধ-পোড়া কয়েকটা কম্বল একসঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধল। ভারী একটা চাদরে পেঁচিয়ে কর্ন নিল।

ফিরে এসে এবার ঘোড়ায় চাপল ও, যুদ্ধক্ষেত্রে যাত্রা করল। সঙ্গে কোন ব্যানার নেই, কিন্তু যুক্তিহীন বা গুরুত্বহীন কারণ নিয়ে কিংবা নিশ্চিত পরাজয় জেনেও প্রাণপণ লড়াই করার বহু ইতিহাস রয়েছে আইরিশদের। ক্যালকিনরা তো এ-ব্যাপারে অগ্রপথিক।

যুদ্ধে ওর প্রজ্ঞা আর অভিজ্ঞতাই ভরসা। পিস্তল বা রাইফেলের সঙ্গে ওগুলো বাড়তি অস্ত্র।

পনেরো

র‍্যাঞ্চ হাউস থেকে ফিরতি পথে দীর্ঘ যাত্রায় টার্কি ক্রীক ক্যানিয়ন পেরোল জন ক্যালকিন, ক্যানিয়নের দক্ষিণ রিমের কাছে এসে পশ্চিমে মোড় নিল, গিরিখাতের বাদামি দেয়াল পাশে রেখে লস্ট ক্যানিয়নে এসে পৌঁছুল।

কেউ যদি ওকে অনুসরণ করে, জন যেখানে গেছে সেখানে যেতে হবে, কারণ এ ছাড়া ওর ট্রেইল হারিয়ে ফেলবে।

ট্রেইল ছেড়ে একপাশে, প্রায় একশো গজ দূরে এক চিলতে বনে ঢুকে পড়ল জন। স্যাডল সরিয়ে ঘোড়াকে দলাইমলাই করে দিল, মৃদু স্বরে গল্প করল ওটার সঙ্গে। ঘাড় ফিরিয়ে মাঝে মধ্যে ওর দিকে তাকাচ্ছে ঘোড়াটা, মুখ দিয়ে গুঁতো দিচ্ছে জনের শরীরে।

এখানে ট্রেইল বা তৃণভূমির ঘাস অন্য জায়গার তুলনায় লম্বা এবং প্রায় শুকিয়ে গেছে। গাছপালা কদাচিৎ চোখে পড়ে। আকাশের দিকে তাকাল জন। ইতস্তত শুভ্র মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে। দুপুর নাগাদ মিলিত হয়ে যাবে এরা, ভারী হয়ে বর্ষণে রূপ নেবে।

শাটন বাহিনীকে একটা জায়গায় আটকে ফেলার উপায় জানা আছে জনের।

শাটন বাহিনী আসছে! তাদের দেখতে পাওয়ার আগেই উড়ন্ত ধুলো চোখে পড়ল ওর। শুকনো ঘাস বলে ধুলো উড়ছে না তেমন, ক্ষীণ একটা রেখা শুধু। ঘোড়ার কাছে ফিরে এল জন, লাগাম তুলে নিয়ে স্যাডলে চাপল। যা ভেবেছিল, অন্ধের মত ওর ট্রেইল অনুসরণ করছে লোকগুলো।

মুখে একটা আঙুল ঢুকিয়ে ভাল করে ভিজিয়ে নিল জন, বাতাসে মেলে ধরে দেখল। পুব থেকে লস্ট ক্যানিয়নের দিকে বইছে বাতাস। ক্যানিয়নের রিমে জমাট বাঁধা পাথুরে স্তূপ রয়েছে বলে খানিকটা সমস্যায় পড়বে শাটন বাহিনী, কিছুদূর পর্যন্ত ট্রেইল খুঁজে পাবে না।

ওকে পেরিয়ে গেল দলটা। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে যাত্রা করল জন। খুব দ্রুত কাজ সারতে হবে, মাত্র মাইল খানেক পথ—চট করে ভিতরে ঢুকে আবার বেরিয়ে আসতে হবে।

শাটন বাহিনীর ট্রেইল আড়াআড়িভাবে পেরিয়ে ঘোড়া থামাল জন, মুখ তুলে কাছের ছোট্ট এক ক্যানিয়নের দিকে তাকাল। মাটিতে নেমে স্যাডল হর্নের সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখা বিশেষ মশালটা তুলে নিল। একটু আগে শুকনো কাপড় আর ঘাস দিয়ে তৈরি করেছে। দেয়াশলাই জ্বেলে আগুন ধরাল মশালে। বেশ বড়সড় ওটা, যা ভেবেছিল আগুন ধরে উঠতে তারচেয়ে বেশি সময় লাগল।

মশালের এক প্রান্ত ধরে রেখে স্যাডলে চড়ল জন, পমেলের উপর বসে শরীর ঘুরিয়ে নিচু হলো, মশালের অন্য প্রান্ত তুলে নিল হাতে। প্রায় ছয় হাত লম্বা মশালটা। দুই প্রান্ত আটকা এবং বাকি অংশ মুক্ত থাকায় ঝুলে পড়ল মাঝের অংশ, মাটি ছুঁইছুঁই করছে। ঘোড়াকে হাঁটিয়ে পশ্চিমে এগোল জন, জ্বলন্ত মশালটা ছেঁচড়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। শুকনো ঘাসে আগুন ধরতে বেশি সময় লাগল না, ক্রমে রিমের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে আগুন, জনের পিছু পিছু। বাতাস জোরাল নয়, তবে যা আছে ওর কাজে সুবিধাই হবে।

এগিয়ে চলল জন। প্রথমে ঘাসে, তারপর ঝোপঝাড়ে আগুন ধরে গেল। এবার অন্য ক্যানিয়নের রিমের দিকে যাত্রা করল জন। মশাল ছেড়ে দিয়ে ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল ও, তারপর দ্রুত ছুটল। আধ-মাইল মত এসে ফিরে তাকাল পিছনে। ঘন ধোঁয়ার মেঘ তৈরি হয়ে আকাশে উঠে যাচ্ছে, এক জায়গায় জ্বলে উঠল আস্ত একটা গাছ।

শাটন বাহিনীকে পুড়িয়ে মারা যাবে না, জানে জন। এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার মত বুদ্ধি তাদের আছে। আগুন ভাল করে ধরেনি এমন একটা জায়গা খুঁজে বের করবে ওরা, কিংবা রিমের কাছাকাছি

ছোট্ট ক্রীকের কাছে চলে যাবে। জনের আসল উদ্দেশ্য ওদের মনে ভয় আর উদ্বেগ ঢুকিয়ে দেওয়া, ওরা ভাবতে থাকুক এরপর কী আসবে। আশঙ্কায় থাকুক। ওদের বুঝতে দিতে চায় যে-কাজে এসেছে, উদ্দেশ্য হাসিল করা মোটেই সহজ হবে না। জন চায় ওরা পরাজয়ের সম্ভাবনা চিন্তা করুক, এত দুর্ভোগের বিনিময়ে সামান্য প্রাপ্তির কথা ভাবুক, নিজেদের মৃত্যুর সম্ভাবনা বিবেচনা করুক। ঘাম ঝরুক সবার। ত্যক্ত, অধৈর্য এবং হতাশ হয়ে পড়ুক, যাতে এমনিতে হাল ছেড়ে দেয়।

দুলকি চালে ঘোড়া ছোটাল জন। নিজেরা আগুনে পুড়বে না, এ-ব্যাপারে নিশ্চিত ও, কারণ লস্ট ক্যানিয়নের রিমের কাছে বিস্তীর্ণ পাথরস্তূপ আগুন ঠেকিয়ে রাখবে।

*

ক্যানিয়নের রিম ধরে যখন নামছে জন, মাইক তখন আগুনে কাঠ যোগ করছে। নীরব সমীহ আর বিস্ময়ের সঙ্গে জনকে দেখল মাইক। সবসময়ই কি এভাবে ঘোড়ায় চড়ে জন? যেখানে যাক বা যতক্ষণই রাইড করুক, জনের স্যাডলে চড়ার ভঙ্গিতে ঋজুতা যেন চলে যাওয়ার নয়, যেন প্যারেডে অংশগ্রহণ করছে। ব্যাপারটা ওকে বিরক্ত করলেও, একইসঙ্গে ঈর্ষান্বিত করে তুলল। অস্বীকার করার উপায় নেই সত্যি আকর্ষণীয় মানুষ জন, এমনকী মেজাজ খারাপ থাকা অবস্থায়ও।

'ধোঁয়ার গন্ধ পেয়েছ?' জানতে চাইল মাইক।

'চিন্তা কোরো না, মাইক। মিনিট কয়েকের মধ্যে আগুন নিভে যাবে।'

ক্রীক থেকে ক্যাম্পে ফিরে এল এলিসা, হাত দিয়ে ভেজা চুল ঠিক করে নিচ্ছে। জনকে দেখে স্বস্তি ফুটল ওর মুখে, দেখেই মাইকের বুকে তীক্ষ্ণ কাঁটার মত বিঁধল কী যেন। আটাশ-উনত্রিশ হবে বয়স, ত্যক্ত মনে ভাবল মাইক, মাঝবয়সী একটা লোকের মুখে এমন কী আছে যে দেখে খুশি হচ্ছে মেয়েটা?

'ওয়েস কেমন আছে?' জানতে চাইল জন।

'আগের চেয়ে ভাল। সুপ আর কফি খেয়েছে। আমার ধারণা ওর অবস্থার উন্নতি হচ্ছে।' খুঁটিয়ে জনকে দেখছে এলিসা। 'রাতে কি একটুও ঘুমাওনি?'

একেবারে নাম ধরে ডাকছে!

'হ্যাঁ, ঘুমিয়েছি খাওয়ার কিছু যদি থাকে…'

'আছে। তৈরিই আছে।'

'বুড়ো কোথায়?'

'সকালে বনের দিকে চলে গেল, আর দেখিনি।'

উজ্জ্বল রোদ, তবে গাছ থাকায় ছায়াও পড়ছে মাটিতে। কিছু মুখে দিয়ে একটা গাছের নীচে গিয়ে বসল জন, কোলের উপর রেখেছে রাইফেল। কখনোই রাইফেলটা হাতছাড়া করে না সে, খেয়াল করেছে মাইক, কোন অবস্থাতেই নয়। রাতে যদি ঘুমায়ও, ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে তৈরি হয়ে যায়।

এলিসা কফি নিয়ে এল যখন, গাছের গুঁড়ির সঙ্গে মাথা এলিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে জন। গভীর ঘুমে অচেতন।

'একেবারে বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে ওকে,' মন্তব্য করল মাইক। 'সম্ভবত সারা রাত চলার মধ্যে ছিল। ওর মতলব জানতে একটা স্বর্ণঈগল খরচ করতেও আপত্তি নেই আমার।' বলার পরপরই মাইকের বোধোদয় হলো আদপে ওর কাছে স্বর্ণঈগল দূরে থাক, একটা রূপোর ঈগলও নেই।

'ও ফিরে আসায় নিশ্চিন্ত লাগছে,' বলল এলিসা। 'তোমাদের দু'জন আর বুড়োর মধ্যে…'

'বুড়োকে পছন্দ হয়নি আমার। বলছে নূহ নবীর আমলের বন্যা থেকে এখানে আছে সে, অথচ ওকে গত কয়েক মাসে একবারও দেখিনি। কী মতলব আছে ওর কে জানে, তবে সেটা যে আমার পছন্দ হবে না তা জানি। ওকেও পছন্দ হয় না।'

'ওর নাম কী? বলেছে তোমাকে?'

'একটা নয়, কয়েকটাই বলেছে, কিন্তু সব ভুয়া। হাসতে হাসতে বলেছে, যেন নিজের নাম ভুলে গেছে। ব্যাটা মিথ্যুক, মনে হয় না এতদিন ধরে এখানে আছে। থাকলে নিশ্চয়ই ওকে দেখতাম আমরা।'

'মাইক? আশপাশের পাহাড়ে বহু ভালুক আছে, ক'টাকে দেখেছ তুমি?'

'একটাও দেখিনি। ভালুক কেন, আসলে কুগার বা নেকড়েও দেখিনি। তবে আছে ওরা।'

'ঠিক বলেছ।'

থতমত খেয়ে মেয়েটির দিকে তাকাল মাইক। 'বুঝতে পারছি কী বলতে চেয়েছ,' স্বীকার করল ও। 'তোমার ধারণা বুড়ো কুগার বা ভালুকের মতই। একটাকেও না-দেখা মানে এই নয় যে আশপাশে নেই ওরা।'

ওয়েসের কাছে চলে গেল এলিসা। চোখ তুলে ওর দিকে তাকাল সে। প্রলাপ বকছে না বা জ্বরও নেই আজ, গতকালের তুলনায় বেশ সুস্থ মনে হচ্ছে। আহত লোকের শুশ্রূষা জানে না বলে ইচ্ছে করে বাবার কাছে তেমন আসে না মাইক, বিশেষ করে জন আর এলিসা আসার পর। যোগ্য লোক দায়িত্ব নিয়েছে বলে নিশ্চিন্ত।

এসব ক্ষেত্রে কী করা উচিত, প্রশ্নটা বাবাকে করবে বলে বহুবার ভেবেছে মাইক, কিন্তু করা হয়নি। ভুলে যেত। নিজেকে বুঝ দিত যে অন্যরা কী করে দেখলেই শেখা হয়ে যাবে। মেয়েরা কীভাবে যেন শিখে ফেলে, ব্যাপারটা মাইকের জন্য একটা বিস্ময়; সম্ভবত এটা ওদের সহজাত ক্ষমতা। প্রকৃতির রহস্যময় খেয়াল।

রাইফেল হাতে ক্রীকের দিকে এগোল মাইক। ভেবেছিল এখান থেকে দূরাগত শব্দ শুনতে পাবে, কিন্তু আবিষ্কার করল ক্রীকটা নিজেই নানান শব্দ তৈরি করছে, যার মধ্যে মনোযোগ দেওয়া সত্যি কঠিন। উজান ধরে প্রায় আধ-মাইল এগিয়ে গেল ও, ক্রীকে বিস্তর ট্রাউট ছাড়া আর কিছু দেখতে পেল না।

ক্যাম্পে ফিরে এসে দেখল ঘুম থেকে জেগে নিজের অস্ত্রশস্ত্র পরিষ্কার করছে জন। জীবনে আর কাউকে অস্ত্র নিয়ে এত যত্ন করতে দেখেনি মাইক। উঁহুঁ, একটু ভুল হলো। শুধু অস্ত্র নয়, ঘোড়ার ব্যাপারেও খুব সচেতন জন।

'অস্ত্র আর ঘোড়ার ব্যাপারে তোমার এত মায়া,' মন্তব্য করল মাইক। 'আর কাউকে এমন ব্যস্ত হতে দেখিনি।'

মুখ তুলে তাকাল জন। 'এর কারণ, মাইক, অস্ত্র আর ঘোড়ার

উপর নির্ভর করে বেঁচে আছি আমরা। অস্ত্র ও ঘোড়া ছাড়া এই অঞ্চলে টিকে থাকা কল্পনাই করা যায় না। এরা হচ্ছে বিশ্বস্ত বন্ধুর মত, ওদের যত্ন নিলে এর প্রতিদান সবসময়ই পাবে।'

যুক্তিসঙ্গত কথা, যদিও জনের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা বাড়াবাড়ি মনে হয় মাইকের। ওর বাবাও একই ধাতের লোক। বহুবার মাইককে দু'কথা শুনিয়েছে। অস্ত্র ব্যবহার করার পর পরিষ্কার না-করে রেখে দেওয়া একেবারে পছন্দ করে না ওয়েস মুর।

ক্যাম্পে ফিরে এল বুড়ো। মাঝে মধ্যে স্মিত হাসছে, কফির মগ ভরে নেওয়ার সময় তাকিয়ে থাকল জনের দিকে, সবক'টা দাঁত দেখাল। 'খেল্ দেখিয়েছ একটা!' প্রশস্তি বুড়োর কণ্ঠে। 'যেমন কুকুর তেমন মুগুর। উচিত সাজা হয়েছে ওদের। পাগলের মত ছুটে গিয়ে নদীতে পড়ল্ ওরা, কেউ কেউ তো গলা পর্যন্ত ডুব দিয়ে ছিল্। জবর ফাঁদে ফেলেছ ওদের।'

'ব্যাপার কী, বলো তো?' জানতে চাইল এলিসা। প্রশ্নটা মাইকও করল, তবে পরে, যখন দেখল শুধু এলিসার কৌতূহলে ঘটনা খোলসা করার আগ্রহ পাচ্ছে না বুড়ো।

রসিয়ে রসিয়ে ঘটনা বয়ান করল সে। 'ওদের আরেকটু ভড়কে দেওয়ার জন্য আমি নিজেও একটা গুলি করেছি,' শেষে যোগ করল বুড়ো। 'বেশ দূরে ছিলাম বটে, তারপরও লাগিয়েছি লোকটার গায়ে। হাতে ছ্যাঁকা খেয়েছে···রাইফেল ফেলে দৌড় দিল ব্যাটা। পরে অবশ্য রাইফেলটা নিয়ে যাওয়ার জন্য আবার এসেছিল, কিন্তু তার আগেই কে যেন নীচে নেমে তুলে নিয়েছিল ওটা।'

'ভাল করেছে!' স্মিত হাসল জন। 'রাস্তা-ঘাটে তো প্রতিদিন রাইফেল পড়ে থাকে না!'

হতভাগা লোকটার জন্য করুণা হলো মাইকের, একইসঙ্গে স্বস্তিও বোধ করল যে বিপক্ষে অন্তত একটা রাইফেল কমে গেছে।

রাইফেল পরিষ্কার করার ফাঁকে মাঝে মধ্যে বুড়োকে দেখছে জন, তারপর প্রশ্নটা করল। 'এই এলাকায় কখন এসেছ তুমি?'

মাথা একপাশে হেলিয়ে চোখ পিটপিট করল বুড়ো। তারপর

আরও এক কাপ গরম কফি গলাধঃকরণ করে বলল, 'বছর নিয়ে কখনও ভাবি না আমি। একেবারে বাচ্চা বয়স থেকে কোন ঘড়ি বা ক্যালেন্ডার দেখিনি। কিন্তু একটা কথা বলতে পারি, প্রথম যখন এখানে এসেছিলাম, তখনও আমার বুকে লোম ছিল। শরীরে ঢের শক্তি ছিল, আমাকে ধরতে এলে যে-কাউকে ঠেকিয়ে রাখার মত সামর্থ্য ছিল, যদিও কেউ আসেনি কখনও।'

'গ্রেগকে চিনতে?'

'হ্যাঁ। বেশিরভাগ সময় বই নিয়ে পড়ে থাকত ও। ভালমানুষ। ওর বাড়িতে সবসময় কফি থাকত···গেলেই পেতাম, কখনও অপেক্ষা করতে হয়নি। একবার মেক্সিকোয় গিয়েছিলাম ওর সঙ্গে, সাথে অবশ্য শাটন নামে আরেকজন ছিল। কিন্তু তাড়া খেতে হলো। অবস্থা যখন খুব খারাপ, তখনই এক বন্ধুর দেখা পেয়ে গেল গ্রেগ। লোকটা এক ওটমি ইন্ডিয়ান। এলাকাটা ভাল চেনা ছিল ওর, আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে এল।

'কিন্তু লড়াইয়ে মরে গেল বেচারা। মরার আগে অবশ্য কীসব কাগজপত্র সম্পর্কে গ্রেগকে বলে গিয়েছিল। গ্রেগকে পড়তে দেখে জ্ঞানী লোক মনে করেছিল ওটমি ইন্ডিয়ানটা, বলেছিল ওর গ্রামে গেলে কাগজ পাওয়া যাবে। কোথায় লুকিয়ে রাখা আছে, তাও জানিয়েছিল। বহু পুরানো পাণ্ডুলিপি, ভাস্কর্য বা ওই জাতীয় কিছু।

'শুনেই মনস্থির করে ফেলল গ্রেগ। শত বিপদও টলাতে পারল না ওকে। যাবেই। এবং কী আশ্চর্য, জিনিসগুলো খুঁজেও বের করে ফেলল। তবে সব পায়নি। সঙ্গে বাড়তি হিসাবে জুটেছিল সীমাহীন দুর্ভোগ আর কষ্ট।

'ফিরে এসে র‍্যাম্পার্টের কেবিনটা তৈরি করে গ্রেগ। মেক্সিকো থেকে যা এনেছিল, সবই ওখানে লুকিয়ে রেখে গেছে।'

'ওর কাছে কতটা সোনা ছিল?' জানতে চাইল মাইক।

নিঃশব্দে হাসল বুড়ো। 'সোনা? দুঃখের কথা মনে করিয়ে দিলে, ভাই! আহা রে! কিছু সোনা পেয়েছিলাম আমরা, কিন্তু একেবারে শেষ দিকে এমন গ্যাঁড়াকলে পড়ে গেলাম যে জান বাঁচানো দায় হয়ে পড়ল।

কোনরকমে আসতে পেরেছি। সীমান্তের এ-পাশে পা রেখে নিশ্চিন্ত হলাম যে ধড়টা আস্ত আছে। কয়েকটা ঘোড়া, দুটো মিউল, খাবার আর রসদপত্র নিয়ে যে ফিরতে পেরেছি, তাতেই সুখী ছিলাম আমরা। কিন্তু সোনা? হাসব না কাঁদব, বুঝতে পারছি না। সোনার কথা ভাবব কখন, জান নিয়েই তো ব্যস্ত ছিলাম!'

চমকটা প্রায় দশটনী ধাক্কার মত লাগল ওদের কাছে। হয়তো সত্যি বলেছে বুড়ো, কিংবা মিথ্যেও বলে থাকতে পারে। এমনও হতে পারে, হয়তো গ্রেগ ক্যালকিনের লুকিয়ে রাখা সোনা খুঁজে পেয়েছে সে, এবং পরে অন্য কোথাও সরিয়ে নিয়ে গেছে নিজেই।

ফের বুড়োকে খুঁটিয়ে দেখল মাইক। বয়স হয়েছে বটে, কিন্তু মোটেই বোকা নয় লোকটা। পাহাড়ী এলাকার শেয়ালের মত ধূর্ত সে।

'জীবনেও ওটমি ইন্ডিয়ানদের নাম শুনিনি,' তির্যক সুরে বলল মাইক।

'মেক্সিকোয় এমন বহু গোত্র রয়েছে,' অনেকক্ষণ পর কথা বলল জন, নীরবে বুড়োর গল্প শুনে গেছে। 'প্রত্যেকের ভাষা আলাদা। ওটমিদের সম্পর্কে আমিও জানি না, তবে শুনেছি যে ওদের ভাষা একেবারে আলাদা, অন্য গোত্রের সঙ্গে মেলে না। তবে এটা স্রেফ শোনা কথাও হতে পারে।'

'ওই ওটমি ইন্ডিয়ানটা খুব ভাল ছিল,' বলল বুড়ো। 'কিন্তু অন্যদের মত কোথাও বেশিদিন থাকতে চাইত না, বরং নতুন নতুন জায়গায় অ্যাডভেঞ্চারে যেতে ভালবাসত।'

'আমি এখনও মনে করি সোনা মেক্সিকো থেকে নিয়ে এসেছিল গ্রেগ ক্যালকিন,' দৃঢ় স্বরে নিজের মতামত জানাল মাইক। 'কিংবা রত্ন বা মূল্যবান কোন সম্পদ। সামান্য কয়েকটা কাগজ নাড়াচাড়া করার জন্য এত ঝুঁকি নিয়ে সুদূর মেক্সিকো যাওয়া পাগলামি ছাড়া আর কিছু নয়। আমার চিন্তা একটাই: ওগুলো এখন কোথায় লুকানো আছে?'

শ্রাগ করল বুড়ো। 'কে জানে! অদ্ভুত কিসিমের মানুষ ছিল গ্রেগ। রহস্যে ভরা ছিল ওর কাজকারবার। কোথাও যদি লুকিয়ে রেখে গিয়েও থাকে, কেউ জানে না। খুঁজতে গিয়ে মাথা খারাপ হয়ে যাবে তোমার।'

একটা গাছের নীচে চলে গেল জন ক্যালকিন, বেডরোল বিছিয়ে শুয়ে পড়ল। আগুনে জ্বলন্ত কয়লার দিকে তাকিয়ে থেকে বিড়বিড় করছে বুড়ো। কী বলছে, কেবল সে-ই জানে।

রাইফেল তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়াল মাইক, ক্যানিয়নের রিমের দিকে স্কাউট করতে যাবে। সেখানে পৌঁছে, কয়েকটা পাথরের আড়ালে বসে পড়ল। ট্রেইলের উপর নজর রাখল।

শাটন বাহিনীকে এতটুকু বিশ্বাস নেই ওর। খুবই নীচ এরা। জনের মুখে শুনেছে জেক শাটনের সঙ্গে কথা বলেছে সে, কিন্তু মাইক বুঝতে পারছে না তাকে বিশ্বাস করবে কি-না। রাতের বেলায় আউটলদের ক্যাম্পে গিয়ে নেতার সঙ্গে কথা বলে এসেছে, অথচ একটা চুলও খোয়া যায়নি, এটা একেবারে অবাস্তব। তবে এমনও হতে পারে, হয়তো অসম্ভবকে সম্ভব করেছে সে।

বুড়ো লোকটাকেও দুর্বোধ্য মনে হচ্ছে ওর। হিসাব মেলাতে পারছে না। এত বছর ধরে এই এলাকায় বাস করছে সে, অথচ কখনও কারও সঙ্গে দেখা হয়নি—ব্যাপারটা প্রায় অবিশ্বাস্য। তবে এটাও সম্ভব। এলিসার কথা ঠিক। কুগার বা ভালুক যদি মানুষকে দেখা না-দিয়ে পাহাড়ে থাকতে পারে, তা হলে মানুষের পক্ষেও একাকী দিন কাটিয়ে দেওয়া সম্ভব। অদৃশ্য কেউ ধারে-কাছে রয়েছে, অগোচরে নজর রাখছে—চিন্তাটা যে-কারও জন্য অস্বস্তিকর।

নির্দিষ্ট কাজ নেই, শুধু ট্রেইল আর আশপাশের এলাকায় দৃষ্টি রাখা; স্বভাবতই ফুরসতটা ভাবনায় কাটাচ্ছে মাইক। নানান চিন্তা আসছে মাথায়, কোনটা ঝেঁটিয়ে বিদায় করতে পারছে, কোনটা পারছে না। একটা উপলব্ধি হলো মাইকের—সামান্য কাগজের জন্য যে-লোক এত কষ্ট স্বীকার করতে বা ঝুঁকি নিতে রাজি, সে নিশ্চয়ই কাগজগুলো নিরাপদ বা নিজের আয়ত্তে রাখতে প্রাণের ঝুঁকিও নেবে।

এ-ব্যাপারটা মাইকের জন্য নতুন। যথেষ্ট স্বার্থ নেই জেনেও মানুষ এতটা চরম বা মরিয়া হতে পারে?

রাইফেল হাত বদ্‌লে করল ও, চোখ কুঁচকে তাকাল ট্রেইলের দিকে। ধুলো নেই। ধোঁয়াও নেই। কিন্তু তারপরও মন খুঁতখুঁত করছে।

ক্যাম্পে মাংসের যোগান প্রায় শেষের পথে। তাজা মাংস লাগবে। মাছ হলেও চলে। লম্বা একটা কাঠি খুঁজে ছিপ তৈরি করতে হবে, তারপর সম্ভব হলে কয়েকটা ট্রাউট ধরতে হবে, ভাবল মাইক। পাহাড়ী নদীর ট্রাউটগুলো খুবই সুস্বাদু হয়।

আরেকবার ট্রেইল জরিপ করল মাইক, কিন্তু কিছুই দেখতে পেল না। চারপাশের এলাকা খুঁটিয়ে দেখল, তারপর পিছিয়ে ঝোপের আড়ালে চলে এল। ট্রেইল হয়ে ক্যানিয়নের তলায় ওদের ক্যাম্পে নেমে এল।

ক্যাম্পে এসে দেখল বুটজোড়া পালিশ করছে জন ক্যালকিন। 'কিছু দেখতে পেয়েছ, মাইক?' জানতে চাইল সে।

'সব শান্ত,' জানাল ও। 'আচ্ছা, জন, তোমার মতে কী করতে পারে ওরা?'

'বুদ্ধিমান হলে হাল ছেড়ে দিয়ে চলে যেত ওরা। তবে মনে হয় না অতটা শুভবুদ্ধি আছে ওদের, কেউ বুঝবেও না যে অযথা সময় নষ্ট করছে। আমার মতে এখন হাত গুটিয়ে চুপচাপ বসে থাকা উচিত ওদের, অপেক্ষা করে দেখা উচিত খোঁজাখুঁজি শেষে আমি কী পাই। সেটা যদি মূল্যবান কিছু হয়ে থাকে, আমার কাছ থেকে কেড়ে নেবে।'

'সেটা তো সময়ের ব্যাপার,' বলল মাইক, মনে মনে গুপ্তধন খুঁজে পাওয়ার কথা ভাবছে। মৃত একজন মানুষের চিন্তা-ভাবনা কীভাবে জানবে জীবিতরা? প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। যদি জানতেও পারে, বিস্তীর্ণ এই এলাকায় লুকিয়ে রাখার মত হাজারটা জায়গা রয়েছে—পাথুরে খাঁজ, গাছের গুঁড়ির গর্ত, বোল্ডারসারি বা খোঁড়াখুঁড়ি করার মত জমি; নির্দিষ্ট জায়গাটা কীভাবে খুঁজে বের করবে?

নিজের ভাবনা প্রকাশ করল মাইক।

একমত হলো জন। 'গ্রেগ যেমন আমাকে জানত, আমিও ওকে জানি। আমি বুঝব এমন কোন সূত্র রেখে গেছে ও। তবে সেটা কী, এখন পর্যন্ত বুঝতে পারিনি। র‍্যাঞ্চ হাউস বা কেবিন, দুটো জায়গাই ভাল করে দেখতে হবে। যেখানে ছিল ও, সেখানে থেকে ওর ভাবনা পড়ার চেষ্টা করতে হবে।'

'কীভাবে সেটা করবে?' এলিসার প্রশ্ন।

বুট পালিশ করার ন্যাকড়া নামিয়ে রাখল জন। 'ওর জায়গায় নিজেকে কল্পনা করব, ওর মত করে ভাবব। আমার তো মনে হয় শাটন বাহিনীর হাতে খুন হতে পারে, এটা বরাবরই ওর মাথায় ছিল।'

বিব্রত হয়ে গেল এলিসা। 'ঘুণাক্ষরেও ভাবিনি হুট করে খুন হয়ে যাবে ও। ক্রুদের আচরণ বা কথাবার্তা শুনেও বুঝতে পারিনি যে জঘন্য এ-কাজটা করবে ওরা। ওদের ধারণা গুপ্তধন বা জিনিসটা র‍্যাঞ্চ হাউসে লুকানো আছে। আমারও তাই মত।'

'তাতে কী?' নিষ্পলক দৃষ্টিতে এলিসার দিকে তাকিয়ে আছে জন, ঠাণ্ডা এবং স্থির চাহনি।

'ওরা অবশ্য আমার কাছে এসেছিল, বলল গুপ্তধন কোথায় আছে না-জানালে গ্রেগকে খুন করে ফেলবে। মিনতি করেছি আমি, অনুরোধ করেছি। রাইড করার সময় পরিচয় হয়েছিল গ্রেগের সঙ্গে, তারপর মাঝে মধ্যে যেতাম ওখানে। গল্প করতাম। ভাবুক টাইপের হলেও শিক্ষিত, নিপাট ভদ্রলোক ছিল গ্রেগ। র‍্যাঞ্চে থাকতাম অসুস্থ একটা পরিবেশে, অথচ গ্রেগের কাছে গেলে সময় যে কীভাবে কেটে যেত! ওর কাছ থেকে শেখার জন্য অধীর হয়ে থাকতাম—কীভাবে একজন সত্যিকার লেডি হতে হয়, কেমন আচরণ করতে হয়, মহিলারা কী ধরনের পোশাক পরে। গ্রেগের যেন কোন কিছুই অজানা ছিল না, অল্প হলেও সব বিষয়ে জ্ঞান ছিল ওর। তারপরই ওরা হুমকি দিল গ্রেগকে খুন করবে। ওদের অনুরোধ করে রাজি করালাম যে খবরটা আমি নিজেই বের করব। ওরা রাজি হলো।

'সেদিনই গ্রেগের র‍্যাঞ্চে গেলাম। ওকে বললাম যে ক্রুদের ভয়ে পালাব আমি। এটা অবশ্য সত্যি। সবসময়ই পালানোর ইচ্ছে ছিল আমার, কিন্তু সাহস হয়নি।

'উপরের কেবিনে আমাকে থাকতে দিল গ্রেগ। বলল নিরাপদ উপায় ছাড়া এখান থেকে পালানোর চেষ্টা করা উচিত হবে না আমার, উপায়টা খুঁজে বের করা পর্যন্ত ও-ই আমাকে নিরাপত্তা দেবে। এদিকে ও যখনই বাড়ির বাইরে যেত, গুপ্তধন খুঁজতাম আমি। অনেক খুঁজেছি,

কিন্তু পেয়েছি শুধু এই ধারণাটা যে কিছু লুকানো থাকলে সেটা আছে র‍্যাঞ্চ হাউসে।

'প্রায় সারাক্ষণই গল্প করতাম আমরা। ততদিনে ওর নিঃসঙ্গতা বুঝতে পেরেছি আমি। জন, তোমার গল্পই বেশি করত গ্রেগ। কবিতা আবৃত্তি করে শোনাত আমাকে, গল্প বা নাটক পড়ত।

'কিছুদিন পরে নিশ্চিত হয়ে গেলাম যে আসলে মূল্যবান কিছু নেই। তাই র‍্যাঞ্চে ফিরে গিয়ে জানালাম ওদের। কসম খেয়েছি, মিনতি করেছি, শুধু পা ধরার বাকি ছিল। কিন্তু আমার কথা বিশ্বাস করেনি কেউ, বরং ধরে নিল যে উল্টো আমাকেই বোকা বানিয়েছে গ্রেগ।

'শেষে জেক আমাকে কথা দিল যে ওরা কিছু করবে না, অন্তত আমার কাছে তাই মনে হয়েছিল। এর দু'দিন পরই গ্রেগকে খুন করে ওরা, বাড়িটা লণ্ডভণ্ড করেও কিছু খুঁজে পায়নি। কিচ্ছু না।'

ষোলো

রেঞ্জের মধ্য-শাখার শুরুতে ছোট্ট একটা খাদ রয়েছে, এটার নাম হেল'স হোল। আপাতত এখানেই ঘাঁটি গেড়েছে শাটন বাহিনী। পিছনে আকাশ জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে হগব্যাক মাউন্টেন, অন্তত কয়েক হাজার ফুট উঁচু হবে।

ক্যাম্প করার জন্য জায়গাটা মোটেই আদর্শ নয়। স্বভাবতই খেপে আছে জেক শাটন। একটা লগের গোড়ার উপর বসে তাকিয়ে আছে ক্যাম্পের আগুনের শিখার দিকে। মনটা তেতো হয়ে আছে। গতরাতে জন ক্যালকিনের বলা কথাগুলো বারবার ফিরে আসছে, মনে লাগাতার খুঁচিয়ে চলেছে।

জনের কথা যদি সত্যি হয়ে থাকে? এত আয়োজন, দুর্ভোগ বা রক্তপাত যদি অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়? ওরা তা হলে অযথা ছোটাছুটি করছে!

প্রেয়ারিতে আগুন লাগার পর প্রায় সবাই সময়মত লেকে এসে পৌঁছতে পেরেছে। বড়সড় কোন ক্ষতি হয়নি, তবে কারও কারও চামড়া পুড়ে গেছে বা আগুনের ছেঁকা লেগেছে। পুড়ন্ত পাতা উড়ে এসে পড়েছিল পিট হ্যারিগানের মাথায়, সরাতে সরাতে বেশ কিছু চুল পুড়ে গেছে, চামড়ায়ও ছেঁকা লেগেছে। টম ড্রেকার ঘোড়াটার পাঁজরের চামড়ায় ছেঁকা দিয়ে চলে গেছে একটা বুলেট, অথচ গুলিটা কোত্থেকে এল কেউই বলতে পারবে না।

লেকে নামতে হওয়ায় প্রায় সবার কাপড় ভিজে আছে, স্যাঁতস্যাঁতে অনুভূতি হচ্ছে। জেককেও নামতে হয়েছে পানিতে। একেবারে কান পর্যন্ত। সবার ব্ল্যাঙ্কেট রোল ভেজা, সঙ্গে আনা খাবার বা সাপ্লাই ভিজে নষ্ট হয়ে গেছে। যার কাছে যা ছিল, সব একত্র করে রান্নার আয়োজন করছে ওর সৎ ভাই লেসলি শার্টন। কয়লার উপর চাপানো হয়েছে কয়েকটা কফিপট।

বিধ্বস্ত, ক্লান্ত এবং পর্যুদস্ত একটা দল। কিন্তু একটু পর, তিক্ত মনে ভাবল জেক, পেটে খাবার পড়লে আর কফি পেলে চাঙা হয়ে উঠবে সবাই, পুরো আউটফিটের চেহারাই বদলে যাবে।

'হারামজাদাকে যদি খুন না-করেছি তো আমার নাম টম ড্রেকা নয়!' হঠাৎ উন্মত্ত রাগে ঘোষণা করল ড্রেকা। 'আগে ওর দুই পা ভেঙে আগুনে সেঁকব, তা হলে বুঝবে আগুনের উত্তাপ কেমন লাগে!'

তামাক চিবুচ্ছে জেফ স্টেঙ্গল, থোক্ করে থুথু ফেলল। 'একটা সুযোগ পেয়েছিলে, কই পারলে না তো!' নিরাবেগ স্বরে বলল ও। 'তারচেয়ে বরং ওর শিষ্য বনে যাও, দেখলে লম্বা স্যালুট দিয়ো।'

'ক্যালকিনকে কেউকেটা মনে করো তুমি?' তাচ্ছিল্য ঝরে পড়ল ড্রেকার কণ্ঠে।

'হ্যাঁ, আমার দেখা সবচেয়ে চালু লোক···বুদ্ধিও আছে ওর। ওর সমকক্ষ একজনই আছে—আমি।' আগের মতই নিরুত্তাপ স্বরে বলে

গেল স্টেঙ্গল। 'শুধু পিস্তল নয়, ক্যালকিন সব অস্ত্রেই চালু। ছুরি, পিস্তল, গদা–যাই পছন্দ করো না কেন, ওর সঙ্গে হেরে যাবে তুমি।'

'ওকে খুন করব আমি!'

'বাবা?' বাপকে ডাকল স্যাম।

মুখ তুলে তাকাল জেক।

'সান্তা ফে যাচ্ছি আমি,' জানাল স্যাম। 'এল পাসোয়ও যেতে পারি। আমি একা যেতে চাই না।'

মুহূর্তের নীরবতা। পায়ের ভর বদল করল জেক শাটন। 'এভাবে সরে গেলে চলবে, বয়? তোমাকে দরকার আমাদের।'

'বনে-বাদাড়ে লুকোচুরি খেলা আর ভাল লাগছে না আমার। সবাই বলছে সোনা আছে, কিন্তু সোনা থাকার সামান্য নমুনাও দেখতে পাচ্ছি না। অথচ দুর্ভোগের চূড়ান্ত সহ্য করতে হচ্ছে। শুধু রক্ত ঝরলে কথা ছিল, কেউ কেউ খুনও হয়েছে।' আন্তরিক কণ্ঠে কথাগুলো বলছে স্যাম, মনে-প্রাণে তাই বিশ্বাস করে। তবে এত কথা বলার আরও কারণ আছে–অন্যদের প্রভাবিত করতে ইচ্ছুক ও। 'এই ভূতুড়ে জায়গায় থাকতে থাকতে ঘেন্না ধরে গেছে আমার। শহরের উজ্জ্বল বাতি দেখতে চাই, গান শুনব, সুন্দরী মেয়েদের নাচ দেখব। ভাল খাবার খেতে চাই, নিজের রান্না নিজে তৈরি করতে ত্যক্ত হয়ে গেছি। সীমান্তের কাছে স্টেজ চলাচল করছে, সান্তা ফে বা এল পাসোয় যাওয়া কঠিন হবে না। চাই কি অন্য কোথাও যাওয়া যাবে। সীমান্তের ওপাশ থেকে গরু এনে এপাশে বিক্রি করা যাবে, মুনাফাও বেশি। দু'দিকেই গরুর কদর রয়েছে। এখানে অযথা সময় নষ্ট করছি আমরা, বাবা।'

'অবশ্যই সোনা আছে,' দৃঢ় স্বরে বলল জেক শাটন। 'যদি নাই থাকবে, তা হলে মেক্সিকোতে সেনাবাহিনী ওদের তাড়া করল কেন? গিয়েছিলই বা কেন? নিশ্চয়ই সস্তা কয়েকটা কাগজের জন্য নয়?'

'সেনাবাহিনীর কথা কার কাছে শুনলে, বাবা?' মৃদু স্বরে জানতে চাইল স্যাম। 'এটা স্রেফ গুজব। তুমিও জানো। সীমান্তের ওদিকে এমনই বলে লোকজন। আচ্ছা, মানলাম সোনা ছিল। তা হলে কেন খরচ করেনি ওরা? কেন মাটিতে সোনা লুকিয়ে রাখবে কেউ? আমরা

কি কখনও টাকা-পয়সা মাটিতে লুকিয়ে রেখেছি?'

'কেন লুকিয়ে রাখব?' জানতে চাইল লেসলি।

'সেটাই তো বলছি,' অনুত্তেজিত স্বরে বলল স্যাম। 'কেন সোনা মাটির তলায় রাখবে কেউ? হ্যাঁ, যদি পাসি পিছু নেয়, তা হলে হয়তো ওজন কমানোর জন্য লুকিয়ে রাখবে–তাও যদি সঙ্গে অতটা পরিমাণ থাকে। আরেকটা কথা, গ্রেগ ক্যালকিন আর বেন শাটনকে যদি সেনাবাহিনী ধাওয়া করেই থাকে, শেষে কী হয়েছিল ওদের?'

মুখ তুলে তাকাল হ্যারিগান। 'কী বলতে চাইছ?'

'সেনাবাহিনী ওদের পিছু নিয়েছিল, তাই না? এটা তখন স্পেনিশ এলাকা ছিল। সত্যি তো? তারমানে চাইলে এখান পর্যন্ত আসতে পারত সেনাবাহিনী, কিন্তু কেন বর্তমান সীমান্তের ওপাশে থেমে গেল? বেন শাটন খুন হলো, আর এখানে র‍্যাঞ্চ করে থেকে গেল গ্রেগ ক্যালকিন। চাইলেই তো ক্যালকিনকে ধরতে পারত আর্মি। কেন ধরল না?'

'কী সমস্যা!' অধৈর্য সুরে বলল হ্যারিগান। 'জানি যে আর্মি ওদের ধাওয়া করেছিল। সকোরোয় চার্লি আব্রামের কাছে শুনেছি গল্পটা, পুরো গল্প জানত সে। ক্যালকিনদের যখন ধাওয়া করে মেক্স আর্মি, তখন সীমান্তের কাছে ছিল সে, নিজের চোখে দেখেছে ঘটনাটা।'

'তখন কোন সীমান্তই ছিল না,' শান্ত স্বরে বলল স্যাম। 'আমি তো জানি যুদ্ধের আগে কখনও এই এলাকায় আসেনি চার্লি।'

পাইপ বের করে তামাক ঠাসল স্যাম। যথেষ্ট বলেছে, আর নয়। এখন ওরা সারা দুনিয়ার উপর খেপে আছে। হয় ওর গল্প হজম করুক, না হয়…

গুপ্তধন! হারানো খনি! এ-নিয়ে কত গল্প শুনেছে? কোন কোনটার ভিত্তি থাকলেও বেশিরভাগই স্রেফ গুজব।

উঠে দাঁড়িয়ে নদীর তীরের দিকে এগোল স্যাম। মাত্র কয়েক কদম এগিয়েছে, তখনই গম্ভীর গুড়গুড় শব্দ শুনতে পেল। ঝটিতি আধ-পাক ঘুরল ও, দেখতে পেল কী ঘটতে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে গলা ফাটিয়ে চেঁচাল: 'দৌড়াও! পাথর ধসে পড়ছে! দৌড়াও সবাই!'

পড়িমরি করে ছুটল সবাই। পরস্পর থেকে আলাদা হয়ে গেল

ওরা, যে যেদিকে পারছে ছুটছে। ছুটে এসে স্যামের উপর পড়ল কে যেন, ভূপতিত হলো দু'জনেই; সেই মুহূর্তে পাশ দিয়ে গড়িয়ে সরে গেল বিশাল একটা বোল্ডার। আস্ত এক ঘোড়ার সমান ওটা। ভাগ্যিস, দু'জনে সংঘর্ষ না-হলে স্যামের উপর এসে পড়ত ওটা!

উড়ে গিয়ে ওদের সামনের পাথরের উপর পড়ল বোল্ডারটা, কয়েক গড়ান খেয়ে আরও নীচে নেমে গেল। সমানে চেঁচাচ্ছে লোকজন, মুখখিস্তি করছে। হঠাৎ আর্তনাদ করল কেউ। কান ফাটানো গড়গড় শব্দ উঠল পিছনে, ছড়ানো-ছিটানো পাথর-বৃষ্টি হচ্ছে ওদের আশপাশে, তারপর ধীর গতিতে ঢাল ধরে নেমে এল ছোট ছোট নুড়িপাথর। শেষে একেবারে নীরব হয়ে গেল সবকিছু।

মিনিট কয়েক, তারপর আবার শুরু হলো খিস্তির ঝড়।

'সাহায্য করো আমাকে!' চেঁচাল একজন। 'পা ভেঙে গেছে আমার!'

ক্রীক থেকে উঠে এল লোকজন, কেউ খাদের ওপাশের ঢাল থেকে এল। অস্থির, উদ্বিগ্ন এবং ক্ষুব্ধ সবাই। আশঙ্কা আর ভয়ের ঝড় বয়ে গেছে সবার উপর দিয়ে।

'ঘোড়াগুলো কোথায়?' চিৎকার করে জানতে চাইল জেক শাটন।

আবারও খিস্তির ঝড় উঠল।

'সব চলে গেছে! ভেগে গেছে বেজন্মাগুলো!'

নুড়িপাথর আর বোল্ডারের নীচে চাপা পড়ে আগুন নিভে গেছে। পাথরের আঘাতে দুমড়ে-মুচড়ে গেছে কফিপট, কোনটা পাথর-চাপা পড়েছে। এক ফোঁটাও কফি নেই কোনটায়। সমস্ত খাবার ক্লিফ থেকে খসে পড়া নুড়িপাথর আর মাটির নীচে আটকা পড়েছে।

পাথরধসটা জোরাল ছিল না, তবে ঘোড়াগুলোকে আতঙ্কিত করতে, ওদের ক্যাম্প লণ্ডভণ্ড করতে বা খাবার নষ্ট করার জন্য যথেষ্ট ছিল।

'কিন্তু এই কাণ্ড ঘটল কীভাবে?' লেসলির বিস্মিত জিজ্ঞাসা।

'ঘটবে কেন?' ত্যক্ত স্বরে চিৎকার করল পিট হ্যারিগান। 'প্ল্যান করে ঘটানো হয়েছে! কোন ভাবে পাথরধস শুরু করিয়ে দিয়েছিল কেউ।'

খিস্তি করল জেক।

'ওকে খুন না-করে শান্তি নেই আমার!' আবার ঘোষণা করল ড্রেকা। 'নিকুচি করি! দেখামাত্র ওর বুক ফুটো করে দেব!'

ক্যাম্পের গিয়ার খুঁজতে শুরু করল জেফ স্টেঙ্গল, যে-কয়টা পেল তুলে নিল। স্যাম ওকে সাহায্য করতে পাশে এসে দাঁড়াতে নিচু স্বরে বলল: 'এল পাসোয় যাওয়াই ভাল হবে।'

দুমড়ে যাওয়া তবে অক্ষত একটা কফিপট খুঁজে পেল স্টেঙ্গল। কিছুক্ষণ পর খোঁড়াখুঁড়ি চালিয়ে বেশিরভাগ বেডরোল এবং গিয়ার উদ্ধার করা হলো। একটা রাইফেলের ব্রীচ আলাদা হয়ে গেছে, স্যাডলে কাঠের একটা স্টিরাপ ভেঙে গেছে। দুটোই ঠিক করা যাবে, তবে সময় লাগবে।

কফি তৈরি হওয়ার পর পালাক্রমে পান করল ওরা, যেহেতু একটার চেয়ে বেশি পট দরকার ওদের। সাপার শেষ হতে অনেক সময় লাগল। শেষে আগের ক্যাম্প থেকে একশো গজ দূরে ক্লান্ত দেহে শুয়ে পড়ল সবাই। ততক্ষণে মাঝরাত পেরিয়ে গেছে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ল সবাই, এমনকী জেক শাটনও, তবে ঘুমানোর আগে ঠাণ্ডা মাথায় গুরুত্ব দিয়ে পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করেছে সে।

বেশ দেরি করে চাঁদ উঠল। ক্যানিয়ন ভেসে গেল জ্যোৎস্নার আলোয়। আচমকা রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙে খান খান হয়ে গেল একটা রাইফেলের গর্জনে, রাতের নৈঃশব্দ্যের কারণে অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণ আর জোরাল শোনা গেল।

ঝট করে উঠে দাঁড়াল টম ড্রেকা, প্রচণ্ড রাগে কাঁপছে শরীর। সঙ্গে সঙ্গে ওর পায়ের কাছে ধুলো চটকাল একটা বুলেট। বজ্রাহতের মত উল্টো লাফ দিল সে, হুড়মুড় করে গিয়ে পড়ল বসে থাকা স্যাম শাটনের কোলে। আরও একটা গুলি হলো। তারপর একেবারে নীরব হয়ে গেল সবকিছু।

ঢুলুঢুলু ক্লান্ত চোখে, উদ্বিগ্ন মনে চারদিকে ইতিউতি তাকাচ্ছে সবাই, কিন্তু কেউ কিছু দেখতে পাচ্ছে না। তারপর হঠাৎ ক্লিফের উপর থেকে উল্লসিত একটা কণ্ঠ ভেসে এল, গান গাইছে লোকটা: 'পুরানো

মাঠে ক্যাম্প করেছি মোরা, আনন্দ করতে একটা গান দাও না...'

প্রচণ্ড আক্রোশে ঘুরে দাঁড়াল টম ড্রেকা, রাইফেল তুলে একের পর এক গুলি করল কণ্ঠস্বর লক্ষ্য করে। শূন্য চেম্বারে হ্যামারের বাড়ি পড়তে বোধোদয় হলো গানম্যানের।

'গুডনাইট, বয়েজ!' জন ক্যালকিনের কণ্ঠ। 'আজ না হয় ব্যতিক্রমই হলো, ভোরবেলায় ঘুমাতে যাও!'

তিক্ত মনে খিস্তি আওড়াল বিল হ্যানলন। মিনিট কয়েক পর আবার যার যার বেডরোলে গিয়ে শুয়ে পড়ল সবাই। কিন্তু ঘুম আসতে অনেক সময় লাগল। ঘুম আসছে না বলে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল লেসলি শাটন, হেঁটে ক্রীকের কাছে চলে গেল। পাইপ জ্বালাল। মনে শঙ্কা হয়তো একটা বুলেট ছুটে আসবে। তবে তেমন কিছু ঘটল না।

সমস্যা হচ্ছে কখন কী বিপদ আসবে জানার উপায় নেই, তিক্ত মনে ভাবল জেক শাটন। কী না ঘটেছে? আগুন লাগিয়ে ওদের দাবড়েছে শত্রু, গুপ্তস্থান থেকে গুলি করেছে, পাথরধস নামিয়ে ক্যাম্প লণ্ডভণ্ড করেছে, ঘুম হারাম করে দিয়েছে...আরও কত দুর্ভোগ যে পোহাতে হবে! ভয়ে দেয়াশলাই জ্বালাতে পারবে না কেউ, কফি খাওয়ার জন্য আগুন ধরানো যাবে না, কিংবা চোরাগোপ্তা গুলি খাওয়ার চিন্তা না-করে খেতে বসতে পারবে না। প্রতিটি মুহূর্ত তটস্থ থাকতে হবে।

সম্ভাব্য দুটো সমাধান রয়েছে: এখান থেকে চলে যাওয়া, নয়তো জন ক্যালকিনকে খুঁজে বের করে নিকেশ করা। টম ড্রেকার সঙ্গে পরামর্শ করল জেক, নিজের মতামত জানাল।

'আরও একটা উপায় আছে,' বাতলে দিল গানম্যান। 'আমার ধারণা এলিসার প্রতি দুর্বলতা আছে ওর। এলিসাকে যদি ফিরিয়ে আনা যায়, তা হলে ক্যালকিনও আসবে, হাতের মুঠোয় পাওয়া যাবে ওকে।'

'না!' সোজাসাপ্টা, কর্কশ স্বরে বাতিল করে দিল জেক শাটন। 'এলিসা আমার কী হয়, ভুলে গেছ? ও এসবের বাইরে থাকুক।'

'তুমি যা ভাল মনে করো। কিন্তু এটা মনে রেখো, ফিউনারেল তোমার,' নিরুত্তাপ স্বরে বলল ড্রেকা, তবে সিদ্ধান্ত ওর নেওয়া হয়ে

গেছে, সেটা প্রকাশ করল না। এলিসাকে যদি ধরতে পারে, জন ক্যালকিনকেও পেয়ে যাবে নাগালের মধ্যে। আপসে এসে ফাঁদে ধরা দেবে সে···লোভনীয় ফাঁদ!

বিশ হাত দূর থেকে টম ড্রেকাকে দেখল জেফ স্টেঙ্গল। বিশালদেহী পোড়খাওয়া কঠিন মানুষ, গায়ে-গতরে একটা হাতির মত সমর্থ এবং সুঠাম। জীবনে বহু লড়াই করেছে, দু'দফায় ইউমা কারাগারে ছিল। অন্যদের কাছে টম ড্রেকা একটা রহস্যময় চরিত্র হলেও তাকে ছবির মত অনায়াসে পড়তে সক্ষম স্টেঙ্গল। বিতৃষ্ণা বোধ করছে সে, পাশ ফিরে চোখ বুজল।

অসৎ সঙ্গে থাকা আর আইনের বিরুদ্ধে অবস্থান সমার্থক!

*

রিমরকের কিনারায় উঁকি দিল রক্তলাল সূর্য। এর আগেই দুই ঘণ্টা ঘুমিয়ে উঠে পড়েছে জন ক্যালকিন, নদীর কাছে গিয়ে ঠাণ্ডা পানি দিয়ে হাত-মুখ ধু'লো ও। দু'হাতের তালু দিয়ে পানি তুলে চোখে ছিটা দিল।

উঠে দাঁড়িয়ে হাত ঝেড়ে পানি খসাল জন। শাটন বাহিনীকে যেসব দুর্ভোগ উপহার দিয়েছে, সমস্যার ব্যাপার হচ্ছে একই জিনিস তারাও ফিরিয়ে দিতে পারে ওদের।

এখানে আর থাকা ঠিক হবে না। অবস্থার উন্নতি হয়েছে ওয়েস মুরের, হয়তো স্যাডলেও বসতে পারবে, যদি না খুব বেশি দূরে যেতে হয়। পানির কাছে পাথরস্তূপ থেকে ছুটে বের হলো একটা স্কুইরেল, জনকে দেখে চমকে উঠল, তারপর আরও দ্রুত গতিতে ছুটে চলে গেল।

দারুণ ক্লান্ত বোধ করছে জন, শরীর চলতে চাইছে না। কী এক অনীহা পেয়ে বসছে ওকে। কিন্তু জন জানে এভাবে আরও কয়েকদিন টিকে থাকতে পারবে···হয়তো তাই করতে হবে।

'দশ,' মৃদু স্বরে স্বগতোক্তি করল ও। 'দশ, এগারো, বারো···' "Ten" লিখে আসলে কী বোঝাতে চেয়েছিল গ্রেগ? অন্য একদিন মনে ক্ষীণ একটা আইডিয়া উঁকি দিয়েছিল, কিন্তু যেমন আচমকা এসেছিল তেমনি দ্রুত হারিয়েও গিয়েছিল, অস্পষ্ট একটা ছবির মত···

ক্যাম্পে ফিরে এসে বসে পড়ল ও। ঘুম থেকে জেগে মাথার চুল আঁচড়াচ্ছে এলিসা। সূর্যের আলোয় ঝলমল করছে লালচে চুল, দেখার মত দৃশ্য, কিন্তু চোখ সরিয়ে নিল জন। যে-কোন বিবেচনায় আকর্ষণীয়া মেয়েটি। কাজ্ক্ষিতা।

'সুন্দর সকাল,' মৃদু স্বরে বলল ও।

'রাতে কোথায় গিয়েছিলে? যা দুশ্চিন্তা হচ্ছিল!'

স্মিত হাসল জন। 'শাটন বাহিনীকে ঘুম পাড়াতে গেছি।'

বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে থাকল এলিসা, হকচকিয়ে গেছে।

কোল থেকে আলফ্রেড টেনিসনের কাব্যটা তুলে নিল জন, বুড়ো আঙুল দিয়ে পাতা উল্টাতে শুরু করল। প্রচুর পড়াশোনা করত গ্রেগ। Ulysses-এর মত আরও একটা কবিতা ওদের দু'জনেরই প্রিয়–"Locksley Hall"। স্যার ওয়াল্টার স্কটের "Marmion"-এর কপি রয়েছে দুই পাতার মাঝখানে, গ্রেগ নিজ হাতে লিখেছে। আচমকা বুকে এক ধরনের শূন্যতা বোধ করল জন। গ্রেগের সঙ্গে আর কখনও দেখা হবে না ওর!

তারপর, হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে গেল মুখ। বুঝে গেছে কোথায় আছে গ্রেগ ক্যালকিনের লুকানো গুপ্তধন।

সতেরো

সত্যি-মিথ্যে যাই হোক, অন্তত একটা সূত্র তো পেয়েছে। এমনকী সূত্রটা থাকা সত্ত্বেও অনেক খোঁজাখুঁজি করতে হবে। তবে গ্রেগের চিন্তা-ভাবনা বা ঠিক তখন ওর মনে কী ছিল, অনুমান করতে পেরেছে জন।

গ্রেগ ক্যালকিনকে পণ্ডিত এবং ভাষাবিদ বললে ভুল হবে না, তবে

ভাষা সম্পর্কে নিজের জ্ঞানকে কখনোই তেমন আমল দেয়নি সে। পনেরো বছর বয়স হওয়ার আগেই পাঁচটা ভাষা শিখতে সক্ষম হয় গ্রেগ, পরবর্তীতে আগ্রহ আর প্রয়োজন হওয়ায় আরও কয়েকটা শিখে ফেলে। দক্ষিণ ও মধ্য আমেরিকা এবং মেক্সিকোয় ভ্রমণের সুবাদে বেশ কয়েকটি ইন্ডিয়ান ভাষাও শিখে নেয় সে।

কখনও পাণ্ডিত্য না-ফলালেও এর অপরিসীম জ্ঞানাতৃষ্ণা বোধ করত গ্রেগ, তাই বারবার ভ্রমণে বেরোত, অচেনা জায়গায় চলে যেত। মানুষের সঙ্গে মিশত, থাকত দিনের পর দিন। গ্রেগের অভিজ্ঞতা এভাবেই সমৃদ্ধ হয়েছে।

আগে না-হলেও এখন জনের মনে হচ্ছে গুপ্তধন বা মূল্যবান কিছু থাকতেও পারে।

চোখের কোণ দিয়ে দেখল এখনও চুল আঁচড়াচ্ছে এলিসা ফ্যালন। সুন্দর সবকিছুই বিপজ্জনক, অন্তত ওর মত মানুষের জন্য। দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে বইয়ে মনোযোগ দিল জন।

গতরাতে ক্যাম্পে হামলা সহজভাবে নেবে না জেক শাটন। দলে কর্তৃত্ব বজায় রাখতে হলে অচিরে পাল্টা হামলা করতে হবে, নইলে ক্রুদের আস্থা হারিয়ে ফেলবে সে। শোধ নিতে মরিয়া হয়ে উঠবে কঠিন লোকগুলো। খুন করার জন্য আসবে, কাউকে ছাড় দেবে না।

'এখান থেকে চলে যেতে হবে,' হঠাৎ বলল জন।

'কিন্তু যাব কোথায়?' জানতে চাইল মাইক। এক পাশে বসে নিজের মনে কী যেন ভাবছিল। 'ক্যানিয়ন থেকে বের হলেই ওদের তোপের মুখে গিয়ে পড়ব, তারপর কী ঘটবে সেটা নিশ্চয়ই কাউকে বলে দেওয়ার দরকার হবে না?'

রাইফেলের কুঁদোয় ভর দিয়ে জ্বলজ্বলে চোখে ওদের দেখছে বুড়ো। চকিত দৃষ্টিতে তাকে দেখল জন। 'তোমার চেয়ে বেশি এই এলাকা কেউ চেনে না। ধারে-কাছে লুকানোর মত জায়গা আছে?'

'কয়েকটা আছে। আমার তো ধারণা ছিল র‍্যাম্পার্টের কেবিনে ফিরে যাবে তোমরা। পাহাড়ের আরও উপরে একটা জায়গা আছে...'

'পানি পাবে কোথায়?' বুড়োকে থামিয়ে দিল মাইক। 'অনেকবার

গেছি, কিন্তু পানি দেখিনি কখনও।'

দাঁত কেলিয়ে নিঃশব্দে হাসল বুড়ো। 'বয়স কম তো, চোখ থেকেও নেই। সবকিছু তোমাদের চোখে পড়ে না। আরে, বোকা, ঠিক দরজার কাছে টনকে টন পানি রয়েছে! একটু ডানে, ঝোপের আড়ালে। গ্রেগ মহা সেয়ানা লোক ছিল। পানি ছাড়া বেঁচে থাকা যায় না, জানত সে, তাই আস্ত একটা বাঁধই তৈরি করেছে। বৃষ্টির পানি আটকে রাখার ব্যবস্থা করেছে। শুধু কি ড্রেন? প্রয়োজনে যাতে খালি করা যায় সেজন্য কেরামতি করে পাথর বসিয়েছে। এজন্য ওখানকার পানি সবসময় পরিষ্কার এবং স্বচ্ছ থাকে।

'দু'দিন বৃষ্টি হোক না, দেখবে পানির অভাব নেই···অন্তত পাঁচ হাজার গ্যালন···এর দ্বিগুণও হতে পারে।'

'বদ্ধ জায়গায় থেকে বিপদে পড়তে চাই না আমি,' আপত্তি জানাল মাইক। 'বিশেষ করে বাবার এই অবস্থায়। তা ছাড়া, এখান থেকে বেরিয়ে অতদূর যেতে পারলে তো! ফাঁদে আটকা পড়েছি সবাই।'

'অত উতলা হয়ো না, সান। ক্যালকিন, তুমি তো আর্মিতে ছিলে। বলো তো, কেবিনের চারপাশে প্রতিরক্ষার কৌশল কী হওয়া উচিত? হামলা ঠেকাতে দরকার নড়াচড়া করার স্বাধীনতা। ওখানে এমন জায়গাও আছে মাত্র একটা রাইফেল দিয়ে পুরো সেনাবাহিনীকেও ঠেকিয়ে রাখা যাবে! জায়গাটা দেখাতে পারি, যদি তোমরা যেতে রাজি···'

'চলো, দেখি,' তৎক্ষণাৎ সায় জানাল জন। 'চলো!'

মিনিট কয়েকের মধ্যে যাত্রা করল ওরা। সবার আগে আগে এগোচ্ছে বুড়ো, তারপর এলিসা এবং ওয়েস মুর, এরপর মাইক। সবার ট্র্যাক মুছতে হবে বলে ইচ্ছে করে একটু পিছনে রয়েছে জন।

'অসময়ে যাচ্ছি,' বিড়বিড় করে অসন্তোষ প্রকাশ করল বুড়ো। 'রাতের বেলায় হলে তোমাদের নিয়ে যেতে কোন সমস্যাই হত না, চোখ বন্ধ করে চলে যেতে পারতে! কিন্তু এখন কাভারে থাকতে হবে, সর্বক্ষণ সতর্ক থাকতে হবে।'

'পথে কোথাও থামা যেতে পারে,' বলল জন। 'এখানে থাকা যাবে

না, এটাই হচ্ছে আসল কথা।'

থোক্ করে থুথু ফেলল বুড়ো, রাইফেল হাত বদল করে বলল, 'গিয়ে নিই কেবল, দেখবে আমাদের খুঁজে পেতে কেমন ঘাম ঝরে ওদের!'

'কত দূরে জায়গাটা?'

'চার-পাঁচ মাইল দক্ষিণে,' হাড্ডিসার লম্বা আঙুল তুলে দেখাল সে।

ক্যানিয়ন ধরে পথ দেখাল বুড়ো। অদ্ভুত হলেও, ক্রমে দেয়ালের ঢাল কমছে, ঢেউ খেলানো ছোট ছোট তৃণভূমিতে রূপ নিল ক্যানিয়ন। নিচু একটা পর্বত পেরিয়ে গেল বুড়ো; ঢাল হয়ে বনে ঢুকে পড়ল।

রাইফেল হাতে এগিয়ে চলেছে জন। মনে উদ্বেগ। এত সহজে ক্যানিয়ন থেকে বের হতে পেরেছে! ব্যাপারটা ঠিক স্বাভাবিক মনে হচ্ছে না। অবচেতন মন থেকে টের পাচ্ছে বিপদ ক্রমে এগিয়ে আসছে, যদিও বুড়োর ধারণা ঠিক উল্টো। যথেষ্ট কাভার আছে এমন পথ ধরে এগোচ্ছে ওরা, কারও চোখে ধরা পড়ার সম্ভাবনা কম। কিন্তু তারপরও নিশ্চিন্ত হতে পারছে না জন।

গরম পড়ছে। বাতাস নেই। অস্বাভাবিক নীরব চারদিক। গতি বাড়িয়ে অন্যদের ধরে ফেলল জন। মাইকের হাতে রয়েছে সব প্যাকহর্সের লীডরোপ।

শাটন বাহিনীতে ক'জন আছে এখন? কয়েকজন খুন হয়েছে, জনের ধারণা সংখ্যাটা বড়জোর তিন-চারজন, আহত হয়েছে কেউ কেউ...

মাথা নিচু করে ট্রেইলের উপর ঝুঁকে পড়া গাছের নিচু ডাল এড়াল জন। সামনে বাঁক। প্যাকহর্সের আগে আগে মাইককে বাঁক পেরোতে দেখল ও, সূর্যের আলোয় এলিসার লালচে চুলের ঔজ্জ্বল্য চোখে পড়ল। ঠিক লাল নয়, তবে আলো পড়লে...

একেবারে ক্ষীণ একটা শব্দ শুনতে পেল। ঝটিতি স্যাডলের উপর শরীর ঘুরিয়ে পিছনে তাকাল জন।

কিছু নেই...

বুনো কোন প্রাণী বা পাখি? নাকি বাতাসে গাছের ডাল নড়েছে? ঘন গাছপালার কিনারে এসে ঘোড়া থামিয়ে পিছন দিক জরিপ করল জন। কিছুই নেই।

দুলকি চালে ছোট্ট উপত্যকা পেরিয়ে এসে আবারও চারপাশ নিরীখ করল।

বুড়ো কোথায় নিয়ে যাচ্ছে ওদের? যাতে যথেষ্ট কাভার ব্যবহার করতে পারে, সেজন্য ধীর গতিতে এগোচ্ছে ওরা। এতক্ষণে নিশ্চয়ই তিন-চার মাইল পাড়ি দিয়েছে। সামনে খোলা জায়গা। আগের মত অতটা কাভার পাওয়া যাবে না। বেশিরভাগ গাছ সিডার আর পাইন। এবড়োখেবড়ো রুক্ষ পাথুরে এলাকা। ট্রেইলে অন্য কারও ট্র্যাক নেই।

আবারও চারপাশে দৃষ্টি চালাল জন···কিছুই দেখতে পেল না।

হাতের তালু চালিয়ে মুখ থেকে ঘাম মুছল ও। একটা হ্যাট থাকলে ভাল হত। যেটা ছিল র‍্যাঞ্চ হাউসে রয়ে গিয়েছিল, তুলে নেওয়ার কথা মনে হয়নি বা সময়ও পায়নি।

গরম বাড়ছে। দূরে ইতস্তত উড়ছে একটা ঘাসফড়িং। আকাশে চক্কর কাটছে দুটো শকুন। গায়ের কোট খুলে পিছনে স্যাডলের সঙ্গে বেঁধে রাখল জন।

শেষপর্যন্ত একটা গুহার কাছে পৌঁছল ওরা। ঘন গাছপালা ওটাকে ট্রেইল থেকে পুরোপুরি আড়াল করেছে। দাঁত কেলিয়ে হাসল বুড়ো, গর্ব আর সন্তুষ্টির সুরে বলল, 'ট্রেইল কেন, আসলে কোন দিক থেকেই চোখে পড়বে না গুহাটা। আগে থেকে অবস্থান না-জানলে এখানে আসা এক কথায় অসম্ভব। ইন্ডিয়ানরা বিশ্রাম নিত এখানে।

'আজকের দিনটা এখানেই কাটাব আমরা, যত পারে খুঁজতে থাকুক ওরা। কাল সকালে আবার রওনা দেব।'

আর কোন কথা হলো না। নীরবে খেল সবাই, ঘুমিয়ে পড়ল বা বিশ্রাম নিল। অপেক্ষার সময়টা এভাবেই কেটে গেল। মাঝে মধ্যে জন বা বুড়ো গুহা থেকে বেরিয়ে গিয়ে উপরে ক্যানিয়নে উঠে গেল স্কাউট করার জন্য।

শেষ বিকালের দিকে, সবাই যখন বিশ্রাম নিচ্ছে, আচমকা উপরের

পাথুরে জমিতে খুরের শব্দ শোনা গেল।

'আরে দূর!' একজনের কণ্ঠ ভেসে এল। 'অত নীচে যাবে না ওরা! যাওয়া অসম্ভব! ওটা তো একটা ফাঁদ!'

'নিকুচি করি!' বিরক্তি প্রকাশ করল অন্য একজন। 'কিন্তু এভাবে তো গায়েব হয়ে যেতে পারে না কেউ! নিশ্চয়ই ধারে-কাছে কোথাও আছে ওরা।'

ট্র্যাক পেয়েছ? একটু পিছনে ধুলোর মধ্যে কয়েকটা ছাপ দেখেছিলাম, কিন্তু দ্রুত মিলিয়ে গেল। যাই হোক, মনে হয় না এদিকে এসেছে ওরা। আসবে কোন্ দুঃখে? সামনে খোলা জায়গার শুরু, লুকানোর মত কোন জায়গা নেই। আমার মনে হয় উঁচু কোথাও আশ্রয় নিয়েছে ওরা, যাতে আশপাশের এলাকায় নজর রাখতে পারে।'

ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল রাইডাররা। হাতের রাইফেল মাটিতে নামিয়ে রাখল জন। পশ্চিমের পাহাড়শ্রেণীতে রক্তলাল আভা বিলিয়ে ধীরে ধীরে ডুবে গেল সূর্য।

পাথরস্তূপের কাছে চলে গেল বুড়ো। ফিরে এল মাথা নাড়তে নাড়তে। 'উঁহুঁ, কাউকে দেখলাম না। ...কফি হলে মন্দ হয় না। ভাল মত খেয়ে নাও, কাল আমরা উল্টো ঘুরে র‍্যাম্পার্টে যাব।'

সন্ধ্যার পর তারা ফুটল আকাশে। বিস্তীর্ণ অন্ধকারে বিলীন হয়ে গেল ছোট্ট আগুনের কুণ্ডের ঔজ্জ্বল্য। গুহার ধারে ঝর্না বয়েছে, পানির উপস্থিতিতে বাতাস আর্দ্র ও স্বস্তিকর। ঝর্নার পাড়ে ঘাস থাকায় ওখানেই পিকেট করা হয়েছে সব ঘোড়া। যখন খুশি ঘাস আর পানির সদ্ব্যবহার করতে পারবে ওরা।

ওয়েস মুরের শিয়রে এসে বসল জন। আগুনের শিখা নাচছে তার রুগ্ন মুখে, গর্তে বসে গেছে ওয়েসের চোখ। 'কেমন আছ?' জিজ্ঞেস করল জন।

'মন্দ নয়, তবে ক্লান্ত লাগছে খুব। আসার সময় অবশ্য ব্যথা অনুভব করিনি।'

'কাল অনেকদূর যেতে হবে আমাদের।'

'হ্যাঁ, শুনেছি। দরকার যখন, যেতেই হবে। আমার জন্য কিছু

আটকে থাকবে না, জন।' মিনিট কয়েক নীরব থাকার পর ওয়েস জানতে চাইল, 'ছেলেটা ঠিক মত কাজ করছে তো?'

দু'হাত দূরে চ্যাপ্টা একটা পাথরের উপর বসেছে জন, হাতে কফির কাপ। 'হ্যাঁ, ওর ভাগের চেয়ে বেশিই করছে। ওকে নিয়ে চিন্তা কোরো না।'

'কিন্তু চাইলেও তো চিন্তা দূর করা যায় না। বয়সের তুলনায় কঠিন সময় পার করছে মাইক। সমবয়সী কেউ নেই, নাচ-গানের পার্টি হয় না, শহরও নেই। আট বছর আগে শেষ বক্স-সাপার বা সোশ্যালে গিয়েছিল ও!'

'চমৎকার এলাকা এটা,' বলল জন। 'বছর কয়েকের মধ্যে দেখবে বহু লোক চলে এসেছে। সান জুয়ান ভ্যালির কথাই ধরো। মাত্র কয়েক বছর আগে বিল হুকার নামে এক লোক কয়েকজনকে নিয়ে ওখানে এসেছিল, অথচ এখন পুরোদস্তুর একটা শহর দাঁড়িয়ে গেছে। চার্চ, ব্যাঙ্ক, স্কুল পর্যন্ত আছে। ভাল লোক থাকলে বসতি গড়ে উঠতে সময় লাগে না। এখানে আমরাই প্রথম। আমার তো মনে হয় শিগ্‌গিরই অনেক সঙ্গী জুটে যাবে মাইকের।'

চাঁদ ওঠার পরপরই যাত্রা করল ওরা, জন নেতৃত্বে রয়েছে। দুলকি চালে ঘোড়া ছোটাল ও, একই গতি অনেকক্ষণ বজায় রাখল। ট্রেইল সঙ্কীর্ণ, কিন্তু আমল দিচ্ছে না, চাঁদের আলোয় বহুদূর থেকে চোখে পড়বে ওদের।

জনের পাশে চলে এল বুড়ো। 'সাবধানে এগোও, বন্ধু। হারামীগুলো যে-কোন জায়গায় লুকিয়ে থাকতে পারে।'

মাঝে মধ্যে থামল জন, কান পেতে আশপাশের শব্দ শুনল, বাতাসে ধোঁয়ার গন্ধ শুঁকল। শাটন বাহিনীর এত পুবে আসার সম্ভাবনা কম, তবে নিশ্চিত করে কিছুই বলা যায় না।

দিনের বেলায় তীব্র গরম পড়লেও রাতের পরিবেশ বেশ ঠাণ্ডা, শীতল বলা চলে। আর নীরব। কালচে নীল আকাশ এবং উজ্জ্বল তারার পটভূমিতে কদর্য চেহারা পেয়েছে পাহাড়ী শৃঙ্গ। স্যাডলের খসখস বা খুরের শব্দ ছাড়া আর কোন আওয়াজ নেই। একবার কেশে

উঠল ওয়েস মুর। চোখ কুঁচকে সামনে ট্রেইলের দিকে তাকাল জন, হাতে রাইফেলের স্পর্শ স্বস্তিকর লাগছে।

প্যাকহর্সগুলোকে সামলাতে গলদ্ঘর্ম হচ্ছে মাইক, তাকে সাহায্য করার জন্য পিছিয়ে গেল বুড়ো। কিছুক্ষণ একাই সামলাল সে। দায়িত্বে বিরতি পেয়ে জনের পাশে চলে এল মাইক।

'কোথায় থাকতে পারে ওরা?' মূল্যবান প্রশ্নটা করল জনকে।

শ্রাগ করল জন। 'বলতে পারছি না, মাইক।'

*

আগুনটা নিভে গেছে।

মোটাসোটা একটা গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসে এল্কের জার্কি চিবুচ্ছে জেক শাটন। মন বিষিয়ে গেছে ওর, নিজেকে ক্লান্ত ও হতাশ লাগছে; জন ক্যালকিনকে ধাওয়া করার এই অভিযান আর ভাল লাগছে না।

স্যাম ভেগে গেছে। জেক ভাবতে পারেনি কখনও ওকে ছেড়ে চলে যাবে ছেলেটা। বাপের সঙ্গে বহুদিন ধরে অমত চলছিল, আচরণে বুঝিয়েও দিয়েছিল এখান থেকে চলে যেতে পারলে খুশি হবে সে। দাঁতের যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ গ্রিজলির দশা হয়েছে জেকের। একে ক্রুদের সামলাতে পারছে না, তায় নিজের ছেলে উধাও হয়ে গেছে।

পিট হ্যারিগানের দিকে তাকাল ও। পুড়ে যাওয়া চাঁদির চামড়ার যত্ন নিচ্ছে সে। পোড়া চামড়া উঠে আসছে। লক্ষণ ভাল। আগুনের পাশে বসা লেসলির দিকে চলে গেল জেকের দৃষ্টি।

সবার কাছ থেকে একটু দূরে আলাদাভাবে বসেছে জেফ স্টেঙ্গল। এমনিতেও একা থাকতে পছন্দ করে সে।

আজ রাতে বারবার জন ক্যালকিনের দেওয়া পরামর্শটা মনে পড়ছে জেকের। স্টেঙ্গলকে পাশে রাখার কথা বলেছে জন।

এত লোক, ওরটা খেয়ে-পরে চলছে, কিন্তু ক'জনকে বিশ্বাস করা যায়? উত্তরটা জানে জেক। সম্ভবত একজনকেও নয়…অবশ্য ওর আত্মীয়স্বজনের কথা আলাদা। আবার তাদের ব্যাপারেও অতটা নিশ্চিত নয় জেক।

এ-পর্যন্ত কম ক্ষতি হয়নি ওদের। দুর্ভোগের চূড়ান্ত সহ্য করতে হয়েছে। কেউ মারা পড়েছে, কেউ আহত হয়েছে। কিন্তু প্রতিবার সমীকরণ উল্টে দিয়ে ওদের একহাত নিয়েছে জন ক্যালকিন। গায়ের জোরে অস্বীকার করা যাবে না ব্যাপারটা। বেগার খেটেছে ওরা, কিন্তু বিনিময়ে কিছুই জোটেনি। সমস্ত যুক্তি বা তর্ক বিচার করলেও, জেক জানে যে দলের কেউ কেউ ভাবতে শুরু করেছে যে আদৌ কোন গুপ্তধন নেই।

স্যাম চলে যাওয়ায় ক্ষতি হয়েছে। ক্রুদের অনেকেই স্যামকে পছন্দ করত। দৃঢ়চেতা, সাচ্চা মানুষ বলে সুনাম ছিল ওর। দুশ্চিন্তার বিষয়: এখন আর কোন কিছুতে গা করছে না জেফ স্টেঙ্গল, এদিকে জেকের কোন নির্দেশই মানছে না টম ড্রেকা।

দলে সংহতি নেই···বিশৃঙ্খল একটা দল!

কফির কাপ তুলে চুমুক দিল জেক, তখনই খুরের শব্দ শুনতে পেল। দেখল বেড়ালের ক্ষিপ্রতায় উঠে দাঁড়িয়েছে টম ড্রেকা। কাপ ফেলে দিয়ে ঝটিতি উঠে দাঁড়াল জেক।

বুড়োকে আগে যেতে দিতে ঘোড়ার গতি কমিয়েছে জন। স্যাডলে বসে ঘাড় ফিরিয়ে বাপের দিকে তাকাল মাইক। কোত্থেকে কী হলো জানে না কেউ, কিন্তু হঠাৎ দেখল শাটন বাহিনীর ক্যাম্পে এসে উপস্থিত হয়েছে ওরা।

দু'দলই প্রচণ্ড চমকে গেছে।

টম ড্রেকাই সক্রিয় হলো প্রথম, বিদ্যুৎ বেগে হাত বাড়াল পিস্তলের দিকে। কিন্তু বসে থাকেনি জন, ঘোড়াকে সামনে বাড়িয়ে দিয়েছে হঠাৎ। পিস্তল বের করে ফেলেছে ড্রেকা, এ-সময় গায়ের উপর এসে পড়ল জনের কালো গেল্ডিং। সংঘর্ষের ধাক্কায় তাল হারিয়ে ফেলল ড্রেকা, চিৎ হয়ে স্টেঙ্গলের উপর গিয়ে পড়ল। সবে তখন উঠে দাঁড়াচ্ছিল স্টেঙ্গল।

খাবলা মেরে রাইফেল তুলে নিয়েছে বিল হ্যানলন, উঠে দাঁড়াচ্ছে। রাইফেল এক হাতে রেখেই পিস্তলের মত সামনের দিকে বাড়াল জন, পরপরই ট্রিগার টেনে দিল। রুদ্ধ চিৎকার উঠল হ্যানলনের কণ্ঠে, ধপাস

করে চিৎ হয়ে পড়ল শক্ত মাটিতে। হাত-পা ছড়ানো, ব্রুক রক্তাক্ত।

সহসা মানুষের চিৎকার, গোঙানি, পিস্তল বা রাইফেলের গর্জনে মুখর হয়ে উঠল জায়গাটা। এদিক-ওদিক লাফ দিল বা দৌড় লাগাল লোকজন, আতঙ্কিত ঘোড়াগুলো দিগ্বিদিক ছুটল। একটা গুলি করতে সক্ষম হয়েছে জেক শাটন, ছুটে সামনে এগোল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পিছিয়ে আসতে বাধ্য হলো। আরেকটু হলে ছুটন্ত প্যাকহর্সগুলোর খুরের তলায় চাপা পড়েছিল!

হঠাৎ শেষ হয়ে গেল লড়াই।

দুটো মিনিট, বুনো উন্মত্ততা, উত্তেজনা আর হট্টগোলের মধ্যে কেটেছে। মুহুর্মুহু গুলির শব্দ বদলে গিয়ে মাঝে মধ্যে হলো। প্রতিপক্ষের পরিকল্পিত আক্রমণে নিভে যাওয়া আগুনের কয়লার ওপাশে গিয়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য হলো ক্রুরা। এবং এবারও, ওদের ক্যাম্প লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে।

খিস্তি করল শাটন, চেঁচিয়ে নির্দেশ দিল ক্রুদের। 'জলদি ঘোড়ায় চড়ো সবাই! ধরো ওদের, চলে গেল তো! ধরো...'

এবার অবাধ্য হলো না কেউ। যে যার আগে পারল, স্যাডলে চেপে বসল।

উঠে দাঁড়িয়ে কাপড় থেকে ধুলো আর ছাই ঝাড়ল জেফ স্টেঙ্গল। জেক এবং লেসলি ছাড়া অন্যরা চলে গেছে। শেষ যে কফিপট ছিল, ফুটো হয়ে মাটির উপর পড়ে আছে ওটা, সমস্ত কফি বেরিয়ে গেছে। ধীর পায়ে পড়ে থাকা কাপের কাছে চলে গেল জেক, নিচু হয়ে তুলে নিল। মনে করেছিল হয়তো কিছুটা অবশিষ্ট থাকবে, কিন্তু খালি। এক ফোঁটাও নেই। তীব্র খিস্তি করল জেক।

'ওদের চলে যেতে দাও, জেক,' প্রস্তাব করল জেফ স্টেঙ্গল। 'কিছুই খুঁজে পাবে না ওরা। যদি পায়ও, সেজন্য হয়তো অনুতাপ করবে।'

'ইচ্ছে করে এটা করেছে ওরা?'

'উঁহুঁ, দুর্ঘটনাক্রমে এখানে এসে উপস্থিত হয়েছিল। আমাদের মত ওরাও চমকে গিয়েছিল।' ইশারায় বিলের লাশ দেখাল ও। 'তুমি বরং ওকে দেখো একবার। সম্ভবত মরে গেছে বিল। এত কাছ থেকে মিস্

করে না জন ক্যালকিন।'

বিলের পাশে চলে গেল লেসলি। 'মরে ভূত! মনে হচ্ছে হৃৎপিণ্ডে লেগেছে।' জেকের দিকে ফিরল সে। 'চলো, ভাগি এখান থেকে। এরপর কে, বুঝতে পারছ? আমাদের একজন।'

'চলে যাব?' যেন শুনতে পায়নি জেক, অপ্রকৃতিস্থ শোনাল কণ্ঠ। 'কোন্ দুঃখে যাব? পাগল হয়ে গেছ নাকি? আরে বেকুব, সোনা আছে ওখানে, সোনা! সোনা ফেলে যাব কেন?'

চারপাশে দৃষ্টি চালাল স্টেঙ্গল। 'থাকলেই বা কী? কী মনে হয় তোমার, মাথামোটা গবেটগুলোকে নিয়ে কতদূর যেতে পারবে? সোনা পাওয়া মাত্র কামড়াকামড়ি শুরু হয়ে যাবে, তোমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে তোমাকেই খুন করবে ওরা। আমার মতামত হচ্ছে, চলো এখান থেকে কেটে পড়ি এবং ভুলেও আর আসব না। তবে কিছুদিন পর, পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে চুপিসারে আসব আবার। সবাই নয়, অল্প কয়েকজন···যাদের উপর বিশ্বাস রাখা যায়।'

নড করল লেসলি। 'ঠিক বলেছ। আমারও পছন্দ হয়েছে আইডিয়াটা। অসতর্ক অবস্থায় ধরব ওদের, ততদিনে সোনা খুঁজে বের করে ফেলবে ক্যালকিন!'

'ছেলেরা ফিরে এলে?'

বিদ্রূপের হাসি ফুটল স্টেঙ্গলের ঠোঁটে। 'তুমি দেখছি কিছুই জানো না। ওদের অনেকেই দল ছেড়ে যাওয়ার চিন্তা করছে। কেউ কেউ ভাবছে অযথা খাটাচ্ছ ওদের, সোনা বা মূল্যবান কিছু আসলে নেই। ধরে নাও ওদের বেশিরভাগ আর আসবে না, তবে ড্রেকার কথা আলাদা। এলিসার দিকে নজর পড়েছে ওর।'

'কী?' ঝটিতি মাথা তুলল জেক। 'টম ড্রেকা? এত বড় দুঃসাহস! আমি নিজে খুন করব ওকে!'

'তুমি তা হলে কিছুই দেখোনি বাঁ টের পাওনি?' ভর্ৎসনা প্রকাশ পেল জেফ স্টেঙ্গলের কণ্ঠে। 'তবে আমি দেখেছি। একটা কথা মনে রেখো, ড্রেকা স্বাভাবিক মানুষ নয়। মানুষও নয় বোধহয়। অমানুষ। অশুভ কী যেন আছে ওর মধ্যে।'

'ওকে খুন করব আমি,' বিড়বিড় করে শপথ করল জেক শাটন।

'হয়তো সত্যিই তাই করতে হবে তোমার,' মৃদু স্বরে বলল স্টেঙ্গল। 'এবং চেষ্টা করতে গিয়ে নিজেই খুন হয়ে যাবে।'

আঠারো

ভোরের আলোয় প্রশান্ত স্থবিরতা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে র‍্যাম্পার্টের কেবিনটা। সেন্টিনেল পাইনের ঋজু অবয়ব যেন গির্জায় প্রার্থনায় দাঁড়ানো নান। মৃদুমন্দ বাতাসে কাঁপছে অ্যাসপেনের পাতা, দূরে সুউচ্চ শৃঙ্গের চূড়ায় সোনালি মুকুট পরিয়েছে সূর্যের প্রথম আলো।

ধীর গতিতে এগোচ্ছে ওদের ঘোড়া, সারা রাতের রাইডে ক্লান্ত; পানির উপস্থিতি আর যাত্রার সমাপ্তি টের পেয়ে কৃতজ্ঞ বোধ করছে।

স্যাডল ছেড়ে নামল জন ক্যালকিন, হাত বাড়িয়ে এলিসাকে নামতে সাহায্য করল। মাইকও হাত বাড়িয়েছিল, তবে সেকেন্ড খানেক দেরিতে। বিফল হয়ে থমথমে হয়ে গেল মাইকের মুখ, হাতটা চট করে ফিরিয়ে নিল, এমনভাবে যেন আদৌ সাহায্য করতে চায়নি বা হাত বাড়ায়নি। ঘুরে বাপের ঘোড়ার পাশে চলে গেল সে, ওয়েসকে নামতে সাহায্য করল, প্রায় পাঁজাকোলা করে কেবিনে নিয়ে গেল তাকে।

'চারপাশে খুঁজে দেখবে নাকি?' বুড়োর উদ্দেশে জানতে চাইল জন। 'আমাদের মধ্যে সম্ভবত সেরা স্কাউট তুমি।'

'দেখতেও পারি। আমার তো ধারণা তুমিও কম যাও না। যাক্‌গে, এবার শান্তিতে সময় কাটানো যাবে। মনে হয় না ওরা জ্বালাতে আসবে। এলেও ঠিক টের পেয়ে যাব আমরা, চারপাশে যা গাছপালা, শব্দ হবেই।'

সমস্ত গিয়ার ঘোড়ার পিঠ থেকে নামানো হলো, প্যাক সহ ভিতরে নিয়ে যাওয়ার পর, ওয়েসের জন্য বিছানা তৈরি করা হলো। শেষে রাইফেল হাতে মেসার কিনারার দিকে এগোল জন। দিনের আলো দ্রুত ফুটে উঠছে, পাহাড় বা বনভূমি থেকে বিদায় নিচ্ছে ছায়া। মাইলকে মাইল জুড়ে জমি ভেসে উঠছে দৃষ্টিসীমায়।

ঢালু হয়ে উঠে গেছে রিমের কিনারা, খাড়া এক পাহাড়ের চূড়ায় গিয়ে উঠেছে। ওপাশে প্রায় দু'শো ফুট নীচে পাহাড়ের কাঁধে গিয়ে শেষ হয়েছে।

ক্লিফগুলো মোটেই সমতল নয়, বরং এবড়োখেবড়ো আর ঢেউ খেলানো। হঠাৎ, খাড়া পাহাড়ের দুই দেয়াল যেখানে মিলিত হয়েছে, দুটো জিনিস চোখে পড়ল জনের–বোল্ডারের ফাঁকে একটা সঙ্কীর্ণ ফোকর, আর দেয়ালের খানিকটা উঁচু অংশ। এগিয়ে গিয়ে ফোকর দিয়ে উঁকি দিল জন।

পাহাড়ী দেয়াল ওপাশের গুপ্ত জায়গাকে পুরোপুরি আড়াল করেছে। ক্রমশ নিচু হয়ে নেমে গেছে একটা পথ, রাইফেল হাতে বহু লোকের হামলা ঠেকানোর জন্যও আদর্শ জায়গা। নীচের বেশ কয়েকটা ট্রেইল চোখে পড়ছে এখান থেকে, শুধু একটা রাইফেল নিয়ে বসলে···

'বুড়ো বা আমি,' নিচু স্বরে স্বগতোক্তি করল জন। 'রাইফেলে হাত ভাল না-হলে সুবিধা করা যাবে না।'

পিছনে পদশব্দ শুনে ফিরে তাকাল জন। এলিসা।

'দেখতে পাচ্ছ কাউকে?' জানতে চাইল মেয়েটা।

'না। ওরা অবশ্য এখনও খুঁজে পায়নি আমাদের।'

'জিনিসটা কোথায়, বুঝতে পেরেছ? লুকানো জিনিসের কথা বলছি।'

'তা জানি না। তবে কীভাবে খুঁজতে হবে, সেটা বুঝেছি।'

নীচের বন আর তৃণভূমির দিকে তাকাল এলিসা। 'খুবই সুন্দর জায়গা। এই জমিই তো সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত জিনিস হতে পারে। অথচ তারপরও কেন এত রক্তারক্তি?'

'সৃষ্টি জগতের সবচেয়ে কঠিন প্রশ্ন এটা, এলিসা, সব যুগে সব

সভ্যতার মানুষ এই প্রশ্ন করে এসেছে। মানুষের চাহিদার শেষ নেই। নিজে কী পেল সেটা ভাবে না, বরং অন্যদের সম্পদের দিকে থাকে নজর। এভাবেই ঈর্ষা, লোভ, প্রতিহিংসা আর বিদ্বেষের জন্ম। সম্পদের লিপ্সায় মরিয়া হয়ে উঠে মানুষ। কখনও কখনও অবাস্তব ও মাত্রাতিরিক্ত আকাঙ্ক্ষাও তাড়া করে তাদের। এখানে "গুপ্তধনের" ব্যাপারটাও তেমন।'

দিগন্ত জরিপ করল জন। 'কয়েকজনই তো মরেছে, অযথা সময় নষ্ট করেছে ওরা, দুর্ভোগ সয়েছে, অথচ শুধু শুধু–বিনিময়ে কিচ্ছু পাবে না! অন্যের কষ্টের ফল ভোগ করা এত সহজ নয়। শেষ পরিণতির এখনও সময় হয়নি।'

'কী ঘটবে, জন?' উদ্বিগ্ন স্বরে জানতে চাইল এলিসা।

'আমাদের ধরতে আসবে ওরা। বহুদিন ধরে গুপ্তধনের খোঁজে রয়েছে শাটন। এখন যদি হাল ছেড়ে দেয়, এতদিনের পরিশ্রম বিফলে যাবে। নিশ্চিন্ত থাকো, আসবে সবাই।'

'কখন আসবে মনে হয়?'

'বলতে পারছি না। কিন্তু সম্ভব হলে ওদের ঠেকাতে হবে।'

'জেক শাটন ওদের সঙ্গে না-এলেই ভাল হবে। আমি চাই না অযথা গুলি খাক ও।'

'আমিও চাই না।'

সূর্যের আলো ভাল করে ফুটে উঠেছে, নীচের জমিন স্পষ্ট চোখে পড়ছে এখন।

চমৎকার জায়গা। বেশিরভাগ তৃণভূমি, মাঝে মাঝে পাহাড় রয়েছে, তবে পাহাড়েও প্রচুর গাছপালা। চাইলেই এখানে সোনা ফলাতে পারবে যে-কেউ। দিনে দিনে মাইনিং বাড়ছে, ক্যাম্পে গরুর চাহিদা হবে। স্বভাবতই মাইনারদের কাছে গরু, শস্য বা সব্জি বিক্রি করে দিব্যি চলে যাবে। মুরদের নিশ্চয়ই সমস্যা হবে না।

এক মুঠো মাটি তুলে নিরীখ করল জন। উর্বরা। আশপাশে গাছের অভাব নেই, আরও অনেক গাছই জন্মাবে। সব্জি বা শস্য ফলবে। নীচে অপেক্ষাকৃত রুক্ষ জমিতেও ফলন হতে পারে। একটু বুদ্ধি খাটালেই

হবে। ইতোমধ্যে যে-ধরনের গাছ বা গুল্ম জমেছে, একই জাতের ফসল ফলালে ঠকবে না কেউ–শুধু মাটি, পানি আর আবহাওয়ার ব্যাপারটা বিবেচনা করলেই চলবে।

একটা পাথরের সঙ্গে হেলান দিয়ে বসে পাশে রাইফেল নামিয়ে রাখল জন। নীচের বিস্তীর্ণ সবুজ চত্বরে ঘুরে বেড়াল ওর শ্যেনদৃষ্টি।

চমৎকার জায়গা পছন্দ করেছে গ্রেগ! শত মাইলের মধ্যে এরচেয়ে সুন্দর জায়গায় বোধহয় আর নেই। শুধু সৌন্দর্যের বিবেচনায় নয়, বরং জমির উৎকর্ষতা বা প্রতিরক্ষার বিবেচনায়ও এটা সেরা।

ক্লান্ত লাগছে খুব। তপ্ত রোদ্দুর, তবে সহনীয়। ধীরে ধীরে শিথিল হয়ে আসছে ওর মাংসপেশি।

'ঝামেলাটা শেষ হলে কী করবে তুমি?' এলিসার প্রশ্ন।

'ঠিক জানি না। কয়েকদিন হয়তো থাকব এখানে, তারপর নিরুদ্দেশ হয়ে যাব। ঘুরতে ভাল লাগে আমার। কখনও ইচ্ছে করলে চলে আসব, দু'একদিন থেকে যাব এখানে।' থামল জন, নীচের জমিনে ঘুরে বেড়াচ্ছে ওর দৃষ্টি। 'তুমি কী করবে?'

'ভাবছি এল পাসোয় চলে যাব। ওখানে তো স্কুল আছে, একটা চাকরি পেয়ে যাব নিশ্চয়ই।'

হঠাৎ শাটন বাহিনীকে দেখতে পেল জন। চারজনের একটা দল। ক্যানিয়নের কাছে সঙ্কীর্ণ ড্র থেকে বের হয়ে এসেছে। ড্র থেকে বেরিয়ে দুলকি চালে ঘোড়া ছুটিয়ে তৃণভূমিতে পৌঁছল সবাই, গাছপালার আড়ালে হারিয়ে গেল কিছুক্ষণের জন্য, তারপর আবার খোলা জায়গায় বেরিয়ে এল।

'ওই যে, এসে গেছে ওরা!' আঙুল তুলে দেখাল জন।

তাকাল এলিসা। একসঙ্গে থাকছে চারজন, পরস্পরের কাছ থেকে আলাদা হচ্ছে না বললে চলে। চারটা ঘোড়া উদ্দাম গতিতে ছুটছে, দৃশ্যটা দেখার মত। 'এখান থেকে খুবই সুন্দর লাগছে!'

'হ্যাঁ,' একমত হলো জন। সারাক্ষণ চোখ রেখেছে দলটার উপর। ট্রেইলে চলার ফাঁকে কাভারের কারণে কখনও তাদের চোখে পড়ছে, কখনও আবার থেকে যাচ্ছে দৃষ্টির আড়ালে।

'কত দূরে আছে ওরা?'

শ্রাগ করল জন। 'দেড় বা দুই মাইল হবে। গতি কমিয়ে ফেলেছে ওরা, সম্ভবত আমাদের দিকে ওদের নজর।'

'আমাদের দেখে ফেলেছে?'

'না। অতদূর থেকে আমাদের স্পট করতে পারবে না···আমার ধারণা দেয়াল বরাবর ওঠার রাস্তা খুঁজছে ওরা।'

'অন্যদের জানানো দরকার।'

'বেশ,' কিন্তু দ্বিধা করল জন, দিগন্তে ছড়িয়ে পড়েছে ওর দৃষ্টি। 'মাত্র চারজন? উঁহুঁ, আরও লোক আছে। সম্ভবত অন্য কোন ট্রেইল ধরে আসছে।'

'মাইককে পাঠিয়ে দেব?'

'না। ওকে বোলো বুড়োকে নিয়ে যেন ঝর্নার দিকের ট্রেইল থেকে সমস্ত চিহ্ন মুছে দেয়। ওয়েসের দিকে খেয়াল রেখো তুমি। মনে হচ্ছে এবারের লড়াই সহজে শেষ হবে না।'

নীচের রাইডাররা আরও কাছে চলে এসেছে। পলকের জন্য রাইফেলের ব্যারেলে প্রতিফলিত আলো চোখে পড়ল জনের। চোখ রাখল দলটার উপর, ট্রেইলে খুব কম জায়গাই রয়েছে যে এখান থেকে দেখতে পাবে না জন।

রাইফেল তুলে কাঁধে বাঁট ঠেকাল জন, চিবুক নেমে এল স্টকের উপর, গান-সাইট বরাবর অনুসরণ করল দলটাকে। এখনও অনেক দূরে আছে, তবে তাড়াও নেই জনের। তা ছাড়া, অযথা কার্তুজ খরচ করার ইচ্ছে নেই ওর।

হঠাৎ উদ্বেগ বোধ করল জন। শত্রুরা নিশ্চয়ই জানে ওরা উপরে আছে। এটাও জানে যে তাদের দেখতে পাবে জনরা। তা হলে কেন···?

ঘুরে কেবিনের দিকে ছুটল জন।

দোরগোড়া থেকে ভিতরে ওয়েস মুরকে দেখতে পেল ও। বিছানায় উঠে বসছে সে। 'কী হয়েছে? কোন সমস্যা?' জানতে চাইল সে।

দরজার কাছে এক কোণে পড়ে আছে ওয়েসের রাইফেল। বাম

হাতে ওটা তুলে নিল জন, তারপর ওয়েসের দিকে ছুঁড়ে দিল। ওরা এসে পড়েছে!'

ঘুরে বেরিয়ে এল জন, বনের দিকে ছুটল। গাছের আড়ালে একটা ছায়া নড়ে উঠতে দেখতে পেল, ভোজবাজির মত বেরিয়ে এসেছে। রাইফেল তুলছে লোকটা। কোমরের কাছ থেকে গুলি করল জন। লোকটার মুখের কাছে গাছের গুঁড়ি থেকে খাবলা মেরে বাকল তুলে নিল গুলিটা, স্প্লিন্টার আর বাকলের তুবড়ি ছোটাল।

লেভার টেনে আবার গুলি করল জন। ককিয়ে উঠল লোকটার রাইফেল, তবে বুলেটের শব্দ হলো না। জন দেখল একহাত বাড়িয়ে পাশের গাছ আঁকড়ে ধরেছে লোকটা, বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওর দিকে, ঠোঁটজোড়া নড়ছে, কিন্তু মুখ দিয়ে কোন শব্দ ফুটল না। কথাগুলো বলা হলো না আর।

মুমূর্ষু লোকটাকে পাশ কাটিয়ে ছুটে গেল জন, পেরোনোর সময় হাত বাড়িয়ে লোকটার রাইফেল তুলে নিয়েছে। একটা হেনরি। চমৎকার জিনিস। হঠাৎ থমকে দাঁড়াল ও, তারপর ফিরে এল মৃত লোকটার কাছে। মাটিতে পড়ে আছে সে, গাছের গুঁড়ির সঙ্গে ঠেকে আছে কাঁধ আর বুক।

একটুও দ্বিধা করল না জন, গানবেল্টের বাকল খুলে একটানে মুক্ত করে ফেলল। অনুমতির তোয়াক্কা করে কে! বিশটা কার্তুজ আছে লোকটার বেল্টে, সবক'টাই পয়েন্ট ফোর-ফোর।

নিখুঁত পরিকল্পনা। সময়ের সামান্য হেরফেরও হয়নি। নীচে চারজনের দলটা আড়ালে অপেক্ষায় থেকেছে, যাতে ঘুরপথে কেবিনের কাছে পৌঁছতে পারে অন্যরা। জন যখন নীচে ওদের উপর চোখ রাখছিল, ততক্ষণে বাড়ির কাছে পৌঁছে গিয়েছিল বনের লোকটা। সৌভাগ্যক্রমে ওদের পরিকল্পনা অনুমান করতে পেরেছিল জন। সত্যি কি বিপদ কেটে গেছে? আরও লোক নেই তো?

নিশ্চয়ই আছে। কোথায় তারা? এলিসা গেল কোথায়? বুড়ো বা মাইকের পাত্তা নেই কেন?

কোন শব্দ নেই, রাইফেল বা পিস্তলের গর্জন নেই।

যে-লোকটাকে খুন করেছে ও, বাড়ির কাছে কি শুধু সে-ই এসেছিল? মনে হয় না। আরও লোক ছিল নিশ্চয়ই? কোথায় গেছে তারা?

বিশাল এক পন্ডেরোসার পিছনে আড়াল নিল জন।

সামনে থেকে চেঁচিয়ে উঠল একটা কণ্ঠ: 'বেরিয়ে এসো, ক্যালকিন! ধরা দাও! এলিসা আর ওই ছেলেটা এখন আমাদের জিম্মায় আছে!'

'জেক শাটন আছে তোমাদের সঙ্গে?' জানতে চাইল জন।

মুহূর্তের নীরবতা। তারপর: 'না। ও থেকে কী করবে? এসবের সঙ্গে ওর সম্পর্ক নেই। হয় তুমি বেরিয়ে আসবে, নইলে ওদের দু'জনকেই খুন করে ফেলব।'

'কথাটা জেক শাটনকে শুনিয়ে দেখো না!' পাল্টা তাচ্ছিল্য প্রকাশ করল জন।

'চুপচাপ বেরিয়ে এসো। সাবধান, হাতে যেন পিস্তল বা রাইফেল না-থাকে।'

সন্তর্পণে খানিক পাশে সরল জন, এখান থেকে সরে পড়তে চাইছে। দৃষ্টি নামিয়ে মাটির দিকে তাকাল, অনুমান করার প্রয়াস পেল চলার সময় কতটা শব্দ তৈরি হবে। কণ্ঠ শুনে লোকটার অবস্থান মোটামুটি অনুমান করে নিয়েছে।

বুড়ো গেল কোথায়? শাটন বাহিনী কি আদৌ তার অস্তিত্বের কথা জানে?

'নিকুচি করি তোমার! জলদি বেরিয়ে এসো, নইলে একটা একটা করে ছেলেটার আঙুল ভাঙা শুরু করব!'

'গ্রেগকে খুন করেছে কে?' জানতে চাইল জন, তেমন জোরাল কণ্ঠ নয়, তবে শত্রুরা শুনতে পাবে। 'খুনী লোকটাকে বা লোকগুলোকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দিতে বলেছি না? ঝুলিয়েছ?'

'পাগল নাকি? কে কাকে ঝোলাবে, অ্যাঁ? আর এখানে কর্তৃত্ব আমাদের!'

'পুরো আউটফিট কি এখন তুমি চালাচ্ছ?'

ক'জন আছে ওরা? সহসাই জন নিশ্চিত হয়ে গেল তিনজনের

বেশি হবে না, সম্ভবত দু'জন। আর মাইক এবং এলিসাকে যদি আটক করে থাকে, এদের সঙ্গে নেই ওরা।

সন্তর্পণে, দ্রুত এগোল ও। বিশ গজ এগিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল।

শাটন, ড্রেকা বা স্টেঙ্গল কোথায়?

শত্রুর নড়াচড়া শুনতে পেতে উন্মুখ জন, এ-সময় ভারী রাইফেলের ভোঁতা গর্জন কানে এল। তীক্ষ্ণ স্বরে আর্তনাদ করল কেউ, পরপরই একসঙ্গে গর্জে উঠল কয়েকটা বন্দুক। খানিক বিরতি দিয়ে আবার গর্জে উঠল ভারী রাইফেলটা। গলা ফাটিয়ে খিস্তি করল কেউ।

ক্রল করে শব্দের উৎসের দিকে এগোল জন, সঙ্গে দুটো রাইফেলই আছে। হঠাৎ নিজেরটা ফেলে দিয়ে বাড়তি রাইফেলটা কাঁধে তুলে নিল ও। ঝোপ ছেড়ে বেরিয়ে এসে ওর আড়াআড়ি দৌড়াচ্ছে কয়েকজন লোক। গুলি চালাল জন। হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল একজন, আরেকজন ঘুরে পরপর তিনটা গুলি করল জনের উদ্দেশে।

কী একটা এসে আঘাত করল ওকে, দড়াম করে পড়ে গেল জন। দ্বিতীয় গুলি গাছের গুঁড়িতে বিঁধেছে, বাকলের তুবড়ি এসে লাগল ওর চোখে-মুখে। পড়ে না-গেলে গুলিটা ঠিক বিঁধত মাথায়। ফের গুলি করল জন, ততক্ষণে অবশ্য উধাও হয়ে গেছে শত্রুরা।

হাঁটু গেড়ে বসে ছিল জন, উঠে দাঁড়াচ্ছে এ-সময় সামনের ঝোপ থেকে ছুটে বেরিয়ে এল এক লোক। সরাসরি ওর দিকে ছুটে আসছে। রাইফেল মাথার উপর তুলে চালাল জন, লোকটার হাঁটুর নীচে লাগল। গলা ফাটিয়ে চেঁচাল লোকটা। এদিকে উঠতে উঠতে ডাইভ দিল জন। লোকটাকে নিয়ে পড়ল মাটিতে।

ওঠার চেষ্টা করল লোকটা, রাইফেল ঘুরিয়ে সামনে নিয়ে আসার প্রয়াস পেল। ঘুরানোর মত সময় বা সুযোগ নেই দেখে রাইফেলের নল সামনে বাড়াল জন, লোকটার চিবুকে ঠেসে ধরে ট্রিগার টেনে দিল।

টলে উঠল জন, ভারসাম্য হারিয়ে একটা গাছের উপর গড়ল।

লোকটা যেই হোক, তাকে নিয়ে আর চিন্তা করতে হবে না। লোকটার রাইফেল তুলে ঝোপের দিকে ছুঁড়ে মারল জন, এক টানে নিজের গানবেল্ট খুলে ফেলল। বাম পায়ে তীব্র ব্যথা বোধ হচ্ছে, কিন্তু

কোন রক্ত চোখে পড়ল না।

বাড়তি রাইফেলটা সঙ্গে না-রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে জন। ঝামেলা শুধু। গাছের সঙ্গে হেলিয়ে রাখল ওটা, গাছের গোড়ায় জন্মানো গুল্মের কারণে প্রায় চোখে পড়ছে না।

খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে পাশের গাছের আড়ালে চলে গেল জন, তারপর ঘন বনে প্রবেশ করল। বনের ফাঁকফোকর দিয়ে কেবিনের এক কোনা চোখে পড়ছে এখান থেকে। দুই কদম এগিয়েও থমকে দাঁড়াতে হলো।

'হয়েছে, ক্যালকিন! এক চুল নড়েছ তো খুন হয়ে যাবে! আমি জেফ স্টেঙ্গল।'

কিছু করার নেই। নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে ও। এগিয়ে এসে ওর হোলস্টার থেকে পিস্তল দুটো তুলে নিল একজন।

উনিশ

একটা পদক্ষেপ—সঠিক আর বেঠিক হোক—ওর মৃত্যু নিশ্চিত করে ফেলবে। আর যাকেই হোক, জেফ স্টেঙ্গলকে বোকা বানানো যাবে না। একেবারে সাচ্চা মানুষ নয় সে, বরং মন্দ লোক বলা চলে; মর্জি হলে একটা নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত ছাড় দেয়, কিন্তু প্রয়োজনে সামান্য দ্বিধাও করবে না, স্রেফ ট্রিগার টেনে দেবে। দয়া, মহানুভূতি বা দুর্বলতা—হয়তো আছে স্টেঙ্গলের, তবে সেটা তখনই পাওয়া যায় যখন সে দেখাতে চাইবে।

খুন যেহেতু আগেও করেছে স্টেঙ্গল, আরেকটা করতে দ্বিধা করবে কেন?

পিস্তলে দারুণ চালু লোক। লক্ষ্যভেদে নিপুণ।

নড়াচড়া মানে নিশ্চিত মৃত্যু। এখনই মরার ইচ্ছে নেই জনের, জীবনে বহু কিছু পাওয়া বাকি রয়ে গেছে ওর।

'মনে হচ্ছে এই দানটা তুমি জিতেছ, জেফ,' মৃদু স্বরে বলল জন। 'আমি তো ভেবেছি তোমাকে আর দেখতে পাব না।'

'জেফ তো এসেছেই, আমিও এসেছি!' বিল হ্যারিগানের কণ্ঠ। পিছু পিছু আরও দু'জন লোক বেরিয়ে এল গাছের আড়াল থেকে।

'আরে!' বিস্ময় প্রকাশ করল একজন। 'ওর কাছে তো হেনরি! অথচ আমি নিশ্চিত বাফেলো বন্দুকের গর্জন শুনেছি!'

ব্যাপারটা বুঝতে অসুবিধা হলো না জনের। বুড়োর বাফেলো গানের গর্জন শুনতে পেয়েছে ওরা, আর জনের কাছে দেখছে হেনরি। হিসাব মেলাতে পারছে না।

'গুলির শব্দ তো শুনেছ?' নিজ থেকে বলল ও। 'একেবারে বাফেলো গানের মত কেশে ওঠে ওটা। শার্পস ফিফটির মত! কসম খেয়ে বলছি...'

'জেক তোমার সঙ্গে কথা বলতে চায়, জন,' বাধা দিল জেফ স্টেঙ্গল। 'খুব সাবধানে এগোবে কিন্তু। আমি তোমাকে এখনই খুন করতে চাই না, তবে নাচার হলে তাই করব।'

উপায় নেই, তাই স্টেঙ্গলকে অনুসরণ করল জন।

শাটন ক্যাম্পে পৌঁছে ওরা দেখল একপাশে আগুন জ্বালানো হয়েছে, বরাবরের মত দায়িত্ব নিয়েছে লেসলি শাটন। জনের জন্য অপেক্ষায় ছিল জেক শাটন, রীতিমত অধীর দেখাচ্ছে তাকে।

'যাক, শেষপর্যন্ত তোমাকে ধরা গেল,' স্বস্তির সুরে বলল জেক শাটন, একটা পাথরের উপর বসে ভারী লোমশ দুই হাত নামিয়ে রাখল হাঁটুর উপর। 'অনেক ভুগিয়েছ আমাদের, এখন সবকিছু পুষিয়ে দেবে তুমি।'

'খুশি মনেই করব,' উল্টোদিকের একটা পাথরে বসে পড়ল জন। 'কী করতে হবে? এলাকা ছেড়ে চলে যেতে চাও? বেশ, পথ বাতলে দিচ্ছি। নীচের ওই ট্রেইল ধরে নাক বরাবর গেলেই...'

'এলাকা ছেড়ে যাব? এ-কথা বলল কে?' খেপে যাচ্ছে শাটন।

'তুমি হয়তো বুঝতে পেরেছ অযথা আলেয়ার পিছে ছুটেছ এতদিন,' সিরিয়াস কণ্ঠে বলল জন। 'তাই এখান থেকে চলে যেতে চাইছ এখন। তুমি হয়তো পাহাড় পেরিয়ে যেতে চাও, কিন্তু ট্রেইল চেনো না। ভাবলাম তোমাকে ট্রেইলের খবর জানানোর জন্য আমাকে নিয়ে এসেছে জেফ।'

'নিকুচি করি তোমার, ক্যালকিন!' রাগে লাল হয়ে গেছে জেক শাটনের মুখ। 'গোল্লায় যাও তুমি! তোমার কাছে শুধু একটা জিনিসই চাওয়ার আছে আমার—ওই গুপ্তধন। জায়গা মত নিয়ে যাও আমাদের, তা হলে বিনা শর্তে ছেড়ে দেব তোমাকে।'

স্মিত হাসল জন। 'দেখো, জেক, সৎ থাকার চেষ্টা করো। আমাকে বিনা শর্তে কেন, কোনরকম শর্তেও মুক্তি দেবে না তুমি। তুমি ভাল করেই জানো যে হাতে যদি একটা পিস্তল পাই...'

টম ড্রেকা যোগ দিল ওদের সঙ্গে। 'হাত না-থাকলে পিস্তল দিয়ে কী করবে? তোমার হাত দুটো যদি কেটে নিই, ক্যালকিন? তোমার আছে দুটো হাত, আর আমার আছে একটা বাউই ছুরি। এবং লেসলির কাছে কাঠ কাটার ধারাল একটা কুঠার আছে।'

'বদ লোকের বদ চিন্তা,' নিরুত্তাপ স্বরে বলল জন। 'তোমার পক্ষে এটাই স্বাভাবিক। আমার হাত কেটে ফেলতে চাও, কারণ তুমি জানো আমি তোমার চেয়ে ফাস্ট, নিশানায়ও নিপুণ। ফেয়ার ডুয়েল হলে কখনোই জিততে পারবে না। ভয় পেয়েছ, এটা আবার স্বীকার করে বোসো না!'

'আমি ভয় পাব?' আগুন থেকে জ্বলন্ত একটা বড়সড় কাঠি তুলে নিল টম ড্রেকা। 'তোমার দুটো চোখও আছে, ক্যালকিন। একটা কমে গেলে কেমন লাগবে, বলো তো?'

'ওটা নামিয়ে রাখো, ড্রেকা,' নির্দেশ দিল জেক শাটন। 'মানুষ খুন করি আমি, কিন্তু কাউকে অত্যাচার করি না।'

'তা হলে কীভাবে গুপ্তধন খুঁজে পাবে? তুমি নির্দেশ দিলেই কি সব বলে দেবে ও?'

'কেন বলব না, ড্রেকা?' সোৎসাহে বলল জন। 'শাটন ভদ্রলোক।

আর স্টেঙ্গলও কথার দাম রাখে। ওদের যে-কারও উপর বিশ্বাস আছে আমার।' আড়ষ্ট পা সামনে প্রসারিত করল ও। 'শাটন, এলিসা আর ওই ছেলেটা তোমার জিম্মায় আছে?'

'হ্যাঁ। একেবারে অসতর্ক অবস্থায় ধরেছি ওদের। নিরাপদ জায়গায় আছে ওরা।' হাতের বুড়ো আঙুল ঘাড়ের উপর তুলে পিছন দিকটা দেখাল জেক শাটন।

'ওদের ছেড়ে দাও। প্রত্যেককে একটা করে ঘোড়া দেবে, মাইকের বাবারও কোন ক্ষতি করতে পারবে না। তা হলে গুপ্তধনের কাছে নিয়ে যাব তোমাদের।'

'তোমার কথা বিশ্বাস করব ভাবলে কী করে?' বিদ্রূপ করল ড্রেকা।

'আমি ওকে বিশ্বাস করি, ড্রেকা,' তৎক্ষণাৎ জানিয়ে দিল স্টেঙ্গল।

অবস্থান বদল করল শাটন, পাইপ ধরাল। 'আমার হিসাব শুনবে, ক্যালকিন? শুধু তোমাকে নয়, সবক'টাকে হাতের মুঠোয় পেয়েছি। ছেলেটার বাবা বেশ অসুস্থ। কারও সঙ্গে তর্ক করতে চাই না আমরা, দর কষাকষিও করব না। হয় গুপ্তধনের ব্যাপারে সবকিছু খুলে বলবে আমাদের, নইলে আহত ওই চাষাকে খুন করে ফেলব। প্রয়োজনে মাইককেও গুলি করব।'

পাইপে টান দিল শাটন, এক মুখ ধোঁয়া উঠে গেল। ধোঁয়ার দিকে তাকিয়ে থাকল সে, গম্ভীর মুখ, চাহনি অধৈর্য। 'প্রয়োজনে তোমাকে খুন করতেও আপত্তি নেই আমাদের,' কর্কশ কণ্ঠে যোগ করল জেক শাটন।

'হ্যাঁ, চাইলে করতে পারবে, কিন্তু করবে না,' আত্মবিশ্বাসী সুরে বলল জন। 'গুপ্তধন পেতে হলে আমাকে তোমার লাগবেই।'

'কিন্তু একটা ব্যাপার তোমার স্পষ্ট বোঝা উচিত, দর কষাকষি করার অবস্থায় নেই তুমি, ক্যালকিন। তোমার এখন একটাই কাজ। বন্ধুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে গুপ্তধনের কাছে নিয়ে যাবে আমাদের। কথা দিচ্ছি, সত্যি তোমাকে অক্ষত ছেড়ে দেব।'

'দুটো শর্ত আছে। আমার বন্ধুদের ছেড়ে দেবে,' মৃদু স্বরে বলল জন। 'এবং গ্রেগের খুনীদের ফাঁসিতে চড়াবে। তা হলে তোমাকে গুপ্তধনের কাছে নিয়ে যেতে আপত্তি নেই আমার।'

'ওর সঙ্গে এত খোশগল্প করে কোন ফায়দা হবে?' ত্যক্ত হয়ে গেছে টম ড্রেকা, প্রায় ব্যাখ্যা চাওয়ার ভঙ্গিতে বিদ্রূপ করল বস্-কে।

'আমি তো সবকিছু জানি না,' হঠাৎ মুখ খুলল লেসলি শাটন। 'কিন্তু জনের প্রস্তাবটা ন্যায্যই মনে হচ্ছে। দুই কূল রক্ষা হবে এতে।'

'আমার কাছেও তাই মনে হচ্ছে,' সায় জানাল জেফ স্টেঙ্গল। 'ছেলেটা বা ওর বাবার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই আমাদের, তা হলে কেন আটকে রাখব ওদের?'

'ক্যালকিন খুব ঝামেলাবাজ,' রাগে কেঁপে উঠল টম ড্রেকা। 'মহা ধুরন্ধর! আরে, ওর মতলব বুঝতে পারছ না? আমাদের মধ্যে গণ্ডগোল বাধিয়ে দিতে চাইছে ও।'

'অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে,' বলল জন। 'দলের স্বার্থে খুনীর নিজ থেকে ধরা দেওয়া উচিত।' মুখে মৃদু হাসি ওর, কিন্তু মাথায় ঝড়ের বেগে চিন্তা চলছে।

'গুপ্তধন কোথায় আছে, ক্যালকিন?' ধমকে উঠল শাটন।

'তোমার লোকজন আমাকে এত ব্যস্ত রেখেছে যে খোঁজাখুঁজির সময় পাইনি,' শ্রাগ করে বলল জন।

রাইফেল এবং পিস্তল, সবই কেড়ে নিয়েছে ওরা, ভাবছে জন; তবে বাড়তি রাইফেলটা বড়জোর আধ-মাইল দূরে আছে, একটা গাছের সঙ্গে ঠেস দিয়ে রেখেছিল। যেতে পারলে এখনও নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে।

'ক্যালকিন,' সতর্কতার সঙ্গে বলল জেক শাটন। 'একটা কথা স্পষ্ট জানিয়ে দিতে চাই। তোমার জন্য বহু দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে, মনে কোরো না মুখ বুজে সহ্য করব, বরং সময় হলে সুদাসলে উসুল করে নেব। শেষ একটা সুযোগ দিচ্ছি তোমাকে। মেক্সিকো থেকে যাই নিয়ে আসুক গ্রেগ ক্যালকিন, সেটা খুঁজে বের করো। কাজটা যদি না-করো, মনে কোরো না যে ছেলেদের হাতে তুলে দেব তোমাকে। বরং আমি নিজে গুলি করব তোমাকে।'

'মনে হচ্ছে তোমার কথাই শুনতে হবে,' নিরুত্তাপ স্বরে বলল জন। 'কিন্তু আসল কথা হচ্ছে, একটা সূত্র ছাড়া আর কিছুই নেই হাতে। ওটা দিয়ে গুপ্তধন খুঁজে পাব কি-না আমার নিজেরই সন্দেহ আছে।'

'কীসের সূত্র?' লেসলির জিজ্ঞাসা।

'জিনিসটা কী জানি,' স্বীকার করল জন। 'কিন্তু কীভাবে বা কোথায় আছে এখনও জানি না। শুনতে তোমাদের হয়তো ভাল লাগবে না, তবে সেজন্য সময় দরকার।

'গুলি খাওয়ার পরও মারা যায়নি গ্রেগ, অন্তত মিনিট কয়েক হলেও বেঁচে ছিল। খুনীরা চলে যাওয়ার পর আমার জন্য একটা সূত্র রেখে যাওয়ার চেষ্টা করেছে ও।'

'মুমূর্ষু একজন মানুষ কী রেখে যেতে পারে?' ড্রেকার প্রশ্ন।

'পোর্চের সিঁড়িতে Ten শব্দটা লিখে গেছে ও।'

স্থিরদৃষ্টিতে জনের দিকে তাকিয়ে থাকল প্রত্যেকে।

'Ten? এর মানে কী?' ধমকের সুরে জানতে চাইল ড্রেকা। 'দশ কী?'

'ঠিক এভাবে আমিও ভেবেছি,' বলল জন। 'Ten কী? ভাবতে থাকলাম। যদি দশ ফুট, দশ মাইল, দশ ইঞ্চি বা ওরকম কিছু হয়ে থাকে, তা হলে কেন সংখ্যায় না-লিখে বানানে লিখল? দশ শব্দটার বিশেষ তাৎপর্য কী?'

'আজগুবি!' বিড়বিড় করল লেসলি শাটন। 'আমি তো মাথামুণ্ড কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'রহস্যটা খোলসা করেছ?' জানতে চাইল শাটন।

'সম্ভবত। আমার ধারণা Tennyson লিখতে গিয়েছিল ও, কিন্তু লিখে শেষ করতে পারেনি। Ten লেখার পর মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে গ্রেগ।'

'Tennyson? টেনিসনটা আবার কী?' বিরক্ত স্বরে জানতে চাইল লেসলি।

'কী নয়, বলো কে,' বলল জেক শাটন। 'এটা এক লোকের নাম।'

'সে আবার কে, বাপু?' বলল হ্যারিগান। 'এমন আজব নাম তো কখনও শুনিনি!'

'টেনিসন একজন লেখক ছিলেন,' জানাল শাটন, কঠিন দৃষ্টিতে তাকাল অন্যদের দিকে। 'জীবনে যদি প্রতিদিন দু'তিন মিনিট করেও

পড়তে, তা হলে ওর নাম জানতে পারতে। টেনিসন খুবই নামকরা এক কবি ছিলেন।' জনের দিকে ফিরল সে। 'জাতে ইংরেজ, তাই না?'

'হ্যাঁ, বিখ্যাত কবি। খুবই ভাল লিখতেন।'

'কবি?' যেন ঘোড়ার লাথি খেয়েছে এমনভাবে বিকৃত হয়ে গেল হ্যারিগানের মুখ, বিস্ময় চেপে রাখার চেষ্টা করল না। 'মরার আগে কোন্ খায়েশে এক কবির নাম লিখে যাবে গ্রেগ ক্যালকিন?'

'টেনিসনের লেখা খুব পছন্দ করত ও,' জানাল জন। 'আমিও করি। সত্যি যদি কিছু লুকিয়ে রেখে গিয়ে থাকে গ্রেগ, চায়নি অন্য কেউ সেটা পেয়ে যাক। ও চেয়েছে যেন শুধু আমিই পাই। তাই এমনভাবে সূত্রটা রেখে গেছে যাতে অন্যরা বুঝতে না-পারলেও আমি পারি।'

'দূর! পাগলের প্রলাপ!' থুথু ফেলল ড্রেকা। 'একজন যদি খুঁজে বের করতে পারে, তা হলে অন্যদেরও না-পারার কী আছে?'

'আমার তো ধারণা তুমি নিজেও কম চেষ্টা করোনি,' অবজ্ঞার সুরে বলল জন। 'কিন্তু কিছু কি পেয়েছ? খায়েশ থাকলে আবারও চেষ্টা চালাতে পারো। আশপাশে জায়গার অভাব নেই, চাইলে আমরা সবাই যার যার মত খোঁজাখুঁজি চালিয়ে যেতে পারি। কারও কোন অসুবিধা হবে না।'

'ফালতু প্যাঁচাল ছাড়ো, ক্যালকিন!' রুক্ষ স্বরে বলল জেক। 'অত হাবিজাবি বুঝি না। কিছু যদি সত্যি জানা থাকে তোমার, জলদি বলে ফেলো! জমানো বইয়ে বিশেষ কিছু রেখে গেছে গ্রেগ ক্যালকিন?'

'তাই তো মনে হয়,' উঠে দাঁড়িয়ে শরীরের আড়মোড়া ভাঙল জন। তিন তিনটা পিস্তল উঁচানো ওর দিকে, সামান্য এদিক-ওদিক করলে গুলি করবে এরা, বিন্দুমাত্র দ্বিধা করবে না। তবে এখনই নয়, জানে জন। ওর কাছ থেকে অনেক খবর পাওয়ার আছে এদের।

'আমরা দু'জনেই টেনিসনের লেখা পছন্দ করতাম,' খেই ধরল ও। 'বিশেষ করে কয়েকটা কবিতা তো খুবই প্রিয় ছিল। সেজন্যই গ্রেগ ভেবেছিল আমি বুঝতে পারব এমন কিছু বের করা উচিত। সম্ভবত টেনিসনের কোন একটা কবিতায় সূত্রটা রয়েছে।'

'কবিতায়! এমন কিছু কে ভাবতে পেরেছে?' বিতৃষ্ণায় ঘোঁৎ করে শব্দ করল হ্যারিগান, কিন্তু হঠাৎ মেজাজ বদলে গেল তার। 'একটুও

বিশ্বাস করি না আমি! এর একটা শব্দও নয়! সবই তোমার মনগড়া, ক্যালকিন!'

'হয়তো কিছু অংশ মনগড়া,' বলল জেফ স্টেঙ্গল। 'কিন্তু আমি নিজেও Ten লেখাটা দেখেছি, যদিও তেমন আমল দেইনি।'

স্থির দৃষ্টিতে জনকে দেখছে জেক শার্টন, মনে মনে জনের বলা কথাগুলোর সম্ভাব্যতা বিচার করছে। 'তো?' শেষে জানতে চাইল সে।

'টেনিসনের একটা বই লাগবে আমার,' জানাল জন।

'লাগবেই?' কঠিন হয়ে গেছে শার্টনের চাহনি। 'এমনিতে মনে করতে পারছ না? মুখস্থ নেই তোমার?'

'না। আমি এমনকী জানিও না ঠিক কোন কবিতায় সূত্রটা পাওয়া যাবে। পুরো বইটা দরকার আমার, আর দরকার কিছু সময়–নিবিষ্ট মনে যাতে ওটা পড়তে পারি। একটা কেবিনে হলে ভাল হয়।'

'নষ্ট করার মত সময় নেই আমাদের হাতে,' জানিয়ে দিল ড্রেকা।

'আমরা সবাই যাব ওর সঙ্গে,' সিদ্ধান্ত জানাল শার্টন। 'শুধু ব্রুস আর স্লিম থাকবে এখানে। সবাই একসঙ্গে থাকাই ভাল, খারাপ কিছু যদি ঘটে সামলাতে সুবিধা হবে।

মনে মনে খিস্তি আওড়াল জন। মুখ শুকিয়ে গেছে ওর, তেতো লাগছে। এটাই ওর শেষ সুযোগ ছিল।

বিশ

'এত লোক গিয়ে কী হবে? সবাইকে দরকার হবে না তোমার,' জেকের উদ্দেশে বলল টম ড্রেকা। 'ব্রুস আর স্লিমের সঙ্গে না হয় আমিও থাকি।'

'আমাদের সঙ্গে যাবে তুমি,' একগুঁয়ে স্বরে বলল শাটন।

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল গানম্যান, থোক্ করে আগুনে থুথু মারল। 'ব্রুস যদি থাকে, তা হলে আমিও থাকব।'

জন টের পেল শিথিল হয়ে আসছে ওর মাংসপেশি, তবে সমস্ত অনুভূতি সজাগ, সতর্ক। একটা শোডাউন আসন্ন, যদি···

'বুঝেছি, টম,' হঠাৎ সুর নরম হয়ে গেল জেকের। 'তোমার বোধহয় তেজ কমে গেছে। অসুবিধা নেই, তুমি বিশ্রাম নেবে আর আমরা সোনা তুলে নেব। থাকো এখানে!' রুক্ষ চেহারার সদা নির্বিকার ব্রুসের দিকে ফিরল সে। 'ব্রুস, এদের সবার দায়িত্ব তোমার উপর দিয়ে গেলাম। মনে রেখো, কোনক্রমে কারও ক্ষতি করা যাবে না। নিয়মটা সবার জন্য, বুঝেছ?'

নড করল ব্রুস। 'বুঝেছি। নিশ্চিন্ত থাকো, বস্, ওদের কারও কোনও ক্ষতি হবে না।'

একে একে তৈরি হয়ে নিল সবাই। জেক শাটন থাকল সবার আগে। ক্যাম্প ছেড়ে কয়েক গজ এগিয়ে এসেছে, এ-সময় জেকের পাশে চলে এল লেসলি শাটন, চিন্তিত মনে বলল: 'আমি না-হয় থেকে যাই?'

'আরে, অত চিন্তা কোরো না! কোনও সমস্যা হবে না ওদের।'

'ড্রেকা যেখানে আছে, সেখানে কোনও মেয়েকে রেখে যেতাম না আমি,' মৃদু স্বরে মনে করিয়ে দিল জন।

'তোমার এত মাথা ব্যথা কেন, ক্যালকিন?' খেঁকিয়ে উঠল জেক। 'কাকে কোথায় রেখে যাব সেটা আমার ব্যাপার। নিজের কাজ দেখাও। যত দ্রুত সম্ভব গুপ্তধনের কাছে নিয়ে চলো আমাদের।'

হেঁটে কেবিনের দিকে এগোল ওরা।

খোলা জায়গার কিনারে এসে থামল জন, সামনে কেবিনটা দেখা যাচ্ছে। পিছন দিকে পিস্তলের খোঁচা খেল।

'থামলে কেন?' জানতে চাইল লেসলি।

উত্তর দিল না জন।

'বেশ, এবার এগোও,' নির্দেশের সুরে বলল জেক।

এগোল জন। খেয়াল করল কেবিনের দরজা খোলা, কবাট জোড়া

সামান্য ফাঁক হয়ে আছে। সামনে গিয়ে আলতো ঠেলা দিল, পুরোপুরি খুলে গেল দরজা।

নেই কেউ। বিছানা করা হয়েছিল, কেউ বিশ্রাম নিয়েছিল বোধহয়। ফায়ারপ্লেসে ম্লানভাবে জ্বলছে কয়েকটা কয়লা। উনুনে চাপানো কফিপট থেকে ধীর গতিতে ধোঁয়া উঠছে।

চারপাশে চকিত দৃষ্টি চালাল জন। পিস্তল বা রাইফেল দূরে থাক, এমন কিছু নেই যা অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। পেটে শূন্য অনুভূতি হচ্ছে ওর, আশা করেছিল অন্তত একটা কিছু পাবে...

পিছন থেকে গায়ের জোরে ওকে ধাক্কা দিল জেক। হুমড়ি খেয়ে পড়তে গিয়েও কোনওরকমে সামলে নিল জন, টলমল পায়ে এগিয়ে গেল দুই কদম।

'নিকুচি করি তোমার! জলদি করো!' ভিতরে ঢুকল জেক, চোখজোড়া রাগে জ্বলছে।

যেভাবে রেখে গিয়েছিল, টেবিলের উপর সেভাবে রয়েছে বইগুলো। উত্তর দিকের জানালা-পথে বাইরে তাকাল জন। উল্টোদিকের জানালার মতই ছোট্ট, যেন পোর্টহোল, তবে খানিক বড়। উপরের দিকটা বাঁকানো।

'সঙের মত দাঁড়িয়ে আছ কেন?' ফের কর্কশ স্বরে তাড়া দিল জেক। 'সব বই তোমার সামনে রয়েছে। কোন্‌টা দরকার, জলদি খুঁজে বের করো!'

একটা একটা করে বই নিজেই তুলে নিল সে, পাতার পর পাতা উল্টে গেল।

একবার, পাতা উল্টিয়ে ছেঁড়া এক টুকরো কাগজ খুঁজে পেল সে, বুক-মার্ক হিসাবে ব্যবহার করেছিল গ্রেগ। 'Ulysses,' একই পৃষ্ঠার কবিতার নাম পড়ল জেক, তারপর মনে মনে পুরো কবিতাটা পড়তে থাকল। ঠোঁট নড়ছে তার, শব্দ হচ্ছে না, মাঝে মধ্যে ভুরু কুঁচকে তাকাল—শব্দের অর্থ ধরতে পারছে না। 'ধেত্তেরি!' শেষে বিরক্তি প্রকাশ করল সে। 'এখানে তো কিছুই নেই!'

আছে ঠিকই, কিন্তু ধরতে পারছে না জেক শাটন। শুধু সে-ই নয়,

কারও পক্ষেই ধরা সম্ভব নয়।

বইটা জনের দিকে বাড়িয়ে দিল সে। ওটা হাতে নিয়ে খুঁজতে শুরু করল জন। ধীরে ধীরে পাতা উল্টাতে লাগল যেন সত্যি কোন সূত্র খুঁজছে। পিট হ্যারিগান আর লেসলি শাটন বেরিয়ে গেছে পোর্চে, বিরক্তিতে গজগজ করছে দু'জন—এমন ফালতু কাজ আর হয়?

জন জানে "Ulysses" খুবই প্রিয় ছিল গ্রেগের। কখনও কখনও চিঠিতে নির্দিষ্ট লাইন বা অংশ উদ্ধৃত করত। এক অংশের শুরুটা বিশেষভাবে মনে পড়ছে জনের:

Yet all experience is an arch wherethrou'
Gleams that untravell'd world whose margin fades
For ever and for ever when I move...

দ্রুত পড়ে যাচ্ছে জন। কোন কবিতাই বাদ দিচ্ছে না, প্রথম থেকে একেবারে শেষ পর্যন্ত। পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘরে পায়চারি করছে।

থেমে উত্তরের জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল ও। ছোট্ট পাথুরে জায়গা ছাড়িয়ে ঘন এক গুচ্ছ গুল্ম আর অ্যাসপেনের ঝাড় চোখে পড়ছে।

জানালার উপরে অংশকে "Arch" বলা যেতে পারে। ঘুরে দাঁড়িয়ে অন্য পৃষ্ঠায় পড়তে শুরু করল ও।

বিছানার কিনারে এসে বসল জন। 'ধেত্তেরি,' বিড়বিড় করে চরম বিরক্তি প্রকাশ করল। 'জিনিসটা এখানে আছে! অথচ...'

'থাকলেই চামড়া বাঁচবে তোমার!' সরোষে হুমকি দিল জেক শাটন।

আবার পায়চারি শুরু করল জন। কামরার মাঝখানে থেমে "Locksley Hall" থেকে জোরে জোরে কয়েক লাইন পড়ল, যেন এর তাৎপর্যের মধ্যে কিছু খুঁজে পেতে চাইছে। এবার দক্ষিণের জানালা দিয়ে তাকাল।

ঝকঝকে নীল আকাশ। উজ্জ্বল রোদ।

সবুজ ঘাসের গালিচা বরাবর বিশাল গ্র্যানিট পাথরের কিছু অংশ চোখে পড়ছে।

ঘুরে দাঁড়াবে এসময় দৃষ্টিসীমায় ধরা দিল কী যেন...ক্ষীণ অস্পষ্ট

একটা দীপ্তি। জানালা থেকে দৃষ্টি সরিয়ে ধীর ভঙ্গিতে বইয়ের পাতা উল্টাল।

'কী দেখছিলে?' জানতে চাইল জেক শাটন।

'কিছু দেখছিলাম না, ভাবছিলাম,' জবাব দিল জন। 'গ্রেগ খুবই ভাবুক মানুষ ছিল। ওর জায়গায় নিজেকে কল্পনা করে ওর ভাবনা পড়ার চেষ্টা করছি। দেখে মনে হতে পারে হয়তো দিবাস্বপ্ন দেখছি, আসলে তা নয়।'

চেয়ার ঘুরিয়ে জনের মুখোমুখি হলো জেক। 'মাথা তোমার কাটা যাবে, অন্য কারও নয়,' রায় ঘোষণার সুরে বলল সে। 'আমি কিন্তু ধৈর্য হারিয়ে ফেলছি, ছেলেদেরও একই অবস্থা।'

'এখন পর্যন্ত আমার ভাইয়ের খুনীকে ফাঁসিতে চড়াওনি, অথচ তোমার লোকদের দুই সপ্তাহ সময় দিয়েছিলাম।'

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল জেক শাটন, হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে গায়ের জোরে চড় মারল জনের গালে। টলে উঠল জন, পড়ে যাওয়ার অবস্থা হলেও দেয়াল ধরে নিজেকে সামলে নিল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে, গোলমালের শব্দ শুনতে পেয়ে ছুটে দোরগোড়ায় এসে দাঁড়াল লেসলি আর হ্যারিগান।

বাতিলের ভঙ্গিতে একটা হাত বাতাসে নাড়ল জেক। 'সব ঠিক আছে, তোমরা যাও। ব্যাটা একটু টালবাহানা করছিল, কষে থাপ্পড় লাগিয়েছি। চিন্তা কোরো না, আমি নিজে সামাল দিতে পারব ওকে।'

চেয়ারে বসে পড়ল জেক শাটন। পলকের জন্য তাকে দেখল জন, একেবারে নিরুদ্বিগ্ন, নির্বিকার চাহনি। শেষে ঝুঁকে হাত থেকে পড়ে যাওয়া বইটা তুলে নিল। মুখে রক্তের নোনা স্বাদ অনুভব করছে, হাত বুলিয়ে টের পেল ঠোঁটের এক পাশ ফুলে গেছে।

'অযথা বকবক কোরো না,' অধৈর্য সুরে নির্দেশ দিল জেক। 'শুধু যা জানতে চাইব, তার উত্তর দেবে। পরিষ্কার? কাজ শুরু করো আবার। সত্যি বলছি, আমার ধৈর্য কমে যাচ্ছে।'

দৃষ্টি তুলে জানালার দিকে তাকাল জন। মনে পড়ল বিশাল গ্র্যানিট পাথরের পাশ দিয়ে চলে গেছে পাহাড়ে নেমে যাওয়ার গোপন পথ,

একটা দীপ্তি দেখা যাচ্ছে–অভ্রের মত এক ধরনের ঔজ্জ্বল্য। আসলে পাথরে রোদের প্রতিফলন।

চোখ সরিয়ে নিল জন, ইতিকর্তব্য স্থির করে ফেলেছে। ভয়াবহ ঝুঁকি নিতে হবে, স্বল্প রেঞ্জে গোলাগুলি হবে এবং পরিণতিতে হয়তো খুন হয়ে যাবে ও। কিন্তু এ ছাড়া উপায় নেই।

স্মিত হাসল ও।

'হাসছ কেন?' খেঁকিয়ে উঠল জেক শাটন। সত্যিই অধৈর্য হয়ে উঠছে লোকটা।

হাসি ম্লান হলো না জনের, বরং বাড়ল। 'ভাবছিলাম জিনিসটা যখন খুঁজে পাব তখন তোমার মুখের অবস্থা কী হবে,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল ও। 'কারণ আমি ভাল করে জানি যে তোমরা যা ভাবছ, জিনিসটা তা নয়। তুমি আসলে মহা বোকা লোক, শাটন, আলেয়ার পিছে ছুটেছ এতদিন। এ-পর্যন্ত কোন ফায়দা হয়েছে? তোমার কয়েকজন লোক মারা গেছে, কয়েকজন আহত হয়েছে। অথচ বিনা লাভে।'

জেককে আরও কাছে আনতে হবে। জন চায় আবারও ওকে চড় মারুক সে। যেভাবে হোক লোকটাকে কাছে আনতে হবে।

'হাসির আরও একটা কারণ,' খেই ধরল জন। 'আসলে আমরা সবাই কম-বেশি বোকা। পৃথিবীর নিয়ম হচ্ছে একদিন সবাই মারা যাবে। মৃত্যু থেকে কারও পরিত্রাণ নেই। মরতেই যখন হবে, তা হলে কেন সাহসী মানুষের মত মরব না? শাটন, তুমি আসলে কাপুরুষ। নিরস্ত্র লোককে মারতে তোমার লজ্জা হয় না। ন্যূনতম ভদ্রতাও নেই তোমার মধ্যে, অথচ নিজেকে ভদ্রলোক বলে দাবি করো! একদল খুনী রেনিগেডের নেতৃত্ব দাও তুমি, সামনাসামনি দাঁড়িয়ে সমানে-সমান লড়ার মুরোদ এদের একজনেরও নেই।

'তুমি নাকি দুর্দান্ত সাহসী লড়াকু লোক? শুনলাম এখন টম ড্রেকার মত মামুলি গানম্যানকেও ভয় পাও, ওকে নির্দেশ দিতে তোমার বুক কাঁপে। তুমি আসলে ভীতু লোক, ভিতরে কিছু নেই। একটা ইঁদুরের সমান সাহসও নেই তোমার।'

জন তৈরি হয়ে আছে, আশা করছে যে-কোন মুহূর্তে ওর উপর

ঝাঁপিয়ে পড়বে লোকটা। কিন্তু ওর আশা পূরণ হলো না। চেয়ারে শরীর এলিয়ে দিয়ে শরীর ছেড়ে দিল জেক শাটন, সবক'টা দাঁত বের করে হাসছে, চাহনিতে শীতল চাতুর্য।

'প্রয়োজনের চেয়ে একটু বেশি বকবক করে ফেলেছ, ক্যালকিন,' নির্লিপ্ত সুরে বলল জেক। 'যা আশা করছ সেটা হবে না। জানি তোমার মনে কী আছে। ভেবেছ মাথা গরম করে তোমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ব আমি, আর এ-সুযোগে আমার হোলস্টার থেকে পিস্তলটা ছিনিয়ে নিয়ে গোলাগুলি করে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে? উঁহুঁ, তোমার আশা পূরণ হচ্ছে না।

'স্বীকার করছি, সত্যি খেপে আছি! কিন্তু একইসঙ্গে সতর্কও। ভাল করে জানি ভুল একটা চাল দিলে চরম মাশুল গুনতে হবে, কারণ স্টেঙ্গল বলেছে তুমি খুবই ভয়ঙ্কর লোক। যাক্‌গে, তোমাকে যখন শায়েস্তা করতে হবে, নিজেই করব আমি, উস্কানির প্রয়োজন হবে না। ওই মুরোদটুকু আছে আমার, ড্রেকার মত অন্য কারও সাহায্য লাগবে না।

'আর দেরি করতে পারব না। মাত্র এক মিনিট সময় পাবে। হয় তুমি বলবে সোনা কোথায় আছে,' পিস্তল বের করে হাতের তালুয় রাখল সে, মাযল জনের দিকে ফেরানো। 'নইলে ঠিক এক মিনিট পর দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যাবে তুমি। এবার জোরে জোরে পড়ো!'

Ulysses-এর নির্দিষ্ট তিন লাইন জোরে জোরে পড়ল্ জন:
' "Yet all experience is an arch wherethrou'/Gleams that untravell'd world whose margin fades/For ever and for ever when I move" '

'কিছুই তো বুঝলাম না,' এক চুল নড়ছে না জেকের হাতের পিস্তল, ঠিক জনের বুক বরাবর ধরা আছে মাযলটা।

'জানালা দিয়ে বাইরে তাকাও—জানালা হচ্ছে একটা Arch—পাথরের উপর সূর্যের আলোর প্রতিফলন দেখতে পাবে। ওটা Gleam বা দীপ্তি। মাথা সামান্য নড়লে দীপ্তিটা মিলিয়ে যাচ্ছে। আর এটাই হচ্ছে whose margin fades/For ever and for ever when I move -এর রহস্য।'

'ধন্যবাদ, ক্যালকিন,' উজ্জ্বল হয়ে গেছে জেক শাটনের চোখ, মুখে

হাসি আর ধরে না। 'যা যা দরকার ছিল, সবই দিয়েছ আমাকে!'

পিস্তলের হ্যামার টানল সে।

অন্যদের ভাগ্যে কী ঘটেছে জানে না মাইক, কিন্তু এটা জানে যেভাবে হোক বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে হবে। সঙ্গে এলিসাকে নিয়ে যেতে হবে। হাতে সময় নেই। যা করার শিগ্‌গিরই করতে হবে।

ব্রুস লোকটা শক্ত ধাঁচের। কর্কশ চেহারার সঙ্গে মানানসই স্বভাব পেয়েছে—নীচ, রুক্ষ, খিটখিটে। লোকটার সঙ্গে ওর সঙ্গীরাও ঠিকমত কথা বলে না, খেয়াল করেছে মাইক, সম্ভবত কেউ চায় না বেতাল কিছু বলে ব্রুসের রোষে পড়ুক। বাজ পড়া একটা গাছের নীচে পাথরের উপর বসে আছে সে, তেল চিটচিটে এক সেট তাস মাটির উপর বিছিয়ে সলিটেয়ার খেলছে। ঠিক সামনে বসে আছে মাইক আর এলিসা। সারাক্ষণই ওদের দিকে একটা চোখ রেখেছে ব্রুস, তাকে ফাঁকি দিয়ে কিছু করার উপায় নেই। সতর্কতা হিসাবে সিক্সশূটারটা পাশে রেখেছে।

ফিরে এসে ব্রুসের খেলা দেখতে দাঁড়িয়ে গেল স্লিম।

হঠাৎ মুখ তুলে তাকাতে বনের কিনারে একটা হাতের নড়াচড়া দেখতে পেল মাইক। ধক্ করে উঠল ওর কলজে। মুখ নির্বিকার রাখার চেষ্টা করল, তাকিয়ে আছে ব্রুসের দিকে, তবে চোখের কোণ দিয়ে বনের কিনারা দেখল—ঠিকই দেখেছে।

বুড়ো লোকটা!

খোলা জায়গায় চলে এসেছে সে, হাতে মান্ধাতার আমলের বাফেলো বন্দুক। ইশারায় স্লিম আর নিজেকে দেখিয়ে কী যেন বোঝাতে চাইছে।

বুঝে ফেলল মাইক। স্লিমকে শিকার করবে সে, আর ব্রুসের ভার ছেড়ে দিচ্ছে ওর উপর। সহজ শিকার বেছে নিয়েছে সে, মনে মনে ভাবল মাইক। ব্রুসের সঙ্গে লাগতে যাওয়া আর গ্রিজলির গলায় আঁচড় দেওয়া একই কথা। তবে এই বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে হলে তাই করতে হবে।

হাত বাড়িয়ে এলিসার কব্জি চেপে ধরল মাইক, সামান্য চাপ দিল।

পা দুটো পিছনে নিয়ে গেল ও যাতে চট করে উঠে দাঁড়াতে পারে। এলিসাও বুঝতে পারবে একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে। এই প্রথম মেয়েটাকে স্পর্শ করল!

বাফেলো বন্দুকে স্লিমকে নিশানা করছে বুড়ো।

মুখ তুলে স্লিমের দিকে তাকাল মাইক, ঝাড়া কয়েক সেকেন্ড দেখল, তারপর নিচু স্বরে বলল: 'বিদায়, স্লিম!' এই আনন্দটুকু থেকে নিজেকে বঞ্চিত করতে পারেনি মাইক, তাই বলে ফেলল কথাটা।

চট করে পাশ ফিরে ওর দিকে তাকাল স্লিম, পরপরই কান ফাটানো শব্দে গর্জে উঠল বাফেলো বন্দুক।

স্লিমের কী হলো দেখার সুযোগ হলো না মাইকের, কারণ গুলির শব্দ শোনার সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে ও। এক পা এগোতে পৌঁছে গেল ব্রুসের সামনে। সময় নষ্ট করল না মাইক। গায়ের জোরে ঘুসি চালিয়েছে। ব্রুসের চওড়া মুখে ল্যান্ড করল ওর মুঠি।

ঘুসির ধাক্কায় পিছনে হেলে পড়ল ব্রুস। চালু লোক। পড়ন্ত অবস্থায় পিস্তল তুলে নিতে হাত বাড়িয়েছে। এদিকে মাটিতে পড়ে মৃত্যু যন্ত্রণায় গড়াগড়ি করছে স্লিম।

ঝটিতি উঠে দাঁড়াল ব্রুস। তাকে সময় দিল না মাইক, বিরাশি শিক্কার আরেক ঘুসি চালাল। পায়ের কাছে পিস্তলটা পড়ে রয়েছে দেখে ঝুঁকে ওটা তুলে নিতে গেল মাইক।

সুযোগ নিতে ভুল করল না ব্রুস। কষে লাথি হাঁকাল মাইকের মাথায়। উড়ে গিয়ে মাটিতে আছড়ে পড়ল মাইক। পরপরই খুব কাছে গর্জে উঠল একটা পিস্তল। মাইক বুঝল এবার আর রক্ষে নেই। খেল খতম!

চোখ মেলে আকাশ দেখতে পেল মাইক। উঠে বসতে যেতে পাশে এলিসাকে দেখতে পেল, পিস্তল মেয়েটির হাতে। পাঁচ হাত দূরে পড়ে আছে ব্রুস। মৃত।

এ কী! মাথায় কী যেন প্রচণ্ড জোরে আঘাত করেছে, নিতান্ত বিস্ময়ের সঙ্গে টের পেল মাইক। এবার একটা চিৎকার এবং গুলির শব্দ, দুটোই খুব কাছাকাছি সময়ে হলো। মাইক হঠাৎ আবিষ্কার করল ধুলোয়

গড়ান খাচ্ছে, তীব্র ব্যথা ছড়িয়ে পড়ছে মাথায়, যেন ছুরি চালাচ্ছে কেউ। প্রাণপণ চেষ্টায় উঠে বসার প্রয়াস পেল ও।

উঠে দাঁড়াতে পারল বটে, কিন্তু শরীর টলছে, পায়ে জোর পাচ্ছে না। পতন ঠেকাতে একটা গাছের ডাল চেপে ধরল।

মুখ রক্তাক্ত হয়ে গেছে ওর। ঝাপসা দৃষ্টিতে দেখতে পেল কিছু দূরে একটা ঘোড়ার পিঠে বসে রয়েছে টম ড্রেকা। এলিসাকে উপুড় করে স্যাডলে ফেলল সে, তারপর ঘুরে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল বনের দিকে। কয়েক কদম এগোতে আড়ালে চলে গেল ঘোড়াটা।

এলিসাকে দেখে মনে হয়েছে মেয়েটা অজ্ঞান।

ব্রুসের লাশের দিকে এগোল মাইক। মনে পড়েছে ওকে বাঁচাতে তাকে গুলি করেছিল এলিসা। অজ্ঞান হওয়ার সময় নিশ্চয়ই পিস্তলটা এলিসার হাত থেকে পড়ে গেছে। লাশের ওপাশে পেল পিস্তলটা। তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়াল মাইক।

হঠাৎ বন থেকে ছুটে বেরিয়ে এল এক লোক। জীবনে তাকে দেখেনি মাইক। আচমকা থমকে দাঁড়াল সে, মাইককে দেখে বলল, 'পিস্তলটা ফেলে দাও, বয়, নইলে খুন হয়ে যাবে!'

কথাটা শেষ হতে বাকি, গুলি করে তার বুক ফুটো করে ফেলল মাইক।

একুশ

সুযোগসন্ধানী নয় জন ক্যালকিন, তবে পরিস্থিতির খাতিরে সুযোগ নেওয়া উচিত মনে হলে নিতে দ্বিধাও করে না। বরং সেটাই বুদ্ধিমানের কাজ।

শাটনের পিস্তলের হ্যামার পিছনে চলে গেছে, এখনই ট্রিগার টানবে। ঠিক তখনই বাইরে আকাশ ফাটানো শব্দে গর্জে উঠল একটা বাফেলো বন্দুক। কোন অস্ত্রের এমন ভয়াবহ গর্জন, অস্বাভাবিক ও অনাকাঙ্ক্ষিতও বটে; স্বভাবতই মুহূর্তের জন্য থমকে গেল জেক শাটন। এরচেয়ে বেশি সময় দরকার ছিল না জনের।

পা ঘুরিয়ে শাটনের চেয়ারের পায়ায় বাধাল জন, তারপর কষে টান দিল। ঘুরে গেল চেয়ার, ছিটকে চলে গেল কয়েক গজ, একইসঙ্গে শাটনও সরে গেছে। দড়াম করে মেঝেয় আছড়ে পড়ল সে। পিস্তল হাত থেকে ছুটে গেছে, মেঝেয় পড়ে কয়েক গড়ান খেয়ে সরে গেল কিছুদূর।

হাতে টেনিসনের কাব্যগ্রন্থ শাটনের মুখ বরাবর ছুঁড়ে দিল জন, ওটার পিছু নিয়ে নিজেও ছুটল। কোমরে গুঁজে রাখা বাড়তি পিস্তলটা চট করে বের করে ফেলেছে শাটন, তবে আবারও বেকায়দায় পড়ে গেল। গদার মতো মুখে এসে পড়ল বইটা। অস্ফুট স্বরে গুঙিয়ে উঠল সে। সামলে নিল যখন, ততক্ষণে সামনে এসে পড়েছে জন, কষে লাথি চালাল শাটনের পেটে। পিস্তল কেড়ে নিতে লোকটার কব্জি চেপে ধরল।

লাথির চোটে পেটের সব বাতাস বের করে দিয়েছে শাটন। পিস্তলের গর্জনে চমকে উঠল জন, টের পেল ওর কানের পাশ দিয়ে চলে গেছে তপ্ত সীসা, ভোঁতা শব্দে বিদ্ধ হলো ওপাশের দেয়ালে।

চোখের কোণ দিয়ে জন দেখতে পেল কয়েক হাত দূরে রয়েছে শাটনের প্রথম পিস্তল, সঙ্গে সঙ্গে ডাইভ দিল ও। এদিকে মরিয়া হয়ে আরও একটা গুলি করেছে শাটন, কিন্তু এটাও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে। জনের মাথার উপর দিয়ে চলে গেল। ঝাঁপ না-দিলে ঠিক ফুটো হয়ে যেত ওর বুক!

পিস্তলটা হাতে আসা মাত্র গড়ান খেয়ে দু'হাত সরে গেল জন। শরীর সোজা করেই ট্রিগার টেনে দিল। ততক্ষণে তৃতীয় গুলি করার তোড়জোড় করছিল শাটন, গুলির ধাক্কায় একেবারে স্থির হয়ে গেল।

ঝটিতি উঠে দাঁড়াল জন, জানে দরজার বাইরে হ্যারিগান আর লেসলি শাটন রয়েছে।

দোরগোড়ায় এসে দাঁড়ানো পিট হ্যারিগানের পেটে লাগল গুলিটা। হ্যালিগানের দশাসই শরীর পড়ে যাচ্ছে, এ-সময় দ্বিতীয় গুলি বিদ্ধ হলো বুকে। হাত থেকে পিস্তল ছেড়ে দিল আউটল।

দরজার উদ্দেশে দৌড় দিল জন। পেরোনোর সময় ঝুঁকে হ্যারিগানের পিস্তল তুলে নিল। দোরগোড়ায় এসে দাঁড়াতে দেখল সামনে উদয় হয়েছে লেসলি শাটন, হাতের রাইফেল তুলছে। দুই হাতের দুই পিস্তলের বাঁট লোকটার চাঁদিতে নামিয়ে আনল জন। "অঁক" করে বিদঘুটে আওয়াজ করল সে, এক পা পিছিয়ে গেল, তারপর হুড়মুড় করে পড়ে গেল মেঝেয়। উঠে বসার প্রয়াস পেল একবার, তারপর আবারও পড়ে গেল

পোর্চের সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে আছে জেফ স্টেঙ্গল। হাতে জনের গানবেল্ট আর জোড়া পিস্তল।

'আমার ঘোড়াটা নিয়ে যাও, জন,' নির্বিকার মুখ স্টেঙ্গলের। 'সম্ভবত এলিসাকে নিয়ে পালিয়েছে ড্রেকা।'

রক্তরঙা বিশাল বে ঘোড়াটা দাঁড়িয়ে আছে একটু দূরে, স্যাডল পরানো। ছুটল জন, দৌড়ের মধ্যে স্যাডলে চড়ে বসল। হাতে লাগাম তুলে নিয়েই স্পার দাবাল।

'ধন্যবাদ!' চেঁচাল জন। ততক্ষণে তুফান বেগে ছুটতে শুরু করেছে বে-টা।

খুবই সাবধানী আর বিচক্ষণ মানুষ জেফ স্টেঙ্গল। জীবিকার তাগিদে দ্রুতগামী ঘোড়া দরকার হয় তার। একটু এগোতে জন নিশ্চিত হয়ে গেল তল্লাটের যে-কোন ঘোড়াকে দৌড়ে হারিয়ে দেবে বে-টা।

একটু আগে দূরে গোলাগুলির শব্দ শুনতে পেয়েছিল। মনে শঙ্কা ওর, হয়তো খারাপ কিছু ঘটে গেছে।

ক্যাম্পে পৌঁছল জন, দেখল টলমল পায়ে দাঁড়িয়ে আছে মাইক মুর। যেন ঘোরের মধ্যে আছে ছেলেটা, চোখে শূন্য দৃষ্টি, আশপাশে কী ঘটছে, এ-সম্পর্কে অসচেতন। মাইকের সারা মুখ আর মাথা রক্তাক্ত। কাছে পড়ে রয়েছে দুটো লাশ। চিৎকার করে নির্দিষ্ট একটা দিক দেখিয়ে দিল মাইক।

আবার ছুটল বে ঘোড়াটা।

একেবারে তাজা ট্র্যাক ফেলে গেছে টম ড্রেকা। বে ঘোড়াটা যেন জানে কোথায় যেতে হবে, নিজ থেকে ছুটছে।

সঙ্কীর্ণ ট্রেইল। পথের উপর ঝুঁকে পড়েছে অ্যাসপেনের সরু ডাল, পরস্পরের গায়ে গা ঘেঁষে বাঁকানো ছাদের মত খিলান তৈরি করেছে। নাকে এসে পড়া ধুলো না-থাকলে বলা যেত টানেল দিয়ে ছুটছে। হঠাৎ খোলা জায়গায় এসে পৌঁছল জন।

এলাকাটা অচেনা বলে অন্ধের মত এগোচ্ছে টম ড্রেকা, এবং তাড়াহুড়ো করায় নিজের অজান্তে বদ্ধ এক উপত্যকায় এসে উপস্থিত হয়েছে।

হন্যে হয়ে বেরিয়ে যাওয়ার রাস্তা খুঁজছিল টম ড্রেকা, খুরের শব্দ পেয়ে ফিরে তাকাল। লাল বে ঘোড়াটা দেখে সওয়ারীকে জেফ স্টেঙ্গল বলে ভুল করল। 'ফিরে যাও, জেফ!' চিৎকার করল সে। 'এই মেয়ে আমার!'

তারপর জনকে চিনতে পারল; সঙ্গে সঙ্গে ফ্যাকাসে হয়ে গেল মুখ। এলিসাকে ছেড়ে দিল সে, স্যাডল থেকে ছেঁচড়ে নেমে গেল মেয়েটি। পড়ে থাকল ঘোড়ার পায়ের কাছে। ঘোড়াকে কয়েক কদম পাশে সরিয়ে নিল ড্রেকা, তাচ্ছিল্যের সুরে জানতে চাইল: 'ঘোড়াটা কীভাবে পেলে, ক্যালকিন?'

'জেফ নিজেই দিল আমাকে, ড্রেকা। আরও জানিয়েছে যে এলিসাকে নিয়ে পালিয়ে এসেছ তুমি।'

'ওর প্রতি তোমার এত আগ্রহ কেন?' তির্যক সুরে জানতে চাইল ড্রেকা। 'তুমিও ওকে চাও নাকি? কথাটা আগে বলবে তো, তা হলে অনেক আগেই এলিসাকে দখল করে নিতাম। যাক্‌গে, তুমি দেখছি পিস্তল উঁচিয়ে রেখেছ। বাড়তি সুযোগ নিচ্ছ?'

'কখনও বাড়তি সুযোগ পাওনি তুমি, ড্রেকা?' এগিয়ে আসছে জন, মুখ থমথমে। দেখল নড়ে উঠেছে এলিসা। জন আশা করল মেয়েটি যেখানে আছে সেখানেই থাকবে।

'আমি তো শুনেছি দুর্ধর্ষ জন ক্যালকিন কারও বিরুদ্ধে কখনও

বাড়তি বা অন্যায় সুযোগ নেয় না। পিস্তলটা হোলস্টারে রেখে দাও, দেখবে কীভাবে তোমাকে হারিয়ে দেই।'

'হয়তো পারবে···আবার নাও পারতে পারো। সমান সুযোগ কি তোমার প্রাপ্য, ড্রেকা? যে-লোক মেয়েদের খুন করে, তাকে সমান সুযোগ দেওয়াও অন্যায়।'

পিস্তলটা হোলস্টারে নামিয়ে রাখল জন। দেখল বিদ্যুৎ গতিতে পিস্তলের দিকে এগোচ্ছে ড্রেকার হাত। হোলস্টারে পিস্তল নামিয়ে রাখার পর আরেকটু নেমে গেছে জনের হাত। বিপদ দেখে বিদ্যুৎ খেলে গেল ওর হাতে। হাতটা উঠে এল নিমেষে, পিস্তল তুলে নিল। কোমরের কাছ থেকে ট্রিগার টেনে দিল জন।

ড্রেকার গাঢ় নীল শার্টে সাদা মুক্তোর বোতাম। বাম পকেটের ঢাকনায় বসানো বোতামটা অদৃশ্য হয়ে গেল হঠাৎ, চট করে রক্তলাল হয়ে গেল জায়গাটা।

বিশাল বে ঘোড়াটাকে আগে বাড়াল জন, ড্রেকার কাছে চলে এল। পিস্তল তোলার চেষ্টা করছে ড্রেকা, কিন্তু ওটা এত ভারী মনে হচ্ছে যে তুলতে পারল না।

'আমি মেয়ে নই, ড্রেকা,' মৃদু স্বরে বলল জন। 'পুরুষ মানুষ সামলানোর মুরোদ নেই যখন, শুধু মেয়েদের খুন করার দিকে মনোযোগ দিলে পারতে।'

দ্বিতীয় বুলেটের দরকার হলো না। হাতের মুঠি থেকে খসে পড়ল পিস্তল, স্যাডলে মুখ থুবড়ে পড়ল টম ড্রেকা। অন্য হাতে লাগাম ধরা আছে এখনও, নিষ্প্রাণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে জনের দিকে।

'তোমাকে সত্যি ঘোড়াটা দিয়েছে ও? এই অসম্ভব কাজটা···'

'জেফ স্টেঙ্গল একজন মানুষ, ড্রেকা। হয়তো মন্দলোক, তবে মানুষ।'

স্যাডল থেকে গড়িয়ে পড়ল ড্রেকা, একটা বুট আটকে রইল স্টিরাপে। কয়েক কদম এগোল ঘোড়াটা, ধুলোর উপর দিয়ে টেনে নিয়ে গেল ড্রেকাকে।

ড্রেকার ঘোড়ার কাছে চলে এল জন, স্টিরাপ থেকে মৃত আউটলর বুট খুলে দিল, মাটিতে গড়িয়ে পড়ল দেহটা। ঘোড়াটার লাগাম তুলে নিয়ে লীড করে এলিসার কাছে চলে এল জন।

'চলো, বাড়ি ফিরে যাই,' মেয়েটিকে বলল ও। 'ওরা বোধহয় দুশ্চিন্তা করছে।'

কেবিনের কাছে এসে ওরা দেখল অপেক্ষায় রয়েছে জেফ স্টেঙ্গল। স্যাডল থেকে নামল জন, হাত বাড়িয়ে দিল স্টেঙ্গলের উদ্দেশে। 'ধন্যবাদ, জেফ। ভাগ্যিস, স্যাডল পরানো ছিল ঘোড়ায়, নইলে দেরি হয়ে যেত।'

'তোমার উপকার করতে পেরে খুশি আমি, জন,' বলল বন্দুকবাজ। 'যারা বেঁচে আছে, ওরা হয়তো আবার একত্র হবে। তবে আমি আর নেই, যথেষ্ট হয়েছে। ভাবছি এল পাসোয় গিয়ে স্যামের সঙ্গে দেখা করব।'

'তাই কোরো। স্যাম খুব ভালমানুষ।'

বে ঘোড়াটায় চড়ল জেফ স্টেঙ্গল, তারপর স্যাডলে বসে ঘুরে তাকাল। 'ওখানে কী হলো, জন? ড্রেকার কথা জানতে চাইছি।'

'আর কখনও কাউকে খুন করতে পারবে না ও।'

'গ্রেগের খুনীদের একজন ও।'

'আমিও তাই ভেবেছি। তোমার কথায় নিশ্চিত হলাম। যাক্‌গে, ধন্যবাদ, জেফ, সবকিছুর জন্য।'

এগোতে উদ্যত হলো স্টেঙ্গল।

'জেফ?'

রাশ টানল বন্দুকবাজ।

'ঘোড়াটা যদি কখনও বেচতে চাও...'

'মাথা খারাপ! মরে গেলেও বেচব না!' বলে স্পার দাবাল জেফ স্টেঙ্গল।

পদশব্দ পেয়ে ঘুরে দাঁড়াল জন, দেখল বনের কিনারে এসে দাঁড়িয়েছে ওয়েস মুর। ফ্যাকাসে এবং রুগ্ন দেখাচ্ছে তাকে। সঙ্গে মাইক আর বুড়ো রয়েছে। বুড়োকে আগের চেয়ে বয়স্ক দেখাচ্ছে, চলার সময়

বাফেলো বন্দুকে ভর রেখে পা ফেলছে।

'ঝামেলা মিটে গেছে, জন?'

'বোধহয়, মাইক,' স্মিত হাসল জন, মনে হলো গত এক মাসের মধ্যে এই প্রথম হাসছে। 'তবে দুটো কাজ বাকি রয়ে গেছে। লাশগুলো গোর দিতে হবে, আর গুপ্তধন খুঁজতে হবে। খুঁজতে নিশ্চয়ই ভাল লাগবে তোমার?'

'এখন?' বিস্মিত স্বরে জানতে চাইল মাইক।

'হ্যাঁ, এখনই,' ঘুরে নির্দিষ্ট বোল্ডারের দিকে এগোল ও। অনুসরণ করল মাইক, এলিসা আর ওয়েস।

বোল্ডারের পাদদেশে সঙ্কীর্ণ ট্রেইলটা খাড়াভাবে নেমে গেছে, নীচের প্রায় সবকিছু চোখে পড়ছে। মিনিট খানেক ঠায় দাঁড়িয়ে থাকল জন, নীচের উপত্যকার অপরূপ সৌন্দর্য উপভোগ করল।

জুতসই জায়গা বেছে নিয়েছিল গ্রেগ। একে দৃষ্টির আড়ালে, তায় পাথরে সূর্যের প্রতিফলন নির্দিষ্ট অবস্থান ছাড়া চোখে পড়ে না। দুই কদম পিছিয়ে এসে চিন্তিত দৃষ্টিতে পাথরটার দিকে তাকাল জন, ডানে-বামে দু'দিক জরিপ করল। শেষে সঙ্কীর্ণ গর্তে ঢুকে পাথরটা খুঁটিয়ে দেখল।

পেয়ে যাওয়ায় এখন আর জায়গাটাকে গুপ্ত জায়গা মনে হচ্ছে না। সম্ভবত আগুনে যাতে পুড়ে না-যায় সেজন্য এখানে জিনিসটা রেখেছে গ্রেগ, অন্য কোন উদ্দেশ্য নাও থাকতে পারে। কেবিনে উন্মুক্ত উনুন থাকায় পুড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

বোল্ডারে ছোট্ট একটা গর্ত, আরেকটা পাথর পুরোপুরি ঢেকে রেখেছে। পাথর সরিয়ে দিতে মরচে পড়া একটা ধাতব বাক্স পেল জন। ছোট্ট তালা ভেঙে ফেলল। ভিতরে পার্চমেন্টে মোড়া বেশ কিছু কাগজ, পানি বা আর্দ্রতা থেকে রক্ষা করার জন্য অয়েলস্কিনে পেঁচিয়ে রাখা।

ঝুঁকে গর্তে উঁকি দিল মাইক, তারপর মুখ তুলে শূন্য বাক্সটা দেখল। 'এটাই সেই গুপ্তধন?' প্রায় হতাশ সুরে জানতে চাইল।

উত্তর না-দিয়ে সতর্কতার সঙ্গে অয়েলস্কিনের মোড়ক সরিয়ে

পার্চমেন্ট কাগজের ভাঁজ খুলল জন। গাঢ় বাদামি রঙের পার্চমেন্টের উপর লেখা:

প্যারিসে আমার বন্ধু জাঁ জ্যাক ট্রেমুলিনের হাতে দিতে হবে এই মহা মূল্যবান পাণ্ডুলিপি। "ওটমিদের কিংবদন্তী"-- সংকলনে গ্রেগ জোহান ক্যালকিন।

লেখাগুলো জোরে জোরে পড়ল জন। প্রবল বিস্ময় নিয়ে পাণ্ডুলিপিটা দেখছে অন্যরা। অয়েলস্কিন উল্টে ফেলল জন। ছোট্ট সোনার একটা নাগেট বেরিয়ে এসে মাটিতে পড়ল।

বিস্ময়ে বেকুব বনে গেল মাইক। জীবনে কখনও সোনা দেখেনি ও, তবে ঠিক চিনতে পারছে।

গুপ্তধন...সোনা...আকাশছোঁয়া মূল্য...

একসঙ্গে এত চমক সামলানো মাইকের জন্য কঠিনই, বুঝতে পারছে জন। বয়সও কম ওর, স্বভাবতই ধাক্কা সামলাতে পারছে না।

'যুদ্ধ শেষ,' স্বস্তির সুরে বলল জন। 'এখন আমরা প্রতিবেশী। অন্তত কিছুদিন হলেও এখানে আছি আমি।'

'প্রতিবেশী হিসাবে তোমাকে পেলে ভালই লাগবে, জন,' আন্তরিক কণ্ঠে বলল ওয়েস মুর। 'আমাদের চেয়ে খুশি বোধহয় আর কেউই হবে না। তুমি সত্যি খুব ভালমানুষ। তোমার বদান্যতার কথা বলে শেষ করা যাবে না।'

'মাইক, আমি কিন্তু মাঝে মধ্যে আসব,' সহাস্যে বলল এলিসা ফ্যালন। 'আর এল পাসোয় যাওয়ার আগে তো দেখা হবেই। ভাবছি ওখানে গিয়ে স্যামকে নিয়ে আসব। র‍্যাঞ্চটা দাঁড় করিয়ে ফেলব আমরা। সত্যি কথা হচ্ছে, আমার বা স্যামের, আসলে কোথাও যাওয়ার জায়গাই তো নেই। সেক্ষেত্রে, এমন একটা জায়গা কেন ফেলে যাব?'

হাসল মাইক। 'নিশ্চয়ই আসবে। যখন খুশি। আমার তো ভালই লাগছে যে আমিও যেতে পারব তোমাদের বাথানে। কিন্তু তোমার বাবার লোকেরা যদি ফিরে এসে একত্র হয়?'

'ড্রেকা না-থাকায় সুবিধা করতে পারবে না ওরা। স্টেঙ্গল ছাড়াও স্যাম থাকবে। জেকের তুলনায় ফেরেশতা ও। আমার তো মনে হয় র‍্যাঞ্চের দিকে মনোযোগ দেবে ও।'

'আর তুমি কী করবে, জন?'

দিগন্তে চলে গেল জনের উদাস দৃষ্টি। 'আগামী কয়েকটা দিন ভাইয়ের স্মৃতি মনে করব। ওর রেখে যাওয়া বই পড়ে অবসর কাটিয়ে দেব। এরপর,' স্মিত হাসল ও, এড়িয়ে গেল এলিসার দৃষ্টি। 'হয়তো আবার ট্রেইলে নামব। দূরে অজানা কোন গন্তব্যের উদ্দেশে ঘোড়া ছোটাব। তবে এটা ঠিক, হঠাৎ হঠাৎ এসে দেখে যাব তোমাদের।'

*

পাহাড়ের একেবারে চূড়ার কাছাকাছি পাইন ঘেরা এক চিলতে খোলা জায়গায় বসে আছে বুড়ো। এখান থেকে নীচের বিস্তীর্ণ জমির প্রায় পুরোটাই চোখে পড়ে। টেলিস্কোপ দিয়ে আশপাশের প্রতিটি মানুষকে দেখতে পাচ্ছে—জীবিত কিংবা মৃত।

নিজের দায়িত্ব পালন করেছে সে। মনে হয়েছিল সাহায্য করা দরকার, করেছে। সময়মত যখন দরকার ছিল, তখনই গুলি করেছে। যাকে খুন করা জরুরি মনে হয়েছিল, তাকেই ফেলে দিয়েছে। যাকে দরকার মনে হয়নি, তাকে ছেড়ে দিয়েছে।

অদ্ভুত এক নীরবতার মধ্যে তার বসবাস, মানুষটা যেন নিরন্তর এই নৈঃশব্দ্যের অংশ। মাঝে মধ্যে মিষ্টি স্বরে ডাকছে কোন পাখি, কিংবা কোন পোকা উদ্ভট শব্দ জুড়ে দিয়েছে। কিন্তু এর সবই স্বাভাবিক শব্দ। বনের এই পরিবেশের সঙ্গে অভ্যস্ত বুড়ো।

হেঁটে ছোট্ট ঝর্নার কাছে চলে গেল সে। নিচু হয়ে আঁজলা ভরে তুলে নিল টলটলে সুপেয় পানি, তারপর টেনে নিল মুখে।

'মানুষকে নিয়ে এই এক জ্বালা,' ত্যক্ত স্বরে স্বগতোক্তি করল বুড়ো, সে ছাড়া আর কেউ শুনতে পাবে না। 'এরা সবসময়ই বিরক্তিকর শব্দ করে!'

***

ক্যালকিন সিরিজ

রক্ষা

গোলাম মাওলা নঈম

ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে এসে জন ক্যালকিন জানল ওর ভাই গ্রেগ ক্যালকিন খুন হয়ে গেছে, শূন্য র‍্যাঞ্চে ঠাঁই নিয়েছে ভবঘুরে দুই হোমস্টীডার। প্রতিবেশী শাটন আউটফিট আসলে যুদ্ধ ফেরত রেনিগেডদের আখড়া। হেন কোনও কাজ নেই যা ওরা করতে পারে না। ওদের লক্ষ্য: যে-কোনও মূল্যে গ্রেগ ক্যালকিনের লুকিয়ে রাখা গুপ্তধন হাত করবে। জন আর দুই হোমস্টীডার ওদের পথে একমাত্র বাধা। কিন্তু শাটন বাহিনী জানে না সুকৌশলে গুপ্তধন লুকিয়ে রেখে গেছে গ্রেগ। শুধু জনই পারবে সেটা বের করতে...

এবার জনকে চেপে ধরল শত্রুরা। হয় গুপ্তধন বের করে দিতে হবে, নইলে খুন হয়ে যাবে নিরীহ দু'জন লোক আর একটা মেয়ে। বলা বাহুল্য, প্রথম গুলিটা জনের জন্যই বরাদ্দ করা আছে।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০